CONTENTS

Thursday, the 29th March. 1990.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY, UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Tuesday, the 27th March, 1990 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Jyotirmay Nath, Speaker in the Chair. The Chief Minister, The Deputy Speaker, 6 (six) Ministers, 6 (six) Minister of state and 40 (forty) Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বলিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক নাগ।

শ্রী দীপক নাগ (মজলিসপুর) ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৫০ স্যার।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৫০ স্যার।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি কোন ধরণের সমবায় সমিতি রেজিষ্টারর্ড হয়েছে,

২) তারমধ্যে কয়টি সমিতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এবং

৩) এই সমস্ত সমিতিগুলির মোট সদস্য সংখ্যা কত ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১) ১৯৯০ ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রেজিষ্ট্রীকৃত বিভিন্ন ধরণের সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা ১৬৮৬টি এবং উক্ত সমিতিগুলির শ্রেণী বিন্যাশ নিম্নে দেওয়া গেল।

ক)	শীর্ষে সমবায় সমিতি	১১টি
খ)	প্রাথমিক সমবায় সমিতি	১৪টি
গ)	কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি	৩৮২টি
ঘ)	অকৃষি জীবিকা ভিত্তিক সমবায় সমিতি	১৭৩টি
ঙ)	অকৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি	১৪টি
চ)	বিভিন্ন শিল্প সমবায় সমিতি	২৪৩টি
জ)	তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি	১৫৫টি
ঝ)	মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি	১২৫টি
ঞ)	দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি	৮১টি
ট)	গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি	৩টি
ঠ)	শূকর পালন সমবায় সমিতি	২১টি
ড)	হাঁস মুরগী পালন সমবায় সমিতি	৭টি
ঢ)	খামার সমবায় সমিতি	৩টি
চ)	প্রক্রিয়া সমবায় সমিতি	১টি
ছ)	ভোক্তা সমবায় সমিতি 8টি ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি সহ	১১৪টি
		মোট—১৩৪৭টি।

জ) বিভিন্ন ধরনের যে সকল সমবায় সমিতি উক্ত সময়ের মধ্যে লিকুইডেশানে গিয়েছে তাহার মোট সংখ্যা ৩৩৯টি

মোট সংখ্যা—১৬৮৬টি।

১নং প্রশ্ন মোতাবেক লিকুইডেশান সমিতি ব্যাতীত ১৩৪৭টি বিভিন্ন ধরনের সমিতির মধ্যে ৩৮৩টি সমিতি বর্তমানে বন্ধ আছে। উপরোক্ত ৩৩৯টি লিকুইডেশান সমিতির গুটাইয়া ফেলার কাজ শুরু করা হয়েছে।

২নং প্রশ্ন মোতাবেক বন্ধ হয়ে যাওয়া লিকুইডেশান সহ মোট ৭২২টি বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গুলির মোট সদস্য সংখ্যা ২,৬৯,১৫৫জন।

শ্রী.দীপক নাগ ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার; জিরানীয়াতে একটা ইট ভাট্টা নিয়ে সমবায় সমিতি করা হয়েছিল। কয়েকজন মিলে সেটা করেছিলেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় ছয় করা হয়েছে। বর্তমানে যে জায়গাটা সমিতির নামে ছিল সেটা সি. পি. আই(এম) এর কিছু লোক যারা তৎকালীন

সময়ে সেখানে ইটভাট্টা করেছিলেন, মুষ্টিমেয় ৫জনে মিলে সেই জায়গাটা অন্য আরেক জন ইট ভাট্টা মালিকের নিকট স্বত্ব ছেড়ে দিয়েছে।

২নং হচ্ছে-চম্পকনগরে একটা বিস্কুট ফ্যাক্টরি ছিল সমবায় সমিতির নামে এবং সেটা সি. পি. এমের প্রাক্তন প্রধান শ্রীহারাধন সাহা একা করেছিলেন উনার পরিবারের নামে, উনার আত্মীয়-স্বজনের নামে কিন্তু ফ্যাক্টরি না করে সেই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে কিনা? আর একটা হচ্ছে খয়েরপুরের ডলুরাতে একটা বিস্কুটের ফ্যাক্টরি হয়েছিল শ্রমজীবি ফ্যাক্টরি নামে। কিন্তু সেটা চালু না করে তার নাম দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে, সেটার কোন অস্তিত্ব নেই. সেখানে শুধু একটা ঘর তোলা হয়েছে সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা, থাকলে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? লক্ষ লক্ষ টাকা পাবলিক মানি নয়-ছয় করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্য যে সাপ্লিমেণ্টারী করেছেন, যে দুটি সমবায় সমিতির কথা উল্লেখ করেছেন একটা হলো সমবায় সমিতির বিস্কুট ফ্যাক্টরি আর একটা হলো ইটের বাট্টা, এই দুটির আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারবো। তবে স্যার, আমি উল্লেখ করতে পারি বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কোন নিয়ম নীতি না মেনে সমবায় সমিতি শুধু নামে বিভিন্ন জায়গায় ছিল এবং পরিচালনার দিকে লক্ষ্য না রেখে কিছু লোককে পাইয়ে দেবার জন্য এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় সমবায় সমিতি রেজিষ্টার করা হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত সমবায় সমিতিকে আমরা শুধু কাগজে-পত্রে দেখতে পাচ্ছি এবং কোন জায়গায় খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন একটা উদাহরণ আগরতলারই আমি দেব। আগরতলার আশ্রম চৌমুহনীতে একটা সাবান ফ্যাক্টরি ছিল, আমি নিজে সেই সমস্ত কাগজ-পত্র দেখতে গিয়েছিলাম কিন্তু তার কোন অস্তিত্ব খুজে পেলাম না। সেই এলাকার লোকজনও জানল না, ওরা আমার মুখে শুনে অবাক হয়ে গেল এবং বলল আমাদের এলাকায় সাবান ফ্যাক্টরি আছে এটা তো আমাদের জানা নেই। এইভাবে স্যার, বিভিন্ন জায়গায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে রেজিষ্টার করে নামে বে-নামে কিছু অর্থ নয় ছয় করার লক্ষ্যেই নাকি এটা করা হয়েছিল এটা আমরা বলতে পারি। মাননীয় সদস্য আর একটা সাপ্লিমেণ্টারী করেছেন যে তাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে? সরকারের নিয়ম অনুযায়ী আমরা সেই সমস্ত ইনকোয়ারি করার পর যে সমস্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে সেই অর্থ নয়-ছয়ের অভিযোগ যদি হয় তাহলে পরে আমরা সেই বোর্ড ভেঙ্গে দিয়েছি এবং সেখানে আমরা এডমিনিষ্ট্রেটর বসিয়েছি। তারপর যে সব সরকারী কর্মচারী আছে সেখানে যদি এই রকম কেউ লেন দেনের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেই রকম কোন প্রমান যদি প্রাথমিক পর্য্যায়ে পাওয়া যায় তদন্ত করে তাহলে সেই জায়গায় তাকে সাসপেণ্ড করে আদালতের আশ্রয়ে তথ্য রেডি করে আদালতের রায় অনুসারে সেগুলির শাস্তি বিধান করা হবে।

শ্রী দীপক নাগ ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ৩৩৯টা লিকিউডেশ্যানের আছে এবং ৮৩টা বন্ধ আছে। আমি যে কো-অপারেটিভের কথা বললাম সেগুলি কি বন্ধ আছে না লিকিউডেশ্যানের আছে। রক্তিয়া ছড়াতে তৎকালীন সমবায় মন্ত্রী অভিরাম দেববর্মার ছেলের নামে একটা শূকর কো-অপারেটিভ খোলা হয়েছিল এবং আর একটা যেটা ট্রাইবেল পরিবহন নামে একটা সমবায় সমিতি করা হয়েছিল চম্পক-নগরে সেটাও অভিরাম দেববর্মার ছেলের নামে হয়েছিল এবং সেখানে আইন-কানুন না মেনে এইগুলি করা হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে মন্ত্রীর ছেলে হলে একটা বিশেষ কিছু পাইয়ে দেবার লক্ষ্যেই এইগুলি করা হয়েছিল এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার, প্রথম সাপ্লিমেণ্টারীর উত্তর উনি জানতে চেয়েছেন স্পেসিফিক সেটা বন্ধ আছে কিনা, এটার আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেব। তবে আমি মনে করি, এটা বন্ধ অবস্থায় আছে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তৎকালীন আমলে সমবায় মন্ত্রী স্বর্গীয় অভিরামবাবুর আমলে যে শূকর খামারগুলি দেওয়া হয়েছিল সেগুলির কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের এই সরকার আসার পর এইগুলি বন্ধ হয়নি, উনাদের আমলেই এইগুলির অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে। আর একটা উদাহরণ, আমি এখানে দিতে পারি চড়িলামের হেড়মা সেখানে শূকর পালন কেন্দ্র এবং আর একটা লেনিন খামার বলে সেখানে খামার করা হয়েছিল প্রায় তিন থেকে চার লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। ৩/৪ লক্ষ টাকা খরচ করে ফার্ম করার জন্য কিন্তু সেখানে কিছুই নাই। শূকরের খামার ঘরের চিহ্ন পর্য্যন্ত সেখানে পাওয়া যায় নাই। এভাবে টাকাটা শুধু অপচয় করা হয়েছে। কোন এসেট সেখানে তৈরী করা হয় নাই। ৩য় সাপ্লিমেণ্টারি যেটা উনি করেছেন সেটা হচ্ছে গাড়ীর ব্যাপারে। সেখানে ট্রাইবেল পরিবহন সংস্থা নামে একটা সংস্থা করা হয়েছে এবং সেটা উনার ছেলের নামেই করা হয়েছে এবং যে গাড়ীটা দেওয়া হয়েছে সে গাড়ীটার নাম হচ্ছে খুম্পুই। শুধু একটা বাসই না সে সঙ্গে আরও একটা জীপ সেখানে দেওয়া হয়েছে। কো-অপারেটিভের ব্যাঙ্কের বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়মানুসারে মোট মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ অর্ডার জন্য জমিজমা বা অন্য কিছু সিকিউরিটি হিসাবে দিতে হয় তবে ট্রাইবেলদের জন্য এক তৃতীয়াংশ সিকিউরিটি মানি হিসাবে থাকলে হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে কিছুই মানা হয়নি শুধু গাড়ীটাই হচ্ছে সিকিউরিটি। স্যার, আমরা দেখেছি এ ধরণের কোন গাড়ী যদি অকশণ দেওয়া হয় তাহলে শুধু লোহা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়না। এই গাড়ী গুলির ব্যাপারে কো-অপারেটিভ থেকে কেইস করা হয়েছে এবং সে অনুসারে হাইকোর্ট থেকে রায় পাওয়া গেছে যে, প্রতি মাসে ৮ হাজার টাকা করে জমা দিতে হবে না হলে কো-অপারেটিভ আইনানুসারে ব্যবস্থা নেবে। কাজেই টাকা দেওয়া যদি বন্ধ হয় তা-হলে কোর্টের রায় অনুসারে ব্যবস্থা নেব।

শ্রী দীপক রায় (বড়জলা) ঃ—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, খেজুর বাগানে গোয়ালা বস্তিতে দুগ্ধ প্রকল্প নামে একটি সমিতি করা হয়েছে। অডিট করে দেখা গেছে সেখানে

দেড় লক্ষ টাকা তছরূপ হয়েছে। এই সমিতির হিসাব দেওয়ার জন্য দপ্তর থেকে শো-কজ নোটিশ দেওয়া হয়েছে তারও কোন উত্তর নাই তখন দপ্তর থেকে বোর্ড অব্‌ এডমিনিস্ট্রেটর করা হয়েছে। সেই বোর্ড অব্‌ এডমিনিস্ট্রেটর যখন দায়িত্ব নিতে গেল, তখন দেখা গেল যে, সেই লুটতরাজ কমিটির চেয়ারম্যান পালিয়ে গেছে। কোর্টে এখন কেইস করা হয়েছে। চেয়ারম্যানের বাড়ী চার্জ করা হয়েছে কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। চেয়ারম্যান বিহার নাকি কোথায় পালিয়ে গেছে। এখন সেই দুগ্ধ প্রকল্প সমিতিটাকে বোর্ড অব্‌ এডমিনিস্ট্রেটরের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন কাজেই আলাদা করে প্রশ্ন করলে তদন্ত করে দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনেক সাপ্লিমেণ্টারি হয়ে গেছে। আমি এতগুলি এলাউ করতে পারিনা।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, রাজ্যে যে সব কো-অপারেটিভ আছে সেগুলিতে হাজার হাজার সভ্যের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয় এবং এসব নির্বাচিত প্রতিনিধি-দের থেকে বোর্ড অব্‌ ডিরেক্টর্স নিযুক্ত করা হয়। তাদেরকে প্রতি বছর সমিতির সমস্ত রকমের হিসাব-নিকাশ ও একাউন্টেসের রিপোর্ট সাবমিট করতে হয়। এই জোট সরকার সমস্ত নিয়ম-কানুনকে বাতিল করে দিয়ে এ সমস্ত সভাদের সমস্ত অধিকারকে ক্ষুন্ন করেছেন। ফলে গত দুই বছরে এই কো-অপারেটিভ আন্দোলন ধ্বংস হয়ে গেছে। কো-অপারেটিভ বলতে আর কিছুই নেই। একটা কো-অপারেটিভও নেই। প্রত্যেক জায়গায় কো-অপারেটিভ এর নাম করে এই সমস্ত অন্যায় অবিচার এবং জনসাধারণের সমস্ত অধিকারকে হরণ করা হয়েছে। অথচ এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা অস্বীকার করছেন। স্যার, এই সমস্ত চলছে, এই সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি অবাক হয়ে যাই যে, মাননীয় বিরোধী সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন খুবই ভাল করেছেন। আমি বলতে চাইছিলাম না, তিনিই আমাকে বলতে বাধ্য করলেন।

স্যার, সমবায় সমিতিতে নির্বাচন হতে হয় এইটা আমরা স্বীকার করি। আইন অনুযায়ী এডমিনি-স্ট্রেটিভ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। কারণ হচ্ছে সে সমস্ত সমবায় সমিতিগুলি তাদের পরিচালনগত তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে অথচ বছরের পর বছর ধরে তার কোন নির্বাচন করা হয়নি, তার অডিট করা হয়নি। আর অডিট তো স্যার, এক বছর নয় দুই বছর নয় ৩০৩৫টি ইউনিট এর অডিট পেণ্ডিং সেই ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্য্যন্ত।

এইভাবে আরেকটা হচ্ছে-মেমবার রেজিস্ট্রার ঠিক নেই। এখন একজন মেমবার সে তিনটা ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্-এর মধ্যে তার মেমবারশিপ রয়েছে। এই অবস্থায় নির্বাচন কখনো দেওয়া যায় না।

এখন স্যার, নির্বাচনের জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি। আমরা নির্বাচন অবিলম্বে করব। এবং আপনারা যেটা বলেছেন প্রত্যেক মেমবারশিপ ঠিক করে নির্বাচন করা হবে। আর আপনাদের আমলে তো কোন নির্বাচনই হয়নি সেই ১৯৭৯ ইং থেকে ১৯৮৮ ইং সাল পর্য্যন্ত। আপনাদের আমলে এখন যিনি বিরোধী দলের নেতা তিনি তখন চিফ্ মিনিস্টার ছিলেন। উনার এলাকাতে মহারাণীতে একটা প্যাক্স্ করা হয় ১৯৭৯ ইং সালে। আপনাদের শেষ আমল ছিল ১৯৮৮ সাল। সেই শেষ আমল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭৯ ইং সন থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত সেখানে নির্বাচন করা হয়নি। কাজেই সেটা কোন গণতন্ত্র ? আপনারাই বলুন।

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) ঃ—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে যে সমস্ত কো-অপারেটিভগুলি অডিট করার জন্য বলা হত তখন অডিটে যাবার পূর্বেই হিসেবের পুরো কাগজ-পত্র আগুনে পুড়ে যেত-এইটা সত্য কি না ?

· নং প্রশ্ন হচ্ছে-মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইহাও জানেন কি না যে, মেলাঘর মজদুর ইট ভাট্টা সমবায় সমিতি নামে একটা সমিতি করে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে দুই লক্ষ ৬০ হাজার টাকা নিয়ে এই ইট ভাট্টা করা হয়েছিল। এখন সেই ইট ভাট্টায় সেই সমিতি আছে কিনা ? এবং সেই দুই লক্ষ ৬০ হাজার টাকা রিকোভারী হয়েছে কি না ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, দীর্ঘদিন ধরে- এই অডিট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এখন এই অডিট যাতে অতি দ্রুত করা যায় সে ব্যবস্থা নিচ্ছি। আর উনি আরেকটা প্রশ্ন করেছেন যে, অডিটের পূর্বেই হিসেবের সব কাগজ-পত্র আগুনে পুড়ে যেত-আসলে আগুনে পুড়ে যেত না-আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হতো। প্রতি বছরই জুন-জুলাই মাসে কো-অপারেটিভগুলির অডিট করার সময় এই সমবায় সমিতিগুলির (ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ এর) হিসাবপত্র আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হত। আগুন যেন ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ এর পাশেই থাকতো। এই জুন-জুলাই মাস এলে যখন হিসাব আর মিলতো না-তখন একটি মেচের কাঠিই সেই হিসাব মিলিয়ে দিত। এই সরকারের আমলেও দুইটাতে এইরকম হয়েছে-একটা হচ্ছে-বিল্লাতে এবং আরেকটা হচ্ছে কাঠালিয়াছড়া-যেটা সোনামুড়া সাবডিভিসনে পড়েছে। দুই একটা ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে-তাদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

আর মাননীয় সদস্য দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা করেছেন সেটা আলাদা প্রশ্ন করলে তার জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রী দীপক নাগ ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই যে, শত শত সমিতি করা হয়েছিল তৎকালীন সময়ে-ইট ভাট্টা সমিতি, বিস্কুট সমিতি, শূকর সমিতি ইত্যাদি নামে করা হয়েছিল-সেই সমিতিগুলি নির্দ্দিষ্ট যে আইন কানুন রয়েছে সেই আইন কানুন-এর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মেনে করা হয়েছে কি না ? না নির্দ্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে থেকে করা হয়েছিল, অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় করা হয়েছিল কি না; এবং সেগুলি করতে সরকারী অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল কি না ? কারণ আমরা দেখেছি যে, আমরা কয়েকটি সমিতি করতে চেয়েছিলাম তখন আমাদের নির্দ্দিষ্ট আইনে সেটা করা যায় না বলা হয়েছে। কাজেই এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার, এখানে আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে এইসব ক্ষেত্রে কোন নিয়ম কানুন মানা হয় নাই। ক্যাডার পোষার জন্য এইসব রেজিস্ট্রেশান দেওয়া হয়েছে। আর বর্তমানে সরকার জনসাধারনের জন্য এগুলি খতিয়ে দেখে তবেই দেওয়া হচ্ছে। অন্য কোন ভাবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—নাউ আই এম গোয়িং টু দ্যা নেক্স্ট কোয়েশ্চান। অনেক সাপ্লিমেণ্টারী দেওয়া হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) ঃ—স্যার, আমার একটা সাপ্লিমেণ্টারী আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—ঠিক্ আছে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানাবেন কিনা যে, আমাদের সরকার ৫০টি আই.আর.ডি. পির অনুমোদন করেছেন। আমাদের মোহনপুরেও নওগাঁও গাঁওসভার যে প্যাক্সগুলি আছে, সেখানে সি.পি. আই. (এম)-এর প্রাক্তন প্রধান যিনি ছিলেন তিনি প্যাক্সের ম্যানেজারকে পদত্যাগ করিয়েছেন। কথা আছে মার্চ মাসের মধ্যে যাহাতে আই-আর.ডি. পি স্কীম থেকে বঞ্চিত হবেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন, তবে আমি এটা খতিয়ে দেখব।

শ্রী মতিলাল সরকার (কমলাসাগর) ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, এই যে সমবায় সমিতিগুলি আছে সেগুলির মাধ্যমে জনসাধারণ যৌথভাবে সমবায়ের মধ্যে এসে সংযুক্ত হয়। একত্রিত হয়। আর বামফ্রণ্ট আমলে সেই সমস্ত সমিতিগুলিতে নির্বাচন হয়েছিল, কিন্তু আজকে জোট সরকার আসার পর দাবী করা সত্বেও সমিতিগুলিতে নির্বাচন করা হচ্ছে না। যেমন বলা যেতে পারে

যে আগরতলার জনশিক্ষা কো-অপারেটিভ এবং এরকম আরও কিছু কো-অপারেটিভ আছে। তাদের সমবায়-এ নির্বাচন-এর জন্য আদালতে যেতে হয়। আদালতের নির্দেশে নির্বাচন হয়েছিল। এইভাবে নির্বাচনের অধিকার কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্য এই জনশিক্ষা প্রেসের কথা যা বলেছেন, এখানে আমি প্রথমেই বলেছি ইলেকশান অবিলম্বে করা হবে। আমরা নির্বাচনের পক্ষে। বিপক্ষে নই।

দুই নম্বর হচ্ছে, জনশিক্ষা প্রেস, সেই জনশিক্ষা প্রেসে বাইরের কাউকে মেম্বারশীপ করার অধিকার, উনারা দেন নাই, সেখানে শুধু সমর বাবু বিমল বাবু, রাম বাবু, শ্যাম বাবু, উনারাই থাকবেন। আর একটা জিনিস স্যার, যে সমস্ত ল্যাম্পস, পেক্স সোসাইটিগুলির মধ্যে উনারা বোম, টোম, রামদাও রাখতেন, সেখানে আমরা ইলেকশনে জেতার পরও উনারা আমাদের এডমিনিস্ট্রেটর বসাতে দিচ্ছে না এবং আমদের হ্যাণ্ড ওভার করছেন না। সেই লুবুয়া চা বাগানে, সেখানে বহিরাগতরা মেম্বারশীপ হতে চাইছে কিন্তু গায়ের জোরে, রামদাও দেখিয়ে তাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে, অর্থাৎ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। আমাদের সরকার অবশ্যই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) ঃ—এড্মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪।

শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৪।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। ১৯৮৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কতজন উপজাতিকে কত পরিমাণ বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়েছে,

২। বে-আইনী জমি হস্তান্তরের কাজ বিলম্বিত হওয়ার কারণ কি ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১। মোট ৩৪১.৯০ একর জমি ৪৪২ জনকে ফেরত দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

২। সাধারণত বে-আইনী জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে কোন দেরী হয় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কারণ বশতঃ দেরী হইয়া থাকিতে পারে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা বলবেন কিনা, এই যে ৩৪১ একর জমি ৪৪২ জনকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কতজন এখন পর্যান্ত সেই জমি তাদের নিজস্ব দখলে নিতে

পেরেছেন ? দ্বিতীয়তঃ মাননীয় মন্ত্রীর কাছে, এই তথ্য আছে কিনা যে, এই জমি হস্তান্তরের কাজ এখনো চলছে, এবং গত দুই বছরের ট্রাইবেল এডভাইজারি কমিটি এই ধরণের কত জমি হস্তান্তরের অনুমোদন দিয়েছে ?

এ ছাড়া, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানেন কিনা, যে যারা ট্রাইবেল ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেন এবং ব্যাঙ্কে যখন ঋণ ফেরত দিতে পারেন না, তখন সেখানে মামলা করেন, এবং সেখানে একজন অউপজাতি মহাজনকে দাঁড় করিয়ে কোর্টের সাহায্য নিয়ে ঋণগ্রস্ত উপজাতিদের জমি আবার নতুন ভাবে অউপজাতিদের হাতে চলে যাচ্ছে, এই ধরণের তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আগে মোট ৪.৫৯৫ জনকে ৪১১৮.৩৩ একর জায়গা, আর এই বৎসরে মোট ১১৬ জনকে ৭২.৪৮ একর জমি ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়েছে আর দ্বিতীয়তঃ যে সাপ্লিমেণ্টারী উনি করেছেন, আমাদের এমন কোন তথ্য জানা নেই, যে ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণে জমি চলে যাচ্ছে। যদি স্পেসেফিক উদাহরণ দিতে পারেন, তাহলে আমরা তদন্ত করে দেখতে পারি এবং আমরা তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।

শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এখন পর্যান্ত ডিসপোজের অপেক্ষায় কতগুলি রেস্টোরেশন কেইস দপ্তরে পড়ে আছে এবং সেই কেইসগুলি কবে ডিসপোজ করা সম্ভব হবে ?

শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, ৭৪টির ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল রেস্টোরেশন দেওয়া সম্ভব হয়নি, যার জমির পরিমাণ মোট ৯০.১৩ একর। আমরা ত্রিপুরায় ল্যাণ্ড রেভিনিউ এণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস্ (সিক্স এমেণ্ডমেণ্ড) বিল রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছি। কারণ, এইগুলি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে অসুবিধা আছে এবং সেই বাধা অতিক্রম করার জন্য এই এমেণ্ডমেণ্ড আনা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন হয়ে আসলে পরে আমরা আশা করি, ফিজিক্যাল রেস্টোরেশন দিতে পারব।

শ্রী বিমল সিন্‌হা (কমলপুর) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে কোন কোন সাব-ডিভিশনে ফিজিকেলী কতজন ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন, বাজেই আলাদা করে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হবে।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস (পানিসাগর) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উপজাতিদের দখলীয় জমি উপজাতিদের

বন্দোবস্ত দেওয়ার কথা, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে পানিসাগর, উপ্তাখালি এবং হাফলং ইত্যাদি তহশীলে বহু সংখ্যক উপজাতি থাকা সত্বেও সেখানকার অ-উপজাতি ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা সত্বেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। এমন কি উপ্তাখালি তহশীলে যে তহশীলদার আছে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে, সে হাজার হাজার টাকা ঘুষ খেয়ে অ-উপজাতিদের বে-আইনীভাবে জমি বন্দোবস্ত দিয়েছে, কাজেই এই যে অভিযোগ উঠেছে, তার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা, দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার, উনি এখানে যে জায়গাগুলির নাম বল্লেন, তা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছেন, আমি বুঝতে পারছি না। তবে, এখানে এমন কতগুলি জায়গা আছে, যেগুলি এ.ডি.সি, এলাকাভুক্ত, সেই এলাকায় আমরা কোন বন্দোবস্ত দেই না, এ.ডি.সি, দেয়। আর, উনার যেখানে বাড়ী, সেই রামেশ্বরে কোন উপজাতি আছে বলে আমার জানাই নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী দিবাচন্দ্র রাঙ্খল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাঙ্খল (কুলাই) ঃ—স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ঃ ৬৮।

শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮,

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১) ইহা কি সত্য যে, সম্প্রতি উত্তর ত্রিপুরায় বিভিন্ন প্রশাসনিক শিবিরে জনগণের নিকট হতে সিটিজেনসীপ সার্টিফিকেট, এস.সি/এস টি,সার্টিফিকেট ইনকাম ট্যাক্স সার্টিফিকেট সহ আরও বহু প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য এ্যাপ্লিকেশান গ্রহণ করার পর, এখন পর্য্যন্ত সার্টিফিকেটগুলি দেওয়া হচ্ছে না ? এবং

২) সত্য হলে, কবে নাগাদ উক্ত সার্টিফিকেটগুলি দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১) ইহা সত্য নহে। যারা প্রয়োজনীয় প্রমাণ-পত্র দেখাতে পেরেছেন, তাদের সার্টিফিকেট সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হয়ে গেছে।

২) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাঙ্খল ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অনেক দিন হয়ে গেল এই প্রশাসনিক শিবির হয়ে

গিয়েছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সরকারী দপ্তর এবং কর্মচারীরা সেই সব সার্টিফিকেটগুলি ইস্যু করতে অযথা বিলম্ব করছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কিছু জানা আছে কি ?

শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার, যে সমস্ত প্রশাসনিক শিবিরগুলি পরিচালনা করা হয়েছিল, সেই সব শিবিরে জনগণ তাদের নিজ নিজ দরখাস্তের সঙ্গে প্রমাণ-পত্রাদি উপস্থিত করার সাথে সাথে তাদের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। আর, যারা দরখাস্তের সঙ্গে প্রমাণ পত্র দিতে পারেননি, তাদের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দেওয়া সম্ভব হয়নি। কাজেই, যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে সার্টি-ফিকেট পেতে চান, তারা যদি নিজেদের দরখাস্তের সঙ্গে প্রমাণ-পত্র দিতে পারেন, তাহলে তাদেরও প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটগুলি ইস্যু করা হবে।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাঙ্খল ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা জানি যে প্রশাসনিক শিবিরের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বার্থে সার্টিফিকেটগুলি বিনা পয়সায় সহজ উপায়ে দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা জোট .সরকার ক্ষমতায় এসে করেছিলেন সেটা কার্য্যকরি হচ্ছে না, কিছু সরকারী অফিসার এখন কর্মচারীদের জন্য। যারফলে সরকারের এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অতি সত্বর তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, উপযুক্ত ডকো-মেনটস দেখালে সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবেনা। এটা সত্য যে, দুই একটা বিশেষ ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদে সমর্থিত কিছু সমন্বয় কমিটি ভুক্ত কর্মচারী এই অসুবিধার সৃষ্টি করছেন। আমরা যদি এই ব্যাপারে কারও বিরুদ্ধে স্পেসিফিক চার্জ পাই তাহলে ব্যবস্থা নেব।

শ্রী বাদল চৌধুরীঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেভাবে সি.এস. টি. সার্টিফিকেট বিলির সিদ্ধান্ত এই সরকার নিয়েছে এটা বেআইনী। এটা দেখা যায় প্রশাসনিক শিবিরে সাধারণ মানুষ যারা সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে না দিয়ে এই শিবিরের কিছু সমাজ বিরোধী লোক হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে ব্যপক হারে সার্টিফিকেট দিচ্ছে। এটা বন্ধ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, যে কংগ্রেস এবং টি.ইউ.জে.এস. সরকার এই সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেটের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব নিয়েছেন যাতে কোন অবস্থায় যারা সিটিজেন নয়, তারা যাতে না পায়। প্রশাসনিক যে শিবির তার

মাধ্যমে এই পদ্ধতি চলবে। সাধারণ মানুষ যাতে হয়রানি না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই শিবির কাজ করবে। এখানে একটা অভিযোগ উঠেছে যে, বাংলাদেশীদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারেও আমরা কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছি। রাজ্যের বাইরের যে সমস্ত লোক আছে তাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকার সার্টিফিকেট দিচ্ছে। আমরা দিচ্ছি না। তার বাইরে যে সিটিজেনশিপ আছে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে। বাই রেজিস্ট্রেশান হচ্ছে না। সুতরাং আমি বলব, বাই রেজিস্ট্রেশান আমরা কোন সিটিজেনশিপ কার্ড দেইনি। সমস্ত বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৭১ সালের মার্চের আগে যারা এসেছিল তারাই শুধু বাই রেজিস্ট্রেশান পাচ্ছে। ইন্দিরা—মুজিবের এগ্রিমেণ্টের পরিপ্রেক্ষিতে আর তা দেওয়া হয় না। বিগত বৎসরগুলিতে হাজার হাজার বাই রেজিস্ট্রেশানে সিটিজেনশিপ দেওয়া হয়েছে, এবং ভোটার লিষ্টেও নাম লিখান হয়েছে। কোন সিটিজেনশিপ কার্ড দিতে গেলে, তা বাই বার্থ দেওয়া হয়। আর বাই বার্থ দিতে গেলে প্রয়োজন হয়, (১) তার জন্মের সার্টিফিকেট, (২) মা কিংবা বাবা কারোর নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট, (৩) তাকে প্রমাণ করতে হবে, সে কোন ক্লাসে পড়ে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এ কথা মোটেই ঠিক নয় যে, বাংলাদেশীরা নাগরিকত্বের কার্ড পাচ্ছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হচ্ছে, তা আমাদের নজরে এসেছে। স্যার, আমি এখানে বলতে চাই, আমরা এ ব্যাপারে আরো কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছি। কোন পঞ্চায়েত রেজিস্ট্রারেও কোন নতুন নাম এন্ট্রি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে বাংলাদেশীরা সুযোগ নিতে না পারে। নতুন এন্ট্রি করতে হলে বি.ডি.ও.কে কনফার্ম করতে হবে, তাকে সার্টিফাই করতে হবে। স্যার, আমি এখানে আরো বলতে চাই, যদি কোন মেম্বার কারো সম্বন্ধে সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ এনে দেখাতে পারেন, ইতিমধ্যেই কোন বাংলাদেশীকে সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমি এই হাউসে এ্যাসুরেন্স দিচ্ছি যে, অভিযোগটি খতিয়ে দেখা হবে এবং প্রমাণিত হলে নিশ্চয়ই কঠোর ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) ঃ—স্যার, সুভাষ সূত্রধর এস.সি. না হওয়া সত্বেও বর্তমান সদস্য বিগত দিনের মন্ত্রী সমর চৌধুরী তাকে এস.সি. সার্টিফিকেট দেওয়ার দরুন বর্তমানে তাকে ওভার-এইজ-এ চাকুরী দিতে বাধ্য হয়েছেন, সরকার এই তথ্য সত্য কিনা তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, আমি আগেই বলেছি, এ রকম কিছু কিছু অতীতে হয়েছে। চন্দ্রপুরের খগেশ চৌধুরী উনি বাংলাদেশী হওয়া সত্বেও ভোটার লিষ্টে নাম ঢুকিয়ে তাকে প্রধান করা হয়েছিল।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, নির্বাচনের আগে বীরচন্দ্র মনুতে প্রায় ২০০ জন লোককে সিটিজেনশিপ কার্ড দেওয়া হয়েছে এটা সত্য কিনা ?

২য়তঃ, এই ২০০ জনের মধ্যে ১০০ জনই বাংলাদেশী তা সঠিক কিনা ? ৩য় প্রশ্ন হচ্ছে, এই বাংলাদেশীদের ভোটার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এখানকার চীফ্ ইলেক্টরেল অফিসার এন.জি.দাসের চাকুরী খেয়েছেন এটাও সঠিক কিনা ?

এছাড়া এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছেন, খগেন চৌধুরী, সে জন্মসূত্রে এখানকান বাসিন্দা এবং সে পঞ্চায়েত প্রধানও ছিল, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, উনি এখানে যে সব তথ্য দিয়েছেন, সেগুলি সম্পূর্ণ অসত্য। আমি বলেছি যে, বাংলাদেশীদেরকে আমরা সিটিজেনশীপ দেই না। ১৯৭১ ইং সনের পর যারা এসেছে বা আসবে তাদেরকে আমরা ডিটেকটেড করে বেড় করে দেব।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনকে জনগণের কাছে পৌছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিগত বামফ্রণ্ট সরকার জনগণকে সিটিজেনশীপ দেবার নাম করে মিছিলে না গেলে সিটিজেনশীপ দেওয়া হতো না, প্রধানদের খুশী না করলে সিটিজেনশীপ দেওয়া হত না। কিন্তু বর্তমান সরকার কোন রাজনৈতিক পরিয়ে না জেনে ভারতীয় জনগণ হিসাবে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা গ্রামের ভিতর পৌছে দেওয়া হচ্ছে শিবির করে। সেটাকে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে বন্ধ করার জন্য, এখানে এই আওয়াজ তোলা হচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, গ্রামের মানুষ যাতে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা ঘরে বসে পেতে পারে, তারজন্য এই উদ্যোগ শুধু জোট সরকারই নয়, আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীও এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, সারা ভারতবর্ষে বর্তমান পঞ্চায়েতী রাজ থেকে আরও শক্তিশালী নগর পালিকা বিল এবং পঞ্চায়েতী বিল এনেছিলেন। কিন্তু উনারা তার বিরোধীতা করেছিলেন।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) ঃ—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি এখানে একটা স্পেসিফিক তথ্য দিতে চাই কিভাবে জনগণের উপর ট্যাক্স বসানো হচ্ছে, সিটিজেনশীপ দেবার নাম করে। ভৃগমুনি জমাতিয়া দক্ষিণ মহারানী, শুংনুন বাড়ী, সে একজন ট্রাইবেল এবং জন্মসূত্রে এখানকার নাগরিক। মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া এটা ভালভাবেই জানেন। তাকে ১০০ টাকার এন.এস.সি সার্টিফিকেট কিনতে বাধ্য করা হয়েছে। সে থালাবাটি ইত্যাদি বিক্রি করে সে সার্টিফিকেট কিনতে বাধ্য হয়েছে, নাহলে তাকে সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। এইভাবে সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, দলীয় প্রশাসন তার ব্যর্থতা ঢাকার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক ও এস.ডি. ও মহোদয়দের আমি অভিনন্দন জানাই। এই রাজ্যে বিগত ১০ বৎসর ধরে বামফ্রন্ট সরকার ছিল। সেই সরকার কোনদিন সম্পদ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেনি। শুধু কেন্দ্র থেকে টাকা এনে ক্যাডার পুষেছে। এ রাজ্যের রিসোর্স বৃদ্ধির জন্য কোন চেষ্টাই করেননি। আমরা এ রাজ্যে রিসোর্স বৃদ্ধির চেষ্টা করছি। দক্ষিণ জেলা তার টার্গেট পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে এন.এস. সি. কিনছে। স্যার, আমি এখানে একটা তথ্য দিচ্ছি, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অমরপুরের বীরগঞ্জ গাঁওসভায় বাংলাদেশী আব্দুল হামিদকে সিটিজেনশীপ দিয়ে পঞ্চায়েতে দাঁড় করিয়েছে। এ রকম হাজার হাজার তথ্য আমি দিতে পারি। কোন বাংলাদেশীকে এখন সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না। যদি কেউ বাংলাদেশী বলে ডিটেক্ট হয় তাহলে তাকে এ রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে এবং হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৪।

শ্রী কালীদাস দত্ত :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৪।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। ত্রিপুরা দেবদেবীর মন্দিরগুলোর রক্ষনাবেক্ষণ ও উন্নতিকল্পে কোন ট্রাষ্ট বোর্ড গঠন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২। থাকিলে ঐ পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সরকার কোন আইন প্রনয়ণের চিন্তা করছেন কিনা ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১নং এবং দুই নং প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী রতনলাল ঘোষ :—সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, আমরা দেখেছি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সরকার বিগত দিনে কারণ, উনারা দেব-দেবীতে বিশ্বাস করেন না, নাস্তিক সেই সুবাদে আমাদের যে সমস্ত দেব-দেবীর মন্দির আছে, সেই মন্দিরগুলির সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে কোন রকম চিন্তা ভাবনা করেননি। আমরা যতটুক জানি কংগ্রেস এবং টি.ইউ.জে.এস. জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ব্যাপারে একটা রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল, বিশেষ করে মন্দিরের পূজারিরা তারা যে ভাতা পান সেই ভাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিচার বিবেচনা করবেন কিনা এবং যে সমস্ত মন্দিরগুলি আছে, সেই সমস্ত মন্দিরগুলির সংস্কার করে মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি এবং যে সমস্ত মন্দির ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, সেগুলি ঠিক করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সেই কমিটির সিদ্ধান্ত হলো :-

(i) Revival of the Dan, Debarchan Department as existed during the regime of the orstwhile Ruller.

(ii) Organisation set up proposed by him consists of State Government and Endowment Board Committees, Trust Boards etc.

(iii) Introduction on legislation measure.

(iv) Provision for training and recruitment Policy for the Sheboks or Pujaries, establistment of School

v) Proposed to categories the temples in 4 groups. He also proposed to include some new temples.

(vi) Recommended staffiing pattern

(vii) Protection to the temples.

(viii) Endowment Board.

(ix) Source of income.

(a) Charging 10/-towards Dakshina in respect of sacrefice of the goats.

b) Sale of Anna prasad.

c) Opening of a shop for selling paras etc.

শ্রী দীপক নাগ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত ১০ বছরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টা তুলসী গাছ উৎপন্ন হয়েছিল, সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি দেব-দেবীতে বিশ্বাসী নয়, সে কারণেই উনারা তুলসী গাছকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন না। এই সমস্ত কারণেই, মনে হয়, উনারা আজকে বিরোধী আসনে বসে আছেন, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তো জানেন আজকে বিশ্বে একটা বিবর্তনের ধারা বইছে, উনারা যদি এখনও এই রকম করেন তাই উনাদের বলছি সারা বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখবার জন্য।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা জানেন কিনা যে, দামোদর পাণ্ডা নামে একজন অফিসারকে এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং তারা কি সুপারিশ দিয়েছেন ?

শ্রী কালীদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—স্যার, এটা আমি আগেই বলেছি যে, এই দামোদর পাণ্ডে সেখানে চেয়ারম্যান হয়েছেন এবং তাঁকে কোন বেতন এখন পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি, তবে ট্রাভলিং এলাউন্স দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে মোট ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা খরচ হয়েছে। এটা তেমন বেশী কিছু নয়, কারণ একজন চেয়ারম্যানের জন্য। অনলি ২০ থাউজেণ্ড টাকা টি.এ. হিসাবে দেওয়া হয়েছে। কোন বেতন বা ভাতা উনি নেননা। কাজেই কোন ভুল তথ্য আপনারা এই এসেমব্লিতে দেবেন না। এটা রাজ্যের স্বার্থে করা হয়েছে। এই কমিটির খুব প্রয়োজন ছিল। আমাদের যে সব মন্দির রয়েছে, সেগুলির রক্ষণা-বেক্ষণ করার জন্য এই কমিটির প্রয়োজন ছিল। যারা রাজ্যের মধ্যে ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তি আছেন, তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক চিঠি পেয়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মেম্বার শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২০০।

শ্রী জওহর সাহা ঃ—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২০০।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

১। বিলোনীয়া শহরে কয়টি মটর-স্ট্যাণ্ড আছে ?
২। সরকার কি অবগত আছেন যে, বর্তমানে যে স্ট্যাণ্ডগুলি আছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ?
৩। ইহা কি সত্য যে, স্ট্যাণ্ডের অভাবে বিলোনীয়া শহরের মত ছোট শহরেও যানজট দেখা দেয় ?

—ঃ উত্তর ঃ—

১। বিলোনীয়া শহরে একটি মটর স্ট্যাণ্ড আছে।
২। হ্যাঁ।
৩। হ্যাঁ, তবে ইতিমধ্যে যানজট নিয়ন্ত্রনের একটি পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে, অতি সত্বর আর্থিক সহায়তা দিয়ে আরেকটি মটরস্ট্যাণ্ড করার পরিকল্পনা সরকার হাতে নেবেন কিনা ?

শ্রী জহওর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সত্য যে বিগত ১০ বছরে বামফ্রণ্ট সরকারের শাসনে রাজ্যের নোটিফাইড এলাকা গুলিতে এমনকি আগরতলা পৌর এলাকা যেটা রাজ্যের রাজধানী সেটার উন্নতিরও কোন পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করেননি। ফলে স্বাভাবিক কারণে, সীমিত অর্থনৈতিক

ক্ষমতার মধ্য দিয়ে রাজ্যের নোটিফাইড এলাকাগুলি ও আগরতলা পৌরসভার জন্য মাষ্টার-প্ল্যান তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে করে যান জট নিয়ন্ত্রণ করা, ড্রেনগুলির সংস্কার করা এবং এসব এলাকাগুলির উন্নয়ণের জন্য ব্যবস্থা করা যায়। তাই নোটিফাইড এলাকাগুলির ও আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এড্‌ভাইজারি কমিটি সহ সমস্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার। যে সকল তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। ANNEXURE-'A' & 'B'

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড্‌। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট হইতে একটি রেফারেন্স নোটিশ পাইয়াছি। সেই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে আমি উহাকে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :-

"গত ২৩শে মার্চ ১৯৯০ ইং 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকায় "নেহেরু ও ভারত মেলা : প্রতিমন্ত্রী জানাবেন···কেন, কি বাবদ ছিলেন ?'···শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়কে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি পড়ার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে-"গত ২৩শে মার্চ, ১৯৯০ ইং "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় "নেহেরু ও ভারতমেলা : প্রতিমন্ত্রী জানাবেন···কেন, কি বাবদ ছিলেন ?" শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী জওহর সাহা :—(রাষ্ট্রমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এই নোটিশটির উপর আমি আগামী ২রা এপ্রিল, ১৯৯০ ইং তারিখে আমার বক্তব্য এই হাউসে পেশ করব।

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ আরেকটা রেফারেন্স নোটিশ পাইয়াছি মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষণ মালাকার মহোদয়ের নিকট হইতে। সেই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে উহা উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—"ছামনু ব্লকের গোবিন্দবাড়ীতে এ.ডি,সি,র পক্ষ থেকে ৫০টি সৌরশক্তিচালিত বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরকে প্রদত্ত চলতি অর্থ বর্ষের বরাদ্দ অর্থ অব্যয়িত থাকার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্যকে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি সভায় পড়ার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স নোটিশটির বিষয়-বস্তু হচ্ছে—"ছামনু ব্লকের গোবিন্দবাড়ীতে এ,ডি,সি,র পক্ষ থেকে ৫০টি সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরকে প্রদত্ত চলতি অর্থ বর্ষের বরাদ্দ অর্থ অব্যয়িত থাকার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩০.৩. ৯০ ইং নোটিশের উপর আমার বক্তব্য রাখিতে পারিব।

মিঃ স্পীকার :—আমি আরেকটি রেফারেন্স নোটিশ পাইয়াছি মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল সরকার মহো-দয়ের নিকট হইতে। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে উহা উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "বিগত ২৩শে মার্চ, ১৯৯০ ইং আগরতলা পৌর কর্মচারীদের উপর কতিপয় দুর্বৃত্তের হামলা সংঘটিত করা সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়কে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি সভায় পড়ার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

শ্রী অনিল সরকার (প্রতাপগড়) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হচ্ছে,—"বিগত ২৩ শে মার্চ, ১৯৯০ ইং আগরতলা পৌর কর্মচারীদের উপর কতিপয় দুর্বৃত্তের হামলা সংঘটিত করা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৯.৩.৯০ ইং এই বিষয়বস্তুর উপরে বক্তব্য রাখিব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে ২টি (দুইটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড্) সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি প্রদানের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য বিষয়গুলোর প্রথমটি গত ২১.৩.৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক নাগ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপরে শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :—"সদর এ, ডি, সি, এলাকায় জন্মেজয়নগর এবং রাধাপুর এলাকায় যে কাজ চলছে সেখানে শ্রমিকরা ঠিকমত মজুরী পাচ্ছেনা, সেই সম্পর্কে।"

শ্রী অরুণ কুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বিবৃতির বিষয়বস্তু হচ্ছে— 'সদর জিরানীয়া এলাকায় জন্মেজয়নগর এবং রাধাপুর এলাকায় যে কাজ চলছে সেখানে শ্রমিকরা ঠিকমত মজুরী পাচ্ছেনা, সেই সম্পর্কে।"

ম্যাটেরিয়েলস্ ফর রিপ্লাই :—জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত জন্মেজয়নগর এবং রাধাপুর এলাকায় এ, ডি, সি,র হেড কোয়ার্টাস্ কমপ্লেক্স-এর বড় আকারের নির্মাণ কাজ চলছে। ছয়জন কণ্ট্রাকটার উক্ত এলাকায় এ, ডি, সি, এবং এন পি, সি, সি,-এর যৌথ তত্বাবধানে এই কাজ চালাচ্ছে। মোট শ্রমিক সংখ্যা ১২৬ জন—গত ২১শে মার্চের হাজিরা অনুযায়ী। নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকের মজুরীর হার রাজ্য সরকার নির্দ্ধারিত নিম্নতম মজুরীর হার অপেক্ষা অধিক। এখানে যারা কাজ করছেন তাদের সর্বোচ্চ মজুরী হার দৈনিক ৪০ টাকা ও সর্ব্বনিম্ন হার দৈনিক ২৮ টাকা। এই কাজে নিযুক্ত শ্রমিকগণ সাপ্তাহিক মজুরী পান। সাপ্তাহিক পেমেণ্ট প্রতি বৃহস্পতিবার জিরাণীয়া হাটবারে দেওয়ার কথা।

যথাক্রমে জানা যায় যে, সর্ব্বশ্রী কান্তিলাল সাহা ও প্রহ্লাদ সাহা দুজনই কণ্ট্রাকটার নির্দ্দিষ্ট দিনে সম্যক সাপ্তাহিক মজুরী দিতে পারেন নাই। তারা মজুরী আংশিকভাবে দিয়াছিলেন। এ ধরণের ঘটনা তিনবার হইয়াছে শুধুমাত্র তাহাদের বেলায়। পরে বকেয়া মজুরী দুই তিন দিন পর তাহারা পেমেণ্ট করিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, পেমেণ্ট অব্ ওয়েজেস একট অনুযায়ী নিয়োগ কর্তা

নির্ধারিত পেমেন্ট ডেট-এর সাত দিনের মধ্যে পেমেন্ট করিলে আইনের খেলাপ হয়না। তদন্তক্রমে জানা যায় যে, নির্ধারিত পেমেন্টের দিনে শ্রমিকরা মজুরী না পাওয়াতে খুবই অসুবিধায় পড়েন এবং ক্ষুব্ধ হন। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা কোন প্রকার আন্দোলন করেন নাই বা জিরাণীয়াস্থিত শ্রম পরিদর্শককে জানান নাই।

বর্তমানে সাধারণভাবে কোন শ্রমিক অশান্তি সেখানে নাই। শ্রম দপ্তর কনট্রাকটারদেরকে নির্ধারিত দিনে শ্রমিকদের পেমেন্ট দেওয়ার জন্য আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এ ব্যাপারে দপ্তরকে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী দীপক নাগ :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সেখানে কোন শ্রমিক অসন্তোষ নাই। শ্রমিকরা ঠিকমত মজুরী পাচ্ছেন। কিন্তু গত ২২ তারিখ এবং ২৩ তারিখ লেবার অফিসার সেখানে যাবার পুর্বেই সেখানকার স্থানীয় লেবার শচীন্দ্র দেববর্মা, গোপাল দেববর্মা, জহওরলাল দেববর্মা, শুধন দেববর্মা, তাদেরকে কণ্ট্রাকটার থেকে ৩০ টাকা করে মজুরী নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু লেবারদের দেওয়া হচ্ছে ২৪ টাকা করে। সেখানে তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে যে, তোমাদের ২৪ টাকা করে নিতে হবে। তাদেরকে দেওয়া হত মাত্র ২৪ টাকা করে। অথচ তারা লেবারের নামে কণ্ট্রাকটরের কাছ থেকে ৩০ টাকা করে নিয়ে তাদেরকে ২৪ টাকা করে নিতে বাধ্য করাত। সেখানে কণ্ট্রাকটর কান্তি সাহা ও দীপক সাহার কাছ থেকে প্রেশার দিয়ে কাজটির জন্য সেখানকার সি,পি, এম, পার্টির সদস্য দীপক রায় ও পরেশ সাহা সাব কণ্ট্রাকটরী নেয়। ৬ টাকা করে লেবারদের মজুরী কম দিতেন। তারপর সেখানে লেবার অফিসার যাওয়ার পর এই অবস্থা থেকে লেবাররা কিছুটা রেহাই পেয়েছেন। লেবাররা যাতে সুনির্দিষ্টভাবে মজুরী পান সেই ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কিনা?

শ্রী অরুণ কর (মন্ত্রী) :—স্যার, শ্রম দপ্তরের পরিদর্শক মহোদয় ঐ এলাকা ভিজিট করার পর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট হারে মজুরী দেওয়া হবে। এটা শ্রম দপ্তর লক্ষ্য রাখবে।

মিঃ স্পীকার :—এখন উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২১.৩. ৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল সরকার মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃত্তি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—"গত ১৭ই মার্চ, ১৯৯০ইং তারিখের "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায় "দেউলিয়া জোট সরকার এবার এস, টি.এস, সি, নিগমে হাত দিল। ফিক্স্ট ডিপোজিট সহ সাড়ে সাত কোটি টাকা তুলতে দৌড় ঝাঁপ, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের আপত্তি"—এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৭ই মার্চ ১৯৯০ইং তারিখে "ডেইলি দেশের কথা" পত্রিকায় "দেউলিয়া জোট সরকার এবার এস, টি এস, সি, নিগমে হাত দিল। ফিক্সট ডিপোজিট সহ সাড়ে সাত কোটি টাকা তুলতে দৌড় ঝাপ, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের আপত্তি।"

রাজ্য সরকার-এর অর্থ দপ্তরের অনুরোধে ত্রিপুরা উপজাতি সমবায় উন্নয়ণ কর্পোরেশন এবং ত্রিপুরা তপশীলি জাতি সমবায় উন্নয়ণ কর্পোরেশনের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্ক এর আগরতলা শাখায় স্থায়ী আমানত হিসাবে গচ্ছিত যথাক্রমে ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা এবং ২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ঐ ব্যাঙ্ক সমূহ থেকে তুলে আগরতলা ২নং ট্রেজারীতে রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এর পি, এল, একাউণ্টে গত ১৯.৩.৯০ইং তারিখে জমা রাখিয়াছে।

উক্ত উভয় কর্পোরেশন প্রয়োজনে উক্ত পি,এল,একাউণ্ট থেকে তাদের গচ্ছিত অর্থ অন্দরে যে কোন পরিমাণ অর্থ তুলতে পারবে।

শ্রী অনিল সরকার ঃ—পয়েণ্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, রাজ্যে ১২টা এই জাতীয় ব্যাঙ্ক আছে যারা তপশীল জাতি উন্নয়ণ নিগম এবং তপশীলি উপজাতি উন্নয়ণ নিগম মাধ্যমে তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের বিভিন্ন স্কিমে সাহায্য করে এবং সেখানে এই ব্যাপারে কর্পোরেশনগুলি ভর্তুকি দিয়ে সাহায্য করে থাকেন, সেটার জন্য ব্যাঙ্কগুলি কাজ করে। এই জন্য সাড়ে সাত কোটি টাকা ফিক্স্ট ডিপোজিট এবং সেভিংস ডিপোজিটে রাখা ছিল। বামফ্রণ্ট আমলে সেই টাকাগুলি রাখা হয়েছে। সেখানে ৪৯ শতাংশ টাকা সেণ্ট্রাল গর্ভনমেণ্টের। এগুলি কোনদিনই তুলা হয় নাই। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক টাকাগুলি থাকার ব্যাপারে সব ধরণের সাহায্য করেছিলেন। এখন কেন হঠাৎ করে পি,এল, একাউণ্টে টাকা রাখা হল? ফিক্সট্ ডিপোজিট থেকে টাকা তুলার ফলে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মত ক্ষতি হয়েছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি। স্যার ১৯৮৩ সালে বামফ্রণ্ট সরকার একটি নির্দেশ দিয়েছিল যে, বিভিন্ন কর্পোশেনের দ্বারা বিভিন্ন ব্যাঙ্কে যে টাকা রাখে, সেখানে টাকা না রেখে, পি, এল, একাউণ্টে টাকা রাখবার জন্য সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই নির্দেশ পালন করা হয়নি। এখানে যে টাকা পি, এল, একাউণ্টে তোলা হয়েছে, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে, এতে কর্পোরেশনের স্বার্থ হানী হবে না। কেননা এই টাকা প্রয়োজনমত তারা তুলতে পারবেন। দ্বিতীয়ত: হচ্ছে, তিনি যে সুদের কথা বলেছেন, সেই সুদও দেওয়া হবে এবং সেই সুদ আমাদের দিতে হবে। সেই সুদ বাবদ যেটা পাবেন, কোন ক্ষতি হবে না, সেটা তাদের দেওয়া হবে। স্যার, আমি এখানে একটি প্রশ্ন তুলছি যে, দেউলিয়া দেউলিয়া সব সময় একটা হাওয়া তারা তুলে সরকার সম্পর্কে একটা বদ ধারণা সৃষ্টি করছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— রিপলাইয়ের সময় আপনারা রিপলাই দিতে দেবেন, ডোণ্ট ডিষ্টার্ব।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এখানে বলছি যে, এই রাজ্য সরকারকে তারা যে দেউলিয়ার কথা বলেছেন, তারা অতিরিক্ত বার্ডেন কতটুকু নিতে হয়েছে, আপনাদের এই তথ্য আমি তুলে দিচ্ছি। যার জন্য আমরা কোন টাকা পাইনি। আমি এখানে একটা হিসাব দিচ্ছি, যে কর্মচারীদের জন্য বন্ধু সরকার, এই সরকার, সেই সরকার অনেক কিছু বলেন। কিন্তু তখনই উনারাই পে-কমিশন করেছেন এবং সেই রিপোর্ট তৈরী ছিল, কিন্তু উনারা সেটা নেননি, গ্রহণ পর্যন্ত করেননি। বলেছিলেন রেখে দাও, তখন সেটাকে হিম ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এসেছি ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১২ই ফেব্রুয়ারী পে-কমিশনের রিপোর্ট আমার হাতে দেওয়া হয়েছে। পে-কমিশনের যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি দিয়েছেন। সেই পে-কমিশনের রিপোর্ট দেওয়ার পর আমি বললাম যে আপনারা এত আগে তৈরী করলেন, কিন্তু তদানীন্তন চীফ মিনিষ্টারের হাতে সেটা জমা দিলেন না কেন? উনারা বলেছেন যে বার বার গিয়েছেন কিন্তু রাখেননি। আমরা এক বৎসর আগে এই রিপোর্ট তৈরী করে ফেলেছি, এবং আমরা সেই রিপোর্ট জমা দিতে গিয়েছি। উনারা বলেছেন যে, না এখন রেখে দাও। স্যার, সেই কারণে রিভিশন অব্ পে-স্কেল দেওয়া হয়েছে। তার ইনফেকট হয়েছে ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকা। আমরা ডি. এ, দিয়েছি ৩০ কোটি টাকা। এখন ৯০ কোটি টাকা আমাদের এই যে, রিকয়ারমেণ্ট সেটার জন্য নবম অর্থ কমিশনে হয়েছিল। তার যে ইনট্রাম রিপোর্ট, সেই সময় উনারা গিয়েছিলেন সেই কমিশনের কাছে, আমাকে কমিশন বলেছে। আমি যখন বললাম কেন ইনট্রাম রিপোর্ট এ পে-রিভিশন জনীত যেটা হবে এবং যে বিভিন্ন ডি, এ, বাবদ কর্মচারীদের যেটা দেওয়া হবে, সেটা কেন দেওয়া হয়নি? আমি চেয়ারম্যানকে বলেছি, চেয়ারম্যান স্পষ্ট করে বলেছে, যে আমাদের কাছে এটা রিপ্রেজেন্ট করা হয়নি। এটা সত্য কথা যে পে-কমিশনের যে রিপোর্ট সেটা তারা দেয়নি। তাই তারা কর্মচারীদের বঞ্চিত করে রাখার জন্য সেই পে-কমিশনের রিপোর্ট তারা গ্রহণ করেন নি। সুতরাং স্যার, এই রাজ্যের জন্য আমরা যে অর্থ পাই, বিভিন্ন ফাইনান্স কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে আমাদের নিজস্ব সম্পদের উপর সেটা সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে আমাদের এসিটেন্স অনুযায়ী সেই পরিমাণ টাকা না আসে তাহলে আমরা কিছু করতে পারছি না। সুতরাং উনারা চান না বলে আমরা যখন ৮৮-৮৯ সালের সম্পদ সংক্রান্ত আলোচনায় গিয়েছিলাম সেই সময় প্ল্যানিং কমিশন আমাদের তোমাদের রিসোর্স গ্যাপ যেটা ৮৯-৯০ সালে গিয়ে দাঁড়াবে ৯৪ কোটি টাকা। এবং আমরা সেই টাকা পে-কমিশনের কাছে চেয়েছিলাম। ওরাই বলেছে যে এট দি এণ্ড অব ১৯৮৯-৯০ তোমাদের রিসোর্স এবং এ্যাক্সপেনডিচারের মধ্যে গ্যাপ দাঁড়াবে ৯৪ কোটি টাকার মতো এবং আমরা তোমাদের সেটা দিতে পারবো না। তোমরা ফিনান্স কমিশনের কাছে যাও এবং আমরা সেই মত ফিনান্স কমিশনের কাছে

গিয়েছি এবং দাবী করেছি । কিন্তু ফিনান্স কমিশন আমাদের কিছুটা দিয়েছে বটে, সম্পূর্ণটা দেয়নি। কাজেই, তাদের আমলে তরা যদি সেটা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নিয়ে নিতে পারতেন, তাহলে আজকে আমাদের এই অসুবিধায় পড়তে হত না। আমরা কর্মচারীদের ডি, এ, দিয়েছি— এই ডি. এ. দেওয়াটাকে ওরা ওয়েষ্টফুল এ্যাক্সপেন্ডিচার বলছে অথচ, এই ডি. এর টাকাটা কর্মচারীরা তাদের আমলেই পাওয়ার কথা ছিল, তারা তাদের সেটা না দিয়ে কর্মচারীদের বঞ্চিত করেছে। যা হউক, এটা সত্যি কথা যে আমাদের যা রিসোর্স এবং আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে যেটা পাচ্ছি, তাতে আমাদের একটা গ্যাপ থেকেই যাবে। গত ১০ বছর তারা যে সমস্ত কাজ করেছে, যে ভাবে মানুষকে বঞ্চিত করেছেন, কর্মচারীদের বঞ্চিত করেছে, আমরা সেটা করতে পারিনি, তাই তাদের আমলের বোঝাটাও আমাদের এখন বহন করতে হচ্ছে, তার আজকে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য তারাই দায়ী।

শ্রী নকুল দাস ঃ—স্যার, পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান। প্রশ্নটা হচ্ছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে উপজাতি উন্নয়ণ করর্পোরেশান এবং তপশীল জাতি উন্নয়ণ করর্পোরেশান দুটো গঠিত হয়েছে, সেই দুটোর বেশ কিছু পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত থাকবে। এটা যদি না থাকে, তাহলে ব্যাঙ্ক এই সমস্ত তপশীলি উপজাতি এবং তপশীলি জাতিদের বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন সিলেক্টেড যে স্পন্সর্ড স্কীম আছে, সেগুলিকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করতে পারবে না, কারণ, এই করর্পোরেশান দুটো গঠনের আসল উদ্দেশ্যই হল, এই তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতিদের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ণ সাধন। অথচ, এই সরকার ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত দুটো করর্পোরেশানের টাকাই তুলে নিয়ে গিয়ে দুটো করর্পোরেশানকেই পঙ্গু করে দিল, যাতে করে এই তপশীলি উপজাতি করর্পোরেশন এবং তপশীলি জাতি করর্পোরেশান সমাজের মধ্যে পিছিয়ে পড়া লোকদের আর্থিক উন্নয়ণে যে সাহায্য করতো, সেটা বন্ধ করা যায়। এছাড়া, এর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার ঃ—স্যার, এটা করা সত্বেও কোন রকম অসুবিধা হবে না, কারণ, টাকাটা পি, এল, এ্যাকাউন্টে রাখা হয়েছে, যখন যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হবে, তখন তাদের সেই পরিমাণ টাকাটা দিয়ে দেওয়া হবে। টাকাটা ব্যাঙ্কে থাকলে তারা যে পরিমাণ সুদ পেত, পি, এল, এ্যাকাউন্টে থাকলেও তাদের সেই পরিমাণ সুদই দেওয়া হবে।

শ্রী অনিল সরকার ঃ—স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান আছে, কারণ, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, টাকাটা ব্যাঙ্কে থাকলে যে সুদ পাওয়া যাবে, পি,এল, এ্যাকাউন্টে থাকলেও সেই সুদ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ উনি আরও বলেছেন যে, পে-কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়িত করতে গিয়ে কর্মচারী-

দের বাড়তি বেতন দিতে হয়েছে, তারজন্যও টাকার প্রয়োজন পড়েছিল। আমার প্রশ্ন হল, এই কর-পোরেশান দুটো ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় ৯ থেকে ১০ লক্ষ এস, সি, এবং এস, টি'র আর্থিক উন্নয়ণে যে সমস্ত পরিকল্পনা বা স্কীম কার্যকরী করে, ব্যাঙ্ক করপোরেশান দুটোর পক্ষে সেগুলি এ্যাক্সিকিউট করে থাকে, কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে করপোরেশানের গচ্ছিত টাকা সরকার তুলে নিয়ে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাড়িয়ে দিয়েছেন, আর অন্য দিকে ত্রিপুরা রাজ্যের ১০ লক্ষ এস, সি, এবং এস, টি'র জন্য যে সমস্ত উন্নয়ণ মূলক কাজ কর্ম, সেগুলি বন্ধ করে দিয়ে তাদের সর্বনাশ করেছেন, এটা স্বীকার করতেই হবে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে কারোর সর্বনাশের প্রশ্ন উঠে না এবং কারোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি।

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল ঘোষ মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই হাউসে উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ২৫.৩.৯০ ইং তারিখে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় "মন্ত্রীর জেদে রাজ্য সড়ক পরিবহণ সংস্থায় জটিলতা শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৯,৩,৯০ইং তারিখে এই এই নোটিশের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মণ মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ইং সোনামুড়া থানার অন্তর্গত খেদা বাড়ী পঞ্চায়েত এ একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক বলপূর্বক জমিলা খাতুনের ঘরে অনুপ্রবেশ করে তাকে পাশবিক নির্যাতন করার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে এই নোটিশটার উপব বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটি তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩,৪,৯০ইং তারিখে এই নোটিশের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয়ের

নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষ-নিরীক্ষা করে এই হাউসে আমি উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ৮-৩-৯০ইং তারিখে আগরতলা ফায়ার সার্ভিসের স্ট্যাশন অফিসার সৌগত দেববর্মাকে কর্তব্যরত থাকাকালে কতিপয় দুবৃর্ত্তের হামলা ও আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি এখন ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী একটা তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩,৪.৯০ইং তারিখে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"গত ২২শে মার্চ, ১৯৯০ইং বিধ্বংসী ঘুর্ণিঝড়ে এবং তারপর থেকে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে উদয়পুর এবং সদরের বহু স্থানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি বাড়ীঘর বিধ্বস্ত নরনারী আহত এবং গৃহহীন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী মহোদয়।

শ্রী কালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২২,৩,৯০ইং এবং ২৩,৩,৯০ইং তারিখে ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড় ও বৃষ্টির দরুন বন্যায় বিভিন্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক রিপোর্টে দেখা যায় যে, পশ্চিম ত্রিপুরায় বিশালগড়, টাকারজলা প্রভৃতি অঞ্চলে ২০৯টি পরিবারের বাড়ীঘর ঘুর্ণিঝড়ে সম্পুর্ণভাবে ধ্বংস হইয়াছে এবং ৪৫২টি পরিবারের বাড়ীঘর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাতক্ষণিক সাহায্য হিসাবে ৬৫৩ জন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ৩৭,০০০ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। জিরানীয়া এলাকায় মাত্র একটি পরিবারের বাড়ীঘর সম্পুর্ণ ধ্বংস হইয়াছে। সে পরিবারকেও সরকারী নিয়ম অনুসারে তাতক্ষণিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। অতিরিক্ত বৃষ্টপাত ও ঘুর্ণিঝড়ের ফলে আগরতলা পৌর এলাকায় প্রায় ৫৫০টি পরিবার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাতক্ষণিক সাহায্য হিসাবে মোট ৩০০০ টাকা এ সকল পরিবারগুলির মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। তাতে বিশালগড় এলাকায় ১০ জন ব্যক্তি সামান্য আহত হইয়াছে। সোনামুড়া এলাকার চণ্ডিগড়, মোহনভোগ গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় ৬০টি পরিবারের বাড়ীঘর ঘুর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে এবং ১২৫টি পরিবারের আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাতক্ষনিক সাহায্য হিসাবে ৬,৮০০ টাকা এসব পরিবারগুলিকে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া দু ব্যক্তি (যথা ওয়াহিদ মিঞা বয়স ৭, পিতা শ্রী আলকত আলী এবং ইসমাইলনেশা বয়স ৮, পিতা শ্রী গণি মিঞা) ২৪.৩,৯০ইং বজ্রপাতে মৃত্যু হইয়াছে এবং তারা উভয়ই শেওড়াতলী এলাকার বাসিন্দা। প্রাথমিক রিপোর্টে কোন গবাদি পশুর ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ নাই। পশ্চিম জেলার অন্যান্য অঞ্চলের

আর কোন ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। এই ঝড় বৃষ্টি ২২,৩,৯০ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ২৫,৩,৯০ইং তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত দক্ষিণ জেলার উপর দিয়ে বয়ে চলে। তাহাতে প্রচুর ঘরবাড়ী, দোকানপাট, স্কুল বাড়ী এবং সরকারী সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রচুর বৃক্ষাদি পতনের ফলে অনেক বৈদ্যুতিক থাম পোষ্টের ক্ষতি হয় এবং প্রচুর বোরো ফসলেরও ক্ষতি হয়। এই ঝড় বৃষ্টিতে ১০ ব্যক্তি আহত হয়, তাদের মধ্যে ৯ জনকে উদয়পুর হাসপাতাল এবং ১ জনকে কাকড়াবন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা করা হয় এবং তাদের প্রত্যেককে ১০০ (একশত) টাকা করিয়া সাহায্য দেওয়া হয়।

উদয়পুর মহকুমা গাঁওসভা ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিম্নরূপ :—

গাঁওসভা	বাড়ীঘর ধ্বংস (সম্পূর্ণ)	আংশিক	মোট
গর্জনমোড়া	১৯০	৩৬৯	৫৫৯
হদ্রা	৪৮	১৪৫	১৯৩
শীলাঘাট	১২১	১০৫	২২৬
আমতলী	৪৭	৮০	১২৭
বগাবাসা	১০৬	৩৬১	৪৬৭
কাটীগাঁও	৩	৪	৭
রাণী	-	৫	৫
ইছাছড়া	৬	৪৪	৫০
কুসামারা	৩৮	১২৪	১৬২
দাতারাম। জলাই	৩২	১৯	৫১
চাড়ী (চন্দ্রপুর আর, এফ, এর পূর্ব মগ পুষ্করিনী)			
শালগড়া	৩১	৮০	১১১
	৬২২	১৩৩৬	১৯৯৮

১১০০ পরিবারকে ৯টি স্কুলে এবং বালোয়ারী কেন্দ্রে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এবং তাদের মধ্যে ৬৬,০০০ হাজার টাকা সাহায্য হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। ইহাছাড়া গর্জনমুড়া গাঁও সভার ১৪৬টি পরিবার যাহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য তাহাদেরকে পলিথিন সীট দেওয়া হইয়াছে। ঐ ঘূর্ণিঝড়ে এখন পর্যন্ত ৬টি ছাগল, ৩টি দুগ্ধবতী গাভী এবং ১৩টি মুরগী মারা গিয়াছে।

সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক পয়ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং ইহা ছাড়া রাস্তা-ঘাট, সেতু

ইত্যাদির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। মাতারবাড়ী এলাকায় নিম্ন আয়কারীদের জন্য নির্মীয়মান ২৩টি বাড়ী সম্পুর্ণ নষ্ট হইয়াছে। বিলোনীয়াতেও ৫০টি বাড়ী নষ্ট হইয়াছে। উত্তর ত্রিপুরা থেকে এখনও ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর আসে নাই।

প্রাথমিক হিসাব মতে প্রায় দুই কোটি টাকার ফসল নষ্ট হইয়াছে। বিস্তারিত তদন্ত চলিতেছে। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকার নির্দ্ধারিত হার অনুযায়ী ক্ষতিপুরণের টাকা দেওয়া হইবে এবং ভারত সরকারের নিকট সাহায্য চাওয়া হবে।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতির যে তথ্য দিলেন সেখানে আমি জানতে চাই, গত ২২ তারিখে উদয়পুরের বুকে এবং সেখানে যে ব্যাপক ধ্বংস লীলা সংঘটিত হয়েছে তা নিজের চোখে না দেখলে বুঝা যায়না। টিনের ঘর গাছের উপর ঝুলছে। পুকুরের মাছ টিলার উপর উঠে গেছে। গর্জনমুড়ায় একটি ভি এল.ডাব্লো-এর ষ্টোর ছিল বিল্ডিং। সেই বিংল্ডিংয়ের একাংশ ভেঙ্গে গেছে, ছাদ সম্পুর্ণ উড়ে গেছে। প্রায় স্কুলই ভেঙ্গে গেছে স্যার, সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, মহকুমার হেড কোয়ার্টার থেকে ১০ কিমি. কিন্তু সেখানে ত্রান সামগ্রী (সরকারী) পৌঁছুতে পরদিন রাত্র ১০টা বেজে গেছে। স্যার, প্রশাসন এভাবে চলছে ? প্রশাসন তার ত্রান সামগ্রী নিয়ে মুভ করতে সময় নিল ২৪ ঘণ্টা। স্যার, আর যে ত্রান সামগ্রী দেওয়া হয়েছে তাও খুবই সামান্য। ড্রাই ফুড পরদিন দেওয়া হয়নি। পার ফ্যামিলিকে ২০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। টাকা বণ্টন নিয়ে নানারকম কারচুপির অভিযোগ উঠছে। উন্নয়ণ কমিটির চেয়ারম্যান, কংগ্রেসের তার কাছে দেওয়া হয়েছে বণ্টন করার জন্য। ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত মানুষদের নিয়েও চলছে নগ্ন রাজনীতির খেলা। এরফলে মানুষরা প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে স্যার, সরকারী সাহায্য সঠিকভাবে পৌঁছে নাই। এরফলে মানুষের প্রচুর কষ্ট হচ্ছে। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে ত্রান শিবিরের কথা বললেন, সে সম্পর্কে আমি জানতে চাই, কোথায় হয়েছে ত্রান শিবির ? আমি ডি.এম.কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি বলেছেন, ইচ্ছা করলে স্কুলে যেতে পারে। সেখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ১০০১টা পরি-বারকে বিভিন্ন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। সুতরাং এখানে হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এই সমস্ত তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। কোন ক্যাম্প খোলা হয়নি।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি জবাব দিচ্ছি। যে ঝড় হয়েছে বিশেষ করে গর্জনমুড়ায় এবং সদরের কিছু অংশে, এটা বিধ্বংসী ঝড় এবং এই ঝড়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সকলের প্রতিই আমরা সহানুভূতিশীল। এই ঝড়ে মানুষের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে যদিও ক্ষয়ক্ষতির পুরো এসেসমেণ্ট আমরা করে উঠতে পারিনি। সেটা করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সারা রাজ্যে এই ঝড়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সাহায্যের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের

নিকট সাহায্য চাইব। রাজ্য সরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় এই বিধ্বংসী ঝড়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সম্পূর্ণ সাহায্য করা সম্ভব নয়। স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে যেটা বলেছেন যে—গাফিলতি হয়েছে, এটা সঠিক নয়। কেননা মাননীয় কৃষিমন্ত্রী নিজে ছুটে গিয়েছিলেন এবং যেখানে যেটা দরকার সেটার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। স্যার, ক্যাম্প করা হয়নি বলে যেকথা এখানে বলা হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। গর্জনমুড়া স্কুলে ক্যাম্প করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন জেলা প্রশাসন এবং মহকুমা প্রশাসনের মাধ্যমে এবং সেখানে রিলিফও দেওয়া হয়েছে। আমাদের নেতা এবং কর্মীরা সেখানে ত্রাণ কার্যের তদারকী করেছেন। তারা যাতে রিলিফ পেতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তাদের যেটুকু ক্ষতি হয়েছে, সেটুকু নিবারণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটা আমি বলছি না। এটা সত্য কথা যে, যাদের বাড়ী ঘর নষ্ট হয়েছে, সেখানে তাদের অনেক অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে যেটা ছেড়ে অনেকেই ক্যাম্পে যেতে চাননা। তাদের জন্য যতটুকু সম্ভব পলিথিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও এটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা যাতে নিজেদের বাড়ী ঘর নিজেরাই মেরামত করে নিতে পারেন তার জন্য নির্দিষ্ট স্কেলে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। যাদের বাড়ী ঘর সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে ১০০০ টাকা, যাদের কম হয়েছে তাদেরকে ক্রমানুসারে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। বাকীটা এস আর.ই.পিতে গাছ ইত্যাদি সরানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সে কাজ শুরু হয়েছে।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম) ঃ— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে যারা একেবারে সর্বশান্ত হয়ে গেছে তাদের এককালীন সাহায্য দেওয়া হবে। অনেকের অনেক ধরনের ঘর থাকে যেমন থাকার ঘর, গরুর ঘর, ইত্যাদি তাদের সবগুলি ঘরই ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তাদের গাছপালা যেগুলি ছিল সেগুলিরও অস্তিত্ব নেই, কোথায় নিয়ে গেছে তার অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছেনা। তাই আজকে এটাই দেখার বিষয় হয়েছে যে সাইক্লোন আগের দিন হলো রাত্রে তারপর দিন সারা দিন গেল তখনও কোন খোঁজ নেই এবং কেন বললেন বিকালে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—স্যার, এটা ঠিক নয়। কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সব কিছু জানতে জানতে কিছু সময় লেগে যায় এটা ঠিক। স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, ক্ষয় ক্ষতির এসেস্‌মেন্ট করে আমরা কেন্দ্রের কাছে সাহায্য চাইব এবং কেন্দ্র থেকে যে সাহায্য আসবে সেই আর্থিক বরাদ্দ অনুসারে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আমি আগেই বলেছি মাথা গোজার মতো সাহায্য তাদের দেওয়া হচ্ছে, তাছাড়া তারা যাতে নিজেদের বাড়ী নিজেরা মেরামত করতে পারে সেজন্য এস আর.ই পির মাধ্যমে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

শ্রী মতিলাল সরকার (কমলাসাগর) ঃ—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন

যে এই ব্যাপারে গাফিলতি হয়নি। স্যার, এই সম্পর্কে আমি ২/১টা প্রশ্ন করব সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে টাকারজলা মোহনপুর গাঁওসভা সেখানে একটা বাড়ীর চালও নেই এবং এক কিলোমিটার, দুই কিলোমিটার কোথায় গিয়ে পড়েছে তার অস্তিত্বও নেই। স্যার, ২২ তারিখ রাত্রি ৭টা থেকে ৭-৩০ মিনিটের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তার পরের দিন ব্লক অফিস থেকে কেউ গেলেন না খোঁজ নেবার জন্য অর্থাৎ ২৩ তারিখ। ২৪ তারিখ এস, ডি, ও, অফিসে গিয়ে যখন এস, ডি,ও, সাহেবের খোঁজ করা হলো তখন উনি একটা চিঠি দিয়ে দিলেন সেই পাবলিক লোকটির সঙ্গে যে এটা বি. ডি, ও, কে দিয়ে দেবেন। কেন এস, ডি, ও, অফিস থেকে একজন অফিসারকে পাঠানো হলো না? এবং সেখানে যারা আহত হয়েছেন সেই সমস্ত আহতদের পর্য্যন্ত সাহায্য করা হয়নি কিন্তু আমাদের পার্টির ছেলেরা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেব স্কুলে আনা এবং বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া এই সমস্ত তারা করেছেন, সরকারী সাহায্য সেখানে কিছুই পৌঁছেনি। ২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম তখন পর্যান্ত কোন সাহায্য যায় নি। সেখানকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষরা বাধ্য হয়েছে নিজেরাই টাকারজলা স্কুলে এসে আত্মরক্ষা করেছেন। কাজেই এইভাবে কোন সাহায্য নেই ৪৮ ঘণ্টা পর্যান্ত। এর জবাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন কিনা?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি যেটা বলতে চাইছিলাম না, উনারা সেটাই আমার মুখ দিয়ে বলাতে চাইছেন। স্যার, এর আগে উনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন দাংগা-ঝড়-তুফান ইত্যাদি লাগলে উনাদের কাউকেই পাওয়া যেত না। সেসময় কংগ্রেস (আই) কর্মীরা তাদের পাশে ছিলেন। তাদের তখনই পাওয়া যেত, যখন টাকা-পয়সা বণ্টন করা হইত। তখন এম, এল, এ, ও প্রধান বাবুরা টাকা-পয়সা নিয়ে যেতেন। কি পেত, কত পেতনা সেটা আমরা জানতাম না। এখনও আমরা সেটাই দেখছি। যান, তখনই যান-ভেজ্জাল লাগানোর জন্যই যান।

স্যার, আমি এখানে একটা স্পেসিফিক তথ্য দিচ্ছি। মাননীয় গোপালবাবু নিজে গিয়েছিলেন। গিয়ে এস, ডি, ও, কে বললেন—ওরাতো কোন রিলিফ পান নাই। এস, ডি, ও, যখন বললেন যে, না সেরকম হয় নাই। তখনই তিনি ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং তাকে ক্ষমা চাইতে হয়েছে।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে, আমি ক্ষমা চেয়েছি সেটা উনি প্রমাণ করুন, না হলে উনি পদত্যাগ করুন। অসত্য কথা এখানে বলা হয় কেন?

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, আমি আগেই বলেছিলাম, আমরা দুঃস্থ মানুষের

সঙ্গে আগেও ছিলাম, এখনও আছি এবং চিরদিনই থাকব। দুঃস্থ মানুষের পাশে এই সরকার থাকবে।

মিঃ স্পীকার :— নাউ আই এম গোয়িং টু দি নেক্স্ট কোয়েশ্চান।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— স্যার, বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী।

মিঃ স্পীকার:— কিন্তু এই জন্য আমি এক ঘন্টা বলতে দিতে পারি না।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, ক্ল্যারিফিকেশান চাইছি এই কারনে, যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মিঃ স্পীকার :—অনলি ওয়ান।

শ্রী সমর চৌধুরী : —অনলি ওয়ান নয়।

মিঃ স্পীকার :— আমি দেব না। আমি একটা দিচ্ছি। আপনি বললেও আমি দেব না।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, ছনের ব্যবস্থা, বাশেঁর ব্যবস্থা কোন ধরনের কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয় নাই।

মি : স্পীকার :— পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সীট ডাউন। একজন বলুন প্লীজ। একজন বলুন।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে ভাষণ দিয়েছেন, আমাদের ভাবতে অবাক লাগে যে, একজন মুখ্যমন্ত্রী এই ধরণের অসত্য ভাষণ দিয়ে সভাকে বিভ্রান্ত করছেন। এতবড় একটা ঝড় হয়ে গেল, মুখ্যমন্ত্রী সেখানে একবারও গেলেন না। আর এখানে বসে বানানো কথা বলে যাচ্ছেন। ২২ তারিখের পর আজকে ২৭ তারিখ অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, সেখানে মাত্র ২০ টাকা করে একটা ফ্যামিলি চলে ? কোন কোন ফ্যামিলিতে ১০ জন ১৫ জন করে সদস্য আছেন। পলিথিন সীট ১৪৬টির কথা সরকারী তথ্যে আছে।

স্যার, মন্টু ঘোষ, কংগ্রেস (আই)-এর সদস্য। তাকে পলিথিন সীট দেওয়া হয়েছে। তার বাড়ীতে কিছু হয় নাই। আর যারা সেখানে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা পলিথিন সীট পাচ্ছে না। অবনী ঘোষ, ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে ৩টি পলিথিন সীট পেয়েছেন। এখন তাদের ঘরবাড়ী নির্মানের

প্রশ্ন। ছন-বাঁশ সংগ্রহ করার প্রশ্ন। কিন্তু সরকার শুধু বলছে যে, ১ হাজার টাকা দেওয়া হবে। আমি এস.ডি.ও. এবং ডি. এম. কে বললাম, তারা বলেছেন, এর বেশী করতে পারবো না। তারা বলেছেন যে, আমাদের হাতে টাকা নাই, আমরা এইটা দিতে পারবো না। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের যদি ক্ষতিপূরণ দিতে হয় তবে সরকারকে বলুন টাকার ব্যাবস্থা করতে। স্যার, এই অবস্থায় সামগ্রিক যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন সেটা গ্রহণ করা হবে কি না, যাতে করে এই উদ্বাস্তু মানুষ আবার তাদের বাড়ীঘরে ফিরে যেতে পারেন। তারা আবার তাদের জীবিকার ব্যবস্থা নিতে পারেন এবং ত্রাণ সরবরাহ অব্যাহত রাখা হবে কি না এটাই আমরা জানতে চাই। আর এই সমস্ত আজে বাজে কথা আমরা শুনতে চাই না।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এখানে আজে বাজে কথা বলছি না। আমি তো বলিনি যে, আমি সেখানে গিয়েছি। আমি বলেছি যে, আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এবং অন্যান্য মাননীয় বিধায়করাও সেখানে গিয়েছেন, তাছাড়া রেসপন্সিবল অফিসাররাও সেখানে গিয়েছিলেন। আর স্কেলের কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন, আমরা নতুন কোন স্কেল সেখানে চালু করি নাই।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) ঃ—পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এইখানে হাউসে যখন কলিং এটেনশন উঠেছিল তখন বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এইটাকে একবার বলছেন, এইটা খুবই জরুরী। আবার পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেসন এনে বলছেন, বেশী ক্ষতি হয়নি। আবার বলছেন, ঘর বেশী নষ্ট হয়েছে, ১০০০ জন ক্যাম্পে রয়েছে, আবার বলছেন যে, না ক্যাম্পে এক হাজার জনের চেয়ে কম রয়েছে। অন্যদিকে বলছেন যে, ঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকায় মাননীয় মন্ত্রীরা কেউ যান নাই। কিন্তু এই ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া গিয়েছেন, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জহর সাহা গিয়েছেন, তাছাড়া মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ও সেখানে গিয়েছেন। অথচ বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এখানে এই হাউসে বলছেন যে, কেউ সেখানে যাননি। কাজেই এইসব বক্তব্য তারা এখানে রাখছেন, যাতে করে এই জোট সরকারের ভাবমূর্ত্তিকে নষ্ট করার জন্য, এইটা করা হচ্ছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি বলছি, বাস্তবের সঙ্গে এইটার কোন মিল নেই। ঠিকমত মানুষের সাহায্য করা হোক এইটা তারা চান না। বিগত দিনে দেখা গেছে টাকা এইভাবে তারা পেয়েছেন। কিন্তু সে টাকা মানুষের জন্য খরচ করা হয়নি, তারা নিজেরাই সেই টাকা নিয়ে নিয়েছেন। আজকে এখানে এইটা নিয়ে রাজনীতি করছেন।

শ্রী সমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে, বিভিন্ন স্কুলে এই উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই সকল স্কুলে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যেসব শিশু রয়েছে তাদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না এবং যারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রয়েছেন, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না, কোন ডাক্তার বা মেডিক্যাল টিম সেখানে গিয়েছে কিনা ? এবং আজকে যারা খোলা আকাশের নীচে রয়েছে তাদের মাথার উপর চালা তোলার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না ? এবং তাদের সামগ্রিকভাবে, তারা যাতে রেশন পেতে পারে তার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— স্যার, রিলিফের জন্য যা যা দরকার সেটা, সেটা দেওয়া হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— পেপারস্ টু বি লেইড অন্ দ্যা টেবিল।

(গণ্ডগোল)

LAYING OF PAPERS TO POSTPONED QUESTIONS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— লেয়িং অব্ দ্যা রিপ্লাইজ অব্ দি পোস্পণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫৩, ৮৩, ৫৭ ও ৮৪ এবং পোসপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ২৫৬ ও ২৬৪। আমি এখন রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোসপণ্ড স্টার্ড ও আনস্টার্ড কোয়েশ্চানগুলির রিপ্লাই সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

Shri Kalidas Dutta (Hon'ble Minister of State, Revenue) :— Mr Speaker Sir, I on behalf of Revenue Minister, beg to lay the replies of the Postponed unstarred question No :— 53. 57. 83. 84. and starred question No :— 256 and 264 on the table of the House. (ANNEXURE—"C")

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই সভার কাজ বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল, "১৯৯০-৯১ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা।" জেনারেল ডিসকাশন অন্ দ্যা বাজেট ইষ্টিমেট ফর দ্যা ইয়ার ১৯৯০-৯১, মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করবো, আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের অনুরোধ করবো, তাদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য। গতকালের অসমাপ্ত ভাষণ রাখার জন্য আমি শ্রী বিল্লাল মিঞা মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী বিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত বামফ্রন্টের দশ বছরের রাজত্বে পশু পালন দপ্তরে যেসব কু-কর্ম করে গেছে, সেই কু-কর্মের ফলেই আজকে রাজ্যের অর্থনীতির এই অবস্থা। সেই অবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে, রাজ্যে আরো অধিক বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল। সেই অনুপাতে দুইশ কোটি টাকা দেওয়ার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে যে সীমিত অর্থের মধ্যদিয়ে এখানে বাজেট পেশ করা হয়েছে। সেই বাজেটের মধ্যে গ্রাম উন্নয়ণের জন্য ১৫.৫৮ কোটি যে টাকা দেওয়া হয়েছে, সেই টাকার মধ্যে দিয়ে এই রাজ্যে জোট সরকার দুই বছরের রাজত্বে জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা, আই. আর. ডি পি. বিভিন্ন স্কীমের মধ্য দিয়ে রাজ্যের জনগণকে অর্থনীতিতে সাবলম্বি করা সম্ভব হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কিন্তু গত বামপন্থী দশ বছরের রাজত্বে সীমান্তবর্তী এরিয়াগুলিতে বাংলাদেশ থেকে জল এনে খেতে হয়েছে। এটার প্রমাণ স্বরূপ আমি বলতে পারি, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চল-গুলিতে বাংলাদেশ থেকে জল এনে খেয়েছে, বিশেষণ করে সোনামুড়া মহকুমায়, প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী উনার এরিয়াতেও কালীকৃষ্ণনগর বাসীরা বাংলাদেশ থেকে জল এনে খেয়েছেন। প্রাক্তন বন দপ্তরের মন্ত্রী যাকে বড় আসনের মধ্যে বসিয়েছিল, সেখানকার প্রতিনিধি হিসাবে যাকে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই প্রতিনিধির এরিয়াতেও বাংলাদেশ থেকে জল এনে খেয়েছেন। প্রমাণ স্বরূপ আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, রহিমপুর পঞ্চায়েত, পুটিয়া, কলমছড়া, কমলনগর, মতিনগর। উনার যে গাঁওসভা কুলুবাড়ী সেখানকার লোকেরাও বাংলাদেশ থেকে জল এনে খেয়েছেন। এমনিভাবে রাজ্যের যেসব গ্রাম বন, জঙ্গলে রয়েছে পাহাড়ের কথাতো দূরে থাকুক, পাহাড়ে আরো চরম অবস্থা। এই ভাবে সীমান্তবর্তী এলাকার লোকেরা বাংলাদেশ থেকে জল এনে খেতে হয়েছে, সেই ইতিহাস এই দুই বছরে আমরা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই ইতিহাস এখন আর নেই। আর উনারা সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু বলে অনেক কিছু বলে থাকেন, অনেক সদস্যরা এখানেও বলে থাকেন যে সংখ্যালঘুর জন্য কিছুই করেন না। এই রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলমান জাতি বিভ্রান্ত। গত দশ বছর আপনারা কি করেছেন? গ্রামের রাস্তাগুলি অচল ছিল। যান বাহন চলাচলের কোন সুবিধা ছিল না। একটা জীপে করে ৫০ জন যাত্রী যেতো এবং গাড়ী এক্সিডেন্ট প্রাণ হারাতো। আজকে সেই অবস্থা নেই। পি, ডবলিউ, ডি, সেই রাস্তা গুলিকে যানবাহনের উপযুক্ত করেছে। গ্রামের মানুষকে

পানীয় জল সরবরাহের জন্য সেখানে মেশিন বসানো হয়েছে। সেখান থেকে এখন মানুষ জল নিচ্ছে। আর চিকিৎসার কথা উনারা বলেন। গ্রামের মানুষ নাকি চিকিৎসা পান না। প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সমর বাবু ঘোষণা করেছিলেন যে মতিনগর এবং কমলানগরে হাসপাতাল হবে। কিন্তু পরে তিনি সেই হাসপাতাল কাঠালিয়া উনার নির্বাচনী কেন্দ্রে নিয়ে যান। আমরা ক্ষমতায় এসে মতিনগর এবং কমলানগরে হাসপাতাল করেছি। এই হল এদের চরিত্র। উনারা কাজ অসমাপ্ত রেখেছিলেন আমরা সমাপ্ত করেছি। উনারা সংখ্যালঘুদের কথা বলেন। কেন্দ্রে উনারা জনতার কাধে ভর করে আছেন। শরিক দল হিসাবে বি, জে, পি, এবং জনতা দলের সঙ্গে আছেন। এই কেন্দ্রীয় সরকার কি করছেন? কশ্মীরে একটা গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেটাকে ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা হয়েছে। আর এই দিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলিমদের উপর অত্যাচার চলছে। এটা বি, জে, পি. উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে এক কাজ করেছে আর মদত দিয়েছে এই সি. পি. আই (এম) পার্টি। এই রাজ্যেও বি, জে. পি. সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করার জন্য চেষ্টা করছে এবং এই কাজে মদত দিচ্ছেন আপনারা। মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, সোনামুড়া দেবতা বাড়ীতে একজন মহিলা ছিলেন। তিনি ৫ মাস হয়েছে মারা গেছেন। সেই বাড়ীতে এখন জনতা দল পার্টি অফিস করেছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এসব হচ্ছে আপনাদের পরোক্ষ মদতে। আজকে কমিউনাল রায়ট করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে চেষ্টা করছেন। এটাই আপনাদের পরোক্ষ মদত। এখানে আজকে সারা পৃথিবীতে ধর্মের উপর আঘাত করা হচ্ছে, অন্যদিকে অর্থনীতির উপর আঘাত করারও চক্রান্ত চলছে। এতে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাবেনা। স্যার, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত। স্যার, আজকে আমরা কাশ্মীরে কি দেখছি? আমরা দেখতে পাই, জম্মুতে মুসলমানদের উপর আক্রমন হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এর জন্য আজকে আমাদের এখানে দলমত নির্বিশেষে নিন্দা সূচক প্রস্তাব আনার দরকার। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, বামপন্থী দলগুলো তা আড়াল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আজকে এখানে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিভ্রান্তিমূলক আচরণের জন্যই এটা হচ্ছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা বিগত ১০ বছরের শাসনে দেখেছি, আগে প্ল্যানিং হত ব্যক্তি কেন্দ্রিক। আর আজকে আমরা এখানে ডিষ্ট্রিকট ভিত্তিক কমিটি করেছি। ডিষ্ট্রিক্ট ৩টি যোজনা পর্ষদ কমিটি আছে। তারা যে রিপোর্ট দেবেন সেই রিপোর্টকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা এই বাজেট পেশ করেছি। স্যার আজকে পশু পালন দপ্তরের আরো বেশী দুগ্ধ উৎপাদক সমিতি গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এ জন্য ৯টি গ্রামকে প্রথমে নেওয়া হবে। যদি ১৯৯০-৯১ সালের এই পরিকল্পনা সার্থক ভাবে রুপায়িত হয় তবে ভবিষ্যতে আরো গ্রামকে এই পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এমনি করেই বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এই বাজেটকে জনস্বার্থের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে। কাজেই এই বাজেটকে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করছি। আমার বন্ধু বিরোধী দলের মাননীয় ফয়জুর

GENERAL DISCUSSION ON BUDGET ESTIMATES FOR 1990-91

রহমান সদস্য প্রায়ই একটি কথা বলে থাকেন, সংখ্যালঘুদের কিছুই হচ্ছে না। হ্যাঁ, কথা কিছুটা ঠিকই। তবে এর জন্য দায়ী বিগত ১০ বছরের বামফ্রন্টের অপ-শাসন।

(এট দিস ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :—উনাকে আরো কিছুটা সময় দিন স্যার বলার জন্য)

সমস্যা আছে। আর এ সমস্যা আপনারাই সৃষ্টি করে গেছেন। আপনাদের আমলে ত মুসলমানদের হজ্ব যাত্রার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। তারা কি কোনদিন খবর নিয়েছেন হজ যাত্রীরা ঠিক মত গিয়ে মক্কায় পৌঁছুতে পেরেছে কি? ধর্মনগরের রেলের একটি বাক্সে তুলে দিয়েই এই কমিটি তাদের দায়িত্ব পালন শেষ করেছেন। সেই খবর বামফ্রন্ট রাখে নি, তাঁর সরকার রাখে নি। আর আজকে লক্ষ করুন, এই হজ্ব কমিটি কিভাবে তার কাজ করে চলেছে? কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর যে লক্ষ সামনে নিয়ে বামফ্রন্ট চলছেন তা কোন মতোই হতে দেব না। কাজেই আমি আশা করব, সরকারের কাজের এইভাবে সমালোচনা করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন না। সত্যিকারের কর্তব্য আপনারা পালন করুন। আজকে বি. জে, পি, যে মুসলমান নিগ্রহের কথ বলছে, আসুন সবাই মিলে এর নিন্দা করি। বি জে, পি, এর এই কার্যাকলাপ কোন মতেই ফলপ্রসূ হবে না। কাজেই আমি আবেদন করব, আপনারা বি. জে, পি, কে যে সমর্থন করছেন তা প্রত্যাহার করে নিন। এই কমিউনিষ্টদের অস্তিত্ব এমনিতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বে। আজকে রুমানিয়া বলুন, পোলান্ড বলুন, পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরী প্রতিটি দেশ থেকে আজকে কমিউনিষ্ট শাসন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিশ্বে আজকে আর কমিউনিষ্ট নেই। সুতরাং আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। বি, জে পির সঙ্গে আঁতাত উঠিয়ে আনুন। রাজ্যের জনগনের জন্য ২৯১ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেটা এ রাজ্যের উন্নতির জন্য, এ রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এ রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিতকে সুদৃঢ় করার জন্য সেটাকে আপনারা সমর্থন করুন। এই টাকা না পাওয়ার জন্য আমরা পি, ডবলিউ, ডিতে জোর দিতে পারি নাই, শিক্ষা দপ্তরে জোর দিতে পারিনি। আজকে গ্রামীন উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন দরকার। ত্রিপুরা রাজ্যের কতগুলি নিজস্ব অসুবিধা আছে। সে অসুবিধা গুলি হলো রাস্তাঘাটের অভাব। যে সমস্ত রাস্ত ঘাট গুলি ছিল সেগুলি ভগ্নদশা। সেগুলিরও মেরামত দরকার। নূতন রাস্তাঘাটও আমাদের করতে হবে। সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নতির জন্য এই বাজেটকে আপনারা সমর্থন করুন। এই বাজেটকে সমর্থন করার অনুরোধ রেখে এবং পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— শ্রী দীনেশ দেববর্মা।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা (সালেমা) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেটকে কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। যদি কেউ সমর্থন করে থাকেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব ২৪ লক্ষ মানুষের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবেন। কারণ, এই বাজেট আমরা আশা করিনা, আমাদের মোহও নাই। কারণ, আমরা জানি গোটা ভারতবর্ষে দুইটা সমাজের লোক পাশাপাশি বাস করছেন। তারা দুইটা সিভিলে বিভক্ত। একটা হচ্ছে ধনিদের সিভিল, অপরটি হচ্ছে গরীবদের সিভিল। ধনীদের মধ্যে অনেক জাতী, অনেক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তেমনি গরীবদের মধ্যেও আনেক জাতি, অনেক সম্প্রদায়ের লোক আছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই বাজেটগুলি রচিত হয়। কারণ, ধনতান্ত্রিক শোষণ কাঠামোর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত বাজেট গরীবদের পক্ষে কাজ করবে এটা আশা করে কোন লাভ নেই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গরীবের জন্য কাজ করবে এটা আশা করে কোন লাভ নেই, কারণ, প্রায় ৪৩ বছর চলছে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। কাজেই ৪২ বছর উত্তরণের পর ৪৩ বছর আমরা ভারতবর্ষের চেহারা কি দেখছি ? যে ভারতবর্ষের গরীব অংশের মানুষ হচ্ছে শতকরা ৯০ জন, এই ৯০ জনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার অর্থনৈতিক, তার সামাজিক সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি এই বাজেট রচিত হয়েছে ? যারা শোষিত শতকরা ৯০ ভাগ, তারা খুবই গরীব। কাজেই তাদের স্বার্থ-চরিতার্থ করার জন্য এই বাজেট ‍র হয় নি, কারণ, কায়েমী স্বার্থ অর্থাৎ যারা জোতদার, মজুতদার, যারা বড় বড় চোরা কারবারী, তাদেরকে কিছু পাইয়ে দেবার জন্য এবং তাদের ভাণ্ডার যাতে আরও বড় হয় তারজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আইন কানুন তৈরী আছে। সমস্ত রাজ্যের মধ্যেই গরীব অংশের মানুষ আছে তেমনি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও গরীব অংশের মানুষ আছে। তাই বলছি এই গরীব অংশের মানুষের জন্য কি করা হবে এটা নির্দিষ্টভাবে বাজেটে কিছু উল্লেখ নেই, কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে গরীব অংশের মানুষ রয়েছে তারা কোনদিনই তাদের জীবনের যে উন্নতি, তাদের সমাজের যে উন্নতি, তাদের বিকাশ এবং অন্ধকার থেকে আলোতে প্রবেশ করতে পারবে না, তাই এই বাজেটের প্রতি এই গরীব অংশের মানুষের কোন মোহ থাকবে না। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে, বাজেটের তিনটি শর্ত আছে (১) বাসস্থান (২) বস্ত্র এবং (৩) খাদ্য। কাজেই যে বাজেটে এই তিনটি অত্যাবশ্যক জিনিষের উল্লেখ নেই সেই বাজেটকে সমর্থন করার কি কোন কারণ থাকতে পারে? আমি তো মনে করি এই বাজেট সমর্থনযোগ্য বাজেট নয়। এই ত্রিপুরারাজ্যে এখন থেকে নয় যেদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল এবং চীফ্ কমিশনারের শাসন হয়েছিল এবং তারপর ১৯৬২ ৬৩ সালে বিধানসভা হয়েছিল, তখন কংগ্রেসর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, শচীনবাবু এবং সুখময়বাবু তখন ত্রিপুরা রাজ্যের কি অবস্থা ছিল ? এই ৪৩ বছর ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং তাদের মাতৃভাষার

কতটুকু বিকাশ হয়েছিল নিশ্চয়ই আজকে সেটা বুঝা যাচ্ছে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে, ট্রাইবেলদের যে দরিদ্রতার অদৃষ্ট সেই দরিদ্রতার অদৃষ্টই তাদের থেকে যাবে, কারণ, এই সম্পর্কে বাজেটে কোন ইঙ্গিত নেই। সুতরাং এখানে আমি বলব, মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা বলছেন যে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উপজাতিদের জন্য কিছুই করা হয়নি। কিন্তু আমি বলব, এই উপজাতিদের জন্য বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষিত করা, তাদের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি এবং তাদের গ্রামীন উন্নতি এগুলির জন্য যে সমস্ত কাজ করা হয়েছিল আজকে সেগুলি সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই, ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের উন্নতি করতে গেলে কে কমিউনিষ্ট, কে কংগ্রেস, কে উপজাতি যুব সমিতি এই প্রশ্ন তোলা উচিত নয় কাবন ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্যই সমস্ত কিছু করা উচিত, পার্টিগত হিসাবে নয়। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গণতন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজকে সেটাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। কাজেই, বামফ্রন্ট চেয়েছিলেন. 'থে্া দি প্রাইমারি ইউনিট' অর্থাৎ পঞ্চায়েত তার গ্রাম্য-সমস্যা, পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা, গরীবের সমস্যা, এটাকে সমাধানের জন্য একটা রূপরেখা তৈরী করে তাদের মাধ্যমে এই দারীদ্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার যে পরিকল্পনা, এটা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই ত্রিপুরা রাজ্যের পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ উপজাতিদের দুর্ভাগা, কারন আজকে তারা জীবনযাপনের জন্য এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে, একটা এলাকা থেকে আর একটা এলাকায় যাচ্ছেন। তাদের জন্য ন্যুনতম ব্যবস্থা এই জোট সরকার করতে পারেন নাই। কারন, আঠারমুড়া বড়মুড়া-লংথরাই-এর রাস্তায় আমরা যেমন চলি, তেমনি চলেন মন্ত্রী-এম.এল.এ-রা। দেখেছেন, উপজাতিদের একমাত্র পেশা হচ্ছে এখন রাস্তার ইট পাথর ভাঙ্গার কাজ। তাদের উন্নতির জন্য যে কাজ করার প্রয়োজন সেটা করতে পারছেন কিনা? বামফ্রন্ট সরকার কি এ. ডি, সি, কি নন-এ, ডি, সি এলাকার মধ্যে জনগনের জন্য ল্যাম্পস- প্যাক্স- রেশন- কো অপারেটিভ ইত্যাদি করে তাদের জীবনের উন্নতির জন্য যেসমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আজকে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমিতো বলছি, আজকে উপজাতিদের ভাগ্যে রাস্তার ইট-পাথর ভাঙ্গা ছাড়া এবং রাস্তায় লাকড়ি বিক্রয় ছাড়া উপজাতিদের বিকল্প আয়ের যে উৎস তৈরী করে তার হাতে তুলে দেওয়া, এটা হয় না। যারা অনাহারী ট্রাইবেল তারা বুঝতে পারবেন। আপনাদের বুঝবার কোন উপায় নেই। কাজেই, এইভাবে জনগনকে প্রতারণা করছেন। জনগন সেটা বুঝেন।

কাজেই, আমরা বুঝি জনগণ বোঝেন। কাজেই, এইভাবেই আজকে যে এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে সস্তায় রেশন দেবার কথা ছিল, ডাবল রেশন দেবার কথা ছিল। বামফ্রন্ট সরকার সেটা দিয়েছেন। চার মাস বাকিতে রেশন খাইয়েছে. টাকা পয়সা আদায় হলো কি হলো না সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু আজকে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। আজ আমি এই কথা বলছি, কারন ট্রাইবেলরা আজকে তাদের একটা প্রোটেকসন চায়। সেই প্রোটেকসান কে দেবে?

(২) এ, ডি, সি, ট্রাইবেলদের একটা নিম্নতম প্রোটেকসনের ব্যবস্থা করেছেন। এই এ, ডি, সি, ৬ষ্ঠ তপশিলি মোতাবেক গঠন করা হয়েছে। আর এই এ, ডি, সি, কে ভাঙ্গার জন্য এইখানে কমিশন করা হয়েছে-দুনীতি, দুর্নীতি। এ, ডি, সি, দুর্নীতি করেছে, কাজেই কমিশন গঠন করতে হবে। কমিশন ওয়ানম্যান কমিশন—আলি সাহেব কমিশন। আজকে দুই বছর পরে আলি সাহেব গভার্ণমেন্টের কাছে রিপোর্ট দিয়েছেন এও আমরা জানিনা। কি রিপোর্ট দিয়েছেন তাও আমরা জানিনা। কাজেই, এই আলি কমিশনের তার ফেক্‌ট্‌স্ এবং ফাইণ্ডিংস্ এর মধ্যে যদি কিছু থাকে তবে এসেম্বলীর মধ্যে সেটা প্রকাশ করা হবে না কেন? জনগণের মধ্যে সেটা প্রকাশ করা হবে না কেন? এ, ডি, সি, কে এই কথাও বলা হয়নি যে, তোমার বিরুদ্ধে এই চার্জ শীট আমরা দিয়েছি। আজকে আলি সাহেব কোথায় কি রিপোর্ট দিয়েছেন, এই রিপোর্টই বা কোথায় সেটা আমরা জানি না। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, সেটা আমাদের জানাতে পারেন। একটা কমিশন গঠিত হলে সে কমিশন টাইমলী তার রিপোর্ট দাখিল করে থাকে। কিন্তু আজকে শেষপর্যন্ত এই সুপ্রীম কোর্টের রুলিংস্ এর জন্য এই এ, ডি, সি, কিছু কিছু কাজ করছে। তদন্ত করে কিছুই করতে পারলেন না এখন শুরু হয়েছে নতুন করে চক্রান্ত কি, এ, ডি, সি, কে টাকা পয়সা দিওনা-না তারা কি করে খরচ করে আমরা দেখব। তারমানে এই এ, ডি, সি, 'র কয়জন মেম্বার। এ, ডি, সি কে ভাঙ্গার চক্রান্ত করার অর্থ হচ্ছে এ, ডি, সি, এলাকার ট্রাইবেলদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কারণ আজকে সামাজিক হোক বা অন্য কোন কারনেই হোক ছোট ভাই যদি অসুস্থ হয় চলতে পারে না তাকে ঔষধ-পথ্য দিয়ে লালন পালন করে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে হয়। আর তাকে ঔষধও খাওয়াবে না, চিকিৎসাও করবেন না, খাইতেও দেবে না, তাহলে কি করবে? আজকে এ, ডি সি,-র বিরুদ্ধে এলিগেশন—এ, ডি, সি, অপদার্থ। এ, ডি, সি, যদি অপদার্থ হয়, তাহলে এ, ডি, সি, এত টাকা খরচ করতে পারে না। কিন্তু রাজ্য সরকার যদি এ, ডি, সি, এর সঙ্গে সহযোগীতা না করেন, একজন দুর্বল ভাই রুগ্নগ্রস্ত ভাই হিসাবে তাকে যদি সেইভাবে যত্ন করে নার্সিং করে তোলা না হয় তাহলে তো সেই ভাই কোন দিনই বাঁচতে পারবে না আজকে জোট সরকার সেটা করছে।

কাজেই, তারা বলেছেন, এত কোটি টাকা দিয়েছি খরচ করতে পারেনা। কত চাইছে আর কত কোটি টাকা দিয়েছেন আমার কাছে সে তথ্য আছে। এ.ডি.সি. তার ১৯৮৯-৯০ সালে ২৯ কোটি টাকা চেয়েছিলেন গভার্ণমেন্টের কাছে। কিন্তু গভার্ণমেন্ট দিয়েছেন মাত্র ১০ কোটি টাকা। বাকী টাকা কেন দেওয়া হলো না? না দেবার অর্থ হচ্ছে যে, আজকে এই উপজাতিদের শায়েস্তা করতে। কাজেই এস, আর, ই, পি, বন্ধ করে দিয়ে এন, আর, ই, পি, বন্ধ করে দিয়ে, রেশন বন্ধ করে দিয়ে এইভাবে উপজাতিদের শায়েস্তা করার যে মনোভাব, এই মনোভাবটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

কাজেই, আজকে উপজাতিদের ছোট ছোট পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাদেরকে গড়ে তোলার ব্যবস্থা

করা দরকার বা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এইটা করা হোক। কারণ, ফিসারিজের জন্য টাকা দেওয়া আছে গভার্ণমেণ্টের কাছে। পি, ডাব্লিউ, ডি, রোডের জন্য গভার্ণমেণ্টের কাছে টাকা দেওয়া হয়েছে। সরকারের কাছে টাকা দেওয়া আছে। কিভাবে টাকা খরচা করছেন তার কোন হিসাব দেওয়া হয় না। ইউটিলাইজেসান সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের বি, ডি ও, ডি এম, এই সার্টিফিকেট দেয়। বা রাজ্য সরকারের অন্যান্য সংস্থাগুলি এই সার্টিফিকেট দেয়। আর আপনারা উল্টো কথা বলছেন যে, এ, ডি, সি, টাকা খরচ করতে পারেনা, ইউটিলাইজেসান সার্টিফিকেট দেয়না ইত্যাদি। এটা কিরকম কথা হলো ? কাজ করলাম আমি, আর একজনকে তার ইউটিলাইজেসান সার্টিফিকেট দিতে হবে। এটা কি কোন দিন হয় ? এই ত্রিপুরা রাজ্যের যারা একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, তারা আজকে কারণে কারণে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছেন। তারা আজকে ব্যাঙ্কে টাকা চাইতে গেলে, সেখান থেকে তাদেরকে বলা হয়, কাগজ-পত্র, পড়চা আছে কি ? কাজেই আজকে ফ্রাস্ট প্রায়রিটি দেওয়া দরকার সেই সমস্ত উপজাতি অংশের মানুষদেরকে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আজকে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি যে, এ, ডি, সি, সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, এ, ডি, সি,-র বিরোধিতা করে যে এক্টিভিটি দেওয়া হয়েছে, সেটা পরিহার করে উপজাতি অংশের মানুষদেরকে যত্ন সহকারে উপরে তুলে আনার চেষ্টা যেন রাজ্য সরকার করেন।

সেটেলমেণ্ট এবং রেভিনিউ দপ্তর থেকে তাদেরকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই কেন ? রাজ্য সরকারের কাছে এ, ডি, সি, জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। এস, ডি, ও,-রা বলছেন যে, আমাদের হাতে কোন ক্ষমতা নেই। নেই কেন কোন ক্ষমতা এস, ডি, ও,-দের হাতে ? আগে তো একাজ আপনারা করতেন। এখন বলছেন যে, ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই। উত্তর নেই। আমাদের বলছে যে, আমরা এটা করতে পারবো না। আজকে এখানে ওয়ান বাই ওয়ান বলতে পারতাম। কিন্তু অনেক সময় লাগবে।

রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য এ, ডি, সি, থেকে ১৯টি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। ১৩টি প্রস্তাবের অনুমোদন এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ১৩টার অনুমোদন কেন দিলেন না ? কি কারণে ? কি দুর্বলতা রয়েছে ? কাজেই আমি ৫নং, ৭নং, ৯নং, ১০নং, ১১নং, ১২নং, ১৩নং, ১৪নং ১৫নং, ১৬নং, ১৭নং, ১৮নং, ১৯নং, তারা যে অনুমোদন চেয়েছিলেন, এই অনুমোদন নিশ্চয় মন্ত্রীর দপ্তরে আছে, তারা দেখতে পারবেন এটা সত্য কিনা ? যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে এটার অনুমোদন কবে নাগাদ দেবেন, এটা আমার বক্তব্য। কাজেই আজকে এই যে, বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গী, এটা সম্পর্কে আমি একমত পোষণ করতে পারি না। কারণ, আমি আগেই বলেছি যে, এইখানে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ, শ্রেণী বিভক্ত অর্থনীতি, এই অর্থনীতির মধ্যে যে সকল বিকাশ রয়ে গেছে, এইখানে কোনদিন গরীব অংশের মানুষ, সে ট্রাইবেল হোক, বাঙ্গালী হোক, আমি পার্টিকুলার ট্রাইবেল সম্পর্কে বলছি যে, আজকে তাদের

নিম্নতম যে অধিকার এ.ডি.সি, এই এ,ডি,সি,কে টাকা না দিয়ে, সহযোগিতা না করে আইনের মারপ্যাচে ফেলে তাদের অফিসার দেওয়া হয়না, কর্মী দেওয়া হয়না। কর্মী ছাড়া কাজ হয় ? এই মন্ত্রীদের যে দপ্তর, সেখানে তাদের অফিসার আছে, পি,এ, আছে সি,এ, আছে, কত অফিসার আছে তাদের ছাড়া মন্ত্রীরা চলতে পারবেন ? কাজেই, এ,ডি সি,কে নতুন রিক্রুটমেন্ট করে দেওয়া তো দূরের কথা যারা ছিলেন তাদেরকেও তুলে নেওয়া হচ্ছে। তারা কাজ করবে কি করে ? এইজন্যই আমি এই হাউসের কাছে এই প্রস্তাব রাখছি, যে আজকে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী বন্ধুরা আছেন, তারা যদি উপজাতিদের রক্ষার জন্য যাবতীয় উদ্যোগী হয়ে না আসেন, তাহলে পরে উপজাতিরা গণতান্ত্রিক অগ্রগতি লাভ করতে পারবে না। কাজেই আমি এই জন্য বলছি বাজেটকে আরোও বেশী পুংখ্যানোপুংখ্যানো ভাবে তৈরী করে, এই উপজাতিদের রক্ষার কবচমূলক, বাঁচার যে গ্যারান্টি এটাকে সাবলম্বি করে তুলার জন্য আবেদন রেখে আমি, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৯০-৯১ আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন, এই বাজেটকে আমি সমর্থণ করতে পারছি না। কারণ, এই বাজেট কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করবার, এই বাজেট মধ্যসত্বভোগীদের। এই বাজেট গরীব অংশের মানুষের সহায়ক হবেনা। এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি-উপজাতি বিভিন্ন অংশের পেছনে পড়া মানুষের। ত্রিপুরার ছাত্র- যুব মধ্যবিত্ত বিভিন্ন মানুষের স্বার্থের পরিপন্থি এই বাজেট। স্যার, এইজন্য এই বাজেট সমর্থন করতে পারছিনা। আজকে দুই বছর হলো এই জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে কাজকর্ম সামগ্রিকভাবে সারা ত্রিপুরায় যে কাজকর্ম তারা করেছে, সেই কাজকর্মের কোনদিনই সাধারণ মানুষের সহায়ক হবেনা। এই কাজকর্ম গরীব মানুষের বিরুদ্ধে, এই কাজকর্ম পেছনে পড়া মানুষের বিরুদ্ধে গিয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্যার, আপনারাও জানেন ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আপনারাও বিরোধী বেঞ্চে ছিলেন। আপনারা তখন চারজনকে নিয়ে বিরোধী বেঞ্চে ছিলেন। আপনারা দেখেছেন এই ৭৮-এর বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে এই পেছনে পড়া ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষ যখন বসবাস করছে, উদ্বাস্তু অংশের মানুষ, তপশিলী জাতি এবং অন্যান্য অংশের মানুষ, সেই মানুষের শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করার জন্য, শিক্ষার জাগরণ সৃষ্টি করার জন্য যেভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, সেভাবে জনমুখী করে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। দেখলাম সেই যারা আজকে ট্রেজারী বেঞ্চে আছেন, সেই জোট সরকারের নেতৃত্ব কংগ্রেস আই'র যারা করেছেন, তারা আজকে দেখলাম, এটা সহ্য করতে পারছেন না। কারণ, সহ্য

করতে পারবেন না। শিক্ষা মানুষের চেতনা বাড়ায়, সেই চেতনা বৃদ্ধির ফলে মানুষ শত্রু মিত্র যাচাই করতে পারে, ভাল মন্দ বিচার করতে পারে, শোসককে চিনতে পারে। কাজেই, তারা এটা ভালো চোখে দেখবেন কি করে, কারণ, তারা তো শোসকের প্রতিনিধি। সেই জন্য আমরা লক্ষ্য করছি, বামফ্রন্ট সরকারটি জন্ম নেওয়ার পরে, আজকে যারা ট্রেজারী বেঞ্চে আছেন কংগ্রেস (আই)। অবশ্য প্রথম দিকে তারা ছিলেন না। প্রথম থেকে আপনারা অনেকেই ছিলেন না। ত্রিপুরা বিধানসভার ৬০ সদস্যের মধ্যে ৫৬টিই ছিল সি,পি আই, (এম) এর দখলে। আর চারটা ছিল উপজাতী যুব সমিতির দখলে। কংগ্রেসের বংশে বাতি দেওয়ার জনা একজনও ছিল না। আমরা ক্ষমতায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক বৎসর পর থেকে কংগ্রেস শ্লোসান তুলেছিল যে রাষ্ট্রপতির শাসন চাই। ১৯৭৮ সন থেকে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত গড়ে উঠে। সেটা গত বিধানসভার নির্বাচনে কার্যাকরী হয়। সেই সম্পর্কে বিরোধী দলের নেতা কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমি সেই দিকে যাচ্ছি না। আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বিগত বামফ্রন্ট সরকার অনেক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই উদ্যোগের ফলে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৮৭ সনে। ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের গাইড লাইনের মধ্যে মধ্যে অনেক অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এর মধ্যে দিয়েই বামফ্রন্ট সরকার এই বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। আজকে আমরা দেখছি এই আড়াই বছরে এই ইউনিভার্সিটি লাটে উঠতে বসেছে। গ্রান্ট কমিশনের গাইডলাইন অ্যাকটের ৫৭ নং ধারা অনুসারে ১৪জন সদস্য নিয়ে সিনডিকেট করতে হয়। ১২ জন নির্বাচিত সদস্য আর দুইজন সিণ্ডিকেট থেকে নিয়ে একাডেমিক কাউনশিল তৈরী করতে হয়। আড়াই বছরে এই সরকার সেগুলি করছেন না। যার ফলে সেখানে অনেক অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ চলছে। ইউনিভার্সিটির কাজকর্ম ধ্বংস করে দিচ্ছেন। আমরা লক্ষ করেছি এই ইউনিভার্সিটির অনেক পদ খালি পড়ে আছে। এগুলি পূরণ করা হচ্ছে না। অবশ্য এ ব্যাপারটা চেনসেলার তথা মাননীয় রাজ্যপালের নোটিশে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংস্থার মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে। এই ভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকবেনা। এই ভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকবেই না। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বেরিয়ে আসবে তাদের মধ্যে শিক্ষার সেই মান থাকবে না। সেখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার অগ্রগতি ঘটবে কি করে এটা আমার জানা নেই। আপনিও জানেন, এম, এ, পাশ করতে হলে আগে কলকাতায় যেতে হত, গৌহাটী যেতে হত। এর জন্য প্রচণ্ড লড়াই করার পর ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারা গেছে। স্যার, আমরা দেখছি, এই বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে এম, বি, বি, কলেজে আছে। কাজেই জায়গার সংকুলান হচ্ছে না। এর উপর যদি নতুন শিক্ষা বর্ষে কোন নতুন ক্লাস খোলা হয় তাহলে অবস্থা আরো শোচনীয় হবে। আমরা জানি, সূর্য্যমনিনগরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু

এত শ্লথ গতিতে এর কাজ চলছে। স্যার, আমি এই হাউস থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপালের কাছে, যিনি পদাধিকার বলে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্সেলার তাঁর কাছে আবেদন রাখব, তিনি যেন এদিকে দৃষ্টি রেখে ত্রিপুরা সরকারকে এই সূর্য্যমনিনগরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দ্দেশ দেন। স্যার, আমরা দেখছি, মাধ্যমিক বা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। উনারা কি বলতে পারবেন ক্ষমতায় আসার পর তাঁরা ক'টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করতে পেরেছেন ? বামফ্রন্টের আমলে যে স্কুল বাড়ীগুলি তৈরী হয়েছিল এই বাড়ীগুলির উদ্বোধন করা ছাড়া আর কিছুই তারা করেননি। অন্তত আমার নজরে পড়েনি স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে উপজাতিদের জন্য সিডিউল্ড কাস্টদের জন্য। ক্লাস সিক্স থেকে এইট পর্য্যন্ত প্রি-মেট্রিক স্কলারশিপ চালু করেছেন। যা সুখময়বাবু বা শচীনবাবুর আমলে ছিলনা। আমি স্যার, এখানে অন্যান্য জায়গার কথা বাদ দিয়ে কমলপুরের কথাই বলছি একটি উদাহরণ দিয়ে। আমরা জানি, শিক্ষা বৎসর শুরু হয়েছে মে থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত। আর আর্থিক বছর শুরু হয়েছে এপ্রিল থেকে মে পর্য্যন্ত। বাজেট পাশ হয়ে যাবার পরেও একটি বৎসরের মধ্যে সেই স্টাইপেণ্ডের টাকা গিয়ে পৌঁছুতে পারল না। আমি এখানে আমার কমলপুর ইন্সপেক্টরেট অফিসের একটি অর্ডার দেখাতে পারব। আপনি চাইলে আমি আপনাকে তার কপিও দিতে পারব। এটা জানিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 9 (17)-DEE/89 (P-111) Date-Nil1, সেখানে জানুয়ারী মাসে স্টাইপেণ্ড গেল, মার্চ মাস ও আছে এই স্টাইপেণ্ডের টাকা, বুক গ্রাণ্টের টাকা, ড্রেসের টাকা কিছুই পেলনা। নতুন বছর এসে গেল। এটা যদি তাহলে কোন কাজেই না লাগল তবে পেয়ে কি হবে।

গত বছরের বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হলো ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ডের জন্য, সে টাকা যদি ছাত্ররা সময় মতো না পায়, তাহলে সে টাকা তাদের কোন কাজে লাগবে ? এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে। কাজেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই জনস্বার্থ বিরোধী বাজেটকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা (গোলাঘাটি) :—মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে ১৯৯০-৯১ইং সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা সময়োপযোগী এবং ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকার সংস্থানের জন্যই এসেছে। তবে আমার মনে হয় এই বাজেটে বিরোধী সদস্য মহোদয়দের পাওয়ার কিছু নেই, সবই ত্রিপুরার গরীব মানুষের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়ণের জন্য। তাই বোধহয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। এই কথাটা উনারা

অস্বীকার করতে পারবেন না। স্যার, উনারা সব সময়েই 'না' শব্দটা বলে থাকেন। ত্রিপুরার উন্নয়ণের জন্য কোন বিল এলে সেটাকে অস্বীকার করার কোন কারণ তো থাকতে পারে না। কিন্তু উনারা সব সময়েই না বলে থাকেন। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিতে চাই। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এম,এল,এ,-দের বেতন ও ভাতা বাড়ানোর জন্য একটা বিল আনা হয়েছিল। সেই বিলটি পাশ করানোর সময় উনারা না বলেছিলেন। আমি উনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আজকে যে বর্দ্ধিত হারে বেতন ও ভাতা নিচ্ছেন সে টাকাটা ড্র করার সময় আপনারা না বলেন কি না। কই সেই সময় তো আপনারা না বলেন না। আরেকটা কথা আমি বলতে চাই, সেটা হলো ফেমিলি পেনশান। সেই ফেমিলি পেনশান এই বিধানসভায় পাশ করানোর সময় উনারা বিরোধিতা করেছিলেন। পরে আমাকে উনারা বলেন— আরে ভাই, একটা ভাল কাজ করেছ ; ভাল কাজ—এই যে, ফেমিলি পেনশান বিলটা এনে তোমরা ভাল করেছ। তখন আমি তাদেরকে বললাম—তোমরা তো, এই বিলের বিরোধিতা করেছ। তখন তারা আমাকে বলল, আরে ভাই এটাতো আমাদের মুখের কথা. অন্তরে কি আর এর বিরোধিতা করি। তাদের অবস্থা হলো ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি কলা খাই না। স্যার. তাঁদের স্বভাব হলো, তাঁরা মানুষের উন্নতি চান না জনগণের কল্যাণ হোক, তা তাঁরা চান না। শকুন আকাশের যত উপরেই উঠুক না কেন, তার দৃষ্টিটা থাকে একেবারে নীচে। মরা গরু তাদের গোচরে এলে একেবারে ছেকে পড়ে। তবে তাদের মধ্যে একটা ইউনিটি আছে, একটা ধর্ম আছে। শকুনের লিডার যদি আগে না খায়, তাহলে অন্য শকুনেরা তা খাবে না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্যদেরও এই শকুনের মতো অবস্থা, কারণ উনাদের লিডার শ্রী নৃপেনবাবু উনাদের যেভাবে লিড করেন উনারা সেইভাবে পরিচালিত হন। আমরা ভাবছি, আর বেশীদিন নেই। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আমরা অপজিশ্যান ছাড়া বিধানসভা করবো, কারণ উনারাও আমাদের সঙ্গে এসে পড়বেন এই ধারণাই আমার হচ্ছে। প্রত্যেক রাজ্যেই বিধানসভায় বিরোধীদল থাকা উচিত, কারণ তা না হলে সরকার পক্ষের কি দোষ ত্রুটি আছে সেটা বুঝা যায়না। গতকাল মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল সরকার কতগুলি কর্পোরেশনের কথা বলেছেন। কিন্তু সেখানে আমি দেখেছি ১৯৮১ সালে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের হিসাব-পত্র কিছুই ছিলনা। তারপর আমি কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করার পর জানতে পারলাম, ৩ লক্ষ টাকার হিসাবের গড়মিল আছে। শুধু তাই নয় আর একটা মজার ব্যাপার আছে যে, ১৯৮৭ সালে বিধানসভার নির্বাচনের পূর্ব মূহুর্ত্তে এমন সব তাঁতীদের চেহারা দেখা গেছে যাদের চেহারা আগে কোনদিনই দেখা যায়নি এবং তাদের বলা হচ্ছে তোমরা সূতা নাও, কিন্তু তাদের কোন ঠিকানা রাখা হচ্ছেনা। এই সূতার মূল্য হচ্ছে ৪ লক্ষ টাকা। এটাতে কি প্রমাণিত হয় না যে উনারা ভোট পাবার জন্য এইগুলি করেছেন ? ৪ লক্ষ টাকার কোন হদিস নেই। লক্ষ টাকার কোন হদিস নেই, আর পারবেও না। এটা অনিলবাবুর পকেটে গেছে,

উনি থাকলে আমি জিজ্ঞাসা করতাম স্পীকারের সামনে। শুধু তাই নয়, আর একটা মজার খবর আছে, আপনারা নিশ্চয় জানেন এবং দেখছেন আগরতলা টাউনের কাছাকাছি আমাদের যে পূর্বাশা যেটা অঞ্জনা হোটেলের একটু পশ্চিম পার্শ্বে মনোরঞ্জন সাহা বলে একজন ছিল কামান চৌমুহনীর মত জায়গায়, ঐখানে অনিল বাবু ভাগ-বাটরা পেয়েছেন। ঐখানে যে উনার ক্যাডার একজন, এক কমিশনার নামটা ঠিক মনে নেই। ঐখানে দেড় লক্ষ টাকা এডভান্স দিয়ে দিয়েছে। নারায়ণ দেবনাথ একস্ কমিশনার মিউনিসিপ্যালটিকে দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে দিয়েছে। এখন সেখানে ডেইলি দেড়শ টাকা বিক্রি হয়না। কোণার মধ্যে কে যাইবে, এটা তো ক্যাডার পোষার জন্য দিয়েছে। ক্যাডারদের কিছু পাওয়ার জন্য, নিজেরাও কিছু পাওয়ার জন্য দিয়েছেন। কাজেই কথা হচ্ছে এই ধরণের বামফ্রন্ট সরকার থাকতে দিয়ে গেছে লুটপাট করতে লুট পাট ছাড়া কিছুই নেই। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বেশী কথা বলছি না বা বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নয়, সমস্ত এই বাজেট মানুষের উপকারের জন্য মানুষের উন্নতির জন্য উপজাতিদের জন্য। কাজেই আমরা অনুরোধ করব বিরোধী দলের যারা আছেন আপনারা দয়া করে এটা সমর্থন করেন। আপনারা এই বাজেট সমর্থন করুণ তাহলে আপনারা হয়ত আবার আসতে পারবেন বলে মনে হয়, জনগণ আপনাদের বিশ্বাস করবে। কাজেই আমি ১৯৯০-৯১ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন এটা সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জ নিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ এখানে শেষ করছি।

ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল ঘোষ।

শ্রী রতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর)ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিধানসভায় ১৯৯০-৯১ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আমাদের কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে এস, সরকার গত দুই বছর মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির পরিকল্পিত অপপ্রচার, বিভ্রান্তি এবং জাতি উপজাতি মৈত্রীর মধ্যে ফাটল ধরানোর যে অপচেষ্টা এবং কমিউনিষ্ট ধর্মের যে কথা বলে, সারা বিশ্বের কমিউনিষ্টই যে অপপ্রচারের গুরুদেব এই কমিউনিষ্টের সমস্ত অপপ্রচারকে ডিঙ্গিয়ে কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস, সরকার মানুষের আশা আকাঙ্খা পূরণ করার লক্ষ্যে তিন বছরে পদাপর্ণ করেছে। পদাপর্ণ করেছে ত্রিপুরা রাজ্যের জাতি উপজাতির ২৪ লক্ষ্যের সহযোগিতায়। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিধানসভা যখন চলেছে তখন আমরা লক্ষ্য করেছি নতুন আর একটি কায়দা মার্কসবাদি কম্যুনিষ্ট পার্টি নিয়েছে নতুন করে ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাসের বাতাবরণ কিভাবে তৈরী করা যায়, কিভাবে প্রশাসন এর মনোবলকে দুর্বল করা যায়, কিভাবে উপজাতি মা বোন যারা রয়েছে তাদের কাছে কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস সম্বন্ধে একটি বিদ্বেষ সৃষ্টি করা যায় তার কতগুলি প্রয়াস অত্যন্ত সুচতুর ভাবে নিয়েছেন। আজকে বিরোধী বেঞ্চে যারা রয়েছেন প্রবীণ তাঁরাও আজকে খেই হারিয়ে ফেলেছেন। যে স্বপ্ন নিয়ে, যে চিন্তা নিয়ে মার্কসবাদী লিডাররা বিপ্লবের ধ্বজা উড়াতে

চেয়েছিলেন সারা ভারতবর্ষে,-সারা পৃথিবীতে সেখানে তারা একটা বিরাট ধাক্কা খেয়েছেন। আমরা দুঃখিত মার্কসবাদী বিশেষকরে যাদেরকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রকম কমিউনিস্ট রয়েছে এক দেড়শ কমিউনিস্ট রয়েছে- সবাই ইউরোপের এই সমস্ত পিতৃভূমি- কমিউনিস্টদের পিতৃভূমি যাদেরকে তারা ফলো করতো। ভারতবর্ষের যুবক পূর্ব্বাঞ্চলের পশ্চিমবাংলা থেকে শুরু করে সমগ্র উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের যুবকগোষ্ঠিকে যারা অনুপ্রানিত করতেন রুমানিয়া দেখিয়ে, হাঙ্গেরিকে দেখিয়ে, বুলগেরিয়াকে দেখিয়ে, যুগশ্লাভাকিয়াকে দেখিয়ে- স্বপ্ন দেখাতেন, স্বপ্নে বিভোর করতেন- যে বিপ্লব এসেছে, নতুন দিন তৈরী হচ্ছে। কোথা থেকে? রুমানিয়াকে দেখিয়ে, হাঙ্গেরিকে দেখিয়ে, বুলগেরিয়াকে দেখিয়ে, যুগশ্লাভাকিয়াকে দেখিয়ে যে, সেখানে কোন অভাব নেই, নেই কোন অভিযোগ, সেখানে স্বর্গরাজ্য চাইলেই সব পাওয়া যায়। সেখানে সমস্তরকম শান্তি বিরাজ করছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। আমরা দশ বছরে অত্যাচারিত হয়ে নিপীড়িত হয়ে তাদের সেই অত্যাচার নিপিড়ণ সহ্য করতে করতে আমাদের শিখতে মাত্র সময় লেগেছে ১০ বছর। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ আজকে শিখতে পেরেছে এই কমিউনিস্টদের চেহারা, তাদের চরিত্র, তাদের অত্যাচার, তাদের ব্যভিচার কাকে বলে। কিন্তু সেখানে এই কমিউনিস্টদের চেহারা, তাদের চরিত্র চিনতে রুমানিযদের সময় লেগেছে ৪০ বছর। এই চেসেস্কুর মিনি সংস্করণ ত্রিপুরাতেও ছিল, আজকেও তারা মরে যায় নাই। যাদের সামনে কথা বলার অধিকার ছিলনা সাধারন মানুষের। একজন মিনি চেসেস্কু, তিনি নাই এখন এই হাউসে-আমাদের প্রাক্তন শিল্প মন্ত্রী। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনার বক্তব্যর বিষয়বস্তু কি ছিল? উনি যখন ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের মন্ত্রী ছিলেন তখন উনার বক্তব্য ছিল কংগ্রেসীদের চামড়া দিয়ে ডুগডুগী বাজাতে হবে। গরুর পিঠের আঠালির মত কংগ্রেসীদের টিপে টিপে মারতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ আজকে এইটা জানে। উনি বক্তব্য রাখতে উঠলেই বলতেন পায়ের নীচে পিষে ওদের মেরে ফেল। তারপর দেখা যেত উনি যেখান থেকে বক্তব্য রেখে ফিরে আসতেন তারপর সেখানে উনাদের ক্যাডাররা লণ্ডভণ্ড করতেন। তাই যখন চেসেস্কুর পিকচারটা সারা বিশ্বের মানুষের সামনে এল-এই চেসেস্কুর বাহিনী, সন্ত্রসাবাদ বাহিনী অত্যাচার চালিয়ে দীর্ঘ ৪০ বৎসর মানুষের মুখকে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। আমাদের ভারতবর্ষের নয়, ত্রিপুরার নয়, সারা বিশ্বের মানুষ জানে এই চেসেস্কু, এবং তার বাহিনীর কি পরিণতি হয়েছে।

এই ত্রিপুরা রাজ্যেও এই চেসেস্কু বাহিনী রয়েছে। সেই গণমুক্তি পরিষদের নামে ১৯৫৩ সাল থেকে এখানে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে কি হয়েছে? সি, পি, আই, থেকে সেখানে ডেপুটি মেয়র করে দেওয়া হয়েছে। বামফ্রণ্টের শরিকরাও রেহাই পাচ্ছে না। চিত্ত বাবুরা সাবধান হয়ে যান। আজকে সেখানে তারা আন্দোলন করতে বাধ্য হচ্ছেন। ক্যাডারদের আক্রমণ থেকে তারাও রক্ষা পাচ্ছে না। সেখানে লাল বাজার পুলিশ স্টেশন পর্য্যন্ত মিছিল করেছে।

আর পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের রিগিং-এর কথা বলেছেন আপনাদের প্রবাদ পুরুষ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু-এই এন, টি, আরের মত এখন যিনি ভারতবর্ষের তখ্‌তে বসার স্বপ্ন দেখছেন। সেটা ভাল। উনি বলেছেন যে, আমরা তো সায়েন্টিফিক রিগিং করি, কেউ সেটা ধরতে পারেনা। হাওড়ার পৌর সভার শ্যামনগর উপ নির্বাচনে এইবার, তারপর লোকসভার নির্বাচন ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রমান আছে। সেখানে আমাদের এম, পি, যিনি প্রার্থী ছিলেন মমতা ব্যানার্জি উনাকে ভোট দিতেও দেওয়া হয়নি। আপনাদের গায়ে বোধহয় সে হাওয়া লাগেনি। অবশ্য তার কারণও আছে।

আজকে তারা বলচেন যে যা দেখেছেন, মেঘালয় দেখেছেন। আবার কিছু দিন আগে আপনারা বলেছেন ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে দাও ত্রিপুরাতে। কয়েকদিন আগে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যিনি এখানে বক্তব্য রেখেছিলেন-উনি বললেন অস্ত্র হাতে নিতে হবে। কার বিরুদ্ধে অস্ত্র। গত দশ বছর শুধু অস্ত্র হাতে তারা নিয়েছেন। অত্যাচারীদের চেহারা আমরা দেখেছি। ব্যাভিচারের নারকীয় রূপ আমরা দেখেছি। সামনেই ৭ই এপ্রিল-মৃত্যু দিবস বিধায়ক পরিমল সাহার। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানে সে ইতিহাস। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন এই ইতিহাস। প্রকাশ্য দিনের বেলায় খুন করা হয়েছে। কিন্তু কোন বিচার নেই। চেংগেস্কুর যিনি সংস্করণ এখানে রয়েছে। এখনও রয়েছে। আজকে কমিউনিস্টরা কোথায় যাচ্ছেন। বিরোধী দলনেতা এখানে ভাষণ দিয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। যিনি কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ৪০ বৎসর ধরে রাজনীতি করেন। কেন্দ্রীয় বাজেট-এর ব্যাপারে উনদের কাছ থেকে কোন কথাই শুনতে পেলাম না। যারা ইতিপূর্বে মিছিলে মিছিলে ছয়লাপ করে দিত রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে। যেখানে কেন্দ্রীয় বাজেটে পেট্রল সমেত সমস্ত জিনিসের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে তখন আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে সেই পুরানো একটি টেপ্‌ রেকর্ডার বাজিয়ে গেলেন যে, রাজীব রাখাল চুক্তি। কেন্দ্রীয় বাজেটে যে গরীবদের উপর আঘাত করা হয়েছে, কই এই ব্যাপারে তো কিছু বললেন না উনি! ক্ষতিটা কি হয়েছে? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে টি, এন, ভি, সন্ত্রাস নেই ত্রিপুরা রাজ্যে আগেকার মত মৃত্যুর দামামা বাজেনা। আজকে লাল 'লাল কাপড়' দিয়ে ঢেকে মিছিল করতে হয়না। তবে সেই প্রবলেমটা যে আপনাদের রয়েছে, সেটা আমরা জানি। আজকে ভারতবর্ষের রাজনীতির দিকে তাকান। সেখানে 'শ্রীরাম' লেখা ইটের সঙ্গে আপনাদের 'কাস্তে' হাতুরী তাঁরা এক হয়ে গিয়েছে। কোথায় রয়েছেন আপনারা? এখানে যাঁরা প্রবীণ রয়েছেন বিরোধী বেঞ্চে, আপনারা কয়েকজন অন্তত দেখে যেতে পারবেন, "কমিউনিস্ট রাজত্বের ইন্তেকাল"। কমিউনিস্টদের শেষ শবটার মধ্যে শেষ লাল কাপড় দিয়ে মুড়ে দিয়ে, কফিনের শেষ পেরেকটা মেরে দিয়ে যেতে হবে। এই কথা আমি এই ঘরে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি। একদিকে যখন কমিউনিস্ট রাজত্বের অবসান হতে চলেছে তখন আমাদের দেশে তারা পারিবারিক শাসন, পারিবারিক শাসন, এই বলে চেঁচাচ্ছেন। বলছেন নেহেরু পরিবার, নেহেরু পরিবার। আর তারা হাত মিলিয়েছেন বি,জে, পি-র সঙ্গে। কেন্দ্রীয় বাজেটের বিরুদ্ধে সি,পি, এম-এর কোন

বক্তব্য নেই। পার্লামেণ্টে বাঘা বাঘা উনাদের নেতারা রয়েছেন কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই চুপটি মেরে বসে আছেন। প্রথম দিকে জ্যোতিবাবু বললেন যে, 'না না মোটামুটি সমতা রয়েছে এই বাজেটে। তিন দিন পরে যখন বুঝলেন যে না, এই করে তো রক্ষা পাওয়া যাবে না এবং বিশ্বনাথজীকে রক্ষা করা যাবে না। তখন বলতে লাগলেন যে ডিজেল, পেট্রোলের দাম কমাতে হবে। এখন কোথায় আপনাদের মিছিল গেল,? সংগ্রাম গেল? আন্দোলন গেল? আজকে কি নিয়ে আপনারা আন্দোলন করছেন। গল্প বানাচ্ছেন। পিরবাণী মারাক দিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে মাত করে দেওয়ার যে চেষ্টা করেছিলেন, বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন সেটা। ত্রিপুরার মানুষ জেনে গেছেন যে আসল জিনিসটা কি? কংগ্রেস-টি,ইউ, জে, এস সরকারকে হেয় করার জন্য মগজ সমৃদ্ধ গল্প এটা।

এখানে মাননীয় বিরোধী দল নেতা উনার ভাষণে আমাদের শরীক টি, ইউ, জে, এস কে বলছেন— "আপনারা কেন ডুবন্ত নৌকাতে বসে আছেন? আপনারা চলে আসুন।" ডুবন্ত নৌকা যদি আপনারা দেখেই থাকেন, তাহলে আপনারা এখনও ডুবন্ত জাহাজ দেখেন নাই। আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? কার সাথে যাচ্ছেন? যারা ভারতবর্ষের দিকে দিকে মাথা চাড়া উঠছে। কোন শক্তি? সেই শক্তিকে আপনারা চেনেন। কিন্তু শুধু বিরোধিতা করার জন্য সেটা করছেন। খুবতো নেহেরু পরিবার করতেন। আজকে কাদের পরিবারের সঙ্গে ঘর করছেন? দেবীলাল সাহেবের কতজন সদস্য উনার পরিবার থেকে নমিনেশান পাচ্ছেন? আজকে মেহামের ঘটনা কি হলো? এখন কেন আপনারা মুখ বন্ধ করে বসে আছেন? হাঙ্গেরীর পূর্বাভাস, পূর্বজার্মানীর পূর্বাভাস আপনারা এখনও পান নাই। আবার এখন ভারতবর্ষে কাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন? না কংগ্রেস (আই)-এর সঙ্গে নয়। যে ৩৫৬ ধারার ব্যাপারে আপনারা জেহাদ ধরতেন, সেই ধারাই আবার এখন চাচ্ছেন নতুন রাজ্যপাল আসার পর থেকেই। এখানে বিরোধী দলনেতা বলছেন যে, অস্ত্র হাতে নাও। বিরোধী দলনেতা বলছেন অস্ত্র হাতে নাও। আপনারা এখানে গল্প বানিয়েছেন পীরবাণী মারাককে অত্যাচার করা হয়েছে। কোন এঙ্গেল থেকে, কোন কর্ণার থেকে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই ঘটনাগুলি হচ্ছে, এঙ্গেল একটাই প্রথম উত্থান মরদান, মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দাও, দুর্বল করে দাও। দ্বিতীয়তঃ নলুয়ায় কংগ্রেস কর্মীদের নিহত করে তাদের ঐ তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী ক্যাডাররা বর্ডার অতিক্রম করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের বারজন, নয়জন, পাঁচজন, ক্যাডার নিখোঁজ রয়েছে ইত্যাদি বলে বাজার মাত করা। তৃতীয়তঃ চক্রান্ত করে ইদানিংকালে বিধানসভার ভিতরে আমরা দেখছি, মাঝে আর একটা ঘটনা ঘটেছে দুর্ভাগ্যজনক, সেটা আমরা দেখেছি, আমরা দুঃখিত, লজ্জিত। মাননীয় বিধায়ক সমর চৌধুরী আমাদের সিনিয়র বিধায়ক। আমাদের চীফ হুইপ মহোদয় বলেছেন যে, একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, বিরাট বড় অঘটন ঘটতে পারত ত্রিপুরারাজ্যে। উনি বিধানসভায় এসে চিৎকার করে বলে ফেলেন যে, উনার স্ত্রীকে কংগ্রেস (আই) গুণ্ডারা ছুরিকাহত করেছে। এত নীচে কংগ্রেসীরা নামেনা। এটা

কমিউনিষ্ট সন্ত্রাসবাদের চিন্তা ভাবনা। সুতরাং এই ধরণের বিভ্রান্তের মূল লক্ষ্য আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করে দেওয়া। লাস্ট যেটা পীরবাণী মারাক, আমরা মনে করি সৎ পুলিশ অফিসার যারা রয়েছে, যারা কাজ করতে চায়, আইন শৃঙ্খলা যারা রক্ষা করতে চায় তাদের মানসিকতা দুর্বল করে দেওয়া, তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার একটা অপপ্রায়স মাত্র। তাই আমরা এই জিনিসটা লক্ষ্য করছি, এইখানে যে কথা বলা হয়েছে এ,ডি,সি, সম্বন্ধে। আমি একটা জিনিস ছোট্ট করে বলতে চাই। কারণ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার রয়েছেন, উনি বলবেন। এস, আর, ই, পি,-র যে টাকা কাজের জন্য এ, ডি, সি,-কে দেওয়া হয়, সেই টাকা ব্লকে দেওয়া হয়না। জলের জন্য এ,ডি,সি,-কে যে টাকা দেওয়া হয়, সেই টাকা ব্লকে দেওয়া হয়না। নিউক্লিয়াসের জন্য এ,ডি সি,-কে যে টাকা দেওয়া হয়, সেই টাকা ব্লকে দেওয়া হয়না। কারসাজিটা হল সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করা, সরকার সম্বন্ধে বিভ্রান্তি প্রচার করা, যাতে এই সরকার সম্বন্ধে মানুষের মানসিকতা দুর্বল হয়ে যায়। আপনারা যে পথে যাচ্ছেন, সেটা ভালো লক্ষণ নয়, কারণ ইউরোপের ঝড় আপনাদের ডানদিকে এসে লাগছে, তবে মাঝে আপনারা একটা কাজ করে যাবেন, ভারতবর্ষকে আরো দুর্বল করে যাবেন। কারণ, মনে রাখবেন এখানে কংগ্রেস, টি,, ইউ, জে, এস, জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ গনতান্ত্রিক মানুষের জন্য যুদ্ধ করছে। অনেক আবর্জনা, জঞ্জাল আপনারা জমিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, সেই কেন্দ্রিয় সরকার, রাজ্যসরকার এবং টি, এন, ভির মধ্যে যুক্তির কথা হলো, তখন বলতে লাগলেন নেতা বলেছেন, এটা সমস্ত মানুষ জানে, সারা ভারতবর্ষ জানে কিন্তু বিরোধী দল নেতার সাথে ঐ টি, এন, ভি, নেতার যে গোপন আলোচনা হয়েছিল, সেটা কিন্তু আপনারা প্রকাশ করেন নি। প্রকাশ করার চিন্তাভাবনা আপনারা করেননি। আজকে আমাদের আর অজানা নেই। আপনাদের যে চিন্তা ভাবনা এই চিন্তাভাবনার রূপ হয়ত এই বাজেটে পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু বাজেটে পরিলক্ষিত হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ জাতি উপজাতি মানুষের আশা আকাংখার রূপরেখা। এখানে বিরোধী সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস যে সমস্ত কথা বলেছে, যে ইউনির্ভার্সিটির কথা, ইউনির্ভার্সিটি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে স্থাপিত হয়েছে। এখন অনেকগুলি সাবজেক্ট নতুন খোলা হয়েছে,। নতুন কনস্ট্রাকশন করা হচ্ছে সূর্যমনিনগরে এবং নিয়োগের কথা যেটা বলা হয়েছে, বলেছে রাজ্যপাল যেন নিয়োগগুলি করেছেন, রাজ্য সরকারকে দিয়ে করিয়ে নেয় নিয়োগগুলি। রাজ্যপাল কাউন্সিলের অনুমোদন স্বাপেক্ষে রাজ্যপাল করেন, হিজ হ্যা চেন্সেলার অব দ্যা ইউনির্ভাসিটি, এটা নিশ্চয় উনি জানেন, উনিই করে গেছেন। এই নিয়োগগুলি করেছেন রাজ্যপাল। কাউন্সিলের অনুমোদন ক্রমেই তিনি এগুলি করেছেন, কারণ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেন্সেলার, এটা নিশ্চয় উনারও জানা আছে। তা সত্ত্বেও এই নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপালকে জড়িয়ে যে কথা বলছেন আমি মনে করি এটা উনার উচিত হয়নি। তাছাড়া গত ১০ বছরে আপনারা যা করে গিয়েছেন, যে অশালীন আচরণ করেছেন এবং যে ভাষায় বক্তব্য রেখে গিয়েছেন, তা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বাভাবিক ভাবে মনে রাখবেন, গতকালই আমার সহযোগী

বিধায়ক মাননীয় অমল মল্লিক তার কারণগুলি বলে গিয়েছেন যে আপনাদের কার্যাকলাপের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আর আপনাদের বিশ্বাস করতে পারছে না। আপনারা অস্ত্র হাতে নেওয়ার কথা বলছেন, কিন্তু আমরা দেখছি যে সেই অস্ত্রই আপনাদের উপর একদিন আঘাত হানবে। তাই আর, অস্ত্রের কথা বলবেন না. কারণ. পশ্চিমবঙ্গে তো আপনারা ইতিমধ্যে যে ফ্রাঙ্কেস্টাইন সৃষ্টি করেছেন, সেটাই একদিন আপনাদের কাল হয়ে উঠবে, যেটা নাকি পৃথিবীর অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশগুলিতে এরই মধ্যে হয়ে গেছে, আপনারা তো নিজেদের কমিউনিস্ট বলে দাবী করছেন এবং আপনাদের এই কমিউনিস্টদের শবের উপরই কমিউনিস্টরা নাচবে, সে দিন যে আর খুব বেশী দেরী নয়, এটা তো পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে এখন যা ঘটে চলেছে, তার থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। সেই সব দেশগুলিতে যে ফ্রাঙ্কেস্টাইন সৃষ্টি করা হয়েছিল, আজকে তো তাদেরকে আর কণ্ট্রোল করা যাচ্ছে না। তেমনি এ' পশ্চিম বঙ্গেও পাড়ায় পাড়ায় কমিউনিস্ট মস্তান গড়ে উঠেছে, আমাদের এই রাজ্যেও গড়ে উঠেছিল, তাদের লাঠি, বোমা এবং গুলীতে এই রাজ্যের অনেক মানুষের রক্ত ঝড়েছে এবং শহীদের তালিকা লম্বা হয়েছে। সেই রক্ত ঝড়া বন্ধ করে, সেই শহীদের তালিকা আর না বাড়িয়ে আমরা এই কংগ্রেস (আই) এবং ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ১৯৮৮তে সরকারে এসেছি। কিন্তু এখনও আপনারা আমাদের ৩৫৬ ধারার ভয় দেখাচ্ছেন। এটা, আপনাদের পক্ষে আর কোন দিন সম্ভব হবে না। কারণ, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারে এসেছি, জনগণ যদি আমাদের নির্বাচন না করেন, তাহলে আমরা আর ফিরে আসবনা। কিন্তু নির্বাচনে প্রতিদন্দিতা আপনাদেরও করতে হবে, তখন কি হবে না হবে, দেখা যাবে। আজকে এই হাউসের মধ্যেও বিরোধী দলের যে মানসিকতা আমরা লক্ষ্য করছি, তাতে দেখছি যে এর মধ্যে গঠনমূলক কিছু নেই, শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করাই আপনাদের কাজ। কিন্তু আমরা জানি, আপনারা এই মুহূর্ত্তে যা করুন না কেন, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের সমর্থন আপনাদের পিছনে নাই। তাই আপনাদের কাছে আমি আবেদন রাখব যে আপনারা এসব ছেড়ে আমাদের সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এবং সহযোগিতা করে ত্রিপুরা রাজ্যকে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে চলুন। একথা বলে এখানে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাকে আমরা পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে ১৯৯০-৯১ সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে আমি কোনমতেই সমর্থন করতে পারছি না। কারণ, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখি এবং শুনি যে, এই সরকারটা দেউলিয়া। আমরা জানি এই জোট সরকারের সঙ্গে জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। এই বাজেটের

টাকা একটা শ্রেণীর হাতে চলে যাবে। এছাড়া আর কিছু হবেনা। এই জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা। এই বাজেট সমর্থন করা মানে জনগণের অপমান করা। আমি স্যার, বিদ্যুৎ সম্পর্কে আলোচনা করছি। বিদ্যুৎ মন্ত্রী এখানে নাই। ১৯৯০-৯১ সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভাষণে বলেছেন যে, ২০৫টি গ্রামে বিদ্যুতায়ন ৮০টি পাম্পসেট চালু, ৫টি সৌর শক্তির সাহায্যে হবে এবং ৪০টি গ্রামে সোলার ফটো ভল্‌টেক লাইটিং পদ্ধতি চালু করা হবে। তারপরে আছে টেলিভিশান দেখানো ইত্যাদি। আমরা জানি স্যার, কি অবস্থা। বিদ্যুৎ মন্ত্রী উনি কেনাডা ও ফ্রান্স ঘুরে এসেছেন কিন্তু ত্রিপুরার অবস্থাটা কি ? এ,ডি,সি,-র উপর দোষ দেওয়া হয়। ধুমাছড়া ও গোবিন্দবাড়ীতে সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য সেংশান হয়েছিল। কিন্তু এ,ডি,সি, অসহায়। এ,ডি,সি,-তে কোন এক্সপার্ট অফিসার এবং কর্মচারী নেই। রাজ্য সরকারের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়। এই দুর্বলতার সুযোগ, এই জোট সরকার নিচ্ছে। যেখানে ৫০টা স্যাংশন হয়েছিল সেখানে একটা কার্য্যকরী হয়েছে, বাকী ৪৯টা গেল কোথায় ? এইভাবে বাজেটের কোটি কোটি টাকা আমাদের পেটে আসবেনা। কৈলাশহরে হালাম, জামতৈল বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করার জন্য চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে যেহেতু সি, পি, আই, (এম)এর লোক সেটা হলনা। এই দিক দুইটা ষ্ট্যাট চলে গেছে, ওদের হাতছাড়া হয়েছে। মেঘালয় আর গোয়া। ওদের বুক ধুক ধুক করছে। কয়েকদিন আগে আমি, জিতেন সরকার, মাখনবাবু এবং এ,ডি,সি,-র মেম্বার মিলে বি,ডি,ও,কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনার বি, ডি, সি তে আমরা জনপ্রতিনিধি সংস্থান পাব না কোন আইনে ? কোন্ গণতন্ত্রে আছে, আমরা এলাকার জনপ্রতিনিধি অথচ আমরা বি, ডি, সি,তে স্থান পাব না ? আমি বি,ডি,ও,কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এটা কি করে হল ? উনি বললেন, আমার কাছে মিনিষ্টাররা লিষ্ট পাঠান কাকে কাকে নেওয়া হবে। কাজেই এর বাইরে আমি নিতে পারি না। এইত গণতন্ত্র ? অথচ আমরা দেখলাম, বামফ্রন্টের আমলে তেলিয়ামুড়া গাঁওসভার ৪১টি গাঁওসভার মধ্যে বি. ডি, সি, এর মধ্যে কমিউনিষ্ট, কংগ্রেস, যুবসমিতির প্রশ্ন নয়। আমরা সবাইকে গণতন্ত্রের মাধ্যমে কংগ্রেস যুবসমিতি যে দলেরই প্রধান হউক না কেন, সবাইকে অনুরোধ করেছি, বি,ডি,সি,র মিটিংয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। আর এখন ? রাস্তার এম, এল, এ, এখানে বসে আছেন। লজ্জা করেনা ? বামফ্রন্টের আমলে মানুষের মধ্যে আশা ছিল, ভরসা ছিল। স্যার, আমি এখানে আবার তেলিয়ামুড়া ব্লকের কথা বলছি। এখানে মাননীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেছিলেন, ইলেকট্রিফিকেশান করার জন্য ৪১টি গাঁওসভার মধ্যে খুটি বসানোর কাজ চলছে। কিন্তু আমি বলতে চাই, কিছুই করা হচ্ছে না। স্যার, এখানকার মানুষরা দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষা করছে, বিদ্যুৎ পাবে। তারা আশা করে বসেছিল, বিদ্যুৎ পেলে তারা নানারকম সুযোগ সুবিধার মুখ দেখতে পাবে। কিন্তু এই দেউলিয়া সরকারের সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুতের অবস্থা প্রায় শেষ হবার পথে। এইত অবস্থা। স্যার, আমি বলি, কিছুদিন আগে এস, ডি, ও, খবর পেয়েছেন,

গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে। কাজেই তিনি ১১ জন সি আর. পি. ও একজন এস, আই, নিয়ে উপস্থিত বিদ্যুৎ চোর ধরার জন্য। কিন্তু আমাদের কনটেস্টিং ক্যাণ্ডিডেট অশোক বৈদ্য বাধা দিলেন, এটা হবেনা বলে। স্যার, আমি আরো বলছি, ঐ অশোক বৈদ্যের মামা বি, মজুমদার উনার কাছে বিদ্যুতের বকেয়া বিল হচ্ছে, ২৭ হাজার টাকা। ২৭,০০০্ টাকার বিল বাকী পড়ে আছে। এটা স্যার, খোয়াই-এর মন্ত্রী ভাল করেই জানেন। ত্রিপুরা রাজ্যকে তাঁরা স্বর্গরাজ্য তৈরী করছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইভাবে বিদ্যুৎ লাটে উঠল। স্যার, যা ইচ্ছে তাই হচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে, বলতে হয়, মহম্মদ বীন তুঘলকী আমল চলছে। স্যার, এখানে গ্রুপ হাউসিং এর কথা বলা হয়। কিন্তু তাও এই আমলে তৈরী নয়। এটা বামফ্রন্ট আমলে হয়েছিল। সর্ব্বজয় রিয়াং, আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ভালই জানেন। কাকড়ছড়াতে উনি প্রায়ই যান শুঁটকি নিয়ে। সেখানকার মানুষদের তো তিনি মানুষ বলে গণ্য করেন না। বিড়াল মনে করে প্রায়ই শুঁটকী নিয়ে যান বিলি করতে।

(ভয়েসেস. ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— আপনি সঙ্গে যাচ্ছেন তো ?)

না, সঙ্গে যাচ্ছি না. তবে ভাগ নিতে যাই। সেই সর্ব্বজয় রিয়াং গ্রুপ হাউসিং এ উনার বাড়ীতে ৫টি টিনের ঘর হয়েছে। কেহ ঘর করতে চাইলে বলেন, উনার জায়গায় করতে। এইভাবে উনার ৫টি ঘর তৈরী হল। এই হচ্ছে তুঘলকী আমল। কাজেই এই বাজেট ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে নয়। এক শ্রেণীর মানুষকে কিছু পাইয়ে দেবার লক্ষ্যেই এই বাজেট আনা হয়েছে, কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ ॥

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর) :—মি: ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই বিধানসভায় ১৯৯০-৯১ইং সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন, সে বাজেট ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে করা হয় নি। এই জন্য এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। তার কারণ, একটা সরকার যেকোন রাজনৈতিক দলেরই হোক না কেন. সেটা যদি বড় লোকের সরকার হয়, তাহলে সেই সরকার বড় লোকের দিকে তাকিয়েই বাজেট রচনা করবেন। এখানেও তাই হয়েছে। ত্রিপুরার গরীব লোকের দিকে তাকিয়ে এই বাজেট রচনা করা হয়নি। স্যার, গতকাল এই বিধানসভায় মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী বিল্লাল মিঞা বলেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে আমরা কোন কথা বলি না। আমি উনাকে বলতে চাই, আমরা চার বিরোধীদল কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাজেটকে পুরোপুরি সমর্থন

করেনি। বাজেটের যেটুকু জনস্বার্থ সম্বলিত ঠিক সেটুকুই আমরা সমর্থন করেছি। জনস্বার্থ বিরোধী কোন বাজেটকে আমরা সমর্থন করিনা। আমার মনে হয়, উনারা কোন পত্র-পত্রিকা পড়েন না, এই কেন্দ্রীয় বাজেটের সবটাই আমরা সমালোচনা করেছি এবং ভাল দিকটা আমরা সমর্থন করেছি। আপনাদের জানা থাকা উচিৎ কেন্দ্রে রাজীব সরকারকে হঠিয়ে মোর্চা সরকার যখন গদীতে গেলেন, সেই মোর্চা সরকারকে কেন আমরা সমর্থন করেছি তা আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি।

১) রেডিও এবং টেলিভিশান সংস্থা দুটোকেই স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের জন্য প্রসার ভারতী বিল।

২) গণতান্ত্রিক জনমত এতদিন মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী সহ উচ্চতর রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের বিচার লোকপালের অর্ন্তভুক্ত করার দাবী জানিয়ে আসছিলেন। নূতন সরকার এই দাবী মেনে নিয়েছেন।

৩) ৫৬তম সংশোধনী বিল প্রত্যাহার এবং সর্বদলীয় সহমতের মাধ্যমে পাঞ্জাবের সমস্যা সমাধান।

সর্বদলীয় সহমতের মাধ্যমে যদি পাঞ্জাব এবং কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা যায়, তাহলে সেই সমস্যার সমাধান করা যাবে। মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদের মনে দুর্বলতা আছে, তাই আমরা কিছু বললেই উনারা বিরুপ মন্তব্য করেন। সুতরাং আমি এই উনাদের এই কথা বলছি যে, উনাদের জেনে রাখা উচিত, উনাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে এবং বামপন্থীরা থাকবেন এই ত্রিপুরা রাজ্যে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা আপনার মাধ্যমে আমি উনাদের জানিয়ে দিতে চাই। গতকালকে মাননীয় সদস্য রসিকবাবু এখানে বামফ্রন্ট সরকারের অনেক সমালোচনা করেছেন, তাই বামফ্রন্ট সরকারের সেই সমালোচনার উত্তরে আমাকে কিছু বলতে হয় যে, পশ্চিমবঙ্গে রিগিং হয়েছে উনি বলছেন, তাই আমি বলতে চাই, কংগ্রেস দল ছাড়া এই কথা কেউ বলেননি কারণ পশ্চিমবঙ্গে রাজীব গান্ধীর কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল ছিলেন, কিন্তু উনারা তো রিগিং-এর কথা কিছু বলেননি। কংগ্রেস ছাড়া আর কেউ এই সম্বন্ধে উচ্চবাচ্চ করেন নি, সেটা হচ্ছে, মমতা ব্যানার্জী নিজে যেহেতু উনি ইলেকশ্যানে হেরে গেছেন। আপনারা সবাই জানেন, গত লোকসভা ইলেকস্যানের সময় ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে রিগিং হয়েছে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি যখন ১০টার পর আমার এলাকায় ভোট দিতে গেলাম তখন আমি ভোট দেওয়ার পর আর কেউ ভোট দিতে পারেন নি। কারণ, যারা লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন ভোট দেবার জন্য তাদের হাতে ধরে বের করে দেওয়া হয়েছে। এটাই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমানের চিত্র? ১৯৮০ সালের দাঙ্গা সম্বন্ধে মাননীয় ট্রেজারী সদস্যরা বলছেন যে, এই দাঙ্গা নাকি সি. পি. এম. করেছেন। কিন্তু আমি বলব এই দাঙ্গা কংগ্রেস এবং টি. ইউ. জে. এস. মিলে করেছেন, তার কারণ আমি নিজে দেখেছি ১৯৮০ সালে কি করে কংগ্রেসী গুণ্ডারা বন্দুক দিয়ে গুলি করে খুন করেছে এবং কি করে ঘরে ঘরে আগুণ লাগিয়ে দিয়েছে সেগুলি আমি ঘরে বসে বসে দেখেছি। সেটা হচ্ছে

হত্রা- তোতাবাড়ী, তারপর শিলঘাটি এগুলি উনাদের বাড়ীঘর পুরানো। জামজুড়ি থেকে ধ্বজনগর পর্য্যন্ত গকুলপুর থেকে কংগ্রেসী গুণ্ডারা গিয়ে আগুন দিয়েছে। সেটা বোধহয় আপনাদের অনেকেরই জানা আছে। এটা না জানার কথা নয়। ৮০ সালের দাঙ্গা কি বামপন্থীরা করেছে? না কংগ্রেস- টি. ইউ. জে, এস করেছে? বামপন্থীরা দাংঙ্গায় বিশ্বাস করেন না। তারা জানেন দাঙ্গা দিয়ে সাধারণ মানুষের মঙ্গল হতে পারে না। দাঙ্গা করে ঘড়-বাড়ী পুরে এই সমস্যার সমাধান হয় না। এই জন্য আমরা বিশ্বাস করি, বামপন্থীরা বিশ্বাস করেন, যে দাঙ্গা বামপন্থীরা করে না এবং করতে পারেনা। আমাদের যারা কমরেড ছিল, ট্রাইবেল কমরেড যারা বহু বাঙ্গালিকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আর বাঙ্গালী এলাকাতে বহু ট্রাইবেল ছিলেন, উনাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। এবং আমি জানি আমার বাড়ির পাশে আমরা ১০- ১৫ জন এবং ৪-৫ জন মেয়ে এবং ৩-৪ জন ছেলে আটকে পড়েছিল। আমরা দাঙ্গার শেষ দিন পর্য্যন্ত আমরা তাদের রেখে দিয়েছি। এবং সেখানে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, দাঙ্গা আমরা করি না। বামপন্থীরা দাঙ্গা করেন না। সেই জন্য আমি রসিক বাবুকে বলতে চাই, যত বড় বড় গাল ভরা বুলি দিয়েছেন যে, বামপন্থীরা দাঙ্গা করেছেন। দাঙ্গা কারা করেছেন? উনারা বুকে হাত দিয়ে একটু চিন্তা করলেই বুঝবেন যে দাঙ্গা কারা করেছে। উনি জানেন না- উনি ভাল ভাবেই জানেন। তারপর উনি বলেছেন ঋণ মেলা। আরে ঋণ মেলায় যত টাকা দিয়েছেন. এর মধ্যে ৯০ শতাংশ টাকা বড় লোকের হাতে গিয়েছে। যাদের জায়গা জমি আছে, যাদের টাকা- পয়সা ভাল আছে, টিনের ঘড় আছে এদের ঋণমেলা দিয়েছে। আর সাধারণ মানুষের জন্য ঋণমেলা? কিন্তু সাধারণ মানুষ ঋণমেলা পান নাই। তাই আমি বলতে চাই স্যার, যে সাধারণ মানুষের জন্য এই যে বাজেট, এই বাজেট সাধারণ মানুষের কি মঙ্গল হতে পারে? সাধারন মানুষের মঙ্গল হতে পারে এটা আমরা বিশ্বাস করি না। যেখানে লুট-পাট- খাওয়ার জন্য এই বাজেট সেটাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। আমরা সমর্থন করিনা সেটা। তারপর আই, আর, ডি, পি. যারা দরীদ্র সীমার নীচে আছেন তাদের জন্য এই আই, আর, ডি. পি। তাদের আই, আর, ডি, পি দিয়ে দরীদ্র সীমার উপরে উঠানোর জন্য এই আই, আর, ডি. পি। কিন্তু আই, আর, ডি, পি কারা খেয়েছে আমি তা দিচ্ছি। আই, আর, ডি, পি তো সাধারণ মানুষ পান নাই। সাধারণ মানুষের জন্য তো আর আই, আর, ডি, পি দেওয়া হয় নাই। কারণ, যারা বড় জোতদার এবং ব্যবসায়ী লোক এদের জন্য এই আই, আর, ডি, পি। এছাড়া অন্যরাতো এই আই, আর, ডি, পি পান নাই। আমিতো জানি আই, আর, ডি, পি-র কথা। রসিক বাবু তো বার-বার বলেছেন, আই, আর, ডি, পি দিয়ে ঋণ মেলা দিয়ে, সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু আমি জানি সাধারণ মানুষের জন্য কিছুই করা হয় নাই। তাই আমি আজকের এই বাজেট, যেটা এখানে পেশ করা হয়েছে, ১৯৯০-৯১ইং সালের যে বাজেট, সেই বাজেটকে আমি বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল্ মেম্বার শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক বছরের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। এবং আমার বিরোধী ভাইদের অনুরোধ করব তারা যেন এই বাজেটকে সমর্থন করেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই বাজেট কার জন্য? এই ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ জনগণের ভাগ্য নির্ধারিত হবে এই বাজেটের দ্বারা। আমরা দেখেছি আজকে এই হাউসে যারা বিরোধীতা করছেন এই বাজেটের বিগত ১০ বছরে তারা কি করেছেন? আজকে এই রাজ্যে কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এই রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে- প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর ঠিক এই সময় বিরোধী ভাইরা এই রাজ্যে আবার নতুনভাবে শান্তি শৃংখলা বিনষ্ট করার জন্য একটা পরিকল্পনা করছে।

আজকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি, বিগত ১০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার ছিল এই রাজ্যে। তখন এই রাজ্যে প্রতিদিন গড়ে দুইটি করে মানুষ খুন হতেন। এবং এই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছুই ছিলনা। সেদিন আমরা দেখেছিলাম কেন্দ্রিয় সরকারের অর্থ দিয়ে এই রাজ্যে উগ্রপন্থী তারা সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, (এই গণমুক্তি পরিষদই হচ্ছে তাদের উগ্রপন্থী) যদি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসতে পারে তাহলে এই উগ্রপন্থীদের দিয়ে সরকার পরিচালনা করা হবে। যার জন্য কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি অর্থ নিয়ে এই রাজ্যে তারা উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছিলেন। সাধারণ নিরিহ মানুষকে খুন করা হয়েছিল। সেদিন আমরা তাদের বাঁধা দিয়েছিলাম যে কেন্দ্রিয় সরকার অর্থ দিয়েছেন এই রাজ্যের ২৭ লক্ষ জনগণের জন্য, উগ্রপন্থীদের জন্য নয়। সেদিন আমরা দেখেছিলাম-যে খুন করবে তাকে তারা দিতেন ২০ হাজার টাকা। আর যাকে খুন করা হত তার পরিবারকে দেওয়া হত ৫ হাজার টাকা। এই ছিল কমিউনিস্টদের চরিত্র। বিগত দশ বছরে আমরা দেখেছি এই রাজ্য এই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা সেই বিজয় রাংখল যিনি সম্প্রতি আত্মসমর্পন করেছেন, তাতেও আবার নৃপেনবাবুদের দশরথ বাবুদের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে কারণ আমরা দেখেছি এই বিজয় রাংখলকে নিয়ে গোপন কক্ষে মিটিং হয়েছিল এবং তাকে ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশে উগ্রপন্থীদের ট্রেনিং দেবার জন্য। এবং এই উগ্রপন্থীদের ট্রেনিং দিয়ে এনে এই রাজ্যে নিরীহ মানুষকে করা হয়েছিল। আজকে এই রাজ্যে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। আজকে রাজ্যে খুন বন্ধ হয়েছে। তারজন্য মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা এই রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আজকে তাদের মুখোশ জনগণের সামনে খুলে যাওয়ায় তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ

করেছেন সাধারণ মানুষের জন্য, আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি বিগত দশ বছরে যা হয়নি এই দুই বছরে রাজ্যে তার চেয়েও বেশী হয়েছে। সেদিন আমরা দেখেছি তাদের চরিত্র ছিল তাদের ক্যাডার পোষা-অর্থনীতি। কেন্দ্র থেকে কোটি কোটি টাকা এনে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের সে অর্থ দিয়ে তারা ক্যাডার পোষা-অর্থনীতি সৃষ্টি করেছেন। সেখানে প্রতি দপ্তরে আমরা দেখেছি লক্ষ লক্ষ টাকার কোন হিসাব নাই। সেই টাকা গেল কোথায় ? আজকে দেখা যায় মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টির অফিস গৃহ নির্মাণের জন্য কোটি কোটি খরচ করছে-সারা ত্রিপুরার জনগণের অর্থ-কোটি কোটি টাকা দিয়ে তাদের পার্টি অফিস করা হচ্ছে। আজকে স্যার, আমরা দেখেছি যেইমাত্র হিসাব আমরা চেয়েছি-হয়তো অফিসের মধ্যে একটা কাঠির আগুন দিয়ে বলেছেন-কাগজপত্র সব পুড়ে গেছে অথবা কাগজপত্র সব গরু খেয়ে ফেলেছে। এই ছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্র। তারা এই রাজ্যের জনগণকে ঠকিয়ে তাদের অর্থ কিভাবে আত্মসাৎ করেছেন সেটা আজকে প্রমাণিত হয়ে গেছে। আজকে এই রাজ্যে আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি এই কংগ্রেস-টি,ইউ,জে,এস, সরকার আসার পর আজকে এই রাজ্যে ঋণ মেলা করেছেন এবং আরো করবেন। আমরা জনগণকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, আমরা ক্ষমতায় আসার পরে ঋণমেলা করব। কিন্তু সেদিন তারা বাঁধা দিয়েছিলেন। বিধানসভায় ঋণমেলা বন্ধ করার প্রস্তাব পাশ করিয়েছিলেন এবং ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে সেটা পাঠিয়েছিলেন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের কাছেও সেটা পাঠিয়েছিলেন-যে এখানে ঋণমেলা করলে শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। সেদিন ১৪টি নিরিহ মানুষকে খুন করা হল। তাদের অপরাধ ছিল তারা ঋণমেলা নেবার জন্য ব্যাঙ্কে ধর্ণা দিয়েছিলেন। ১৪জন নিরীহ মানুষকে খুন করা হল।

সেখানে ১৪জন সাধারণ মানুষকে খুন করা হয়েছে। জোট সরকার-এর উভয় শরিক নির্বাচনের পূর্বেকার প্রতিশ্রুতি মতই দেড় লক্ষ পরিবারকে ঋণমেলা দেওয়া হয়েছে। আমরা এপর্য্যন্ত ৪০ হাজার পরিবারকে আই,আর,ডি,পি, দিতে পেরেছি এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে আরও ২০ হাজার পরিবারকে সাহায্য দিতে পেরেছি। জনগণ যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তাহলে মার্কস্‌বাদীরা জানেন যে তাদের পক্ষে এই জনগণদের নিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা লুটা যাবে না। সেই জন্যই উনারা আজকে এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না এবং উনারা চান না যে রাজ্যের মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অগ্রসর হোক্‌। এ,ডি,সি, সম্পর্কে আপনারা অনেক কথা বলেছেন। রাজ্য সরকার এ,ডি,সি. কে কোটি কোটি টাকা দিচ্ছেন, কিন্তু তার কোন হিসাব তারা রাজ্য সরকারকে দেবেন না। এইতো চলছে। এই এ,ডি, সি'র টাকা বি,ডি, ও দের মাধ্যমে বিতরন করা হয়না। আগে এগুলি করা হত। এখন এগুলি শিক্ষক এবং কর্মচারী দিয়ে বিতরণ করা হচ্ছে। আজকে এখানে আপনারা প্রায়শঃই বলে থাকেন যে, বর্তমান সরকার নাকি ট্রাইবেল ভাইদের জন্য কিছুই করছেন না। এই সবার জন্যই কাজ করে চলছেন। পিছিয়ে পড়া জন-গোষ্ঠী-গুলির জন্য এই বাজেট-এর মধ্যে টাকা ধরা আছে। আমাদের এই সরকার

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি আমাদের এই সরকার ক্ষমতায় আসতে পারেন তাহলে, মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হবে। কিন্তু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছিলেন ? বলেছিলেন যে এটা নাকি একটা সাম্প্রদায়ীক পার্টি। এই সরকার ২৬টি সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করেছেন। আর আপনারা সাম্প্রদায়ীক বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এই সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন আবার 'ট্রাইবেল দরদী' ও ও, বি,সি, দরদী ভাব দেখাচ্ছেন। আপনাদের কি লজ্জাও নেই, নাকি ? এখন যদি কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করেন তাহলে রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারেন। নিশ্চয়ই রাজ্য সরকার দিবেন। এই পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে যতক্ষন না পর্য্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ততক্ষন পর্য্যন্ত রাজ্যের প্রগতি ও উন্নতি সম্ভব হবে না।

স্যার, আজকে উনারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর পেশ করা এই বাজেটকে বিরোধীতা করছেন। কিন্তু উনাদের আমলের কথা যদি ভাবি তাহলে লজ্জাই এসে পড়ে। কি সাংঘাতিকভাবে কংগ্রেস-টি,ইউ,জে, এস, সহ রাজ্যের সাধারণ মানুষকে খুন করা হয়েছিল তা ভাবতে গেলেও শরীর আঁতকে উঠে। স্যার, ভোট গণনার দিনও মোহনপুরে আমাদের দুইজন সমর্থককে খুন করা হয়েছে। তারপরও কি উনাদের বিন্দুমাত্রও লজ্জা হয়না। নকুলবাবু মনে করে দেখুন ফিসারী ডিপার্টমেন্টের কত টাকা মেরেছেন ? কত টাকা আত্মসাৎ করেছেন ? লজ্জা হয়না ? তখন বলেছিলাম যে একদিন আপনাদেরও এই বিরোধী আসনে আসতে হবে। আমরা বলেছিলাম যে আসতে হবে বিরোধী আসনে, যেতে হবে আপনাদের বিরোধী আসনে, যেতে হয়েছে। স্যার উনারা বলেছে রেগিং হয়েছে, রেগিং পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে, ত্রিপুরাতে হয়নি। ত্রিপুরা রাজ্যে সুষ্ঠ নির্বাচন হয়েছে। সেই পশ্চিমবঙ্গে আপনারা কি করেছেন আমরা দেখেছি ঐ মমতা ব্যানার্জীকে কী করেছেন, সেখানে মানুষকে ভোট দিতে দেননি। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে ঐ সীমনায় রবীন্দ্র দেববর্মা পাঁচ হাজার ভোটে জিতেছে, কিন্তু উনার বক্তব্য শুনেছেন, এখন প্রমান হয়ে গেল সীমনা বিধানসভা কেন্দ্র যেভাবে আপনারা দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানে খুন করেছিলেন, সাধারন মানুষ বুঝতে পেরেছে, রবীন্দ্রবাবুকে ভোট দিয়েছে। আমাদের বিধায়ক রবীন্দ্র দেববর্মাকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল এবং ওই রবীন্দ্র দেববর্মাকে এরেষ্ট করে থানা লক আপে ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি। সেই দিন আমি বিধায়ক হিসাবে আন্দোলন করেছি। এই সীমনা বিধানসভার জনগণ বুঝতে পেরেছেন। এই ত্রিপুরার ২২ লক্ষ ২৪ লক্ষ জনগণের জন্য রবীন্দ্র দেববর্মা সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করেছেন। স্যার, আজকে তারা অনেকেই বলেছে, তবে নির্বাচনের কথা আর বলবেন না। পশ্চিমবঙ্গের চিত্র দেখুন, আজকে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিপুরার কিছু ক্যাডার রেখে দিয়েছেন, যারা খুনী, এই খুনীদের দিয়ে আমাদের বিধায়ককে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল এই সরকার আসার পর। বামফ্রন্ট সরকার একটা অপদার্থ সরকার ছিল, সেই অপদার্থতা ঢাকা দেওয়ার জন্য আজকে এই বাজেটকে বিরোধীতা করেছেন। তেলিয়ামুড়ার একজন বিধায়ক উনিতো এক নং খুনী, উনি আসামী ছিলেন, যেই মাত্র দেখেছেন উনার

শান্তি হবে, তখন তাকে নমিনেশন দিয়ে বিধায়ক করে নিয়ে আসলেন। রসিরামবাবু ভুলে যাবেন না হাজার হাজার মানুষ কেটে আশি সালের জুনের দাঙ্গায় কুপিয়ে হত্যা করে রেখেছিলেন। মান্দাইয়ে একমাত্র দায়ী ছিল এই রসিরামবাবু। এই হাজার হাজার মানুষকে স্কুল ঘরে ঢুকিয়ে, একজন একজন করে টাকাল্ দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। উনি একজন খুনীর নায়ক ছিলেন। স্যার তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী সমরবাবু লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিলেন, উনি অবশ্য শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন, এই সরকার আসার পর, আমরা শ্রমিকদের বকেয়া ঋণ দিয়েছি, শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য বিধুভূষণ মালাকার।

শ্রী বিধুভূষন মালাকার (পাবিয়াছড়া):—আজকে এই বিধানসভার মধ্যে ৯০-৯১ সনের যে বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যাণের স্বার্থে এটার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তরিকতা এবং বিগত কাজকর্মের মধ্যে যদি মূল্যায়ন করি তাহলে এই বাজেট অন্তঃসারশূর্ণ। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে ১৯৯০-৯১ সালের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, তার মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তরিকতা রয়েছে, সেটা যদি আমরা বিগত দিনের কাজ কর্মের সঙ্গে মূল্যায়ন করি, তাহলে দেখব যে এই পেশ করা বাজেটটা অন্তঃসারশূন্য। তাই, আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা রাজস্ব দপ্তর আছে, তার অধীন একটা ল্যাণ্ড রিফর্মস্ এ্যাক্ট আছে, ভূমিসংস্কার আইন আছে, এগুলি থাকা সত্বেও আমরা যে জিনিসটা লক্ষ করছি, সেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে দুই বিঘা জমি নামক কবিতা আছে, তার সঙ্গেই তুলনীয়। আর, আমার কৈলাসহর মহকুমার পাবিয়াছড়া নামক মৌজার মধ্যেই এই অবস্থাটা চলছে। স্যার, আমাদের দেশ অনেকদিন হয়েছে স্বাধীন হয়েছে, এর পরেও আমাদের দেশের এই ত্রিপুরা নামক রাজ্যে এখনও যে জমিদার আর তালুকদারদের শোষণ এবং নিপীড়ন আছে, তা আমার জানা ছিল না। স্যার, ১৯৬০ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো জমিদারী প্রথার অবলুপ্তী হয়েছে এবং সেই সব জমিদার এবং তালুকদারেরা তাদের জায়গা জমির সিলিং রিটার্ণ সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন অনেক দিন আগেই, তা সত্বেও আমার পাবিয়াছড়া মৌজার মধ্যে ১৯৫০-৫১ইং সন থেকে স্থায়ী বাসিন্দাদের উপর আদালত থেকে মিস কেইস ১৯৬৫ইং নামে সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব প্রায় ৩০০ জনের উপর আদালতের নোটিশ জারী করা হয়েছে। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের জোট সরকারের রাজস্ব নীতি, নাকি ভূমিসংস্কার আইনের নীতি, নাকি রাজস্ব দপ্তর অথবা

এই জোট সরকারের মন্ত্রীদের নীরবে নিভৃত্বে ঐ সব তালুকদার অথবা জমিদারদের নীতিকে সমর্থণ করেন, এই গণহারে জারী করা মামলা মোকদ্দমার নোটিশ জারী করার মাধ্যমে, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। স্যার, সেই মৌজার লীলা শর্মা নামে একটি ছোট বালিকা, পিতা মৃত রামকৃষ্ণ শর্মা, যার বাড়ী কুমারঘাটের মোটরস্টেণ্ডে, তার নামে মোকদ্দমার নোটিশ এসেছে তার বাড়ী থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে ভূয়া সীমানা এবং চৌহদ্দি দিয়ে ১০ গণ্ডা টিলা জমির জন্য,—স্যার, সে থাকে সমতলে আর তার জমির সিমানা হলো ৪ কিলোমিটার দূরে। এই ধরনের মিসকেইস, এই ধরনের হয়রানি। এছাড়া, এই বালিকা ছাড়া আরও যে সব রিক্সা শ্রমিক আছেন, তারা এই ধরনের মামলার পরিস্থিতিতে যখন আদালতে হাজির হতে পারবেনা, তখন ডিক্রি জারী করে তাদের জমির থেকে উৎখাত করতে পারলেই তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে। স্যার, এই বালিকাটির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন কৈলাসহরের জমিদার অখিল চন্দ্র ঘোষের পুত্র পান্নালাল ঘোষ মহোদয়। এই রকম একটা অবস্থা, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে চলছে যদিও ১৯৫০ সালের পর সেটেলমেণ্ট, রি-সেটেলমেণ্ট ইত্যাদি অনেক দিন আগেই হয়ে গেছে, যার নামে যে জমি ছিল অথবা দখলে ছিল, সেগুলি তাদের নামেই হয়ে গেছে, তবু ১৯৯০ সালে এসে এই জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই ধরণের মামলার নোটিশ জারী করা হচ্ছে, এতেই বুঝা যাচ্ছে যে কার স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য, এসব করা হচ্ছে। আজকে যেখানে মানুষের ভূমি পাওয়ার কথা, সেখানে এসব করে যাদের ভূমি ছিল, তাদেরকে ভূমিহীন করা হচ্ছে, এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে এই ধরণের নোটিশ আসছে আদালত থেকে। কাজেই, এই সরকারের কাছে আমাদের এই রাজ্যের মানুষ কোথায় বিচার পাবে, এই জোট সরকারের কাছে কি সেটা আশা করা যায়? স্যার, আমরা জানতাম যে পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে চঞ্চলা, বঞ্চলা এমনকি সুন্দরি হাতীর নামে জমি রেজেষ্ট্রি দেওয়া হয়েছিল, আজকে আমরা দেখছি যে এই ত্রিপুরা রাজ্যেও ল্যাণ্ড রিফর্ম আইনের ফাঁকের মধ্য দিয়ে সেই সব জমিদার বা তালুকদারেরা সেভাবে জমি রেখে দিয়েছে, যার মধ্য দিয়ে আজকে এই রাজ্যের মানুষকেও অস্থির করে তোলা হচ্ছে। তার কোন প্রতিকার তো আমরা দেখতে পাচ্ছিনা, অন্ততঃ ভূমি সংস্কারের ব্যাপারে এই বাজেটের মধ্যে কোন উল্লেখ দেখতে পারছিনা, হয়তো মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই যে হয়রানি এবং মোকদ্দমা হচ্ছে, সেগুলির সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানাবেন। ১৯৬৫ সালেই যে কাজ হয়ে গেছে, আজকে ১৯৯০তে এসে সেই সব উল্টানো হচ্ছে কেন এবং কাদের স্বার্থে এসব করা হচ্ছে, যাদের জমি আছে, তাদের কাছ থেকে সেই জমি চলে গেলে, তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, ভিখারী সাজবে, ভূমিহীন হবে, অর্থাৎ যাদের ভূমি ছিল, তাদের মাত্র ভূমিহীন করা হবে এ ভূমি সংস্কার আইনের কূটকৌশলে, কারন, বিত্তবানদের সঙ্গে এইসব দীন দরিদ্র মানুষ মামলায় পেরে উঠবেনা। স্যার, কুমারঘাট পর্য্যন্ত যখন রেল লাইন হল, তখন সরকার থেকে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং এসময়ে যখন যার নামে যে জমির তৈজী ছিল, সেই জমির মালিকদেরই ক্ষতিপুরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যখন টাকা

ড় করার সময় এলো, তখন দেখা গেল যে আদালতের ডিক্রি জারী করে সেই লোকগুলিকে রাস্তার ফকির বানানো হচ্ছে। তাই, আজকে এই যে গণহারে আদালত থেকে নোটিশজারী করা হয়েছে, তাতে এটাই প্রতিয়মান হয় যে এই সরকারের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকদের কোন সম্পর্ক নাই, আর এজন্যই আমি এই ব্যয় বরাদ্দের বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা। আরেকটা জিনিস ওরা কল্যাণের কথা বলছেন। কুমারঘাটে মেলা উদ্বোধন করতে গিয়ে সেখানে মন্ত্রীরা বক্তব্য রাখলেন যে বেকাররা চাকুরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যায় এক একর জমিতে ৬০ হাজার টাকার ফসল উৎপাদন করা যায়। চাকুরীর দরকার হয়না। বাজেটেও চাকুরীর দরকার নেই। মাননীয় মন্ত্রীরা কি বলবেন যে বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের কোন অমুক বলে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন জাতীয় জমিতে কি জাতীয় সব্জি উৎপাদন করলে কি পরিমাণ লাভ হবে। হিসাবটা দেবেন ? ঘোরার ডিম দেবেন। স্যার, জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে, যদি সময় পাই তাহলে আপনাদের জন্য অনেক কিছু করব। যদি সময় পাই। আপনার সময় নিচ্ছে কে ? হতাশা কেন ? এই হতাশা এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। স্যার, আইন শৃঙ্খলার কাজই করছে। এই জোট সরকারের রাজত্বে নারী ধর্ষন, খুন এবং অর্থনৈতিক অপরাধে দুষ্ট। কাজেই এই জোট সরকার টিকতে পারেনা। এই বলে এই বাজেটের বিরোধীতা করে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রী মতিলাল সাহা।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ১৯শে মার্চ এই হাউসে ১৯৯০-৯১ইং সালের বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল থেকে এখানে বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়েছেন এবং উনাদের বক্তব্য আমরা শুনেছি। গতকল্য মাননীয় বিরোধী দলের নেতা শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহোদয় এই হাউসে বাজেটের উপর আলোচনা করেছেন। আমরা স্যার, আশা করেছিলাম বিরোধী নেতার মুখ থেকে অনেক কিছু গঠনমূলক সমালোচনা শুনব। কিন্তু আমরা হতাশ হয়েছি। আমরা স্যার, আশা করেছিলাম বিরোধী দল নেতার মুখ থেকে অনেক কিছু গঠনমূলক কথা শুনব। কিন্তু আমরা হতাশ হয়েছি। আমার মনে হয়েছে, বিরোধী দলনেতা শুধু মাত্র নিয়ম রক্ষার জন্যই আলোচনা করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত দিনে আমি যখন বিরোধী দলের সদস্য ছিলাম তখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নৃপেন চক্রবর্তীর ৪টি বাজেট ভাষণে আমি অংশগ্রহণ করেছি। তখন নৃপেন-বাবুর বাজেট বক্তৃতা শুরু হত, ভারতবর্ষের চারিদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা বলে। সেই কাশ্মীর সমস্যা,

পাঞ্জাব সমস্যা, আসাম সমস্যা, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচারের কথা আলোচনা করতেন। কিন্তু এইবার আমরা দেখলাম না। সেদিকে উনি যাননি। কেননা, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। এখন উনাদের সমর্থনে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় এসেছেন। স্যার, আমি আশা করেছিলাম, উনার ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকার গত ১৯ মার্চ যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন তার সমালোচনা শুনব। কিন্তু আমি হতাশ হয়েছি। আমরা দেখেছি, ভি. পি. সিং সরকার ক্ষমতায় আসার পরে যে রেল বাজেট পেশ করেছেন তার মধ্যে অতিরিক্ত ভাড়া বৃদ্ধি করেছেন এবং পণ্য মাশুল বৃদ্ধি করেছেন। বিরোধী বন্ধুরা তো এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। শুধু কি বড়লোকেরাই রেলে ভ্রমণ করেন? গরীব মানুষ কৃষক শ্রমজীবি মানুষ রেলে ভ্রমণ করেন না? কিন্তু উনারা সমালোচনা করেননি। কেন্দ্রীয় বাজেট পাশ হবার পর উনাদের অভিভাবক তথা গার্জিয়ান জ্যোতিবাবু বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই-বারের বাজেট প্রগতিশীল বাজেট হয়েছে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই সারা পশ্চিমবাঙ্গলায় গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল এটা কি করে জ্যোতিবাবুর মত লোক বলতে পারলেন যে, প্রগতিশীল বাজেট হয়েছে? কাজেই তখন জ্যোতিবাবু পেট্রোল এবং ডিজেল থেকে অতিরিক্ত কর বৃদ্ধি কমানোর জন্য মধু দণ্ডবতের কাছে চিঠি লেখেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। শুধু তাই নয়, স্যার, বিগত দিনে যখন কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হত তখন সাথে সাথেই পশ্চিমবাঙ্গলার তথাকথিত সংসদরা হুড়োহুড়ি শুরু করে দিতেন সাংবাদিকদের কাছে সমালোচনা করার জন্য। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইবার আর তা লক্ষ্য করা যায়নি। এইবার আর পশ্চিমবাঙ্গলা থেকে মোর্চা সরকারের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা করা হয়নি কিংবা একটি মিছিলও বের করা হয়নি। কিংবা নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে সমালোচনা করারও কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পশ্চিম-বাঙ্গলায় রেলের ক্ষেত্রে কিভাবে বঞ্চনা করা হল তার একটি ছোট উদাহরণ আমি আপনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। স্যার, হাওড়া আমতা লাইন রেলওয়েতে ব্রডগ্রেজ কাজের জন্য ধরা হয়েছিল, ৩০,৪২,৩০,০০০ টাকা। কংগ্রেস সরকার দিয়েছে, ১৮,১১,৭৭,০০০ টাকা। আর এই সরকার এই লাইনের জন্য অর্থাৎ তাঁদের বন্ধু রেলমন্ত্রী জর্জ ফার্ণানডেজ, এই বছরে কাজের জন্য দিলেন মাত্র ১,০০০, টাকা। তারপরেও উনারা সমালোচনা করেননি। এটা খুবই দুঃখের কথা। আর একটি ঘটেছে উত্তরবঙ্গের একলক্ষ্মী-বালুরঘাট নতুন ব্রডগ্রেজ লাইনের জন্যও ১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। খরচ ধরা হয়েছিল ৪৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। ৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, তারপরেও তথাকথিত বিরোধী সদস্যরা সমালোচনা করেননি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন ১৯শে মার্চ, তাতে আমরা দেখতে পাই, পেট্রোল, ডিজেল, গাড়ী, বিমানভাড়া সব কিছুই বেড়েছে। এসবের উপর নতুন কর আরোপ করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়বিত্ত অংশের মানুষই ভারতবর্ষে বেশী। কাজেই এই কর বৃদ্ধির ফলে তাদের উপর বোঝার সৃষ্টি হবে। আজকে সেটা আমাদের বিরোধী বন্ধুরা দেখছেন না এবং এ ব্যাপারে

সমালোচনা করারও প্রয়োজন মনে করছেন না। শুধু তাই নয় পেট্রোল এবং ডিজেলের দামও ওরা বাড়িয়ে দিয়েছেন। যার ফলে কৃষি ক্ষেত্রেও একটা বিরাট আঘাত আসবে। অথচ সেটার কোন সমালোচনা আমাদের এই বিরোধী বন্ধুরা করছেন না। আমরা আশা করেছিলাম আমাদের বাজেটের যখন উনারা বিরোধিতা করবেন তখন পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটেরও উনারা সমালোচনা করবেন। কিন্তু তা উনারা করেননি। মাননীয় বিরোধী দলনেতা নৃপেনবাবু গতকাল রিগিং রিগিং বলে এখানে চিৎকার করেছেন। আমি উনাদেরকে বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যে রিগিং যদি আমদানি হয়ে থাকে তাহলে সেটা উনাদের আমলেই আমদানি হয়েছে। কারণ, কংগ্রেস সরকার যখন এর আগে ক্ষমতায় ছিল, তখন তো ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই জিনিষ জানতো না। ওঁরা ক্ষমতায় আসার পর এ রাজ্যে রিগিং-এর আমদানি হয়েছে, আমরা এটা আমদানি করিনি। উনাদের বন্ধু দেবীলাল প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছেন-পাঁচ দিনের গুণ্ডামিতে যদি পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতা পাওয়া যায় তাহলে মন্দ কি। সেটাতো আমাদের কংগ্রেসের কথা নয়। উনারা আবার সেই দলকেই সমর্থন করেছেন। আবার এখানে রিগিং রিগিং বলে চিৎকার করছেন। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত যে এ রাজ্যে আপনারাই রিগিং আমদানি করেছেন। বামফ্রন্ট যখন সরকারে ছিল তখন পঞ্চায়েত নির্বাচন কিভাবে হত? বিশালগড় একটা ছোট্ট জায়গা, সেখানে সীমিত জায়গার মধ্যে আমাদেরকে থাকতে হত, কারণ তখন আমাদের প্রতিনিধি ছিল সীমিত। কোনখানে যেতে হলে আমাদেরকে পুলিশ এবং অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে যেতে হত, সি পি. আই (এম) গুণ্ডাদের ভয়ে। বিশালগড়ে যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন হলো, তখন সেই নির্বাচনের ভোট গননা উমাকান্ত স্কুলে করা হয়েছিল। সেদিন দেখেছি আগরতলা শহরের তথাকথিত বিশু সাহারা এবং বিভিন্ন খুনের সাথে জড়িত গুণ্ডারা আমাদেরকে কাউন্টিং হলে ঢুকতে দেয়নি। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত যে তখন বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলি আপনারা রিগিং করে আমাদের হাত থেকে নিয়ে গেছেন। জোর করে কংগ্রেসী-দেরকে হারিয়ে দিয়েছেন। আবার এখানে এসে রিগিং হয়েছে বলে চিৎকার করছেন। রিগিং আমরা করি না, আপনারাই করেন। রিগিং যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের আমলেই তা হতো। আপনারা রিগিং সম্পর্কে কিছু যুবককে ট্রেনিং দিচ্ছেন, তারা সেই ট্রেনিং ঠিকভাবে রপ্ত করতে পেরেছে কিনা, সেটা আজকে আপনারা চেষ্টা করে দেখছেন। স্যার, উনারা অনেক কিছুই বুঝেন, কিন্তু বুঝেও কিছু বুঝতে চান না। জল দেখলে কিছু সংখ্যক লোক ভয়ে আতংকিত হয়ে যায়, সেটাকে জলাতংক রোগ বলে। পাগলা কুকুরে কামড়ালে সেই রোগ হয়। সেই রোগের ফলে উনারা এখানে এসে আবোল তাবোল বকছেন এবং আপনি সত্য জগৎ মিথ্যা বলে বেড়াচ্ছেন। এভাবে বেশীদিন চালানো যাবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এখন অনেক বেশী সচেতন হয়েছেন। বিগত ১০ বছর বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে শাসন করেছিলেন সেই অপশাসনের কথা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ জনগণ এখনও ভুলেন নি। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ জনগণ বাম সরকারের পতন ঘটিয়ে এই জোট সরকারকে ক্ষমতায়

প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপনারা যতই স্বপ্ন দেখুন না কেন, আপনাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। কারণ আপনারা আর ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে পারবেন না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো মাননীয় বিরোধী নেতা নৃপেনবাবু উনার বয়স হয়েছে এবং বয়সের চাপে পড়ে উনি কিছু আবোল-তাবোলও বলেন কারণ এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি উনার কর্মীদের বলেন অস্ত্র হাতে নাও ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী কর এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামাতে হবে এই হলো স্যার, উনাদের অবস্থা। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ জনসাধারণ বিগত ১০ বছরে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন শত শতাব্দীর ইতিহাসে যে রক্ত ঝড়েছিল সেই রক্ত ত্রিপুরায় ঝড়ছে উনাদের ১০ বছরের জমানায় সেই ১৯৮০ সালের দাঙ্গায়। আমরা যখন এই বিপথ-গামী যুবকদের যারা এই বিপথে পরিচালিত হচ্ছিল সেই সমস্ত যুবকদের আমরা যখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনলাম তখন মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলতে শুরু করলেন "এত তাড়াতাড়ি কি করে এই সমস্ত যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনলেন।" স্যার, কথায় বলে "খল নারীর ছলের অভাব হয় না" কারণ উনাদেরও এই একই অবস্থা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক, কর্মচারীর দরদী বন্ধু ছিলেন। বিগত ১০ বছর উনারা, শ্রমিক, কর্মচারীদের দিয়ে মিটিং, মিছিল করেছিলেন এবং তার পরিবর্তে কর্মচারীদের কি দিয়েছেন, কিছুই দেননি? কিন্তু আমাদের এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা তাদের পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি। আমরা কর্মচারী-দের বলিনি যে মিটিং মিছিল করতে হবে। বিনা মিটিং, মিছিলেই আমরা তাদের সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি। এখন স্যার, উনাদের মিছিল-মিটিং করা যখন প্রয়োজন হয় তখন সেই কর্মচারীরা আসছেন না। সেটা কি আমাদের দোষ? আপনারা বলুন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বিগত দিনে দেখেছি, উনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন উপজাতি যুবসমিতির বন্ধুদেরকে উনারা বলতেন উনারা নাকি ট্রাইবেলের কলংক ষড়যন্ত্র করে। আরও কত বিশেষণ ওদেরকে দিয়েছেন। কিন্তু আজকে আমাদের সাথে যখন জোট সরকার গঠন করল। আর একবার নগেন্দ্র বাবুকে এবং দ্রাউ বাবুকে ও রবীন্দ্র বাবুকে-শ্যামাচরন বাবুকে হাতে-পায়ে ধরেছেন যে, আপনারা চলে আসেন। যদি মুখ্যমন্ত্রী চান, তাহলে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর পদটি দেব। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা যাবেন না। আমাদের উপজাতি বন্ধুরা জানেন আপনারা যে কাল সাপ, সেটা বিগত ১০টি বৎসরে আপনাদেরকে চিনে ফেলেছে। যতই চেষ্টা করুণ না কেন এই সরকারকে আপনারা কোন অব-স্থাতেই ভাঙ্গতে পারবেন না এবং ভয়েও উঠবে না। তারপর আপনারা চেষ্টা করেছেন ভি,পি, সিংকে ধরে এই সরকারকে বরখাস্ত করার জন্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে ওদেরকে জানিয়ে দিতে চাই এই নির্বাচিত সরকারকে ভি, পি. সিং এর এমন কোন ক্ষমতা নেই বরখাস্ত করার। বরখাস্ত করার মধ্যে মেঘালয়, গোয়া, বলে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতি এমন এক লগ্নে ক্ষমতায় এসেছি যাকে আপনারা শত চেষ্টা করেও তার মধ্যে ভাঙ্গন ধরাতে পারবেন না। যতই চেষ্টা করুণ না কেন আপনাদের সেই আশা কোনদিন সফল হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয়

প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী এখানে নেই, উনি কালকে অনেক বক্তৃতা এখানে রেখেছেন, আমরা ক্ষমতায় এসে নাকি শিল্পের বারটা বাজিয়ে দিয়েছি, আরো অনেক কিছু উনি থাকলে সুবিধা হত। স্যার, বিগত দিনের ফাইলগুলি ঘাটলে এমন কুকর্মের ফল দেখা যায়, যেগুলি দেখে আমাদের লজ্জা পেতে হয়। বিধুভূষন ভট্টাচার্য্য নামে একজন লোক ছিল যিনি অনিল সরকারের বন্ধুব্যক্তি ছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা স্যার, টি.আর.পি.সি. থেকে লোন দিয়ে দিয়েছে ট্রিপটন নামে একটি কোম্পানী বিনা এগ্রিমেণ্টে ৩ লক্ষ টাকা অনিল সরকার দিয়েছেন। আর আজকে উনি বলেছেন আমরা এসে নাকি শিল্পের বারটা বাজিয়েছি।

আমরা ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে যে বেকার সমস্যা সেই বেকার সমস্যাকে যাতে করে আমরা শিল্পের মধ্যে নিয়ে যেতে পারি তারজন্য আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যে প্রাকৃতিক গ্যাস আছে, সেই গ্যাসকে ব্যবহার করে নতুন নতুন শিল্প গড়ার উদ্যোগ নিয়েছি স্যার, কিছু কিছু শিল্পে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বদল হওয়ার পর আমাদের প্রকল্পগুলি খতিয়ে দেখতে চান। আমরা বলেছি নিশ্চয় আপনারা খতিয়ে দেখুন। আমরা কেন্দ্র থেকে যদি গ্রীন সিগনাল পেয়ে যাই তাহলে আমরা খুব শীঘ্রই মিথানল কারখানার কাজ আমরা আরম্ভ করতে পারব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা জানেন না আমরা এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে আগরতলার পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে যে বাড়ী বাড়ী রান্নার গ্যাস প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি। সেটার কাজ আমরা আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করব। এমনিতেই অনেক শিল্প গড়ার উদ্যোগ নিয়েছি। এখন কেন্দ্রে নতুন সরকার এসেছে উনারা সেই সরকারকে বলেছেন আপনারা প্রকল্প দিতে একটু চিন্তা করবেন, যার জন্য একটু বিলম্ব হচ্ছে। স্যার, গ্রামীণ যে কুটির শিল্প ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের সরকার আসার পর ব্যাপক উন্নতি সাধন লাভ করেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রেশম শিল্পে আমরা এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছি। কেন্দ্রীয় যোজনা পর্ষদের একজন বিশেষজ্ঞ ত্রিপুরা রাজ্যের রেশম শিল্পকে ভুয়সী প্রসংসা করেছেন লিখিতভাবে। সেটা আপনারা হয়ত শুনতে পান নাই। আমরা চেষ্টা করেছি। স্যার, এখানে বলা হয়েছে আমাদের সরকার আসার পর নাকি তাঁতিদেরকে আমরা সঠিকভাবে সুতা এবং তাদের কাপড় নাকি ক্রয় করতে পারছি না।

মাননীয় বিরোধী সদস্য অনিল সরকার বলেছেন, ধর্মনগরের যে ডাই হাউসটি আছে, সেটা নাকি সঠিকভাবে চলছে না। অত্যন্ত সত্য কথা স্যার, এই ডাই-হাউসটি উনাদের সরকার থাকতে কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল এক্সপার্ট কমিটি রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানে ডাই-হাউস হওয়ার কথা ছিল না। তাঁরা ডাই-হাউসটি করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তারপর সেই ডাই হাউস-এর ৫০ লক্ষ টাকার কোন হদিস পাচ্ছে না। কোথায় গেল সেটার খবর স্যার এখন পর্য্যন্ত কালেকশান করতে পারেন নাই। এমন ভাবে স্যার সুষ্ঠ হাতে কাজগুলি করেছেন। যেটা আমাদের পক্ষে এখন অসুবিধা হচ্ছে স্যার, উনারা বলেছেন, তাঁত-শিল্পে নাকি আমরা সরকারে আসার পর কোন উন্নয়ন হয় নাই। স্যার

আমি একটা হিসাব দিচ্ছি ঃ—

১৯৮৬ ৮৭ সালে উনারা ক্রয় করেছেন, ২ কোটি ১১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। বিক্রয় করেছেন- ২ কোটি ১২ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। ১৯৮৮-৮৯ইং সালে ক্রয় করেছেন ২ কোটি ৫১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং বিক্রয় করেছেন ৩ কোটি ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। এইটাতে প্রমাণ হচ্ছে তাদের আমলে তাঁতীরা বঞ্চিত ছিল না আমাদের আমলে বঞ্চিত হচ্ছে।

আরেকটা হচ্ছে, যে বিধানসভার নির্বাচনে জনগণের ভোটে আমরা ক্ষমতায় এসেছি সেই বিধানসভার নির্বাচনের সময় অনেক সরকারী টাকা নিয়ে তাদেব মন্ত্রী এবং এম, এল, এ,-এরা ভোট কেনার জন্য গ্রামে গ্রামে এই টাকা নিয়ে গিয়ে খরচ করেছেন। স্যার, আমার ব্লকে দেখেছি যে ৩ লক্ষ টাকা সেংশান করা হয়েছিল নির্বাচনের আগে। সে টাকা কিসের কাজে, গ্রামের জনগণের কাছে সে টাকা বিলাতে পারেনি তারা মানে দেড় লক্ষ টাকা আমরা তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। এইভাবে এরা ভোটের আগে রাজ্যসরকারের টাকা বিলি করেছে ভোট কেনার জন্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকাব স্যার, তাই এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট ১৯৯০-৯১ আর্থিক সনের জন্য পেশ করেছেন, আমি সেই বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কালিদাস দত্ত।

শ্রী কালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ১৯৯০-৯১ইং আর্থিক সনের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

স্যার, বাজেট হচ্ছে, এনাটোমী অব্ ডেভেলাপমেণ্ট। আগামী দিনে এই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোন খাতে বইবে এই রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ আছে সেই ২৪ লক্ষ মানুষের উন্নয়ণে সরকার কি করতে চান তারই একটা সঠিক পরিকল্পনা এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠে। আমার অনেক বিরোধী সদস্যরা এই বাজেটকে সমর্থন করেন না। কিন্তু এই বাজেটের বিরোধীতা করার সঠিক কোন যুক্তিও তারা দেখাতে পারেন নাই। যে বাজেট এইবার পেশ করা হয়েছে এই বাজেটের মধ্যে আমাদের যে সীমাবদ্ধতা আছে সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে এই রাজ্যের মানুষের জন্য আমাদের সমস্ত উৎসগুলিকে ভাল করে নিংড়ে নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে সেই উন্নয়নকে পৌঁছে দেবার জন্যই এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। এরা কি বলতে চান যে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাদের শতকরা ৬০ ভাগ অঞ্চল হচ্ছে পাহাড় ঘেরা অনুন্নত এলাকা। সেই অনুন্নত এলাকাতেই বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া, সেই অনুন্নত এলাকাগুলিতে মানুষের পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া, সেই অনুন্নত এলাকাগুলিতে নতুন করে

স্কুলবাড়ী তৈরী করে দেওয়া, শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া, এইটা কি তাদের কাম্য নয় ? এরাও তো জনপ্রতিনিধি। তাই বলছিলাম এইবারের বাজেট, সেই বাজেট অত্যন্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে অত্যন্ত পরিকল্পনা মাফিক তৈরী করা হয়েছে। তাই আমি এই বাজেটকে অত্যন্ত সায়েন্টিফিক বাজেট বলে আখ্যায়িত করতে চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের এই বিরোধী বন্ধুরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন তারা যে বাজেট পেশ করেছেন, তারা যে বাজেট তৈরী করতেন, সেই বাজেটের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের যে আশা আকাঙ্খা, সেই আশা আকাঙ্খা কোনদিনই মিটেনি। সেই বাজেটগুলি ১০ বছরে তারা ক্ষমতায় থাকার সূত্রে সাধারণ মানুষকে কোন স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন, পরিসংখ্যানে সেটাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারবে। এই রাজ্যের মানুষ তাদের ক্ষমতায় আসার পরে ধীরে ধীরে শতকরা ৮০ ভাগ দারীদ্র সীমার নীচে চলে যায়। তারা তো অনেক কথা বলেছেন, যে তাদের সময়ে তারা অমুক করেছেন, তমুক করেছেন, অনেক কথা এই রকম বলেছেন। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য, তারা যদি এতকিছুই করতেন, তাহলে ত্রিপুরারাজ্যের মানুষ এত দারিদ্র সীমার নীচে চলে গেল কিভাবে ? এই প্রশ্নের জবাব আমি জানি, আমার বামপন্থী বন্ধুরা দিতে পারবেন না। একটা কথা স্যার, আমি বলতে চাই যে, একজন মাননীয় সদস্য এইখানে বলেছেন যে, এই রাজ্যে ভূমি সংস্কারের নামে এইখানে আমরা জোতদার এবং জমিদারের পক্ষে সুযোগ করে দিয়েছি। উনি যে পাবিয়াছড়ার কথা বলেছেন, সেটা আমাদের এক্তিয়ার ভুক্ত নয়, কোর্টের ব্যাপার। আমাদের সরকার তাদের পক্ষে থাকতে পারে না। কারণ আমরা সাধারন মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের ভোটে আমরা নির্বাচিত হয়েছি। উনাদের সময়ে উনারা এমন একটি সিস্টেম চালু করে গিয়েছেন যে, প্রতিটি মহল্লায়, প্রতিটি গ্রামে একজন করে ক্ষুদে হিটলার তৈরী করে গিয়েছেন। যার অঙ্গুলি হেলনে গ্রামের সাধারণ মানুষ ভয়ে কুঁকড়ে যেতেন। তার এই অঙ্গুলি হেলনের বাইরে কেউ যাবার সাহস দেখাতে পারতেন না। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সেই স্বৈরতান্ত্রীক অবস্থা, যেটা একমাত্র হিটলারের সময়ে হিটলারকে দিয়েই ভাবা যেত, সেই ধরনের একটা অবস্থা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন এই মার্কসবাদীরা। সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে এই ধরনের একটা অবস্থা বিরাজমান ছিল বিগত ১০টি বৎসর। ত্রিপুরার মানুষ সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন। সাধারণ মানুষ তাদের কাছে যেতে পারতেন না। এই সমস্ত কারনে ১৯৮৮ই-এর নির্বাচনে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আর এখানে বলছেন র‍্যাগিং হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। ভোটের সময় আপনারা আমাদের সঙ্গে কি করেছিলেন ? আমরা নির্বাচনী প্রচারে গেলে গ্রাম থেকে শুরু করে শহরের সর্বত্র একটা জিনিষই শুনতে পেতাম যে, দয়া করে আপনারা আমাদের বাড়ীতে আসবেন না। আমাদের ভোট আপনাদেরই দেওয়া হবে। এইযে

একটা পরিবেশ তৈরী করে দিয়ে গিয়েছিলেন আপনারা, সেই স্বাদ থেকে আমরা, ২৪ লক্ষ ত্রিপুরাবাসী মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করেছি।

স্যার, আমি এখানে ২/১টি ঘটনার উদাহরণ দিচ্ছি। সাধারণ মানুষ তখন সেটার প্রতিবাদ করতে পারতেন না। ১৯৮৪ সালে যে ভয়াবহ বন্যা হয়ে গিয়েছে, তখন আমরা শুনেছি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের কাছে ত্রান সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল ডিস্টিক্ট এড্মিনিষ্ট্রেশানের মাধ্যমে। এখানে একজন সদস্য বলেছেন সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড়ে সাহায্য করার ব্যাপারে। ভাল কথা। কিন্তু আমরা ধর্মনগরের বুকে একবার ভয়াবহ একটি বন্যার ত্রানের ব্যাপার নিয়ে তখনকার দুইজন বামপন্থী বিধায়ক যে কাণ্ড করেছিলেন সেটা সবাই জানি। বন্যায় মানুষ ঘর-বাড়ী ছাড়া নিরুপায় হয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে ছিলেন, ত্রাণের জন্য ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা সেদিন দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল বলে আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সেটা পৌঁছে দেওয়া হয় নাই। আমরা এও শুনতে পেয়েছি যে, এই নিয়ে সমীর নাথ এবং ফয়জুর রহমান সাহেব-এর মধ্যে বেশ কিছুদিন কথা-বার্তা বন্ধ ছিল। ফয়জুর রহমানের এলাকাতে নাকি টাকা দেওয়া হয় নাই। এই ধরনের অনেক ঘটনা সাধারন মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। এখানে উনারা দুর্নীতির কথা বলেন। উনাদের আমলে প্রসাশনের রন্ধ্রে, রন্ধ্রে দুর্নীতি ছিল। আমরা, ক্ষমতায় আসার পর এই ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদেরকে প্রসাশন থেকে সরিয়ে ক্ষমতায় দিচ্ছি।

স্যার, এখানে বামপন্থী বন্ধু যারা আছেন, তাদেরকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। আজকে বিশ্বে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে একটা ঢেউ আছড়ে পড়েছে। পূর্ব ইউরোপ থেকে অন্যান্য দেশে আজকে কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা সেই সমস্ত শিক্ষা নিচ্ছেন না। আর পশ্চিম ইউরোপ, যে দেশগুলিতে কিছু কম্যুনিষ্ট পার্টি, সোস্যাল ডেমোক্রেটিক হয়ে গেছে। পূর্ব ইউরোপ কম্যুনিজম্ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। আজকে মার্কসইজমের, আর আমাদের মার্কসবাদী বন্ধুরা তাদের ভিতরে যে অন্তঃসারশূণ্যতা, সমস্ত আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্টের যে আন্দোলন, আজকে সেই কম্যুনিষ্ট তার যে দর্শন সেই জিনিষটা আর স্টালীনের পুজারী, স্টালীনবাদী, এরা বিশ্বের কাছে প্রমানিত। পূর্ব ইউরোপের যে কম্যুনিষ্ট কানট্রি নেই। আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের প্রশ্ন করতে চাই যে পেরেস্ত্রৈকিয়া আন্দোলন গর্ভাচভ নিয়ে এসেছেন, তাদের নতুন করে চিন্তা ভাবনা করা দরকার। আজকে কংগ্রেস যে গণতন্ত্রের কথা বলছে সেই গণতন্ত্রের মধ্যে সমস্ত পূর্ব ইউরোপ ফিরে এসেছে। আজকে স্বীকার করতে হচ্ছে, রাশিয়াতে তারা একদিন আঙ্গুলী দিয়ে দেখাতো এই কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা, আমাদের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। কিন্তু আজ কি হয়েছে? আজারবাইজানে জাতি দাঙ্গা ওরা বন্ধ করতে পারছে না। ৬০ বছর কম্যুনিস্ট শাসনের পর রাশিয়াতে যেটা বন্ধ হয়নি, এটা কিসের ইঙ্গিত? আর তারাই ফিলসফি, এই মার্কসইজম, এটা অন্তঃসারশূণ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আজকে আমাদের বন্ধুদের বলব এর থেকে শিক্ষা নিতে, আজকে পৃথিবীর বুকে যে নতুন চিন্তা ভাবনা এসেছে সেই চিন্তা ধারায় প্লাবিত হউক, এটা আমরা চাই।

গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে, এরা গণতন্ত্রকে মানে না, আমরা মানি। খোয়াইতে এক জনসভায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী বলেছেন যে, আমরা সংবিধান মানতে আসিনি।' 'উই হেভ কাম টু পাওয়ার ঢ্যা বেক ঢ্যা কনস্টিটিউশন ফ্রম উইথ ইন।' এই যে গণতন্ত্রের কথা একজন বন্ধু সেই দিন বলেছিলেন বিরোধী বন্ধু, ভারতবর্ষের যে সংবিধান এটা তো আমরা রচনা করিনি। এই সংবিধানকে স্বীকার করতে দেরীই হবে। "বেক ঢ্যা কনস্টিটিউশন ফ্রম উইথ ইন" এটা অত্যান্ত ইঙ্গিত পূর্ণ কথা। এরা চায় না ভারতের এই সংবিধান, যে স্বীকৃত সংবিধান, যে স্বীকৃত সংবিধান ভারতবর্ষের মানুষ গ্রহণ করতে পাবে, সেই সংবিধান থাকুক সেটা তারা চায় না। সুযোগ নিয়েছে ক্ষমতায় যখন তারা এসেছিল, ক্ষমতায় আসার পর তারা দেখতে পারছে যে ক্ষমতায় সাধ কি? তারা ভালো জানতেন যে সাধারন মানুষের যে নৈতিক, মৌলিক যে সমস্যাগুলি, সেই সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করে গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করে রাখা তাদের উদ্দেশ্য। আজকে তাই বন্ধুদের বলছি, আমরা জানি কম্যুনিস্টদের কথা, তারা বলেন শোষক শ্রেণীর পক্ষে নাকি আমরা, তারা নাকি শোষন মুক্ত করতে চান, সমাজ ব্যবস্থাকে আর শোষন মুক্ত করতে হলে নতুন করে জন্ম দেওয়া হয় শোষনের। যে শোষক শ্রেণী সৃষ্টি হয় সেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো তার নমুনা কতটুকু অবৈর্য্য হতে পারে। রোমানীয়ার ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমরা শুনেছি রোমানীয়ার প্রেসিডেন্ট চেসেস্কু উনি যে প্রাসাদে বাস করতেন সাধারন মানুষ জানতে পারত না; সেই প্রাসাদে আমরা শুনেছি তার যে ল্যাবটেরী ছিল সেটা সোনার পাত দিয়ে মোড়া। সাধারন মানুষকে, শ্রমিককে শোষন করে যে প্রবনতা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো-এর মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে শোষিত করে নিয়ে সেই সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে। সেই প্রেসিডেন্টের গৃহে। আর আমাদের জন্য। আজকে কম্যুউনিষ্ট চরিত্র উদঘাটন হয়েছে বিশ্বের মধ্যে। বিশ্বের আজকে বুলগেরিয়া, চেকশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রোমানীয়া, একে একে সমস্ত কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের পতন ঘটছে সাধারন মানুষের ইচ্ছায়, রাশিয়ায় নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়েছে। বাল্টিক সাগরের তীরে যে সমস্ত দেশ ছিল যাদের দূর করে রাখা হয়েছিল সেই লাটভিয়া এস্তোনীয়া এবং লিথুনিয়া এই সমস্ত জায়গাতে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। নতুন করে সাজানো ট্রেংক, কামান দিয়ে পোলাণ্ডে, চেকশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরীতে যেমন একদিন দখল করা হয়েছিল, আজকে নতুন করে আবার সাঁজোয়া বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছে রাশিয়া লিথুনীয়ার আন্দোলনকে দমন করার জন্য স্বাধীনতা ঘোষনা করেছে। আজকে এই সমস্ত ঘটনা আমি মার্কসবাদী বন্ধুদের বলব আপনারা চিন্তা করুণ নতুন করে ভাববার সুযোগ আছে। গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক চিন্তা ধারায় সামিল হেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই যে, আজকে এই যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, সেই বাজেটের মধ্যে আমরা যে নতুন চিন্তার ফসল যে গাতে চাইছি এই রাজ্যে, এই ব্যপারে এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন, উনাকে আমি বলতে চাই, বামফ্রন্টের সময়ে কি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল আমাদের এই রাজ্যে?

স্যার, তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে এমন কতগুলি জিনিস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেটা কম্যুনিস্ট ফিলসফি। তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেদের কোমল মনের মধ্যে এই সমস্ত ফিলসফি ব্যবহার করার যে প্রবণতা সেখানে লেখা হয়েছিল, তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে আমরা দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকার গরীবের সরকার এই যে, একটা ধীরে ধীরে সিস্টেমেটিক ওয়েতে মানুষের মধ্যে প্রভাবিত করা, শিশু মনে কম্যুউনিস্ট ফিলশফি যে এই নগণ্য চেহারা, সমস্ত সাধারণ মানুষ সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। যারা বুদ্ধিজীবি, যারা শিক্ষাবিদ, ত্রিপুরা রাজ্যের সেই সমস্ত অবিভাবক শ্রেণী, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ঐ দিন আঁৎকে ওঠেছিলেন যে বামফ্রন্ট আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। মার্কসইজম, লেলিনইজম, এই সমস্ত সুযোগ অবাদ আছে কিন্তু শিশু মনে সেই সমস্ত আইডিয়া প্রবেশ করানোর কি অর্থ হতে পারে? শিশু মনে এই সব আইডিয়া প্রবেশ করানোর মধ্যে কি অর্থ হতে পারে? আমি, শুনেছি, স্যার, পশ্চিমবঙ্গে নাকি একজন বামপন্থী শিক্ষক এই ধরনের্ একটা প্রশ্ন রেখেছিলেন, যেমন সুভাষ চন্দ্র এবং কার্ল মার্কস যদি একই নৌকায় চড়ে গিয়ে কোন রকম বিপদের সম্মুখীন্ হন, তাহলে কাকে তুমি আগে তুল্‌বে। এর থেকেই বুঝা যায় যে, ওরা কত নীচে নামতে পারে? এই ধরনের প্রশ্ন রেখে ওরা শিশু মনে কি আইডিয়া প্রবেশ করাতে চান? এই সব জিনিসের মধ্য দিয়ে। স্যার, তাদের আমলে কিছু সংখ্যক চামচা শ্রেণীর শিক্ষক দিয়ে ওরা কতগুলি পাঠ্য বই রচনা করিয়েছেন। সেই সব পাঠ্য বই নিয়ে আমি কারো বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে কোন কটাক্ষ করতে চাই না। কেননা, এখানে আমার শ্রদ্ধেয় একজন মাননীয় সদস্য রয়েছেন, তিনি হলেন প্রাক্তণ মন্ত্রী অনিল সরকার মহোদয়। তিনি সত্যিই একজন ভাল লেখক হতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অথবা নজরুলের পাশে অনিল সরকারের কবিতা যদি সেই পাঠ্য বইতে থাকে, তাহলে এটা যে কি শিক্ষা ব্যবস্থা, তখনকার সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ চেয়েছিল, এটা সহজে বুঝা যায়। কিন্তু এটা স্যার, তারা এই ভাবেই করেছিল। অনিল সরকার মহোদয় একজন কবি হতে পারেন, কিন্তু পাঠ্য বইর মধ্যে এসব জিনিস প্রবেশ করিয়ে, আমি, স্যার, এখানে একটা উদাহরণ দিতে পারি সেটা হল আমাদের ধর্মনগরের মহাবিদ্যালয়ের একজন বামপন্থী শিক্ষিকা একবার একটা প্রশ্ন করেছিলেন, যেটা এখনও আমার কাছে আছে, সেই প্রশ্নপত্রের মধ্যে এমন সব প্রশ্ন আছে যেমন, ত্রিপুরা রাজ্যের দুই আসনে গত লোক সভার নির্বাচনে রিগিং হয়েছে, পশ্চিম আসনে ব্যাপক রিগিং হয়েছে এতে আপনার অভিমত কি? এই ধরনের প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে এই মহিলা শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের মধ্যে বিলি করছেন. বামপন্থী চিন্তা ধারায় ভাবিত হয়ে এই সমস্ত জিনিস, এই সমস্ত জঞ্জালের স্তুপ তৈরী করার যে চেষ্টা করেছেন, তাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে তারা কোথায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। স্যার, এই ধরনের কি কোন প্রশ্ন হতে পারে? এই সমস্ত জিনিস দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিত ভাবে কিছু অর্ধ শিক্ষিত মার্কসবাদী ক্যাডার তৈরী করার জন্য যে চেষ্টা করেছিল. তাতেই বুঝা যায় এই রাজ্যে কি ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিল। স্যার, আজকে যেখানে সারা ভারতের মানুষ শিক্ষার দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে,

আমরা তাদের আমলেই অনেক পিছিয়ে গেছি. একথা মনে রেখেই আমরা সরকারে এসে, নতুন করে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার চাইছি, একটা সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠুক এই শিক্ষার অঙ্গনে। সুতরাং মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার বামপন্থি বন্ধুদের অনুরোধ করব যে তারা এই বাজেটকে সমর্থন করুন, কারণ এই বাজেটের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে, যা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কাজেই এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমরা বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২৮শে মার্চ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 66

Nane of the Member :— **Shri DIPAK NAG**

Will the Hon'ble Minister-in-chargo of the Revenue Deprtment be Pleased to State :

১) ইহা কি সত্য, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গৃহহীন, ভূমিহীন ও জুমিয়াগণের নাম বিভিন্ন তহশীল অফিসে রেজিস্ট্রি করা হইতেছে,

২) যদি রেজেষ্ট্রি করে থাকেন, তবে রেজেষ্ট্রিকৃত ভূমিহীন গৃহহীন ও জুমিয়াদের ভূমিদের পূর্ণবাসনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন।

৩) ১৯৮৯ইং সনে ৩১শে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ঐসকল ভূমিহীনদের সংখ্যা কত? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

—: উত্তর :—

(Minister in-charge of the Revenue Deptt:- Revenue Minister.)

১) না, ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠেনা।

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.69

Name of Member : **Shri Dipak Nag**

Will the Hon ble Minister-in charge of the Tribal Rehabilitation in plantation & P.G.P. Department be pleased to State :

—: প্রশ্ন :—

১) ত্রিপুরার কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের লোকদের আদিম জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

—: উত্তর :—

ত্রিপুরাতে রিয়াং সম্প্রদায়কে আদিম জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

২) ঐ সকল সম্প্রদায়ের লোকদের উন্নয়ণের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

—: উত্তর ঃ—

ঐ সকল লোকদের উন্নয়ণের জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। (১) প্রতিটি পরিবারকে গৃহ সংস্কারের জন্য ১০০০ টাকা নগদ দেওয়া হয়ে থাকে। (২-ক)প্রতি পরিবার পিছু ১ (এক) হেঃ পরিমিত লুঙ্গা ভূমিকে চাষের উপযুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা— বীজ ও সার সরবরাহ করা হয়।

অথবা

খ) মৎসা চাষের জন্য ন্যূনপক্ষে ০.৪ হেঃ ভূমির উপর জলাধার তৈরী করে দেওয়া হয় এবং মৎস্যচাষের উপকরণ সরবরাহ করা হয়। অথবা

গ) ১.৫ হেঃ পরিমিত টীলা ভূমির উপর অর্থকরী ফলের বাগান তৈরী করে দেওয়া এবং সেই বাগানের ফসল আসার পূর্ব মূহূর্ত পর্য্যন্ত পরিচর্য্যা করা হয়ে থাকে।

৩) পশুপালনের উপকরণ ঃ— যথা শূকর ছানা (১টি পুরুষ (একটি) ২টি স্ত্রী) অথবা মুরগ (২৮টি স্ত্রী, ৪টি পুরুষ) অথবা ৩টি ছাগল ইত্যাদি গৃহ পালিত পশু-পক্ষী এবং একটি থাকার ঘর এবং তাদের তিন মাসের খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

৪) পরিবার পিছু ১ হেঃ পরিমিত টীলা ভূমির উপর যৌথ অধিকারের ভিত্তিতে ফরেষ্ট বাগান করে দেওয়া হয়।

৫) বাস্তুভূমি বা আবাস ভূমির মধ্যে ফলের গাছ লাগান হয়ে থাকে।

৬) পরিবার পিছু বস্ত্রবয়ন করার জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মূল্যের সূতা বিলি করা হয়।

—ঃ অন্যান্য সুবিধা :—

১) যৌথ অধিকারেব ভিত্তিতে মাছ চাষের ব্যবস্থা করা হয়।

২) কূয়া নির্মাণ করিয়া পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়।

৩) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কবিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

৪) উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুলে এবং ভ্রাম্যমান চিকিৎসকের মাধ্যমে বিনা পায়সায় ঔষধ বিলি করে স্বাস্থ্য রক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়।

৫) যাতায়াতের ও ব্যবসার সুবিধার জন্য সংযোগকারী রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়।

—ঃ প্রশ্ন ঃ—

৩) তাদের উন্নয়ণের জন্য সরকার আর নূতন কোন উন্নয়ণ মূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কি না ?

—: উত্তর :—

১৯৯০-৯১ সন থেকে অষ্টম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আরও ২৫০০ আদিম জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক পুর্ণবাসনের জন্য নুতন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

—: প্রশ্ন :—

৪) যদি করে থাকেন তবে তার বিবরণ ?

—: উত্তর :—

প্রশ্ন উঠে না, তবে নুতন প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলি নিম্নরূপ।

১) প্রতিটি পরিবারকে ১০ গণ্ডা (০.০৮ হেঃ) পরিমিত ভূমির উপর গৃহ পুনঃনির্মানের সংস্কারের জন্য মোট ৫,০০০ টাকা দেওয়া ।

২) প্রতি পরিবারকে (০.২ হেঃ) পরিমিত ভূমির উপর ফলের চাষের জন্য উপকরণ সরবরাহ করা।

অথবা.

উপরোক্ত পরিমান জমির জলাধার নির্মান করে মৎস্য চাষের জন্য উপকরণ সরবরাহ করা।

৩) প্রতিটি পরিবারের জন্য ১.৫ হেঃ জমির উপর সেগুন. গামার ও অন্যান্য গাছের বাগান তৈরী করে দেওয়া ও যতদিন পর্য্যন্ত ঐগুলি বিক্রয়ের উপযুক্ত না হয় ততদিন পর্যান্ত পরিচর্য্যা ব্যবস্থা করা।

৪) প্রতিটি পরিবারকে পশু পালনের জন্য উপকরণ হিসাবে হাঁস,/মুরগী, (২৮টি স্ত্রী ও ৪টি পুরুষ)/ শূকর ছানা ২টি স্ত্রী) ইত্যাদি সরবরাহ করা। এদের থাকার জন্য একটি ঘর ও তিন মাসের খাওয়ার জন্য মিশ্র খাদ্য সরবরাহ করা।

৫) পরিবার পিছু বস্ত্র বয়নের জন্য প্রতি বৎসর ৫০ টাকা মূল্যের সূতা বিতরণ করা।

৬) পরিবারের একজন কে LAMPS এর সভ্য হওয়ার জন্য ১০ টাকা মূল্যের ৪টি করে SHARE ক্রয় করার জন্য সাহায্য দেওয়া।

৭) শিল্প কর্মে দক্ষ ও উৎসাহী পরিবারের একজনকে বয়ন শিল্প কারু শিল্প ও মৌমাছির চাষ, চায়ের দোকান, ও বাজেমাল, ফলের দোকান, সাইকেল. রিক্সা ইত্যাদির জন্য আর্থিক ৩,০০০ টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া, এর বেশী অর্থের দরকার হলে Bank থেকে ঋণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা।

৮) প্রতি পরিবারের জন্য যৌথ ভিত্তিতে ১ হেঃ জমির উপর সামাজিক বনায়ন করে দেওয়া।

৯) প্রতি পরিবারের দুইজন ছাত্রকে স্কুলের পোষাক বাবদ ৫০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া।

১০) এছাড়া সমষ্টিগত ভাবে জলের জন্য কুয়া Mark-II Tubewell নির্মান, শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মান ও ভ্রাম্যমান চিকিৎসকের মাধ্যমে বিনা পয়সায় ঔষধ বিলি ও যাতায়াতের জন্য রাস্তা ইত্যাদি নির্মান করে তাদের বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 185

Name of the Member :—Shri Ratanlal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Minister be pleased to State :

১) ১৮৮৮ আর্থিক বৎসর থেকে বর্তমান আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত সরকার Sale Tax বাবদ কত টাকা পেয়েছেন, এবং

২) বিগত বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পাঁচ বছরের Sales Tax বাবদ আদায়ীকৃত টাকার তুলনায় এর পরিমাণ বেশী কিনা ?

—ঃ উত্তর ঃ—

(Minister in charge of the Revenue Deptt :-Revenue of Minister.)

১) মোট ২০,৩৩,৯১,০০০, টাকার (৩১/১/৯০ইং পর্য্যন্ত) (বিশ কোটি তেত্রিশ লক্ষ একানব্বই হাজার টাকা)

২) না, মহাশয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.186

Name of the Member :-Shri Ratanlal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the planning Department be pleased to State :

১। আগামী আর্থিক বৎসরের জন্য রাজ্যের পরিকল্পনা খাতে কি পরিমাণ টাকা পরিকল্পনা কমিশন বরাদ্দ করিয়াছেন এবং তা রাজ্যের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল কিনা ?

—ঃ উত্তর ঃ—

আগামী আর্থিক বৎসরের জন্য (১৯৯০-৯১) পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যের পরিকল্পনার জন্য মোট ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

আগামী আর্থিক বৎসরের জন্য আমাদের চাহিদা ছিল মোট দুইশত একানব্বই কোটি তিরানব্বই লক্ষ টাকা। সেই হিসাবে আমাদের চাহিদার চেয়ে প্রায় একানব্বই কোটি টাকা কম।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 224

Name of the Member :- Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to State :

১) ইহা কি সত্য যে সেনা ক্যাণ্টনমেণ্টের জন্য সদর মহকুমার রামচন্দ্রনগর, শিবনগর, রাধানগর, বোধজংনগর, দেবেন্দ্রনগর, এবং তারানগর মৌজার এক বিরাট অংশের জমি সরকার অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত

নিয়েছেন,

২) যদি সত্য হয় তবে কত সংখ্যক মানুষ এবং তাদের পরিবার এই জমি থেকে উচ্ছেদ হবে,

৩) এই জমির কত অংশ উপজাতি স্ব শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে পড়ে ছ ?

—: উত্তর :—

(Minister in Charge of the Revenue Deptt :- Revenue Minister.)

১) না, মহাশয়।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 226

Name of the Member :- Shri Sushil kr. Chakma,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to State :

১) ইহা কি সত্য উত্তর মাছমারা ও উত্তর ধনীছড়া গাঁও সভায় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের জন্য বিহারী-লাল চাকমা, দেবেন্দ্র চাকমা ও আনন্দ চাকমার কিছু কিছু জোত ভূমি সরকার অধিগ্রহন করেছেন, এবং আজ পর্য্যন্ত উক্ত জমির মালিকরা তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা পান নাই,

২) সত্য হইয়া থাকিলে কবে নাগাদ জমির মালিকেরা ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবে ?

—: উত্তর :—

(Minister in Charge of the Revenue Deptt. :- Revenue Minister)

১) মাছমারার বিহারীলাল চাকমার জমি এবং ধনীছড়ার বিদ্যামণি চাকমার জমি অধিগ্রহণের জন্য যথাক্রমে গত ২১/১১/৮৯ইং এবং ২৫/১১/৮৯ইং তারিখে Notification issue করা হইয়াছে। তবে দেবেন্দ্র চাকমা ও আনন্দ চাকমার নামে জমি অধিগ্রহণের কোন প্রস্তাব নাই।

২) Land Acqnisition Act. অনুযায়ী সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 235.

Name of Member : Shri Tarani Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be Pleased to State :

—: প্রশ্ন :—

১) রাজ্যে গ্রামীণ বেকারদের কাজ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পঞ্চায়েতে ১৯৯০ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী

পর্যান্ত কত লেবার কার্ড বিলি করা হয়েছে ।

২) ঐসব লেবার কার্ডের ভিত্তিতে তাদের কাজ দেওয়া হয় কিনা ?

৩) হয়ে থাকলে বিশালগড় ব্লকের যোগেন্দ্রনগর পঞ্চায়েতে চলতি আর্থিক বছরে কার্ডপ্রাপ্ত মোট কতজন শ্রমিক কতদিন করে কাজ করেছেন ?

Name of Minister : Shri Birajit Sinha

—: উত্তর :—

১) রাজ্যে গ্রামীণ বেকারদের কাজ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পঞ্চায়েতে ১৯৯০ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত ২,৬৫,৭২৮টি লেবার কার্ড বিলি করা হয়েছে।

২) ঐসব লেবারকার্ডের ভিত্তিতে শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হয় ।

৩) বিশালগড় ব্লকের যোগেন্দ্রনগর গাঁও পঞ্চায়েতে চলতি আর্থিক বছরে বিশালগড় ব্লক কর্তৃক দক্ষ এবং অদক্ষ কর্মী মিলিয়ে SREP এবং JRY প্রকল্পে মোট ৫৯৭৩ শ্রমদিবসের কাজ করানো হয়েছে । ঐ শ্রমদিবসের মাধ্যমে ৪২১ জন কার্ডহোল্ডার গড়ে ১৪ দিনের কাজ করেছেন ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 257

Name of Member : Shri Sunil Kr. Choudhury.

Will be Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to State :—

QUESTION

১) রাজ্যের ল্যাম্পস্ পেক্স ও মার্কেটিং সোসাইটিগুলির সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য কবে পর্যান্ত নির্বাচন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২) না হলে কি কি উপায়ে ঐ সব সংস্থাগুলিতে জনগণের চাহিদা মত মালামাল খরিদ ও বিক্রি করার জন্য সংস্থাগুলিতে নিয়মনীতি পালনে বাধ্য করা যাইবে ?

ANSWER

Minister in-Charge of Co-operative Department.

১) অবিলম্বে নির্বাচন করার জন্য সমস্ত রকম প্রস্তুতির কাজ চালানো হচ্ছে।

২) বর্তমানে মনোনিত বোর্ড অফ্ এডমিনিস্ট্রেটরই উক্ত সংস্থাগুলিতে নিয়মনীতি যাহাতে পালিত হয়

এবং মালামাল ক্রয়, বিক্রয় ক্ষেত্রে ও নিয়মনীতি পালন করাইতে বাধ্য করিতে পারেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 292

Name of the Member : **Soubodh Das**

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Revenue Department be Pleased to State :

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৯০ইং সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে কাঞ্চনপুর ব্লকের জয়শ্রী বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়েছে।

২) সত্য হয়ে থাকলে সরকার অদ্য পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থদের কি সাহায্য দিয়েছেন ?

:— উত্তর :—

Minister in Charge of the Revenue Deptt. :— Revenue Minister

১) হ্যাঁ, মহাশয়।

২) সরকার এ পর্যান্ত তাৎক্ষণিক সাহায্য বাবত মোট ১৬,৪০০ টাকা ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের দিয়াছেন।

ANNEXURE "B"

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO 33

Name of the Member :- **Shri Dhirendra Debnath.**
Shri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Rural Development Department be pleased to State :

—: প্রশ্ন :—

(১) ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যে কত জনকে আই, আর, ডি, পি দেওয়া হয়েছে ?

—: উত্তর :—

ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৮৯ ৯০ইং সনের ১৫ই মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত মোট ৩৪,৮১২ নূতন পরিবার এবং ৭,৬১৫ পুরাতন পরিবার ২য় পর্য্যায়ে ঋনের জন্য মোট ৪২,৪২৭ পরিবারকে আই, আর, ডি, পি এর আওতায় ঋণ দেওয়া হয়েছে।

—: প্রশ্ন :—

(২) বর্তমান আর্থিক বর্ষে আই, আর, ডি পি এর উর্দ্ধসীমা ঋণের পরিমান ও সংখ্যা কত ?

—: উত্তর :—

আই, আর, ডি, পিতে ঋণের উর্দ্ধসীমা নির্ধারণ করিয়া দিবার বিধান নাই। প্রতিটি প্রকল্পের জন্য NABARD মোট ব্যয় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। প্রকল্পানুযায়ী ঋণের উর্দ্ধসীমা ঠিক হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ১৫ই মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত মোট ৮,৩৭৮ টি পরিবারকে আই, আর, ডি, পি, ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

—: প্রশ্ন :—

(৩) ঋণ বৃদ্ধি করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহন করবেন কি ?

—: উত্তর :—

সময়ে সময়ে প্রকল্পের নির্দ্ধারিত মূল্য NABARD কর্ত্তৃক খতিয়ে দেখা হয়, এবং প্রয়োজন বোধে প্রকল্পের মূল্য পরিবর্ধন করিয়া সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়। ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক তাহা মানিয়া চলে ।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 35.

Name of Member :- Shri NaKul Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to State :

১। রাজ্যের জোটসরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্য্যন্ত মোট কতটি মৎসজীবি সমবায় সমিতি নির্বাচিত পরিচালন বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে মনোনিত বোর্ড গঠন করা হয়েছে ; এবং

২। ঐ সব মনোনিত বোর্ড সমবায় সমিতি গুলির জন্যে কি কি কার্য্যসূচী রূপায়ন করেছেন ?

(প্রত্যেক সমিতি ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

ANSWER

Minister in-Charge of the Co-Op Department :-

১। রাজ্যে বর্ত্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্য্যন্ত মোট ৩৬টি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির নির্বাচিত পরিচালন বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে প্রশাসক মণ্ডলী/প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে।

২। সমিতি ভিত্তিক নির্দ্দিস্ট কর্মসূচী প্রত্যেকটি সমিতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইবে এবং ঐ ধরনের কর্মসূচী প্রনয়নের কাজ সমিতিগুলি হাতে নিয়াছে। এই ব্যাপারে মৎস্য দপ্তর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রহিয়াছেন ।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 38

Name of the Member :—Shri Sukumar Barman

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to State :

—: প্রশ্ন :—

(১) জওহর রোজগার যোজনার টাকা কি কি উদ্দেশ্যে খরচ করা যায় এবং

(২) এই যোজনার শ্রমদিবস কিভাবে গ্রামীণ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয় ?

Name of Minister :- Shri Birajit Sinha

—: উত্তর :—

(১) জওহর রোজগার যোজনার টাকা স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়। দারিদ্র-সীমার নীচে বসবাসকারী তপশীল জাতী ও উপজাতী লোকগুলির জন্য পাকা শৌচাগার, বসবাসের জন্য বাড়ীঘর নির্মান করা হয়। তাহাছাড়া জওহর রোজগার যোজনার টাকায় বিদ্যালয়, বালোয়াড়ী স্কুল ঘর, মহিলা সমিতির জন্য ঘর নির্মান, গ্রামীন পুকুর খনন, বন্যা-নিয়ন্ত্রন, বাঁধ নির্মান, পানীয় জলের জন্য কূপ খনন, নুতন রাস্তা তৈরী, পঞ্চায়েত ঘর নির্মান, নালা খনন এবং বনায়ন ইত্যাদি করা হয়।

(২) উক্ত যোজনায় ২,৬৫,৬০০ গ্রামীণ গরীব শ্রমিক কার্ড হোল্ডারদের মাধ্যমে কাজ করা হয়। প্রতি পরিবার থেকে অন্ততঃ একজন শ্রমিককে উক্ত প্রকল্পে নিয়োগ করা হইয়া থাকে।

ANNEXURE-"C"

POSTPONED STARRED QUESTION NO. 256.

ASKED BY :-Shri Dinesh Deb Barma,

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে গত ২০শে জুলাই একদল কং (ই) কর্মী সরকার মনোনীত আগরতলা পৌরসভার উপদেষ্টা কমিটি বাতিলের দাবীতে অফিসে তালা ঝুলিয়ে কাজকর্ম অচল করে দেয়।	ইহা সত্য নহে।

POSTPONED STARRED QUESTION NO. 264.

Name of the Member :- Shri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to State :

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কত ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি দেওয়া হয়েছে ?

২। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তারানগর গাঁওসভার তুলাবাগান চৌমুহনীর দীর্ঘদিন যাবত স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভূমিহীন পরিবারদের দেওয়া হবে কিনা ?

—: উত্তর :—

Minister-in-Charge of the Revenue Department :- Revenue Minister.

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে ১,৬০৯টি ভূমিহীন পরিবারকে ভূমি দেওয়া হয়েছে।

২। মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত তারানগর গাঁওসভার তুলাবাগান চৌমুহনীর দীর্ঘদিন যাবত স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পরিবারদের ভূমি দেওয়া সম্ভবপর নয়, যেহেতু উক্তভূমি পিয়ারলেস টি এবং ইনডাস্ট্রি লিমিটেডের (ফটিকছড়া চা বাগান) রায়তি সম্পত্তি।

POSTPONED UN-STARRED QUESTION NO. 53

Name of the Member :- Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be Pleased to State :

১। ১৯৮৮ বৎসরে রেভিনিউ সার্কেল ভিত্তিতে কৃষি জমির মোট মালিক সংখ্যা কত।

২। কত সংখ্যক রায়ত তাদের জমি ভাগচাষে দেন।

ANSWER

Minister in Charge of the Revenue Department :- Revenue Minister.

১। ১৯৮৮ বৎসরে মহকুমা ভিত্তিতে কৃষি জমির মোট মালিকের সংখ্যা ২,৭৭,১৬৪ জন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে রেভিনিউ সার্কেল ভিত্তিতে উক্ত হিসাব নথিভুক্ত করা হয় না। মহকুমা ভিত্তিক কৃষি জমির মালিকের সংখ্যা নিম্নরূপ।

	মহকুমা	কৃষি জমির মালিকের সংখ্যা
১।	সদর	৬৬,৬৭৫ জন।
২।	খোয়াই	৩৮,৮৭০ জন
৩।	সোনামুড়া	২১,৩১৪ জন
৪।	ধর্মনগর	২৯,০৫৫ জন
৫।	কৈলাশহর	২৩,৫৭৫ জন
৬।	কমলপুর	২০,৩৮৭ জন
৭।	উদয়পুর	২,৬৮৭ জন
৮।	অমরপুর	১৪,০০৮ জন
৯।	গণ্ডাছড়া	২,৪৫০ জন
১০।	বিলোনীয়া	৪১,৬৩৯ জন
১১।	সাব্রুম	১৬,৪৯৪ জন

মোট—২,৭৭,১৬৪ জন

২। ২,৯২৭ সংখ্যকে রায়ত তাদের জমি ভাগ চাষে দেন।
মহকুমা ভিত্তিক রায়তের সংখ্যা নিম্নরূপ :-

	মহকুমা	রায়তের সংখ্যা
১।	সদর	৩৭২ জন।
২।	খোয়াই	১,১১৩ জন
৩।	সোনামুড়া	৮৬ জন
৪।	কৈলাশহর	১৬৬ জন
৫।	ধর্মনগর	২৪০ জন
৬।	কমলপুর	৭৫২ জন
৭।	উদয়পুর	৫৯ জন
৮।	অমরপুর	৯ জন
৯।	বিলোনীয়া	১২২ জন
১০।	গণ্ডাছড়া	নাই,
১১।	সাব্রুম	৮ জন
	মোট	২,৯২৭ জন

POSTPONED UNSTARRED QUESTION ON. 57

Name of the Member :- Shri Gopal Ch. Das,
Shri Gouri Shankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to State :

১) রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি দেশী ও বিলিতি মদের দোকান রয়েছে ;

(বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) এর থেকে রাজ্য সরকারের বাৎসরিক আয় কত ?

৩) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে কয়টি নতুন মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং তা কোথায় কোথায় ?

৪) এগুলির মধ্যে মহিলাদের নামে কোন লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

৫) নতুন দেওয়া মদের দোকানগুলি থেকে সরকারের অতিরিক্ত বাৎসরিক আয় কত হবে ?

ANSWER

(Minister in Charge of the Revenue Deptt, :-Revenue Minister.)

১) রাজ্যে বর্তমানে মোট ৪৩টি দেশী ও ৪৭টি বিলিতি মদের দোকান হয়েছে। নিম্নে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল :—

মহকুমার নাম	দেশী মদের দোকান	বিলাতি মদের দোকান
সদর	৯	২০
খোয়াই	৫	৩
সোনামূড়া	২	২
উদয়পুর	৬	৪
অমরপুর	২	২
বিলোনীয়া	২	৪
সাব্রুম	১	২
ধর্মনগর	৮	৫
কৈলাশহর	৬	৩
কমলপুর	২	২
	মোট ৪৩টি	৪৭টি

২) ২, ৫২, ৯৪,০০০ টাকা।

৩) জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের মোট ২৮টি নতুন মদের দোকান নিম্ন লিখিত জায়গায় খোলার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে :—

১। দক্ষিন বাধারঘাট (দেশী)
২। যোগেন্দ্রনগর (দেশী)
৩। মটর স্ট্যাণ্ড (বিলিতি)
৪। কর্ণেল চৌধুহুরী (ঐ)
৫। মোহনপুর (বিলিতি)
৬। মোহনপুর বাজার (দেশী)
৭। ছেবরী (দেশী)

৮। তেলিয়ামুড়া (বিলিতি)
৯। উদয়পুর (বিলিতি)
১০। যতনবাড়ী (বিলিতি)
১১। বিলোনীয়া (বিলিতি)
১২। কাকড়াবন (বিলিতি)
১৩। জোলাইবাড়ী (বিলিতি)
১৪। মনুবাজার (বিলিতি)
১৫। বাগ্মা (দেশী)
১৬। জামজুরি (দেশী)
১৭। গর্জ্জী (দেশী)
১৮। মহারানী (দেশী)
১৯। অম্পি (দেশী)
২০। বাগপাশা (দেশী)
২১। ফটিকরায় (দেশী)
২২। পাবিয়াছড়া (দেশী)
২৩। কমলপুর (দেশী)
২৪। ধর্মনগর (বিলিতি)
২৫। পানিসাগর (বিলিতি)
২৬। কাঞ্চনপুর (বিলিতি)
২৭। মনু (বিলিতি)
২৮। কমলপুর (বিলিতি)

৪। না।

৫। নূতন দেওয়া মদের দোকানগুলি থেকে সরকারের অতিরিক্ত বাৎসরিক আয় প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।

POSTPONED UN-STARRED QUESTION NO. 83

Name of the Member :-Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to State :

১) ১৯৮৮-৮৯ বৎসরে ১৭ই মার্চ পর্য্যন্ত কোন রেভিনিউ সার্কেলে কত সংখ্যায় গৃহহীন, ভূমিহীন

এবং জুমিয়াকে মোট কত পরিমাণ মোট জমি এ্যালটমেণ্ট দেয়া হয়েছে, তার আলাদা আলাদা হিসাব ?

২) এই সকল এ্যালটমেণ্ট-এর মধ্যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের এলাকার মধ্যে কত এবং তার বাইরে কত (আলাদা আলাদা হিসাব) ?

৩) এ্যালটমেণ্টের জন্য বেনিফিসারী নির্বাচনের ভিত্তি কি ?

ANSWER

Minister in-Charge of the Revenue Deptt:.- Revenue Minister.

১নং প্রশ্নের উত্তর

নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল :—

রেভিনিউ সার্কেলের নাম।	গৃহহীন			ভূমিহীন			জুমিয়া		
	নং	—	এরিয়া	নং	—	এরিয়া	নং	—	এরিয়া
১	২	—	৩	৪	—	৫	৬	—	৭
কৈলাশহর	৫৪	—	১১'১৯	৪	—	১১.৭৭	৭৯ ২৮১	—	৫২
কুমারঘাট	২৪	—	৪.৮০	—	—	—	১৭৭ ৮০১	—	২৮
মনু	—	—	—	—	—	—	১১৬ ৪৬৮	—	৬৪
ছামনু	৪	—	০৮০	২১	—	৮২.৯৫	২০৩ ৭৯৪	— —	৫৩
কমলপুর	৩৭	—	৭২৩	—	—	—	— —	—	
আমবাসা	—	—	—	১৮	—	৫১ ৪০	২৫ ৯১	— —	৬৩
গণ্ডাছড়া	৩৪	—	৫,০৪	—	—	—	— —	— —	
ধর্মনগর	—	—	—	—	—	—	--- —	—	
সাবডিভিশান ঃ— মোট—	১৫৩	—	২৯.৩৬	৪৩	—	১৪৬.১২	৬০০ ২৪৩৮		৩০
সোনামুড়া	২৯	—	৫.৮০	১৯	—	১৭ ১৪	— —		—
কল্যাণপুর	—	—	—	৯৬	—	৩৬৭.৭৬	— —		—
সদর, জিরানীয়া মোহনপুর, টাকারজলা,	১১১	—	১২.২০	১০	—	৮ ৪৭	২৯৪	—	১০৬.৮৩
মোট—	১৪০	—	১৮,০০	১২৫	—	৩৯৩.১৭	২৯৪	—	১০৬.৮৩
উদয়পুর	৪১	—	৫ ৯৮	৪০	—	৫৩.৪২	১৮	—	৯.২৩

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বিলোনীয়া	৩৮	৪৬.১৪	৪২	৮১.৯২	১০৭	২৭৬.১৫
সাক্রম	—	—	—	—	৯৪	৩৮৮.১০
অমরপুর	১৯৬	৪৮.৯৫	৬৫	১৩৮.২৮	৬৫৩	২০৩০.০৭
					জুমিয়া	(৮৪১.০০)
মোট—	২৭৫	১০১.০৭	১৪৭	২৭৩.৬২	৮৭২	২৭০৩.৫৫

২নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল ঃ—

রেভিনিউ সার্কেলের নাম	গৃহহীন		ভূমিহীন		জুমিয়া	
	নং	এরিয়া	নং	এরিয়া	নং	এরিয়া
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্ব-শাসিত জেলার মধ্যে ঃ						
কৈলাশহর	৪২	৮৫০	৪	১১ ৭৭	২৯	১৬.০২
কুমারঘাট	—	—	—	—	১৫৩	৭৯৭ ৪৮
মনু	—	—	—	—	১১৬	৪৬৮.৬৪
ছামনু	৪	০.৮০	২১	৮২.৯৫	২০৩	৭৯৪.৫৩
কমলপুর	১৯	৩.৭৯	—	—	২৫	৯১.৩৩
আমবাসা	—	—	—	—	—	—
গণ্ডাছড়া	৩৪	৫.০৪	—	—	—	—
সোনামুড়া	৪৮	২২ ৯৮	—	—	—	—
খোয়াই	৯৬	৩৬৭ ৫৬	—	—	—	—
সদর	২৯২	৭০৬.৬৫	—	—	—	—
উদয়পুর	৪১	৫.৯৮	৪০	৫৩.৪২	১৮	৯.২৩
বিলোনীয়া	৩৮	৪৬.১৪	৪২	৮১.৯২	১০৭	২৭৬.১৫
সাক্রুম	—	—	—	—	৯৪	৩৮৮.১০
অমরপুর	১৯৬	৪৮.৯৫	৬৫	১৩৮.২৮	৬৫৩.	২০৩০.০৭
						(জুমিয়া ৮৪১.০৯)
মোট—	৮১০	২২১৬.৪৯	১৭২	৩৬৮.৩৪	১৩৯৮	৪৮৭১.৫৫

স্ব-শাসিত জেলাপরিষদের বাহিরে

১	২	—	৩	৪	—	৫	৬	—	৭
কৈলাশহর	১২	—	২.৬৯	—		—	৫০	—	২৬৫.৫০
কুমারঘাট	২৪	—	৪ ৮০	—		—	২৪	—	৪ ৮০
মনু	—		—	—		—	—		—
ছামনু	—		—	—		—	—		—
কমলপুর	১৮	—	৩.৭৪	—		—	—		—
আমবাসা	—		—	—		—	—		—
গণ্ডাছড়া	—		—	—		—	—		—
সোনামুড়া	—		—	—		—	—		—
খোয়াই	—		—	—		—	—		—
সদর	১২৩	—	২০.৭৫	—		—	—		—
দক্ষিণ জেলা	—		—	—		—	—		—
মোট :—	১৭৭	—	৩১ ৯৮	—		—	৭৪	—	২৭০.৩০

৬নং প্রশ্নের উত্তর

মহকুমা এলটমেন্ট কমিটি এ, ডি, সি, কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিগনকেই এলটমেন্ট দেওয়া হইয়া থাকে।

POSTPONED UN-STARRED QUESTION NO. 84

Name of the Member : Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to State :—

১) ইহা কি সত্য যে রাজনৈতিক সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দানের জন্য ১৯৮৭ ইং সনে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন,

২) যদি সত্য হয় তার সহায়তা দানের নিয়মনীতি কি কি সরকার কর্তৃক গ্রহন করা হয়েছিল,

৩) এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৮৭, ১৯৮৮ এবং ১৯৮৯ ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত সময়ে রাজ্যের কোথায় কোন্ কোন ব্যক্তিকে সরকার সহায়তা দিয়েছেন এবং সহায়তার পরিমান কি ?

ANSWER

Minister in-Charge of the Revenue Department:- Revenue Minister.

১) হাঁ মহাশয়

২) সহায়তা দানের নিম্নলিখিত নিয়মনীতি সরকার কর্তৃক গ্রহন করা হয়েছিল :-

ক) শারীরিক আহত হইলে এবং যে কোন রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের সার্টিফেকেট থাকিলে ৫০০ টাকা করিয়া সাহায্য দেওয়া।

খ) শারীরিক আহত হইলে এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়া চিকিৎসাধীন থাকিলে উক্ত হাসপাতালের সার্টিফিকেট থাকিলে ১০০০ টাকা সাহায্য দেওয়া।

গ) কোন অঙ্গ প্রত্যাঙ্গের ক্ষতি হইলে এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়া চিকিৎসাধীন থাকিলে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের সার্টিফেকেটের ভিত্তিতে ২০০০ টাকা সাহায্য দেওয়া।

ঘ) বাস গৃহের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইলে মহকুমা শাসকের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রতি পরিবারকে ২০০০ টাকা সহায্য দেওয়া।

ঙ) অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি হইলে মহকুমা শাসকের রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রতি পরিবারকে ২৫০ টাকা সাহায্য দেওয়া।

চ) দোকান ঘর সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে প্রতি পরিবারকে ৫০০ টাকা সাহায্য দেওয়া।

৩) ১৯৮৭ সালে কৈলাশহর মহকুমার রাজনৈতিক সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

১।	শ্রী সিধাংশু দাস.	পাইতুর বাজার	৫০০ টাকা
২।	শ্রী বানহান দত্ত.	ঐ	২৫০ টাকা
৩	শ্রী মতি রত্না দেবী	ঐ	২৫০ টাকা
৪।	শ্রী নিখিল দেব	কালীপুর	৫০০ টাকা
৫।	শ্রী আব্দুল মতিন	ইরানী	২৫০ টাকা
৬।	শ্রী আব্দুল হাসান	ঐ	২৫০ টাকা
৭।	শ্রী অনীল আচার্য্যী	শ্রীরামপুর	২৫০ টাকা
৮।	শ্রী অনীউল্লা	ইরানী	২৫০ টাকা
৯।	শ্রী রবীন্দ্র দাস	চণ্ডীপুর	৫০০ টাকা
১০।	শ্রীদাম দাস	জলাই	৫০০ টাকা
১১।	শ্রী মজিদ আলি	ইজাখুবা	৫০০ টাকা
১২।	শ্রী শংকর দেবনাথ	চণ্ডীপুর	৫০০ টাকা
			৪,৫০০ টাকা

১৯৮৮ ইং সালে কৈলাশহর মহকুমার রাজনৈতিক সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

১।	অমর ঘোষ	ছৈনতল	৫০০ টাকা
২।	রনীশ ঘোষ	ঐ	৫০০ টাকা
৩।	বসন্ত	ইরানী	২৫০ টাকা
৪।	অরুনাভ সরকার	পশ্চিম গোবিন্দপুর	২৫০ টাকা
৫।	অসীত দাস	চণ্ডীপুর	২৫০ টাকা
৬।	রীতা পাল	পানিচৌকি বাজার	২৫০ টাকা
৭।	শেফালী শীল	বিজিতনগর	২৫০ টাকা
৮।	সুধীর দত্ত	লক্ষীপুর	২৫০ টাকা
৯।	কুতুব আলী	জেজাখুবা	৫০০ টাকা
১০।	রফিক আলী	ইচ্ছাবপুর	৫০০ টাকা
১১।	রামু শীল	সমরুরপুর	২৫০ টাকা
১২।	রকিব আলী	ঐ	৫০০ টাকা
১৩।	বসির আলি	ঐ	৫০০ টাকা
১৪।	মনির উল্লা	সমরুরপুর	৫০০ টাকা
১৫।	আবদুললালেক	ঐ	৫০০ টাকা
১৬।	গোচ আলী	ঐ	২৫০ টাকা
১৭।	ফারুক মিঞা	ঐ	২৫০ টাকা
১৮।	সিদ্রেক আলী	ঐ	৫০০ টাকা
১৯।	রেইস আলী	ইরানী	২৫০ টাকা
২০।	সতীর আলী	ঐ	৫০০ টাকা
২১।	রফিক আলী	ঐ	৫০০ টাকা
২২।	বছীম আলী	ঐ	৫০০ টাকা
২৩।	আকবর উল্লা	ইরানী	৫০০ টাকা
২৪।	শাম উল্লা	টিলাবাজার	২৫০ টাকা
২৫।	সাদাত আলী	ঐ	৫০০ টাকা
২৬।	সুন্দর আলী	ঐ	২৫০ টাকা
২৭।	আবদুল হক	ঐ	৫০০ টাকা
২৮।	ফকরুল ইসলাম	ঐ	৫০০ টাকা

২৯।	মিণ্টু চক্রবর্ত্তী	টিলাবাজার	২৫০ টাকা
৩০।	সুহাগ মিঞা	ইরানী	৫০০ টাকা
৩১।	লিয়াকত আলী	ঐ	৫০০ টাকা
৩২।	সুরুক আলী	ঐ	৫০০ টাকা
৩৩।	জালাল উদ্দিন	ঐ	৫০০ টাকা
৩৪।	রসিদ আলী	ঐ	৫০০ টাকা
৩৫।	রজিজ আলী	ঐ	৫০০ টাকা
৩৬।	দেওয়ান খান	জেজাখুরা	৫০০ টাকা
৩৭।	নাজিম আলী	ঐ	৫০০ টাকা
৩৮।	রোসন	ঐ	৫০০ টাকা
৩৯।	মোঃ কুতুব আলী	মাগুরোলী	৫০০ টাকা
৪০।	মিজম উড্ডিন	ঐ	৫০০ টাকা
৪১।	মাখন মিঞা	কুজার	৫০০ টাকা
৪২।	অশিক আলী	যুবরাজনগর	৫০০ টাকা
৪৩।	ইছাক আলী	জেজাখুরা	৫০০ টাকা
৪৪।	আইবেয়াব আলী	ঐ	৫০০ টাকা
৪৫।	মাছন্দর আলী	বাবুরবাজার	৫০০ টাকা
৪৬।	মিণ্টু চক্রবর্ত্তী	শ্রীরামপুর	২০০ টাকা
			১৯,২০০ টাকা

১৯৮৯ সালে কোনরূপ সাহায্য দেওয়া হয় নাই।

১৯৮৭ইং ও ১৯৮৮ইং সনে দক্ষিণজেলার বিলোনীয়া মহকুমায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

১।	নেপালচন্দ্র সরকার	চিত্তমারা	৫০০ টাকা
২।	রাজেন্দ্র শীল শর্মা	দক্ষিণ ভারত চন্দ্রনগর	৫০০ টাকা
৩।	যদু সূত্রধর	লাওজিং	৫০০ টাকা

১৯৯৮ ইং সনে

১।	দুলাল দেবনাথ	বীরচন্দ্রনগর	৫০০ টাকা
২।	বীরলাল দাস	ঐ	৫০০ টাকা
৩।	নিতাইচাঁদ সরকার	ঐ	৫০০ টাকা

৪	ছত্রমনি দেববর্মা	উত্তর তাকুমাছড়া	৫০০ টাকা
৫।	পূর্ণচন্দ্র নোয়াতিয়া	ঐ	৫০০ টাকা
৬।	ললিত নোয়াতিয়া	ঐ	৫০০ টাকা
৭।	সুধীরচন্দ্র দেববর্মা	পূর্বমনু	৫০০ টাকা
৮।	শ্রীদাম পাল	পশ্চিম মনু	৫০০ টাকা
৯।	গাধিরায় মুরাসিং	পশ্চিম পতিছরী	৫০০ টাকা
১০।	নিত্যহরি মুরাসিং	ঐ	৫০০ টাকা
১১।	সুখরঞ্জন মুরাসিং	ঐ	৫০০ টাকা
১২।	ভদ্রকুমার মুরাসিং	ঐ	৫০০ টাকা
১৩।	রঞ্জিত দেবনাথ	রাধানগর	৫০০ টাকা

১৯৮৯ ইং সনে কোন সাহায্য দেওয়া হয় নাই।

১৯৮৭ ইং সনে সোনামুড়া মহকুমায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

১।	প্রানজীৎ দেবনাথের (স্ত্রী)	নলছড়	২০০ টাকা
২।	হেমন্ত দেবনাথের (স্ত্রী)	নির্ভয়পুর	৩০০ টাকা
৩।	পিছন দাসের (স্ত্রী)	পোয়াং বাড়ী	৩০০ টাকা

১৯৮৮ ইং সনে এই ব্যাপারে সদর মহকুমায় নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগনকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

১।	আনসার হোসেন		৫০০ টাকা
২।	তৈজল ইসলাম	প্রভুরামপুর	৫০০ টাকা
৩।	সবিতা রাণী দাস	আর.কে.নগর	৫০০ টাকা
৪।	সুনিতী দাস	ঐ	৫০০ টাকা
৫।	কাজল রাণী দেবরায়	ঐ	৫০০ টাকা
৬।	রাম কুমার যাদব	পশ্চিম নোয়াবাদী	৫০০ টাকা
৭।	গিতা যাদব	ঐ	৫০০ টাকা
৮।	প্রদীপ কর	সুকান্ত কলোনী	৫০০ টাকা

১৯৮৭-৮৮ বৎসরে এবং ১৯৮৯ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত খোয়াই মহকুমায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নলিখিত ব্যাক্তিদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

১।	সুবীর দাসগুপ্ত	দূর্গানগর	৫০০ টাকা
২।	নিবারন পাল	ধলাবিল	২০০ টাকা
৩।	রবিচরন দেববর্মা	খেংরা বাড়ী	২০০ টাকা
৪।	রন্জিত পাল	ধলাবিল	২০০ টাকা
৫।	যোগেন্দ্র দেববর্মা	খেংরাবাড়ী	২০০ টাকা
৬।	নারায়ণ চন্দ্র পাল	ধলাবিল	২০০ টাকা
৭।	জ্যোতিষ চন্দ্র দে	জাম্বুরা	২৫০ টাকা
৮।	জয়ন্তী রাণী আচার্যী	চাম্পাহাওর	৫০ টাকা
৯।	পরেশ পোদ্দার	ছনখলা	২৫০ টাকা
১০।	মঙ্গল চন্দ্র দেববর্মা	ঐ	২৫০ টাকা
১১।	বিপিন কিশোর দেববর্মা	ঐ	২৫০ টাকা

—: O :—

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, the 28th March, 1990

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A. M. on Wednesday, the 28th March, 1990.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker, in the Chair, the Chief Minister,— Six Ministers Seven Ministers of State and 40 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান্ নং ৭০। জেল ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের জেলগুলিতে বর্তমানে ৩১-১২-৮৯ ইং পর্যন্ত দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ও বিচারাধীন অবস্থায় আছে এমন আসামীর সংখ্যা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১।	বিচারাধীন	দণ্ডপ্রাপ্ত
কেন্দ্রীয় কারাগার, আগরতলা,	৫৮	৫২
কৈলাসহর, জেলা কারাগার,	১৪	২
উদয়পুর, জেলা কারাগার,	২০	২
ধর্মনগর, সাব জেল,	৭	১
কমলপুর, সাব জেল,	২৫	০
খোয়াই, সাব জেল,	২১	১
সোনামুড়া, সাব জেল,	২৭	৮
অমরপুর, সাব জেল,	২৮	০
বিলোনীয়া, সাব জেল,	২০	০
সাব্রুম, সাব জেল,	১৫	০

প্রশ্ন

২] ত্রিপুরার জেলগুলিতে আজীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা কত?

উত্তর

২। আজীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীদের সংখ্যা হল ৩১ জন।

প্রশ্ন

৩] হাজতে আসামী প্রতি প্রত্যহ খাওয়া বাবদ কত টাকা খরচ করা হয়?

উত্তর

৩। মাথা পিছু খরচ ১৫ টাকা।

প্রশ্ন

৪] জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে উক্ত হার কত ছিল এবং জোট সরকারের আমলে কত হয়েছে তার বিবরণ।

উত্তর

৪। প্রায় একই রকম।

শ্রীদীপক নাগ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্তমানে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি অনুসারে এই আসামীদের খাওয়া বাবদ যে ১৫ টাকা খরচ হচ্ছে তা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আগে ১৫ টাকা কি কি জিনিসের জন্য খরচ হয় তার হিসাব দিচ্ছি—

	গ্রাম	দাম
চাউল	১২৫ গ্রাম	২ টাকা ৬৫ পঃ
লঙ্কা	২৫ গ্রাম	৪০ পঃ
শর্ষের তেল	১১ গ্রাম	৫৫ পঃ
পেঁয়াজ	১০ গ্রাম	৪৫ পঃ
মশলা	১০ গ্রাম	৫০ পঃ
গুড়	১৫ গ্রাম	৯০ পঃ
তেঁতুল	৩ গ্রাম	১৫ পঃ
আটা	১২৫ গ্রাম	১ টাকা ৬৫ পঃ
শাকসব্জী	৪১০ গ্রাম	১ টাকা ৬৫ পঃ
মাছ অথবা মাংস	৮০ গ্রাম	৪ টাকা ৮০ পঃ
লাকড়ী	১ কে, জি	৬০ পঃ
সাবান		২০ পঃ
নারিকেল তৈল		৩০ পঃ
সিদল		৫০ পঃ

প্রথম শ্রেণীর ওরা পায় ২৫ টাকা। স্যার, আমরা দেখছি এবং মাননীয় সদস্যদের এ আশ্বাসও দিচ্ছি, যদি এটা ইনএড্কোয়েট হয় তাহলে আমরা নিশ্চই দেখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয়সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী (সাব্রুম):— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২২৯।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২২৯।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২২৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সরকারী পাছড়া প্রকল্প কয়টি ব্লকে চালু আছে ?	সরকারী পাছড়া প্রকল্প ৫টি ব্লকে চালু আছে।
২। সাতচান্দ ব্লকে উক্ত প্রকল্প চালু আছে কিনা ?	না, নেই।
৩। না থাকিলে কবে পর্য্যন্ত চালু করা হবে ?	শিল্প দপ্তর বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করার চেষ্টা করা হবে।
৪। থাকিলে গত দুই বৎসরে উক্ত প্রকল্পে কতটি পাছড়া তৈরী করা হয়েছে ?	যেখানে প্রকল্পই নেই, সেখানে তৈরী করার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ? বামফ্রন্টের আমলে এই সাতচান্দ ব্লকে পাছড়া প্রকল্প চালু ছিল এটা সত্য কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— সেটা আমার জানা নেই। তবে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এখানে যখন বলেছেন তখন আমি নিশ্চই খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— সাতচান্দ ব্লকে পাছড়া উৎপাদন বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে ঐ ব্লকে যারা কাজ করত তাদের জন্য সরকার থেকে বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা রোজগারের, তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— আমি আগেই বলেছি, আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীবিবাচন্দ্র রাংখল (বুলাই) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা যে, ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারীভাবে যে পাছড়া তৈরী করা হত বিগত দিনগুলিতে সেই পাছড়াগুলিতে সরকারের কোন পলিসি, প্যাটার্ণ বা ডিজাইন কিছুই ছিল না ? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এগুলি পরিবর্তন করার কোন সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন কিনা ? যদি করা হয়ে থাকে তাহলে আমি জানতে চাই, কোন কোন্ ব্লকে কি ধরনের পরিবর্তন করার

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? কেন না, আমরা জানি, বিগত দিনে ট্রাইবেল এলাকাতে বহু ব্লক যে পাছড়া তৈরী হত সরকারীভাবে এটাকে কোন মতেই পাছড়া বলা সম্ভব নয়। অবশ্য শুধু মাত্র পাছড়াই বা বলি কেন, এটা চাদর, বেড কভার বা টেবিলক্লথ কোনটাই হত না। স্যার, ওরিয়েন-টেশানের নামে একটা বিকৃত রূপ দেওয়ার চেষ্টা ছিল সে সময়। কাজেই এটা পরিবর্তন করার কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কিনা?

কেন না এখানে ট্রাইবেলদের পাছড়া রিওরিয়েন্টেশান করতে গিয়ে যদি ট্রাইবেলদের পাছড়া না হয় তাহলে এই পাছড়াগুলি খরিদ করবে কে? সুতরাং এটা পরিবর্তন করার জন্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়ের কথা সত্য। আমার দপ্তর সেটা বিবেচনা করে সে প্রকল্পগুলিকে সঠিক পরিবর্তন করার লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— সাপ্লিমেণ্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে ব্লকে এই পাছড়া প্রকল্প চালু আছে। এই পাঁচটা ব্লক কোন্ কোন্ ব্লক মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটা জানাবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এই পাঁচটা ব্লক হলো—জিরানীয়া, মোহনপুর, বিশালগড়, খোয়াই এবং মাতারবাড়ী।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টরী স্যার, এই পাছড়া শিল্প দপ্তরের নির্দেশ অনুসারেই তৈরী করা হচ্ছে। কাজেই অতীতে কি করা হয়েছে না করা হয়েছে এই সব কথা বলে হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। যতটুকু মেজারমেণ্ট শিল্প দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে সেই মেজারমেণ্ট অনুসারে তৈরী করা হয়।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। অতীতে যে সমস্ত পাছড়া তৈরী করা হতো, মাননীয় সদস্য দিবাচন্দ্র রাংখল মহোদয় যে কথা বলেছেন তার জন্যই আমরা পাছড়া প্রকল্পটি পরিবর্তনের কাজ হাতে নিচ্ছি।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেণ্টরী স্যার, মোহনপুর ব্লকে কয়েক

হাজার টাকার পাছড়া বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৈরী করা হয়েছিল সেগুলি বিক্রি করা হয়নি, সেগুলি এখন পচে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় যে কথা বলেছেন, সে রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই। উনি যখন বলেছেন তখন আমি এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগড়) :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পাঁচটা ব্লকে পাছড়া প্রকল্প চালু আছে— ১) ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বছরে কত পাছড়া সংগৃহীত হয়েছে এবং তার ভেলু কত ? ২) ১৯৯০ ইং জানুয়ারী মাসে এই পাছড়া প্রকল্পে পাঁচটা ব্লক থেকে কত পাছড়া সংগ্রহ করা হয়েছে ? ৩) এখন এই পাঁচটা ব্লকে কত তাঁতী এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, এ সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীদীপক নাগ ও শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীদীপক নাগ :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৭ স্যার।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের রুগ্ন চা বাগানগুলি অধিগ্রহণ করে পরিচালনা করার কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন কি

২। যে সমস্ত চা বাগানগুলি সমবায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হইতেছে স্কীম অনুযায়ী উক্ত বাগানগুলিতে অর্থ বরাদ্দ করা ও অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে সমবায়গুলির সঙ্গে আলোচনা করা হয় কি ?

৩। ঐ সকল চা বাগানগুলির উৎপাদিত চা বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট কোন বাজারের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা টী কোম্পানীজ (টেকিং অভার অব মেনেজমেন্ট অব সরটেইন টি এ্যাক্ট ইউনিটস্) ১৯৮৬ মূলে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ৭ (সাত) টি চা বাগানের পরিচালনাগত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য পরিচালন ভার গ্রহন করে গত ১৩-১১-৮৬ইং তারিখে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমকে পরিচালনার জন্য অর্পণ করেন। বর্ত্তমানে অন্য কোন চা বাগানকে রুগ্ন ঘোষণা করিয়া অধিগ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা নেই।

২। সমস্ত বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কো-অপারেটিভ চা বাগানকে তাদের পেশ করা প্রস্তাব অনুযায়ী প্রয়োজন ভিত্তিক অনুদান মঞ্জুর করা হয়ে থাকে।

৩। এরূপ কোন সরকারী পরিকল্পনা নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে, সমবায়ের মাধ্যমে যে সমস্ত চা বাগানগুলি পরিচালিত হচ্ছে সেই ধরনের চা বাগান ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি আছে এবং কোন কোন বাগানকে কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে? বিলোনীয়া ডিমাতলী চা বাগান, এই চা বাগান থেকে ভবিষ্যতে চা পাওয়ার উজ্জল সম্ভাবনা আছে। কাজেই এই নূতন যে চা বাগান আছে সেই চা বাগানকে গত আর্থিক বছরে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় নি। বর্তমানে এই নূতন চা বাগানের জন্য আর্থিক মঞ্জুরী দেবেন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, সমবায় পরিচালিত মোট ১০টি চা বাগানের মধ্যে ৪টিতে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে এবং অন্য চা বাগানগুলিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়ার ডিমাতলীতে যে চা বাগান আছে এই চা বাগানের জন্য আমরা আশা করছি অতি শীঘ্রই সাহায্য দিতে পারবো। অন্যান্য চা বাগান যেগুলি আছে সেগুলিতে যাতে তাড়াতাড়ি আর্থিক মঞ্জুরী দেওয়া যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) **:—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সমবায়ের মাধ্যমে যে সমস্ত চা বাগানগুলি পরিচালিত হচ্ছে, গত দুই বছরে সেই সমস্ত চা বাগানগুলিতে কি পরিমান চা পাতা

উৎপন্ন হয়েছে এবং ঐ সমস্ত চা পাতা বাজারজাত করার জন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোন বাগানে কতটুকু চা পাতা উৎপন্ন হয়েছে সেটা হিসাব পাওয়া যায় নি তবে সমবায় সমিতি নিজেদের উদ্যোগে চা পাতা বিক্রী করে থাকেন।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ১০টা চা বাগানের মধ্যে ৪টা চা বাগানকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আর বাকি যে সমস্ত চা বাগানগুলি আছে সেগুলির জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এই ১০টা চা বাগানের মধ্যে ৩টা চা বাগান উৎপাদন শুরু করেছে। যে চা বাগানগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে সেগুলিতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু এই পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কি এই চায়ের চারা গাছগুলি বেঁচে থাকবে, এই দুই বছর ধরে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তাতে কি চারা গাছগুলি নষ্ট হয়ে যায় নি ? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলছি, সমবায় সমিতি যে ১০টি চা বাগান করেছে তার মধ্যে ৪টিকে অনুদান দেওয়া হয়েছে আর অন্যগুলিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

শ্রীবিমল সিনহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই যে ৪টা চা বাগানকে সাহায্য করেছেন বলেছেন তাতে কোন্ মাসে কত টাকা সাহায্য করেছেন এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকা হবে। কোন্‌টাতে কত টাকা দেওয়া হয়েছে সে তথ্য এখন আমার কাছে নাই পরবর্তী সময়ে দেওয়া যাবে।

শ্রীবিমল সিনহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, কো-অপারেটিভের ৪টা চা বাগানের মধ্যে মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক বিলোনীয়া ডিমাতলি চা বাগানের কথা বলেছেন সেখানে সেটাকে সাহায্য না করার ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই তথ্য ঠিক কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক না। ওখানকার শ্রমিকরা এখন যে

পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে তা দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আশা করছি আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে সেটাকে সাহায্য দিতে পারব।

শ্রীবিমল সিনহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার,

মিঃ স্পীকার :— অনেকগুলি হয়েছে আর না।

শ্রীবিমল সিনহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, যেখানে চা পাতা উৎপাদন হচ্ছে না সেখানে কি করে তারা চলছে, এটা কি হাউজকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ সিট ডাউন, মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্ত রঞ্জন সাহা।

ঞ্জন সাহা :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : – এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮।

প্রশ্ন

১। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্য্যন্ত কত জনকে নিয়মিত এবং কতজনকে অনিয়মিত চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে ?

২। তারমধ্যে ১৯৮৯-৯০ সনে কতজনকে নিয়মিত ও অনিয়মিত চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।

৩: ভিক্‌টিমাইজড স্কীম-এর অন্তর্গত এ পর্য্যন্ত কতজন চাকুরীতে নিযুক্তিপত্র পেয়েছে।

৪। নিযুক্তদের মধ্যে কতজন নিয়মিত এবং কতজন অনিয়মিত।

৫। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অফার প্রাপ্ত বেকারদের মধ্য থেকে এ পর্য্যন্ত কতজন নতুন করে নিয়োগ পত্র পেয়েছেন।

৬। অফার প্রাপ্ত বেকার যারা এখনো নিয়োগ পত্র পান নাই তাদের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্য্যন্ত ৪৪১৪ জনকে নিয়মিত এবং ৬৮০৪ জনকে অনিয়মিত চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।

২। তারমধ্যে ১৯৮৯-৯০ সনে ২৫৩১ জনকে নিয়মিত এবং ৩০০৫ জনকে অনিয়মিত চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। ভিকটিমাইজড স্কীমের অন্তর্গত এ পর্য্যন্ত ১৫১২ জন চাকুরীতে নিযুক্তিপত্র পেয়েছেন।

৪। নিযুক্তদের মধ্যে ১৫১২ জনই অনিয়মিত কর্মচারী। কেউ নিয়মিত নয়।

৫। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অফার প্রাপ্ত বেকারদের থেকে এ পর্য্যন্ত ১২৮ জন নতুন করে নিয়োগপত্র পেয়েছেন।

৬। অফার প্রাপ্ত বেকার যারা এখনও নিয়োগ পত্র পান নাই তাদের সংখ্যা ৬৫০ জন।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে, নিয়োগ করা হলো এই নিয়োগের ক্ষেত্রে তফশিলী জাতি এবং তফশিলী উপজাতিদের যে কোটা রয়েছে সে কোটা মানা হয়েছে কি না এবং কোন্ কোন্ দপ্তরে কতজনকে নেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্ন তো এখানে করা হয়নি। তবে আমি বলছি এইটা আনষ্টার্ড কোয়েশ্চনের জবাবে বলা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি এই যে অফার প্রাপ্ত বেকার যারা একবার অফার পেয়েছে তাদের ভিতরে অল্প কয়েকজনকে নতুন করে পুনরায় নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ এখানে বাকি যারা অফার প্রাপ্ত বেকার রয়েছেন তাদের কেন নিয়োগ করা হবে না তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে। এবং এই সম্পর্কে আমি বিস্তারিত কিছু বলতে নারাজ কারন এই সম্পর্কে আদালতে মামলা রয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি: এই অফার প্রাপ্ত বেকারদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ রয়েছে ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলতে যাচ্ছি না কারন আদালতে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে বিচারকরাই তাদের রায় দেবেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত বেকার অফার পেয়েছে এর মধ্যে থেকে ১২৮ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এই ১২৮ জনের বিরুদ্ধেও তো মামলা রয়েছে—তবে কিসের ভিত্তিতে তাদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই অফার প্রাপ্ত বেকারদের ঐ অফারের ভিত্তিতে চাকুরী দেওয়া হয় নাই। এই সরকারের নতুন যে নিয়োগনীতি রয়েছে সে নিয়োগনীতি অনুযায়ী চাকুরী পেয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি, যে সমস্ত অফার প্রাপ্ত বেকার রয়েছে সে সমস্ত অফারগুলি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিগত নির্বাচনের পূর্বে দেওয়া হয়েছিল কি না ? এবং

২] মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি এই যে অফার প্রাপ্ত বেকারদের জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের বিভিন্ন দপ্তরে ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন এবং তৎকালীন সরকারে যারা ছিলেন এবং যারা এখন বিরোধী আসনে বসে আছেন তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে রাজনৈতিক মুনাফা নেবার জন্য এই সমস্ত বেকারদের এই জোট সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ইন্টারভিউ দিতে দিচ্ছে না। যার ফলে তারা পুনরায় চাকুরী পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, যারা অফার পেয়েছে তাদের মধ্যে ১২৮ জন বিভিন্ন দপ্তরে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকুরী পেয়েছে। যারা অফার পেয়েছে তাদের বিরোদ্ধে অভিযোগ থাকলেও তাদের নতুন করে চাকুরী পাওয়ার রাস্তা তো বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। এই জোট সরকারের নতুন নিয়োগনীতি অনুসারে এরমধ্যে ১২৮ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে।

স্যার, বিগত সরকারে যিনি মুখ্যমন্ত্রী, তিনি সমস্ত নিয়োগনীতি না মেনে নির্বাচনের পূর্বে এই সমস্ত বেকারদের নিজের পছন্দমত সিলেকসন করে শিক্ষা দপ্তরে চাকুরীর জন্য অফার দিয়েছিলেন এবং তার প্রমান আমরা শিক্ষা দপ্তরে পেয়েছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—এই ভাবে চাকুরী দেওয়ার কোন বিধি ছিল কিনা? এটা তাদের সময়ে ছিল। এই ভাবে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। ক্যাডার পুষেছেন। এই ভাবে এই সরকার চাকুরী দেবেন না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— স্যার, আগে আমাকে একটা সাপ্লিমেণ্টারী এলাউ করুন। প্রশ্ন কর্তা হিসেবে এটা আমি দাবী করতে পারি স্যার। স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে, নিয়মিত চাকুরীর থেকে অনিয়মিত চাকুরী দেওয়া হয়েছে বেশী। নিয়মিত দেওয়া হয়েছে ২৫৩১ জনকে এবং অনিয়মিত ৩০০৫ জনকে। এই সরকার কিসের ভিত্তিতে চাকুরী দিচ্ছেন তাহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা? আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে, অফার প্রাপ্ত বেকাররা ভারতীয় বেকার কিনা? যাদেরকে এই ব্যাপারে ডিপ্রাইভ করা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, তাদের পথ বন্ধ করা হয় নাই। তাদের দিন দিন সময় বাড়ছে। তাদের সবাইকে নিয়োগ পত্র দেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, বর্তমান রাজ্য সরকার এপয়েন্টমেন্ট এণ্ড সার্ভিস দপ্তর ১৯৮৮ ইং সনের ৮ই জুন তারিখের আদেশ বলে সরকারী নিয়োগ নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতি অনুসারে দপ্তরের নীতি সমস্ত দপ্তরের চাকুরীতে সরাসরি নিয়োগ কার্য্যকর করা হয়ে থাকে। এতৎ ব্যতীত নিয়োগনীতির অন্যান্য ধারা অনুযায়ী কিছু কিছু চাকুরী পরিবারের কর্তা ব্যক্তি চাকুরীরত অবস্থায় মারা গেলে টাইম হারনেস কেইস্ হিসেবে দেওয়া হয়ে থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমপেশান গ্রাউণ্ডে, ভিকটিমাইজেশান কেইসে, টি, এন, ভি এবং টি, এন, এল, এফ প্রকল্পে স্থায়ী সরকারী পদে সরাসরি চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। জরুরী প্রয়োজনে এবং বিশেষ কোন প্রকল্পের নামে লক্ষ্যে পৌছাইতে অস্থায়ী পদে অনিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার।

মিঃ স্পীকার :— নো এনি সাপ্লিমেণ্টারী। ইতিমধ্যে আমি ৬টি সাপ্লিমেণ্টারী এলাউ করেছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের দুটি প্রধান হাসপাতাল জি, বি, ও ভি, এমে বেড সংখ্যা কত ?
(আলাদা আলাদা হিসাব)

২। ইহা কি সত্য ঐ দুটি হাসপাতালে প্রায় সব সময়ই বেডের তুলনায় অধিক সংখ্যক রোগী ভর্তি হয় ?

৩। সত্য হলে ঐ দুই হাসপাতালে আরো বেড বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৪। থাকলে তার বিবরণ।

৫। ইহা কি সত্য জেলা ও মহকুমার হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় স্পেসালিষ্ট ডাক্তার অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম ইত্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী না থাকার ফলেই এই অহেতুক চাপ জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে পড়ছে ?

৬। সত্য হলে, জেলা ও মহকুমা হাসপাতাল সমূহকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলার জন্য কি কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং তা কবে নাগাদ কার্য্যকর হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। জি, বি, হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৪৫৮ এবং ভি, এম হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ২৮৯।

২। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

৩। এবং ৪। জি, বি, হাসপাতালে অতিরিক্ত ১৫০ শয্যা (১০০ শয্যা চক্ষু বিভাগের এবং ৫০ শয্যা ক্যাজুয়েলটি বিভাগের জন্য) এবং ভি, এম, হাসপাতালে ১১০ শয্যা সংযোজনের সরকারী অনুমোদন হইয়াছে।

৫। ইহা সত্য নহে। জেলা এবং মহকুমা হাসপাতাল থেকে বিশেষজ্ঞের চিকিৎসা পাওয়ার জন্য রোগীদের জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে পাঠানো হয়।

৬। জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে উন্নতমানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দিকে সরকার সব সময়েই সচেষ্ট আছেন।

সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রশ্নের প্রথম দিকের অংশগুলি স্বীকার করে নিয়ে যে উত্তর দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় স্পেসালিষ্ট ডাক্তার ও আসবাব ইত্যাদির অভাবের কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে, সামান্য একটা একসিডেণ্ট হলেও জি, বি হাসপাতালে পাঠাতে হয়। কারণ ঐ সব হাসপাতালে সরঞ্জাম নেই। এমনকি সেখানে সামান্যতম যে কাটা ছিড়া হলে পরে যে ড্রেস করতে হয় তারও কোন এরেঞ্জমেণ্ট নেই। কাজেই সেখানে স্পেসালিষ্ট ডাক্তার বলতে যেমন দাঁতের ডাক্তার, চোখের ডাক্তার এবং চর্ম রোগের বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি আছে। কিন্তু সেখানে অন্যান্য যে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন সে সমস্ত না থাকার ফলেই দেখা যাচ্ছে যে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার একটা সুযোগ থাকা সত্বেও সেই সুযোগটাকে সেখানে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তাই এসব কারণে দেখা যাচ্ছে যে কৈলাসহরের মত বা অন্যান্য মহকুমা হাসপাতালে রোগী ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে অনেক ক্ষেত্রেই রোগীদের জি, বি, এবং ভি, এম, এ রেফার করে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে এবং দিন দিন সেটা বেড়ে চলছে। কাজেই এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, জেলা হাসপাতালের যে কথাগুলি উনি বলেছেন, এটা ঠিক নয়। জেলা হাসপাতালগুলিতে, মহকুমা হাসপাতালগুলিতে সব রকমের স্পেসালিষ্ট দিতে পারি তার জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।

শ্রীদীপক নাগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে পুরাতন আগরতলায় সদর

মহকুমা হাসপাতালের যে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, সেটার কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যদিও মাননীয় সদস্যের প্রশ্নটা রিলেটেড নয়, তবু আমি বলছি যে, রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট থেকে জায়গাটা আমরা এখনও পাইনি। পেলে পরে আমরা তার কাজ সত্তর শুরু করব।

শ্রীবিমল সিনহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নিশ্চয় অবগত আছেন যে, কমলপুর হাসপাতালে এত দিন কোন এক্স-রে মেসিন ছিল না আমরা অনেক দরবার করে একটা এক্স-রে মেশিন সেই হাসপাতালের জন্য আনতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু সাড়ে তিন টাকার একটা ফ্লাকের জন্য সেটা এখন পর্যন্ত চালু করা যায় নি। কাজেই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই এক্স-রে মেসিনটি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—স্যার, উনি মাত্র দুই দিন আগে আমাকে এটা জানিয়েছেন এবং আমি ডিপার্টমেণ্টকে যথাযথ নির্দেশও দিয়ে দিয়েছি। আশা করা যায় সত্বরই এটা চালু হয়ে যাবে।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করছি যে, কয়েক দিন পর পরই হাসপাতালে গ্যাস থাকে না এবং গ্যাসের অভাবে প্রয়োজনীয় অপারেশন সময় মত করা যায় না। কাজেই, গ্যাসটা যাতে নিয়মিত হাসপাতালে মজুত রাখা হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেও বলেছি যে, হাসপাতালে প্রয়োজনীয় অপারেশন করার জন্য আমরা দুটো গ্যাস সিলিণ্ডার সব সময়ে মজুত রাখি। তবে এটা হতে পারে সেই গ্যাসের সিলেণ্ডারের গাড়ী আসতে অনেক সময় নানা কারনে বিলম্ব হতে পারে। সেই কারনেই আমরা সেটা ব্যবহার করতে অনেক সময় কৃপণতা করে থাকি। জরুরী না হলে, সেটা ব্যবহার করি না। কাজেই, হাসপাতালে অপারেশন করার মত গ্যাসের অভাব আছে, এটা ঠিক নয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জেলা হাসপাতালে সার্জেণ্ট আছে ঠিকই, কিন্তু, সার্জেণ্টের যে কাজ—অপারেশন করা, তার প্রয়োজনীয় অপারেশন থিয়েটার এবং

ইন্‌স্ট্রুমেন্টের বড় অভাব রয়েছে। সেই মান্ধাতা আমলের কোন ইন্‌স্ট্রুমেন্ট দিয়ে যদি কোন রোগীকে অপারেশন করা হয়, তাহলে রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে। এটা জানা সত্ত্বেও আপনি কি সেই সব মান্ধাতার আমলের ইন্‌স্ট্রুমেন্ট দিয়ে সার্জেন্টকে অপারেশন করতে বলবেন? কাজেই, সার্জেন্টের অপারেশন করার প্রয়োজনে যা কিছু দরকার সেগুলি সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা, জানতে পারি কি?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, উদয়পুর হাসপাতালে অপারেশন করার জন্য ও, টি, সার্জেন্ট এবং প্রয়োজনীয় সব রকমের ইন্‌স্ট্রুমেন্ট রয়েছে, তা সত্ত্বেও নতুন কোন কিছুর প্রয়োজন হলে ডাক্তারেরা যদি রিকুইজিশান দেন, তাহলে আমরা সেগুলি সরবরাহ করব।

মিঃ স্পীকার :— সর্বশ্রী গোপালচন্দ্র দাস ও বাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৮।

প্রশ্ন

১] ইহা কি সত্য যে, সম্প্রতি রাজ্য সরকার দুর্নীতির অভিযোগে গ্যাসকোর ডিলারসীপ বাতিল করে দিয়েছেন?

২] সত্য হলে, উক্ত এজেন্সীর বিরুদ্ধে কি কি দুর্নীতির তথ্য পাওয়া গিয়েছে?

৩] গ্যাসকো থেকে যে সমস্ত গ্রাহকগণকে গ্যাস সিলিণ্ডার ইত্যাদি সরবরাহ করা হত, ডিলারসীপ বাতিলের ফলে গ্রাহকগণের যে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, তার দূর করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১] হ্যাঁ, সত্য।

২] সরকারী নির্দেশ অনুসারে মাসিক চাহিদা মত গ্যাস সিলিণ্ডার সরবরাহে ব্যর্থ হওয়া, সিলিণ্ডারের অগ্রিম মূল্য বাবদ ড্রাফ্‌ট পাঠানোর সংখ্যাতে ভুল তথ্য পরিবেশন করা গ্যাস

কণ্ট্রোল অর্ডারের নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করা, ভোক্তাদের বুকিং নম্বর অনুযায়ী গ্যাস সিলিণ্ডার সরবরাহ না করা, সরকারী পারমিট অগ্রাহ্য করা, সরকারী নির্দেশ অবহেলা করা ইত্যাদি।

৬] বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে মেসার্স গ্যাসকোর সমস্ত ভোক্তাগণকে আগরতলাস্থিত মেসার্স ক্যাপিটেল গ্যাস এজেন্সীর সঙ্গে সাময়িক ভাবে যুক্ত করা হয়েছে এবং তারপর থেকে অদ্যাবধি ভোক্তাগণ নিয়মিত ভাবে গ্যাস পাচ্ছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কি, যে যাদের ডীলারশীপ বাতিল হয়েছে, অবশ্য দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে নিশ্চয় সেটা বাতিল করবেন, এই বাতিল করার ফলে আগরতলার যারা বাসিন্দা, যারা গ্যাসকোর থেকে গ্যাস সিলিণ্ডার নিয়ে থাকেন, তারা নিয়মিতভাবে গ্যাস পাচ্ছেন কিনা? দ্বিতীয়ত হল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গতকালই বলেছেন যে, ফার্ষ্ট এপ্রিল থেকে বাড়ী বাড়ী গ্যাস লাইনে গ্যাস সরবরাহ করা হবে, এটা কিসের ভিত্তিতে এবং কাকে দিয়ে এই গ্যাস সরবরাহ করা হবে? তৃতীয়তঃ এই রাজ্যে গ্যাস বটলিং একটা কারখানা করার জন্য প্রায় ৪ কোটি টাকার মত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দিয়েছিল এবং প্লানিং কমিশনও তার মঞ্জুরী দিয়েছিলেন। এখন, ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা, এখানে রান্নার লাকড়ী পাওয়া যায় না বললেই চলে। কাজেই শহর ছাড়া গ্রামের মধ্যেও যারা আছেন তাদেরও গ্যাসে রান্নার কাজ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই রাজ্যে যে কারখানাটা হওয়ার কথা ছিল, সেটা তাদের বনধ, এই রাজ্যের কংগ্রেসীদের পরিচালক সন্তোষ মোহন দেব মহাশয়, সেটাতার রাজ্য আসামের শিলচরে নিয়ে গিয়ে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন, এই নিয়ে সংসদেও অভিযোগ উঠেছে যে, এটা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং এই সরকার তাকে সেটা সরিয়ে নিয়ে যেতে দিয়েছেন, এটা সত্য কিনা?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, গ্যাসকোর ডীলারশীপ বাতিল হয়ে যাওয়ার পর গ্যাসকোর ভোক্তাগণকে আগরতলাস্থিত মেসার্স ক্যাপিটেল গ্যাস এজেন্সী থেকে নিয়মিত গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। কাজেই, গ্যাসকোর ডীলারশীপ বাতিল করার পর ক্যাপিটেল গ্যাস এজেন্সী থেকে গ্যাসকোর ভোক্তাগণ গ্যাস পাচ্ছেন না। এই রকম কোন অভিযোগ সরকারের কাছে নেই।

দ্বিতীয়তঃ পাইপ লাইনের সাহায্যে বাড়ী বাড়ী গ্যাস পৌছে দেওয়ার ব্যাপারে বলছি, যদিও এটা এখানে রিলেটেড নয়। আমি বলছি যে, ত্রিপুরায় যে গ্যাস আছে, সেটা পাইপ লাইনের

মধ্য দিয়ে বাড়ী বাড়ী পৌছে দেওয়ার জন্য, রান্নার গ্যাস হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একটা প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি এবং আশা করছি এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এই কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি, গ্যাসকোর যে ডিলার অজিত সাহা তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একজন স্নেহধন মানুষ। উনার ডিলারশীপ বাতিল হওয়াতে তিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দুই লক্ষ টাকা অফার করেছিলেন আবার এজেন্সী পাওয়ার জন্য এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও উনার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে ডিলারশীপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এটা সত্য কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পত্র পত্রিকায় কি ছাপিয়েছে সেটাতে যাচ্ছিনা। তবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই ধরনের কোন নির্দেশ দেননি যে, দুর্নীতিগ্রস্থ ডিলারকে আবার ডিলারশীপ দিতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি উনাকে হেয় করার জন্যই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে এই ধরণের কোন নির্দেশ দেননি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— এ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১১৯।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১১৯।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং— ১১৯।

(গণ্ডগোল)

প্রশ্ন

১। রাজ্যের গরীব জনগণের মধ্যে যাহারা রেশন কার্ড পায় নাই তাহাদের নতুন রেশন কার্ড

দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে তাহা হইলে কোন রূপ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি, এবং

৩। কবে নাগাদ নতুন রেশন কার্ড দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২ নং এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

* ২। যারা রেশন কার্ড পায় নাই সে সব প্রার্থীদেরও বিস্তারিতভাবে তদন্তের পর যোগ্য ও বিবেচিত হইলে রেশন কার্ড দেওয়া হয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— আমাদের পুরান যে সব রেশন কার্ড আছে সেগুলিরও সরকারী পর্য্যায়ে বিচার বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কি ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** সেটার যদি প্রয়োজন থাকে, তবে নিশ্চয়ই করা হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা শান্ত হয়ে বসুন। এতে কোন লাভ হবে না। অযথা আপনারা কোয়েশ্চান আওয়ারের সময় নষ্ট করছেন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় স্পীকার এখানে রুলিং দিয়েছেন। আপনারা সেই রুলিংয়ের চ্যালেঞ্জ করছেন, গায়ের জোরে। এটা হতে পারে না। স্পীকার এখানে রয়েছেন, জাষ্টিসের জন্য। আপনারা অনারেবল স্পীকারের জাষ্টিসের অবমাননা করছেন। এটা হতে পারে না। হাউসকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— অ্যাডমিটেড ষ্টাড´ কোয়েশ্চান নং—১৫৪।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টাড´ কোয়েশ্চান নং—১৫৪।

(বিরোধী দলের সভাকক্ষ ত্যাগ)

Sri Ratan Lal Ghosh :—Admitted question No. 154.

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—

QUESTION

1. Whether Co-operative Societies Contractors were selected in July, 1984 for transportation of foodgrains to different godown.

2. Whether any agreement was executed by the Food & Civil Supplies Department with the contractors (Co-operative Societies).

3. Did the Co-operative Societies (Contractors) complete the target of carrying.

4. If not, if any legal action was taken against the (Contractors) Co-operative Societies, if not why ?

ANSWER

1. Yes.

2. Yes, but not for all the jobs.

3. Bishalgarh Marketing Co-operative Society completed the contract but Tripura Essential Commodities Co-operative Society did not.

4. No. However a few transportation bills were withheld.

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— স্যার, আমরা দেখেছি চ ল কেরিং এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেরিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রবলেম রয়েছে। এই কেরিংয়ের ব্যাপারে সরকার কোন সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম নীতি প্রয়োগ করেছেন কিনা, যাতে সাপ্লাই রেগুলার থাকে। দ্বিতীয়তঃ পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখছি, ফুড ট্রান্সপোর্টেশনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রবলেম লক্ষ্য করছি, এবং পাশাপাশি দেখেছি, ধর্মনগর ষ্টেশান রেল ওয়াগন আটকে পড়ে থাকার জন্য এফ, সি, আই, বলেছে, তারা অন্য জায়গায় মাল নিয়ে যাবে, এ সব সত্য কিনা, তা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, রাজ্যের খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কিছু নিয়ম নীতি রয়েছে। সেই নিয়ম নীতি অনুযায়ী টেণ্ডারের মাধ্যমে দেওয়া হয়। অনেক সময় টেণ্ডার পাওয়ার পর সঠিক ভাবে সরবরাহ না করতে পারলে রাজ্য সরকার আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

আর, এফ, সি, আই, এর যে সমস্ত কনট্রাক্টর সঠিক ভাবে মাল সরবরাহ করতে পারেন না। সে ব্যাপারে এফ, সি, আই, দায়িত্ব নিয়ে সেগুলি করে থাকেন এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। আর রাজ্য সরকারের যে সমস্ত ক্যারিং কনট্রাক্টর আছেন তারা যদি নিয়মানুযায়ী সরবরাহ না করে থাকেন তাহলে রাজ্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৭৬ স্যার।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৭৬ স্যার।

প্রশ্ন

১] জোলাইবাড়ী অঞ্চলের আবাংছড়া রাবার বাগানের হেল্থ সাব সেণ্টারে কত জন ষ্টাফ আছে, এবং

২] দৈনিক কত সংখ্যক রোগী এই সাব সেণ্টার-এর চিকিৎসার সাহায্য পেয়ে থাকে ?

উত্তর

১] আবাংছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে একজন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীকে পোষ্টিং দেওয়া হইয়াছে।

২] তথ্য সংগ্রহাধীন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই সাব সেন্টারটি অনেকদিন পর্যন্ত বন্ধ ছিল এবং বিভিন্ন ডাকাতির ঘটনা ঘটায় এবং সি, পি, আই, (এম)-এর উপদ্রবে এই সাব সেন্টারটির কাছে একটা পুলিশ ক্যাম্প দেওয়া হয়েছিল এবং সেখান থেকে যে ষ্টাফ উঠিয়ে আনা হয়েছে এখন পর্যন্ত সেই সাব সেন্টারটিতে ষ্টাফ যায় নি। সেটার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— স্যার, ওখানে ষ্টাফ-শ্রীমতি প্রিতীকনা চক্রবর্তীকে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— যে সকল তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES—'A' & 'B')

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়টি পেয়েছি। আমি সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়কে তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা (ছামনু) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো, রাজ্য বর্তমানে বিভিন্ন সরকারী মজুতভাণ্ডারে লবনের মজুত না থাকায় রাজ্যের সর্বত্র গভীর লবন সংকটে জনদুর্ভোগ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এখুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন, তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানাবেন।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক আনীত রেফারেন্সটির উপর আগামী ২-৪-৯০ ইং তারিখ হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে। সেই রেফারেন্সটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রেফারেন্সটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার [তেলিয়ামুড়া] :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :— "গত তিন মাসের অধিক সময় যাবৎ রাজ্যের মেলাঘর ব্লকসহ অন্যান্য ব্লকে বার্ধক্য ভাতা, বিকলাঙ্গ ভাতা, অন্ধ ভাতা, বিধবা ভাতা, রিক্স শ্রমিক ভাতা ইত্যাদি যাবতীয় ভাতার টাকা বিলি না হওয়ায় ভাতা প্রাপকদের জীবনে চরম দুর্ভোগ সম্পর্কে।"

শ্রীঅরুনকুমার কর [মন্ত্রী] :—মিঃ স্পীকার স্যার, উল্লেখ্য বিষয়ের উপর আমি ২রা এপ্রিল জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে ২টি [দুইটি] উল্লেখ্য বিষয়ের উপর [রেফারেন্স পিরিয়ড] সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি প্রদানের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য বিষয়টির প্রথমটি গত ২০-৩-৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :— "মন্ত্রীর আশ্রয়ে অমরপুরের ভাগ্যবান বাংলাদেশী বিদেশী শিরোনামায় দৈনিক দেশের কথার ১৯শে মার্চ '৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, "মন্ত্রীর আশ্রয়ে অমরপুরের ভাগ্যবান বাংলাদেশী বিদেশী শিরোনামায় দৈনিক দেশের কথা ১৯শে মার্চ '৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

ঘটনায় প্রকাশ যে পুলিশের নিকট একটি বে-নামী অভিযোগ আসে যে, অমরপুর মহকুমার রংকং নিবাসী শ্রীভজহরি পালের বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণকান্ত পাল নামে একব্যক্তি তাহার মাতা ও পরিবার পরিজনদের নিয়ে বে-আইনী ভাবে ভারতবর্ষে বসবাস করিতেছে। এই বে-নামী অভিযোগের

ভিত্তিতে মোবাইল ট্যাক্স ফোর্সকে (এফ, টি, এফ,) তদন্ত করে দেখার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ও বে-নামী অভিযোগের ভিত্তিতে মোবাইল ট্যাক্স ফোর্স হইতে একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারকে তদন্তের জন্য গত ৪-১-৯০ ইং তারিখ অমরপুর পাঠানো হয়। গত ৫-১-৯০ ইং তারিখ তদন্তকারী অফিসার বীরগঞ্জ থানার সহায়তায় অমরপুর মহকুমার রংরং-এ শ্রীভজহরি পালের বাড়ীতে বে-আইনী ভাবে কেহ বসবাস করতেছে কিনা তল্লাশী চালায় এবং তল্লাশী চলাকালীন বাংলাদেশস্থিত কুমিল্লা জেলার হাজিগড় থানাধীন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সন্ধান পাওয়া যায় :—

১] শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাল।

২] শ্রীমতি দুলুরাণী পাল (স্ত্রী), শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পালের স্ত্রী।

৩] শ্রীমতি প্রেমদা সুন্দরী পাল (মাতা), শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পালের মাতা।

৪] শ্রীঅভিরাম পাল—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পালের ছেলে।

৫] শ্রীমতি মীরারাণী পাল—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পালের মেয়ে।

৬] কুমারী সরস্বতী পাল—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পালের মেয়ে।

তদন্তকারী অফিসার উপরে উল্লিখিত বাংলাদেশীয় নাগরিকদের ঐ দিনই অর্থাৎ ৫-১-৯০ ইং তারিখ আগরতলায় নিয়ে আসেন এবং তাদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর জন্য বি, এস, এফ, এর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশী নাগরিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পাল এবং তাহার পরিবারবর্গ গাড়ী করে পুনরায় অমরপুরে গিয়ে বসবাস করিতেছে এমন কোন তথ্য নাই এবং স্থানীয় তদন্তে তাহা প্রমাণিত হয় নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী [ধনপুর] :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, ১৯শে মার্চ ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে এবং আমরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি যে, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী জওহর সাহা তিনি নিজে সমস্ত রকম সহযোগিতা দিয়ে সরকারী গাড়ীতে করে ঐ গ্রামে, ঐ এলাকাতে আবার জোর করে বসিয়েছেন। ওখানকার পুলিশকে এবং এস, ডি, ও-কে নির্দেশ দিয়েছেন তাদের উপরে যেন কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয়। বাংলাদেশীদেরকে এভাবে জোর করে বসানোর ব্যবস্থা করা হয় মন্ত্রীর নির্দেশে এবং তাদেরকে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করা

হয়েছে এই তথ্য আছে কিনা জানাবেন কি? না থাকলে তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— স্যার, আমিত বললাম তদন্ত হয়েছে কিন্তু তারা যে আবার সেখানে ফিরে গেছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, এই সভার মধ্যে সবাই উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এবং কয়েকদিন আগে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয় রাংখলকে বলেছেন যে ১ লক্ষের মত বাংলাদেশী এসেছেন। তারা ভোটার লিষ্টে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। এটা গুরুতর অভিযোগ। একজন মন্ত্রী নিজে উদ্যোগ নিয়ে সরকারী গাড়ী করে তাদেরকে অমরপুরে পাঠিয়েছেন এটা সত্যিই গুরুতর অভিযোগ।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ সিট ডাউন।

শ্রীজওহর সাহা [রাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে কথা বলা হয়েছে আমার নাম উল্লেখ করে যে সরকারী গাড়ী করে তাদেরকে আবার অমরপুরে ফেরৎ পাঠান হয়েছে এটা সর্বৈব মিথ্যা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন সেটা হল প্রকৃত তথ্য। ওখানকার স্নেহময় বর্ধন ও প্রীতিময় বর্ধন সি, পি, এমের একজন বিশিষ্ট নেতা তারা রাংকাংয়ে গেছেন সেখানে বাংলাদেশী লোক আছে বলে। সেখানে লোক পাঠিয়ে এবং ঐ লোক মারফত কিছু টাকা পয়সা দিতে হবে বলে, তা না হলে তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, এটা গুরুতর ব্যাপার। সবচেয়ে জঘণ্য ব্যাপার হচ্ছে গত ২ বছরে এই মন্ত্রী বিধায়করা জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে বাংলাদেশীদের নাম ভোটার লিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই তথ্য এখানে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— মাননীয় সদস্যের মাথায় একটু গোলমাল আছে। উনি ধান ভানতে শিবের গীত গাইছেন।

শ্রীনকুল দাস [রাজনগর] :—স্যার, মাথায় গোলমাল আছে এই আন-পার্লামেন্টারি শব্দটা একস্‌পাঞ্জড্ করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যেখানে বলেছেন—স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, বের করে দেওয়া হয়েছিল। এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এইখানে এক লক্ষ বাংলাদেশী এই রাজ্যে ঢুকে পড়েছে এবং তাদের নাম এই ভোটার লিষ্টে ঢুকে পড়েছে—এইটা আমি কখনো বলিনি। আর ভোটার লিষ্টে বাংলাদেশী যদি কেউ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে সেটা উনাদের আমলেই হয়েছে। আমাদের আমলে এইটা হয়নি। বরং আমরা তাদের নাম ভোটার লিষ্ট থেকে বের করে দিয়েছি। এবং সেই জন্যই তাদের নাম আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি বলেই তারা ইলেকসান কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছে। এবং তার ফলে ইলেকসান কমিশন থেকে একটি টীম এসেছিল। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেছেন যে, যাদের নাম ভোটার লিষ্ট থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা সঠিকভাবেই হয়েছে। কাজেই আমাদের সময়ে কোন বাংলাদেশীর নাম ভোটার লিষ্টে অর্ন্তভূক্ত হয়নি, ওদের আমলেই সেটা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, এম, টি, এফ, যাদের আইডেনটিফাই করেছে এবং তাদের আগরতলায়ও নিয়ে এসেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সেটা উনার ষ্টেটমেণ্টের মধ্যে। অথচ এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনার কেবিনেট রাষ্ট্রমন্ত্রীকে রক্ষা করার জন্য অসত্য ভাষণ দিয়ে এই হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমরা একটা বেনামী চিঠির উপরেও একসান নেবার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। কিন্তু উনাদের আমলে আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন প্রধানের শ্রীখগেশ চৌধুরী তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন একসান নেওয়া হয়নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, বিগত বামফ্রণ্টের আমলে ১৯৮৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় এবং পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করার জন্য একটা বিরাট সংখ্যক বাংলাদেশীদের তারা ডুয়েল সিটিজেনশীপ দিয়েছিলেন। এদের বাংলাদেশেও সিটিজেনশীপ আছে এবং ইণ্ডিয়াতেও তাদের সিটিজেনশীপ দেওয়া হয়েছে। আমি স্যার, সে সমস্ত লোকদের নাম দিতে পারব এবং বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের ভোটার লিষ্টেও তাদের নাম উঠেছে এবং আমাদের এখানেও ভোটার লিষ্টে তাদের নাম উঠেছে। এবং বিগত দিনগুলিতে বিলোনীয়া মহকুমা বিস্তীর্ণ এলাকায় এই সমস্ত বাংলাদেশী লোক যাদের ওরা সিটিজেনশীপ দিয়েছিল। আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীবাদলবাবুর এলাকায় মুহুরীপুর, ঋষ্যমুখের

বিস্তীর্ণ এলাকায়, বিষ্ণুপুরের এবং রাজনগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় এবং এখনো বিভিন্ন জায়গায় ভোটার লিষ্টে ওদের নাম তুলেছে। এবং সেখানকার পঞ্চায়েত রেজিষ্টার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগে যেখানে এক হাজার ছিল সেখানে সেটা অনেক কমে গেছে। কারন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এদের অনেককে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত কথা বলে এরা এই জোট সরকারের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সমস্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এইগুলি বলছেন আমি সেটা আগেই বলেছি। এবং এগুলি আমি আগেই বলেছি যে, ভোটার লিষ্টে গতবার আমরা ইনটেনসিভ রিভিশান করেছি। সেটাতে সে সমস্ত লোকের নাম বাদ গিয়েছে। সেটার রেজাল্ট আপনারা দেখতে পেয়েছেন। স্যার, বাদল বাবুর আসনে উনি ৫০০০ হাজার ভোটে উনি জিতেছেন। এতেও এটাই প্রমাণিত হয়। এখন সে সমস্ত ভোটারের নাম নেই এবং উনাদের পায়ের তলার মাটিও নেই।

শ্রীরসিকলাল রায় [সোনামুড়া] :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, বিগত মন্ত্রীসভা নির্বাচনের পূর্বে যে ভোটার লিষ্ট তৈরী করা হয়েছিল, বামফ্রন্ট আমলে তাতে ১৯৮৭-৮৮ সালের পূর্বে আরও দুইবার ভোট হয়েছে। কিন্তু কিছু ভোটার আছেন যাদের ভোট প্রয়োগ করার বয়স এখনও হয় নাই।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— স্যার, এর সংগে মাইনর ভোটারের প্রশ্ন যুক্ত নয়। স্যার, আমি বলছি, এখানে অনেককে আছেন, যেমন, মাননীয় সদস্য গোপাল বাবু ও আরও অনেকেই আছেন, যাদের আমি বলতে পারি বাংলাদেশী ভোটার দিয়ে জয়লাভ করেছেন। এবং সেটাই প্রমাণিত হয়েছে বিগত লোকসভা নির্বাচনের মাধ্যমে।

(গোলমাল)

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এটা দৃষ্টি-আকর্ষণ করতে চাই, এখানে বাংলাদেশীরা আসছে। অনুপ্রবেশ ঘটছে। এটা একটা গুরুতর সমস্যা। গতকালও একটি লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে গত ২ বৎসরে ৬ হাজারের উপর বাংলাদেশী এখানে এসেছেন। মাননীয় মন্ত্রীর রিপোর্টের মধ্যে এটার স্বীকৃতি আছে। সুতরাং বাংলাদেশীদের আসা বন্ধ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। দ্বিতীয়তঃ আমি এখানে মাননীয় শিক্ষা-

মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, উনার কাছে অভিযোগ এসেছে যে, মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক উনারই আত্মীয় ফুলগাছি কলেজের অধ্যাপক নেপাল দত্ত এবং পশুয়ামাই স্কুলের শিক্ষক অরুণ দত্ত ভিকটিমাইজ-এর নামে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশী, নালিশ করা সত্বেও তাদের চাকুরী খারিজ করা হয় নাই। সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তাহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন, নেপাল দত্ত, এই নামে আমার কোন আত্মীয় নেই। যে নেপাল দত্তের কথা উনি বলেছেন, উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ এবং এম, এ পাশ করেছেন। তাঁর সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেট উনাদের আমলে হয়েছে। সুতরাং এই নামে আমার কোন আত্মীয় নেই।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) **:—** স্যার, এখানে বাদল বাবু যে কথাটা বলেছেন, সে ব্যাপারে আমরা তদন্ত করেছি। এবং তদন্তে বাদল বাবুর বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আজকের রেফারেন্সের দ্বিতীয় বিষয়টি হলো গত ২২-৩-৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়াব জন্য।

বিষয় বস্তুটি হলো :— "গত ২২-৩-৯০ ইং রাত্রে জি, বি, হাসপাতালে এম, এম-১ এক্সট্রা বেড নম্বরে চিকিৎসাধীন শ্রীদ্বিজেন দের ভ্রাতুষ্পুত্রী শিল্পী সাহাকে জনৈক আর, এ, সি, জোয়ান কর্তৃক শ্লীলতাহানির ঘটনা সম্পর্কে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, "গত ২২-৩-৯০ ইং রাত্রে জি, বি, হাসপাতালে এম, এম, আই, একষ্ট্রা বেড নম্বরে চিকিৎসাধীন শ্রীদ্বিজেন দের ভ্রাতুষ্পুত্রী শিল্পী সাহাকে জনৈক আর, এ, সি, জোয়ান কর্তৃক শ্লীলতাহানির ঘটনা সম্পর্কে।"

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলার রাধাকিশোরপুর থানাধীন চন্দ্রপুর নিবাসী মৃত সতীশচন্দ্র সাহার মেয়ে শ্রীমতি শিল্পী সাহার জ্যাঠা মহাশয় অসুস্থ হয়ে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালের মেডিকেল ওয়ার্ড নং ১ এর ১৩ নং সীটে ভর্তি হন। শ্রীমতি শিল্পী সাহা তাহার

জেঠা মহাশয়ের শুশ্রূসার জন্য সেখানে অবস্থান করিতেছিল।

গত ২২-৩-৯০ ইং তারিখ রাত অনুমান ৯-৩০ মিঃ এর সময় শ্রীমতি শিল্পী সাহা প্রকৃতির ডাকে হাসপাতালের ভিতর প্রস্রাবাগারে গেলে দ্বারিকা প্রসাদ ধরম সিং যে ২৪ নং বেডের রোগীর শুশ্রূসাকারী উক্ত প্রস্রাবাগারে গিয়ে তাহার শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করিলে শ্রীমতি সাহা চিৎকার করিয়া উঠে এবং তাহার চিৎকারে নিকটবর্তী ওয়ার্ড-এর রোগীরাও সেখানে আসিলে উক্ত ধরম সিং সেখান থেকে চলে যায়।

এই ঘটনাটি ঐ দিন রাতেই শ্রীমতি শিল্পী সাহার অভিযোগমূলে পূর্ব আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারায় মোকদ্দমা নং ২১ (৩) ৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ গত ২৩-৩-৯০ ইং তারিখ উক্ত ঘটনায় দোষী ব্যক্তিটিকে গ্রেপ্তার করে, পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট হইতে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি, মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। বিষয়টির বিষয়বস্তু হল, "সম্প্রতি আগরতলা শহরে ফুটপাতগুলি আবার হকারদের দ্বারা ব্যাপকভাবে দখল হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য গৌরীশংকর রিয়াং কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়াছি। মাননীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী তারিখ জানাবেন।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, আমি উক্ত বিষয় বস্তুটির উপর আগামী ৬-৪-৯০ইং তারিখ হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকে আমি নিম্নলিখিত আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয়

সদস্য শ্রীনকুল দাসের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে উত্থাপনের অনুমতি আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "রেফারেন্স নং টি, এইচ. এইচ, ডি, সি। জি, এ, ৩(১৩২)-৩৫-৭৫৮৮-৯০ ডেটেড ৭-৯-৮৯ ইং চিঠি মূলে ধর্মনগরের পদ্মপুরে ত্রিপুরা হস্তুতাঁত ও কারুশিল্প উন্নয়ন নিগমের জায়গা কেনার নাম করে তিন লক্ষ উনসত্তর হাজার দুইশত টাকা লুটপাটের ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি এখন শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে, এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীমতিলাল সাহা [রাষ্ট্রমন্ত্রী] :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই দৃষ্টি আকর্ষণীটির বিবৃতি আগামী ২রা এপ্রিল এই হাউসে দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকে আমি নিম্নলিখিত আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরত্ব বিবেচনা করে, উত্থাপনের অনুমতি আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "গত ২৫-৩-৯০ ইং রাতে বড়দোয়ালী এলাকায় (বাঁধারঘাট) চন্দন শীলের বাড়ীতে ডাকাতির ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি এখন স্বরাষ্ট্রদপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে, এই বিষয়টি উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন। যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর জবাব আগামী ২৯-৩-৯০ ইং তারিখে দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকে আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মণের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরত্ব বিবেচনা করে উত্থাপনের অনুমতি আমি দিয়েছি।

মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "গত ১৩ই মার্চ ১৯৯০ ইং বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরী তার নিজ বিধানসভা কেন্দ্রের গ্যাস লিকেজ স্থল হইতে উচ্ছেদকৃত কাঠালিয়া শরণার্থী শিবির পরিদর্শনকালে একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি এখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে, এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন। যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— স্যার, চলতি মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সোনামুড়া মহকুমার তৃষনার তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন তৈল খোঁজার উদ্দেশ্যে যখন কাজ করিতেছিল, তখন কোন আকস্মিক কারণে মাটির নীচ হইতে প্রচণ্ড বেগে গ্যাস নির্গত হইতে আরম্ভ করে। এই গ্যাস নির্গত হওয়ার ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকজনদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, স্থানীয় প্রশাসন হইতে কিছু সংখ্যক পরিবারকে সাময়িকভাবে বসবাস করার জন্য কাঁঠালিয়া স্কুলে শিবির স্থাপন করে ঐ পরিবারদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়। বিগত ১৩ই মার্চ মাননীয় বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়, কাঁঠালিয়া শিবির পরিদর্শনে গেলে শিবিরবাসীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার সময় কারো সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলেও হতে পারে, তবে এই বিষয়ে মাননীয় বিধায়ক স্থানীয় পুলিশের নিকট লিখিত বা মৌখিকভাবে কিছুই জানান নাই।

শ্রীসুকুমার বর্মণ [নলছড়] :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা জানেন কি যে, মাননীয় সদস্য সমরবাবু বিগত ১৩ মার্চ তারিখ কাঁঠালিয়া শিবির পরিদর্শনে গেলে যে গণ্ডগোল হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দেহরক্ষী অনুকুল চৌধুরী এবং শংকর নাথ ভৌমিক উনার গাড়ীর ড্রাইভার কাঁঠালিয়া থানাতে গিয়ে নির্দ্দিষ্টভাবে অভিযোগ করেছেন, অবশ্য মাননীয় সদস্য সেদিনই আগরতলায় ফিরে আসেন, কেন না উনার অন্য একটা প্রোগ্রাম ছিল ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— স্যার, আমার কাছে এই রকম কোন তথ্য নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, সেখানে শিবির পরিদর্শনকালে যখন লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম, তখন সেখানে শ্রীপ্রবীর পাল ওরফে খোকন পাল এবং শংকর দেবনাথ বলে দুইজন আমার উপর আক্রমণ করতে উদ্যোত হয়। আমি যখন লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম, তখন

আমার পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় একজনকে তারা এমনভাবে ধাক্কা দিল যে, সে ধাক্কার ফলে আমার উপর এসে পড়েছিল। ঠিক সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত শিশুরা এবং মা, বোনেরা তাদের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। আর এমন সময় বাত্তিটাও নিবে যায়, আমি সেখানে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আঁচ পেয়ে, সেখান থেকে সরে পড়েছি। সেখানকার এস, ডি, পি, ওর কাছেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এমন কি যাত্রাপুর থানার ও, সির কাছে আমাদের দেহরক্ষী অনুকূল চৌধুরী এবং শংকর নাথ ভৌমিকও এই ঘটনার লিখিত এবং মৌখিক অভিযোগ করেছেন। সেখানকার থানার ও, সির যে দায়িত্ব যে অভিযোগ পাওয়ারসঙ্গে সঙ্গে ইন্‌কোয়েরী করতে যাওয়া, সেটা সে করলো না। এছাড়া, আমি যে ১৩ তারিখে কাঁঠালিয়া শিবির পরিদর্শনে যাব, সেটার একটা প্রগ্রাম করে ডি, জি, পুলিসকেও জানিয়ে দিয়েছি এবং তাকে সেখানে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে বলেছি। সে আমায় বলেছিল, যে যাত্রাপুর থানাতে এর জন্য খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখান থেকেই সিকিউরিটির সব ব্যবস্থা করা হবে। আমি জানতে চাইছি, এসবই কি অসত্য বলে মানীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যেসব তথ্য দিয়েছেন, তার কোন কিছুই আমার কাছে নাই। আমি বলেছি যে, সেখানে শিবির পরিদর্শন-কালে ওনার সঙ্গে কারো কথা কাটাকাটি হতে পারে, কিন্তু তার জন্য তিনি নিজ কোন লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ করেননি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমি এই হাউসের একজন সদস্য, আমাকে রক্ষা করার জন্য আমার সিকিউরিটির কোন ব্যবস্থা থাকবে না, এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। স্যার, এই ঘটনার পরি-প্রেক্ষিতে লিখিত ভাবে অভিযোগ করা হয়েছে, অথচ সেটার কোন তদন্তই হলনা। এর পরে আমরা কোথায় যাব ? এই বিধানসভার একজন নির্বাচিত সদস্য, সে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন জায়গাতে যেতে পারে অথবা বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করতে পারে, পরিদর্শনকালে যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে। সেই সব ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে অথবা সেই স্থানে যে সদস্য যাবেন, তার নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা থাকবে না এটা তো হতেই পারেনা। স্যার, যাত্রাপুর থানার দারোগাবাবুর কাছে অভিযোগ করা সত্বেও সে অভিযোগটা রেকর্ডে আনেননি। কাজেই আমি জানতে চাইছি যে, একজন নির্বাচিত সদস্যের নিরাপত্তার জন্য এই সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, সেটা মন্ত্রী মহোদয়, এই হাউসের সামনে বলুন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এগুলি আমাদের কাছে

নেই। আমি বলেছি যে, মাননীয় সদস্যের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার সময়ে কারোর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়নি। তাছাড়া মাননীয় বিধায়ক কোন অভিযোগ লিখিত ভাবে বা মৌখিক ভাবে স্থানীয় থানাকে দেন নি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বুঝি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলতে চাইছেন। একজন বিধায়ক তারা ডিফেন্সের জন্য সিকিউরিটির সরকারী ব্যবস্থা থাকবে না? আমি লিখিত ভাবে এস, পিকে জানিয়েছি। তার কোন ইন্‌কোয়ারী হল না। আমরা যাব কোথায়? বিধানসভায় যারা নির্বাচিত হয়ে আসবে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকবে না? যাত্রাপুর দারোগা যার নিজের এলাকার মধ্যে এই ঘটনা হল তার কোন তদন্ত করলো না।

মিঃ স্পীকার :— যেহেতু আমরা এসেম্বলি বিধায়ক উনার সিকিউরিটির ব্যবস্থা হয় কিনা আমি জানতে চাই।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সবাইকে সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, আমরা দেখছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিরোধী সদস্যরা পত্রিকাতে ষ্টেটমেন্ট করছেন যে, উনারা এলাকায় বেরুলেই আক্রান্ত হন। তাছাড়া বিভিন্ন বইতে তারা লিখছেন দেখছি যে, তারা আক্রান্ত হয় এবং সরকার সিকিউরিটির ব্যবস্থা করছেন না। আমরা দেখছি উনাদের স্পেশাল সিকিউরিটি দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই সমস্ত ষ্ট্যাটমেন্টের ফলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হচ্ছেন এবং জনসাধারণের ক্ষোভের ফলে যে কেমন সময়ে সঙ্কট দেখা দিতে পারে। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কিনা। যদি ওরা আক্রান্ত হন তাহলে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং যদি আক্রান্ত না হয়ে থাকেন তা হলেও ব্যবস্থা নিতে হবে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের নিজস্ব কোন অভিযোগ নাই। তবে উনি যেহেতু এখানে বলেছেন সেই জন্য আমি এটা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, তাঁদের পক্ষের কেহ আক্রান্ত হননি। এটি উনার লিখিত ষ্টেটমেন্ট। উনি হাউসে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ এনেছি, আমরা জনপ্রতিনিধিরা ৯১ বার আক্রান্ত হয়েছি। দিল্লী থেকে সাংসদরা এসেছিলেন এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখতে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীস সীট ডাউন। প্লীস সাইলেন্স।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এখনও শেষ হয়নি। আমাকে বলতে দিন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই, উনি একজন সিনিয়র আই, সি, এস, অফিসার দিয়ে বিষয়টি তদন্ত করে দেখে হাউসে কোন রিপোর্ট দেবেন কিনা এ ব্যাপারে ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] **:—** যতগুলি আক্রমন হয়েছে এবং যতগুলির সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ এখানে আনা হয়েছে আমরা সবগুলির তদন্ত করে দেখেছি। আর মাননীয় সদস্য এখানে যা বলেছেন সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই, উনাদের কোন অভিযোগই থানায় দায়ের করা হয়নি। তবে ঘটনাটি আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীবিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় সদস্য, প্রাক্তন মন্ত্রী উনি আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু উনি নিজে কোন কমপ্লেইন করেন নাই। উনার সিকিউরিটি করেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তদন্ত করে দেখবেন। এটাই যথেষ্ট। কিন্তু আমরা জানি, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য পূর্ণবাবু এবং আমি আক্রান্ত হইনি। বরং বিরোধী দলে যখন আমরা ছিলাম সে সময় যখন ৮০ সনে দাঙ্গা হয়েছিল তখন কিন্তু আমরা কোন সিকিউরিটি পাইনি। এখন জোট সরকারের আমলে বিরোধী সদস্য এবং ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদেরও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তদুপরি এ রকম ঘটনা ঘটে থাকলে এটা দুঃখজনক।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] **:—** স্যার, এটা সত্য কথা, আমরা এই হাউসে যখন বিরোধী এম, এল, এ, ছিলাম তখন আমাদের নিরাপত্তা ছিলনা। এটা পরিষ্কার করে আমি বলতে পারি। যখন পরিমল সাহাকে খুন করা হয়েছিল প্রকাশ্য দিনেরবেলায় এবং খুনীরা তখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

(ভয়েস অব শ্রীসমর চৌধুরী :— এটা সম্পূর্ণ অসত্য)

বাদলবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় নিত। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা আবেদন করেছিলাম, সিকিউরিটি দেবার জন্য। কিন্তু উনি সে আবেদনে সাড়া দেননি। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দ্দেশে চাপে পড়ে কিছু কিছু দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আমরা ২ জন করে প্রতি এম, এল, এ-কে সিকিউরিটি দিয়েছি। বাড়ীতে হাউস গার্ড আছে। যারা হেরে গেছেন

তাদেরও দিয়েছি। কারণ আমরা মনে করি, তাঁদের নিরাপত্তার মূল্য আছে। আমি এই হাউসে বলতে পারি যতগুলি ঘটনা ঘটেছে সবগুলি তদন্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের আমলে কোন ঘটনারই তদন্ত হয়নি। আমরা কোন বিচার পাইনি। স্যার, আমি এখানে মাননীয় সদস্যকে বলছি, কেহ যদি আক্রমণ করে থাকে, আমরা তা তদন্ত করে দেখব এবং দোষী হলে নিশ্চয়ই শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

স্যার, আরেকটা পয়েন্ট আমি এখানে বলতে চাই। কারণ এটা এখানে আলোচনা হওয়া দরকার। উনাদেরকে সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে, হাউস গার্ড দেওয়া হয়েছে। এই ইলেক-শানের সময় কমলপুরের বিভিন্ন জায়গায় এই হাউস গার্ড নিয়ে উনারা নানা রকম ঘটনা ঘটিয়েছেন। এই বিমলবাবু উনি নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বহু ঘটনা ঘটিয়েছেন। তারপর মানিক দে সিকিউরিটি নিয়ে বিলানীয়া মাইছড়ার ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এই বিষয়টি হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সিকিউরিটিদের উনারা নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য না ব্যবহার করে. উনারা যখন আক্রমন করেন; সেই আক্রমণের সহযোগী হিসাবে জনসাধারণকে আক্রমন করেছেন। এরকম বহু তথ্য আমার কাছে আছে।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ১৯৮৮ ইং সনের ১২ই সেপ্টেম্বর আমাকে আক্রমন করা হলো। আমি থানায় দরখাস্ত দিলাম। তারপর হাসপাতালে এক মাস নয় দিন ছিলাম। পুলিশ অনেক তদন্ত করলো, আজকে ১৯৯০ সাল চার্জশীটও দেওয়া হয়েছে। কোর্টে চার্জশীট আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন কতখানি গার্ডস আছে ? এই চার্জশীট হওয়ার পরেও কোন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা। চার্জশীট হওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত আসামীকে ধরবার গার্ডস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাই কেন ? আমার জানতে ইচ্ছা করছে এই আসামীদের দ্বারা উনি পরিচালিত কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য ঠিক নয়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী গত ১৩ তারিখ কাঁঠালিয়া শরনার্থী শিবির পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে উনি শরনার্থীদেরকে রাজনৈতিকভাবে বলেন আজকে চারদিন গেল এই জোট সরকার আপনাদের রিলিফের কোম ব্যবস্থা করে নাই। আমি আপনাদের রিলিফের ব্যবস্থা করেছি। আপনারা সেটা পেয়েছেন কিনা, নাকি দালালেরা চুরি করেছে। এই কথা শুনে শরনার্থীরা উনার উপর ক্ষেপে উত্তেজিত হয়ে উঠেন; এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয় কি জানতে চান আমি জানিনা। মাননীয় সদস্য মহোদয়দের আমি বলছি, আমি এই বিষয়ে তদন্ত করবো। আপনাদের কাছে কোন তথ্য থাকলে তদন্তকারী অফিসারের নিকট আপনারা দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— "গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাত আনুমানিক ১-৪৫ মিঃ নাগাদ জিরানীয়া থানাধীন দুর্গানগর গাঁও পঞ্চায়েতের উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীতুষার রক্ষিত মহোদয়ের বাড়ীতে ঢুকে সি, পি, এম. দুস্কৃতকারীগণ কর্তৃক শ্রীরক্ষিত ও উনার স্ত্রীকে গুরুতর ভাবে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাত আনুমানিক ১-৪৫ মিঃ নাগাদ জিরানীয়া থানাধীন দুর্গাপুর গাঁও পঞ্চায়েতের উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীতুষার রক্ষিত মহোদয়ের বাড়ীতে ঢুকে সি, পি, এম, দুস্কৃতকারীগণ কর্তৃক শ্রীরক্ষিত ও উনার স্ত্রীকে গুরুতর ভাবে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৪/৫-২-৯০ ইং রাত অনুমান ১-৪৫ মিঃ এর সময় জিরানীয়া থানাধীন দুর্গানগর নিবাসী শ্রীতুষার রক্ষিত সস্ত্রীক তখন তাহার ঘরে ঘুমাইতেছিলেন তখন তাহার পিতার ঘর হইতে গোঙ্গানীর আওয়াজ ও লোকজনের কথাবার্তা শুনিতে পান। তিনি তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার পিতার ঘরের দরজার নিকট গেলে দেখিতে পান যে, ৪/৫ জন অপরিচিত লোক মুখে কাপড় বাধা অবস্থায় তাহার পিতার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন শ্রীরক্ষিতে মুখে ভোজালি দ্বারা আঘাত করিলে তিনি নিজেকে রক্ষা করিতে তাহাদের একজনকে লাথি মারেন ফলে ঐ ব্যক্তির মুখোশ খুলিয়া যায় এবং তাহাকে তাতুয়া নিবাসী শ্রীমৃণাল চৌধুরী বলে চিনিতে পারেন। কিন্তু শ্রীমৃনাল চৌধুরী সেখান থেকে দৌড়াইয়া চলে যায়। তারপর শ্রীতুষার রক্ষিত ঘরে প্রবেশ করিতে গেলে অপর একজন দুস্কৃতকারী ভোজালি দ্বারা তাহার হাতের আঙ্গুলে আঘাত করে ফলে তিনি রক্তাক্ত জখম হন। এরপর পিছন দিক থেকে অপর একজন দুস্কৃতকারী তাহার বাম কাঁধের নীচে আঘাত করে জখম করে। তারপর তিনি কোনক্রমে ঘরে প্রবেশ করে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করে দেন এবং চিৎকার করিতে থাকেন। তাহার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন দৌড়াইয়া আসিলে পর দুস্কৃতকারীরা সেখান থেকে

পলাইয়া যায়। শ্রীরক্ষিতকে চিকিৎসার জন্য জিরানীয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুস্কৃতকারীগণ কি উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ীতে এই হামলা সংঘটিত করিয়াছে তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তবে মনে হয় তাহাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই এই আক্রমন সংঘটিত করিয়াছে।

ঘটনাটি শ্রীতুষার রক্ষিতের অভিযোগমূলে জিরানীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮/৩২৬/৩০৭/৩৪ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪ (২) ৯০ নাথভুক্ত করে তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৪ ধারা উক্ত মোকদ্দমায় সংযোজনের জন্য মাননীয় আদালতে আবেদন করেন। কারণ অভিযোগকারী শ্রীরক্ষিত মামলা দায়ের করার সময় তাহার স্ত্রী শ্রীমতি লক্ষ্মী রক্ষিত ও পিতা শ্রীঅনন্ত রক্ষিত দুস্কৃতকারীদের দ্বারা জখম প্রাপ্ত হয়েছিল বলে জানাতেন না। দুস্কৃতকারীগণ তাহার ঘর হইতে নগদ ৪৫০০ টাকা ও তাহার স্ত্রী ও মায়ের শরীর হইতে স্বর্ণের অলঙ্কারটি ছিনতাই করে নিয়ে যায়।

তদন্তকালে পুলিশ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঘটনায় জড়িত বলে প্রকাশ পায়। ১] শ্রীমৃনাল কান্তি চৌধুরী, সাং-তাতুয়া ২] শ্রীহারাধন দেবনাথ, সাং-দুর্গানগর ৩] শ্রীস্বপন সাহা, ওরফে কাইভা সাহা, সাং-দেবীনগর। উপরোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীমৃনাল চৌধুরী পলাতক বিধায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। শ্রীহারাধন দেবনাথকে গত ৫-২-৯০ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে গত ৬-২-৯০ ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়। শ্রীস্বপন সাহাকে গত ৩-৩-৯০ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে গত ৪-৩-৯০ ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়। বাকী আসামীদের গ্রেপ্তারের প্রয়াস অব্যাহত আছে। আসামীগণ সি, পি, আই, (এম) সমর্থক বলে প্রকাশ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, তুষার রক্ষিত যিনি ঐদিন রাত্রে সি, পি, আই, (এম), দুস্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি দুর্গানগরের প্রাক্তন প্রধান ছিলেন এবং বর্তমানে উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান। বামফ্রন্ট সরকারের সময় ওনাকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা হয়েছিল। গত ৩-২-৯০ ইং বিকাল ৪ ঘটিকার সময় দুর্গানগরের গাঁও পঞ্চায়েতের সিরাজ মিয়ার বাড়ীতে মিটিং হয় তিনি সি, পি, আই, (এম) অঞ্চল কমিটির মেম্বার। ওনার ঘরে ৮/১০ জন সি, পি, আই, (এম) সমর্থকের মিটিং হয় এবং সেখানে স্বপন সাহা, হারাধন দেবনাথ ওনারা ঐদিন মিটিং করেছিলেন এবং মিটিংয়ে ঠিক করে যে, তুষার রক্ষিতকে আক্রমন করতে হবে। তারা প্রথমে তুষার রক্ষিতের বাবার ঘরে ঢুকে ওনার গলা টিপে ধরলে ওনার চিৎকারে তুষার

রক্ষিত ঘরের বাহিরে আসলে তাকে আক্রমন করা হয়। আমরা জানি সি, পি, আই, (এমের) তারা এভাবে গোপন মিটিং করে আক্রমন করে। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে, যেখানে ওদের লোকেরা কাউকে খুন করবে ঠিক করে তখন তার আগে গোপন মিটিং করে সেটা ঠিক করে। অনুরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। মাননীয় সদস্য এসব তথ্য তদন্তকারী অফিসারের নিকট দেবেন এবং আমরাও নির্দেশ দেব যাতে এটার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

শ্রীদীপক নাগ :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাহেশ্বর মালাকারের খুনের ব্যাপারে বাদলবাবুর বডি গার্ড এবং তুষার রক্ষিতের ব্যাপারে স্বপন দেবনাথ জড়িত ছিল। এটা ঠিক যে ওনাদের যারা পার্সোন্যাল সিকিউরিটি আছে তাদের দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেস এবং টি.ইউ.জে.এস কর্মীদেরকে আক্রমণ করা হয়। এসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার, স্বপন দেবনাথ তুষার রক্ষিতের খুনের ঘটনায় জড়িত আছে কিনা জানিনা। তবে এটা ঠিক এবং তথ্য আমি আগের কলিং এটেনশানেও দিয়েছিলাম যে বহু ঘটনার সঙ্গে ওদের সিকিউরিটি জড়িত থাকে। এসমস্ত সিকিউরিটি ও হাউজ গার্ডদের দিয়ে তারা বহু হামলা চালায়। বিভিন্ন জায়গায় এসব করছে, এরকম বহু তথ্য আছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের কাছে যেসব সিকিউরিটি থাকে তাদের বিরুদ্ধে যদি এরকম অভিযোগ থাকে তাহলে স্পেসিফিক করে বলুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমাদের সঙ্গে যারা সিকিউরিটি থাকে সেই সিকিউরিটির বিরোদ্ধে এই রকম অভিযোগ করে তাদের থ্রেটেন করা হলে আমাদের সঙ্গে তো তারা কেউ থাকবে না, কেউ আর আমাদের সঙ্গে থাকবে না। স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে আমি বলছি, যদি কোন স্পেসিফিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারেন কিন্তু তিনি সমস্ত সিকিউরিটিদের সম্পর্কে বলেছেন। এইটা মারাত্মক কথা। এই রকম অভিযোগ এইটা হতে পারে না। স্যার, তার মানে কি সমস্ত এম, এল, এ-দের সঙ্গে যে সিকিউরিটি আছে সব সিকিউরিটি উইদড্র করে নেওয়া হবে অথবা সিকিউরিটি বলে আর কিছুই থাকবে

না এতে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। এইটা এইভাবে বলা ঠিক নয়। স্পেসিফিক কোন ব্যক্তির সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে তা বলতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো স্পেসিফিকই বলেছি স্বপন দেবনাথ সম্পর্কে। স্যার, আমি সব সিকিউরিটি সম্পর্কে বলছি না। তবে কিছু কিছু ঘটনার সঙ্গে কিছু কিছু লোকের নাম পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রীনকুল দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিরোধী এম এল, এ-দের সঙ্গে যেসব সিকিউরিটি রয়েছে তাদেরকে টি, এ, ডি, এ, ইত্যাদি কিছুই দেওয়া হয়না। এবং অন্যান্য সম্পূর্ণভাবে তাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এবং ওরা যাতে ডিউটি না করতে পারেন সেজন্য তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি? আর যদি না থাকে তবে সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এইটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। উনি স্পেসিফিক ভাবে বললে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক : পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য রয়েছে কি না যে, উনাদের (বিরোধী এম, এল, এ দের) পছন্দসই সিকিউরিটি দেবার কারণেই এই সব সিকিউরিটি যারা পুলিশ কর্মী বা দেশের সেবার জন্য যারা আত্মনিয়োগ করে-ছেন — যাদের কাছ থেকে বিগত দিনে ভাল সার্ভিস পাওয়া গিয়েছিল, তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত করে তাদেরকে নৈতিক অবনতি ঘটাচ্ছে এবং কিছু কিছু সিকিউরিটিকে অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ করেছেন। এই পছন্দসই সিকিউরিটি দেওয়ার কারণেই এই ঘটছে—এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে রয়েছে কি না?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— স্যার, সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে তাদের নিরাপত্তার জন্য। তাদের যদি কেউ আক্রমণ করে নিশ্চয়ই সেই সিকিউরিটি তাদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করবেন। এবং এই ব্যাপারে যারা লিপ্ত আছেন তাদের অনেকেই প্রশংসনীয় কাজেই প্রমাণ দিয়েছেন। এই সম্পর্কে আমি বলছি না। কিন্তু কিছু কিছু খবরও আছে যে বা স্পেসিফিকই আমি বলছি কিছু কিছু যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে সে সম্পর্কে তদন্ত চলছে এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, তাদের মিস-ইউজ করছেন যারা, যাদেরকে রক্ষার জন্য এই সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে, তাদের নিজের রক্ষার কাজে ব্যবহার না করে উনারা তাদের অপ-প্রয়োগ করছেন—তাদের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহার না করে তাদের আক্রমণের কাজে ব্যবহার করছেন।

মিঃ স্পীকার :—Now it is 1-00 P. M. so, the House is adjourned till 2-00 P. M

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন অগ্নি-নির্বাপক মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :– "বিগত ৯-৩-৯০ ইং তারিখে উদয়পুরে ফায়ার সার্ভিসের সাব-ষ্টেশন অফিসার শ্রীউষা রায়কে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক গুরুতর আহত ও রক্তাক্ত হয়ে উদয়পুর সরকারী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘটনায় প্রকাশ যে, গত ১০-৩-৯০ ইং তারিখ বেলা অনুমান ৫-৩০ মিঃ-এর সময় উদয়পুর অগ্নি-নির্বাপক সংস্থার সাব-ষ্টেশন অফিসার শ্রীউষা রায় রাধাকিশোরপুর থানায় এই মর্মে একটি অভিযোগ দায়ের করেন যে, উদয়পুর অগ্নি-নির্বাপক সংস্থারই দুইজন কর্মী যথা শ্রীরতনচন্দ্র দে এবং শ্রীভাস্কর দেববর্মা গত ৯-৩-৯০ ইং রাত অনুমান ১১টা হইতে ৩টার মধ্যে তাহার কর্তব্যরত অবস্থায় তাহাকে কিল ও ঘুষি দ্বারা আঘাত করে ও হুমকি দেয়।

উপরিউক্ত অভিযোগটি রাধাকিশোরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩২-৫০৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৪ (৩)৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। আহত শ্রীউষা রঞ্জন রায়কে উদয়পুর হাসপাতালে নিয়া গেলে সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তদন্তকালে পুলিশ অভিযুক্ত শ্রীরতনচন্দ্র দে ও শ্রীভাস্কর দেববর্মাকে গত ১১-৩-৯০ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে এবং পরে থানা হইতে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে, ডিউটি বণ্টন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

বর্তমানে ঘটনাটি পুলিশের তদন্তাধীন আছে এবং তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পরই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হবে।

শ্রীবিমল সিনহা :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি মাইকের গণ্ডগোলের জন্য বুঝতে পারি নাই, যে সেকশনটা কত ধারায় বললেন আপনি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— ৩৭২ ও ৫০৬।

শ্রীবিমল সিনহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা তদন্ত করে দেখবেন কি যে, এই ধরনের ঘটনা যেমন : রঞ্জিত কুমার দেবনাথ, ফায়ারম্যান, খোয়াই ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন। সে যখন সরকারী কাজে আগরতলায় আসে, তখন ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনেই তাকে মারপিট করা হয় ১০-১০-৮৮ ইং তারিখে, সন্তোষ কুমার শীল এবং সরোজ বৈদ্য, ফায়ারম্যান, শান্তির বাজার ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন, তারা যখন সরকারী কাজে আগরতলার অফিসে আসে, তখন ২৮-১২-৮৮ ইং তারিখে তাদেরও মারধোর করা হয়, তারপর সঞ্জয় ভদ্র ফায়ারম্যান তাকেও ২-২-৮৯ ইং তারিখে আগরতলায় ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনে মারপিট করা হয়। তারপর, রাধেশ্যাম সাহা, তাকেও মারপিট করা হয়। এছাড়া, সৌগত দেববর্মা, ষ্টেশন অফিসার, আগরতলা, তাকেও মারপিট করা হয়, তারপর, উষা রায়ের কথা তো মাননীয় মন্ত্রী নিজেই বললেন। এখন, আমি জানতে চাইছি যে, কার মদতে কিছু দুস্কৃতিকারী ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশনের মধ্যেই কর্মরত অবস্থায় এসব কর্মীদের মারধোর করলো এবং তারা কি মারধোর খাওয়ার জন্য ফায়ার সার্ভিসে কাজ করতে এছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যেসব ঘটনার কথা বলছেন, সেগুলি আমার কাছে নাই। তবে আমি সাধারণত বলতে পারি যে, পুলিশ ফায়ার সার্ভিস এবং প্যারা মিলিটারীতে যেসব লোক কাজ করেন, তারা একটা ডিসিপ্লিন ফোর্স, তাদের মধ্যে যে শৃঙ্খলা থাকার কথা, সেটা উনাদের আমলেই নষ্ট হয়ে গেছে। এখনও যেটা চলছে, সেটা আমরা উত্তরাধিকারী হিসাবে পেয়েছি। কাজেই, এই ধরনের কোন ঘটনার অভিযোগ আসলেই আমরা সেটা শক্ত হাতে মোকাবিলা করব।

শ্রীবিমল সিনহা :— স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই যে, উনি নিজেও বলেছেন এফ, আই, আর, করা হয়েছে এবং যারা ভিকটিম বা এ্যাসালটেড্ হয়ে হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছে, এই ঘটনার পর আজ ৯ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল, এর মধ্যে কোন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি তো বলেছি যে, যারা এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে, তাদের মধ্যে দুই জনকে এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শ্রীবিমল সিনহা :— উষাবাবু হসপিটালে কতদিন ছিলেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি যে, উষাবাবুকে ফার্ষ্ট এইড দিয়ে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই কত দিন তিনি হাসপাতালে ছিলেন, এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিমল সিনহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সিভিয়ার ইন্‌জুরি, হেড ইন্‌জুরি এই ধরণের ঘটনা ঘটে থাকলে, থানা থেকে কি ভাবে বেল দেওয়া হয়, তা তো আমি বুঝতে পারছি না এবং এই হেড ইন্‌জুরি থাকলে হসপিটালে তাকে কেন এ্যাডমিশন দেওয়া হল না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে যিনি এফ, আই, আর, করেছেন তাতে ৩০২ এবং ৪৩৬ ধারা বলে অভিযোগ করেছেন এবং এটা বেল্যাবল সেক্সন। কাজেই, আইন মাফিক সেটা করা হয়েছে।

শ্রীবিমল সিনহা :— স্যার, এফ, আই, আরে, কি আছে, সেটা ধরে নিলে তো হবে না। সিভিয়ার ইন্‌জুরি এবং হেড ইন্‌জুরি, এগুলি কিভাবে থানাতে বেল্যাবল হয়, তা তো আমি বুঝে উঠতে পারছি না এটাই আমি জানতে চাই ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, মেডিকেল রিপোর্টে যদি হার্টের ব্যাপারে কিছু থাকে তাহলে কোর্টের একতিয়ার রয়েছে টু টেক দি এসেনসিয়েল মিজারস্।

মিঃ স্পীকার :— নাউ আই অ্যাম গুয়িং টু দি নেক্সট বিজিনেস। মাননীয় সদস্যদের

অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমি গত ২৬-৩-৯০ ইং তারিখে তিনটি নোটিশ টু ডিস্কাস-অন ম্যাটার্স অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপোর্টেন্টস ফর শর্ট ডিস্কাশন পেয়েছি। যে সকল সদস্য এই নোটিশগুলি দিয়েছেন তাদের নাম ও বিষয় নীচে উল্লেখ করছি। উক্ত বিষয়গুলির উপর আগামী ৩০-৩-৯০ ইং তারিখে আলোচনা হবে। শ্রীদীপক নাগ, বিষয়বস্তু হল—"ডিজেল ও পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি ও তদ্‌জনিত কারনে জনসাধারণের অসহনীয় অবস্থা ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ভর্তুকী প্রদান সম্পর্কে।" শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল, বিষয়বস্তু হল—ফ্লাড প্রোটেকশান স্কীম দেওয়ান পাশা থেকে ধর্মনগর হাসপাতাল পর্য্যন্ত চালু করা সম্পর্কে।" শ্রীরসিকলাল রায় বিষয়বস্তু হল—"ধর্মনগর শহরে ফ্লাড প্রোটেকশান স্কীম চালু করা সম্পর্কে।"

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1990-91

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল জেনারেল ডিস্কাশন অন দি বাজেট এসটিমেটস ফর ১৯৯০-৯১। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি তারা যেন তাদের আলোচনা বাজেট বক্তব্যের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আমি উভয় দলের চীফ হুইফদেরকে অনুরোধ করছি তারা যেন তাদের দলের সদস্যদের একটা নামের তালিকা দেন যারা এই বাজেটের উপর বক্তব্য রাখবেন। ১৭০ মিনিটস। এর মধ্যে রুলিং পার্টি ১০০ মিনিটস, ওপোজিশন ৭০ মিনিটস।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমি বলা শুরু করছি স্যার। মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট উত্থাপন করেছেন জেনারেল ডিস্কাশনের জন্য আমি শুরুতেই তার বিরোধিতা করছি। এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেট বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে, এই বাজেটকে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের একটা প্রচেষ্টা করেছেন। যেখানে ৬৮ শতাংশ এলাকায় ৭৬ শতাংশের বেশী উপজাতি সেখানে ভারতবর্ষের সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলী মোতাবেক অটোনোমাস ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। জেলা পরিষদের সাংবিধানিক অধিকার—allotment, occupation, or use or spread about land, management of any forest not being a reserved forest, regulation of the practice of shifting cultivation, establishment of village, or town committee or council and other powers, matter relating to village or town administration including

village or town police and public health and sanitation, inherritance of property, এইগুলি ফাংশনারী ব্যবস্থা।

অর কাউন্সিল এণ্ড আদার পাওয়ার্স, মেটারস রিলেটিং টু ভিলেজ টাউন অ্যাডমেনিষ্ট্রেশান, ইনক্লুডিং ভিলেজ অর টাউন পুলিশ, এণ্ড পাবলিক হেলথ এণ্ড সেনিটেশান, ইনহেরিটেন্স অব প্রপার্টি এগুলি হচ্ছে সাংবিধানিক ব্যবস্থা। যে অধিকারগুলি এই ষষ্ঠ তপশীল মোতাবেক এইখানে প্রযুক্ত হয়েছে। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে একটিও সাংবিধানিক অধিকার, ক্ষমতা এ, ডি, সি-র হাতে তুলে দেননি। স্যার, যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন আমরা দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকার এই প্রত্যেকটি অধিকার, প্রত্যেকটি ক্ষমতা ক্রমেই আমরা সম্প্রসারিত করেছি। স্যার, ওরা বরং উল্টো। যেটুকু অধিকার বামফ্রন্ট দিয়েছিল, আজকে সেই অধিকারগুলি তারা কেড়ে নিতে শুরু করেছেন। ষষ্ঠ তপশীলে আমরা যে সমস্ত ক্ষমতা দেখতে পাচ্ছি, গত দুই বছরে তাঁরা তা হরণ করে নিচ্ছেন। জেনারেল ডিসকাশনে তার কিছু কিছুর উল্লেখ মাননীয় সদস্যরা গত দুই দিনে করেছেন। এ, ডি, সি, এর নিজের আইন তৈরী করার অধিকার আছে। রাজ্য সরকার সমস্ত আইন আটকে রাখছেন। আমি খবর নিয়ে দেখেছি, ৭ ৮টি বিল যে বিলগুলি এ, ডি, সি-তে সর্বসম্মত ভাবে পাশ করা হয়েছিল সেগুলি এখন পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার ছাড় দেয়নি। স্যার, আমি এখানে কন্সটিটিয়েন্সির আর একটি জায়গা উল্লেখ করছি। কন্সটিটিউয়েশান প্রভিশান আছে, Estimated receipt and expenditure pertaining to autonomous district to be shown separately in the annual financial statement—The estimated receipts and expenditure pertaining to an autonomous district which are to be credited to, or is to be made from, the Constituted Fund of the State * * * shall be first placed before the District Council for discussion and then after such discussion be shown separately in the annual financial statement of the State to be laid before the legislature of the State under article 202. স্যার, এই হচ্ছে ফিন্যালসিয়াল ষ্টেটমেন্ট। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তন্ন তন্ন করে কোথাও খুঁজে পাইনি। সাংবিধানিক যে অধিকার এ, ডি, সি-এর যে অধিকার এই অধিকারকে কিভাবে হরণ করেছেন। টোটাল বাজেটে তার রিফ্লেক্ট হচ্ছে। এই বাজেটের কোন রকম মূল্য নাই। সাংবিধানগত ভাবে আর্টিকেল নাম্বার ২০২তে বলে দেওয়া হয়েছে, জেনারেল ডিসকাশন এ, ডি, সি এর কাছে দিতে হবে। সেখান থেকে আলোচনা করার পর লেজিসলেচারে পেশ করবেন। সেপারেটলি স্পেসিফাই করা হয়েছে এই কন্সটিটিউয়েসিতে। একটুও তাঁরা তা মানেন নি। ১৯৯০-৯১

সালের যে বাজেট বই পেশ করেছেন ভলিউম ওয়ান এবং টু সেগুলিও আমি দেখেছি। কিন্তু এ, ডি, সি, কোথায়? এ, ডি, সি, এর টাকার এলটমেণ্ট কোথায়? কত টাকা দেওয়া হয়েছে? খুঁজতে খুঁজতে শুধু মাত্র ভলিউম টুতে নির্দ্দিষ্ট একটা জায়গায় ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬ এ ব্র্যাকেটে ট্রাইবেল সাবপ্ল্যান ইনক্লুডিং এ, ডি, সি, এরীয়ার্স এই ভাবে লেখা আছে। স্যার, সাব প্ল্যানের মধ্যে একটি জায়গায় কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। তাও সেগুলির মধ্যে পরিষ্কার ভাবে কত টাকা এ, ডি, সিকে দেওয়া হয়েছে তা কিছুই নেই। এডুকেসান? এখানেও ট্রাইবেল সাব প্ল্যান ইনক্লুডিং এ, ডি, সি, এরিয়াস এইভাবে ব্র্যাকেটে লেখা রয়েছে। এ, ডি, সি, এর জন্য আলাদা করে কোন বাজেট নেই। রেষ্টরেশান অ্যাসিসটেন্স ট্রাইবেল সাব প্ল্যান ইনক্লুডিং এ, ডি; সি, এরিয়াস এই ভাবে লেখা আছে। যে কায়দায়, যে ভাবে রাখতে হয় তা করা হয়নি। স্যার, আদার্স স্কীম আইটেমে যেভাবে এষ্টিমেট করা হয়েছে তাতে এ, ডি, সি, ক্লেইম করতে পারবে না। এ, ডি, সি, যেন তার রাইটস এসটাব্লিশড করতে না পারে, ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের কণ্ট্রোলে থাকে সে ভাবেই বাজেট করা হয়েছে। যাতে রাজ্য সরকার যখন খুশী নিজেদের ইচ্ছামত বসিয়ে ১ টাকা ২ টাকায় একটা টোকেন পেমেণ্ট করে দেওয়া হবে। ভাবটা দেখান হবে, এই দেখ আমরা এ, ডি, সি, এর জন্য কি করছি। স্যার, ঠিক এই ভাবে ফিন্যান্সিয়াল বাজেটে রিষ্ট্রক্টেড হয়েছে। স্যার, এ, ডি, সি-কে হেয় করা হচ্ছে। এই ভাবে এ, ডি, সি-র সমস্ত এষ্টিমেট রাজ্য সরকারের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসছে, সমস্ত কিছু কবজা করে নিয়েছেন। স্যার, আজকে জেলাপরিষদ এলাকায় উপজাতিদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। উপজাতিরা যাতে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয় সে জন্য আজকে জেলাপরিষদ এলাকার মধ্যে নতুন করে বাংলাদেশী লোক ঢুকান হচ্ছে। সমস্ত সিটিজেনশিপ দেওয়া হচ্ছে, ভিলেজ রেজিষ্টারে নাম ঢুকান হচ্ছে। যাতে করে উপজাতি জনগণের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দেয়, নতুন করে সন্দেহ দেখা দেয়, আবার এ, ডি, সি, এলাকার ভেতরও সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে।

স্যার, ভল্যুম নং ২ বাজেট বইতে টোটালঃ অটোনমাস ডিষ্টিক্ট কাউন্সিল (জেনারেল) লিখে বিভিন্ন আইটেমগুলি দিয়ে তার নীচে পরিষ্কার করে 'নীল' লেখা রয়েছে। রেষ্টোরেশান এসিষ্ট্যান্স, আদার এ্যাক্সপেণ্ডিচার, আদার স্কীম্স-এর কোথাও কোন রকম বাজেট বরাদ্দ করা হয় নি। একটামাত্র জায়গায় নির্দ্দিষ্টভাবে এ, ডি, সির কথা লিখে গ্র্যাণ্টস-ইন-এইড কনট্রিবিউশাস, টোটাল : অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল লিখে ব্রেকেটে ট্রাইবেল সাব-প্ল্যান লিখে রাখা হয়েছে। স্যার, এ, ডি, সির বাইরেও তো ট্রাইবেল সাব-প্ল্যান এরিয়া রয়েছে। ঠিক এই কায়দায় নির্দ্দিষ্ট-ভাবে মঞ্জুর করা হয়েছে ১৪ কোটি টাকা। স্যার, জোট সরকার তো সংবিধান মানেন। সংবিধানতো আর আমরা তৈরী করি নি। সেই সংবিধান অনুযায়ী স্বশাসিত জেলা পরিষদেরতো

আরও ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই সরকার এ, ডি, সির সমস্ত ক্ষমতাকে কারটেল করে ঠুটো জগন্নাথ করে রাখার জন্য চেষ্টা করছেন যাতে রাজ্য সরকার এ, ডি, সির সমস্ত ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখতে পারেন। যাতে এ, ডি, সির দাবী করার কোন অধিকার না থাকে। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সমস্ত কর্মসূচীর প্রায় সবটা বাজেট বরাদ্দই তুলে দিয়েছিলেন এ, ডি, সির হাতে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের ১০ বৎসরের শাসনকালে তা দেখেছেন। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সমস্ত স্কীমের টাকা, এ, ডি, সির সাথে পরামর্শ করে এ, ডি, সির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বি, ডি, ও এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারী প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি দিয়ে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার এ, ডি, সিকে সাহায্য করেছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের স্বশাসিত জেলা পরিষদ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা ইতিহাস। ভারতবর্ষের আর কোথাও এর নজীর নেই। অনেকে বলে থাকেন যে—এই ধরনের স্বশাসিত জেলা পরিষদ ভারতবর্ষের অনেক ষ্টেটে আছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের এই ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল কিন্তু একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে ৭০ শতাংশ মানুষ অ-উপজাতি, আর ৩০ শতাংশ মানুষ উপজাতি। এই ৩০ শতাংশ উপজাতির অধিকার রক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্টভাবে ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক এখানে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। সুতরাং তার চেহারা কিন্তু মিজোরাম, মণিপুর বা কাছাড়ের এ, ডি, সির মতো নয়। উগ্রজাতিয়তাবাদকে রোধ করে এখানকার ট্রাইবেলদের প্রটেকশান দেবার জন্য এখানে এই জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। তার জন্যই এর গুরুত্ব ঐতিহাসিক, অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু এই জেলা পরিষদকে কিভাবে অবহেলা করা হয়েছে এই বাজেটের মধ্যে তা রিফ্লেক্টেড, এটা আমি আগেই বলেছি। স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের একটা লক্ষ্য ছিল এ, ডি, সির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে উপজাতিদের উন্নয়ন এবং তাদের কল্যাণমূলক কাজগুলি তুলে দেওয়া। সেই লক্ষ্য অনুযায়ী বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এ, ডি, সির সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সরকারী প্রকল্প, সরকারী স্কীম সমস্ত কিছু তুলে দেওয়া হয়েছিল।

স্যার, বি, ডি, ওদের ষ্টেট গভর্ণমেন্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এ, ডি, সির বাজেট সম্পর্কে এ, ডি, সি এলাকার মধ্যে সমস্ত কাজকর্ম করতে হলে ঐ এ, ডি, সির যারা নাকি জনপ্রতিনিধি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে এবং গ্রামে যে সমস্ত পঞ্চায়েত আছেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই সমস্ত টাকা খরচ করতে হবে। এ, ডি, সি কে কৈফিয়েৎ দিতে হবে, পঞ্চায়েতকে কৈফিয়েৎ দিতে হবে যে, এ, ডি, সির টাকা কি করে খরচ করা হলো এবং কোথায় কি ব্যবস্থা করা হলো। ডি, এমদের বলা হয়েছিল এলোকেশ্যানের টাকা এই যে বি, ডি ওদের হাতে পাঠানো হয় এই সমস্তও। ডি, এমদের কৈফিয়েৎ দিতে হবে।

রাজ্য সরকারের কাছে যে এ, ডি, সির এই সমস্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চালু করা হয়েছে কিনা গণতান্ত্রিক সম্মতভাবে এবং টাকা পয়সা কোথায় কিভাবে খরচ হচ্ছে তারও হিসাব দিতে হবে। বর্ত্তমান জোট সরকার সমস্ত কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন। বি, ডি, ওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোন কৈফিয়েৎ নয়, ডি, এমদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোন প্রশ্ন নয়, আপনাদের নিজেদের খুশী মতো সমস্ত কিছু করুন। স্যার, এখানে আমি উল্লেখ করতে পারি মাতারবাড়ী ব্লকে ১৯৮৯-৯০ ফিনান্সিয়াল ইয়ারে জুট কালটিভেশ্যানের জন্য ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪ শত টাকা দেওয়া হয়েছে, ফিসারীর জন্য ৭ হাজার ৬ শত ২০ টাকা, পাবলিক রিলেশ্যানের জন্য ৭ হাজার ৭ শত ৪৫ টাকা, এনিমেল হাজবেণ্ডারীর জন্য ২ লাখ, এন, আর, ই, পি ৫০ হাজার, এস,আর, ই, পি ৪০ হাজার, ইণ্ডাষ্ট্রি ১ লাখ ৫ হাজার। একটি পয়সারও ইউটিলাইজেস্যান সার্টিফিকেট দিয়েছেন, একটি কথা তাদের কাছ থেকে বের করা যায়। এ, ডি, সি, বার বার নোট দিচ্ছেন কিন্তু কোন উত্তর নেই ইউটিলাইজেশ্যান দেয় নি। শুধু সেখানে নয়—গণ্ডাছড়া ব্লকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১ শত টাকা ১৯৮৯-৯০ সনে দেওয়া হয়েছে, এন, আর, ই, পি ৩৫ হাজার টাকা, এস, আর, ই, পি ৫০ হাজার টাকা, ইণ্ডাষ্ট্রি ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৩ শত।

স্যার, আমি সময় নিচ্ছি, আমাদের সময় কাটার পর যা ভাগ থাকবে আমাদের মেম্বারের মধ্যে আমরা ভাগ করে নেব। আমার যতটুকু সময় লাগে আমাকে দিয়ে স্যার, নিজের দায়িত্ব প্রতিনিধি হিসাবে সময় সম্বন্ধে সচেতন থাকবো।

স্যার, জোট সরকার সমস্ত ব্যবস্থাকে শুধু এখানে নয়, প্রত্যেকটা ব্লকে এমন কোন ব্লক নেই এই রকম টাকা আটকে না রয়েছে, এক পয়সারও এখানে কোন ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট নেই। মাতারবাড়ী ব্লকে ৫ লক্ষ ৮ হাজার ৭ শত ৬৫ টাকা, অমরপুর ব্লকে ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৫ শত টাকা, গণ্ডাছড়াতে ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪ শত টাকা, বগাফাতে ৭৭ হাজার ৯ শত ১৫ টাকা, সাতচান্দে ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৮ শত টাকা, রাজনগরে ৪৫ হাজার টাকা, কাঞ্চনপুর ব্লকে ১৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪ শত ৫৭ টাকা, পানিসাগরে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৪ শত টাকা, কুমারঘাটে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, সালেমাতে ৯ লক্ষ ৭৭ হাজার ১২৬ টাকা, ছামনুতে ১০ লক্ষ ১২ হাজার ৫ শত টাকা, খোয়াইতে ৪ লক্ষ ১ হাজার ১৭৩ টাকা, জিরানীয়াতে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা, মোহনপুরে ২ লক্ষ ৭ শত ৮০ টাকা এবং বিশালগড়ে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। মেলাঘরে ৯৫ হাজার ৪ শত টাকা, টাকারজলা ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭ শত টাকা। প্রত্যেকটি ব্লকে যত টাকা এই ১৯৮৯-৯০ ইং সনের ফিন্যান্সিয়েল ইয়ারে দেওয়া হয়েছে, সে টাকার ইউটিলাইজেশন তারা দিচ্ছে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা হয়েছে। এ, ডি, সি, চীফ এগজিকিউটিভ অফিসার সহ

আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও কত মাস হয়ে গেছে অথচ এক পয়সারও কোন ইউটিলাইজেশন দেওয়া হয় নাই। আজকে এভাবে এ, ডি, সি-কে সর্বনাশ করছে। সেখানে সব অল্প বয়সের যুবকরা যা করছে এই জোট সরকারের মধ্যে সেরকম কয়জন মন্ত্রী আছে। একটা সুন্দর শৃঙ্খলার মধ্যে তারা সমস্ত জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছে। ওদের কোন প্রশাসনিক ক্ষমতাও সেরকম কোন সুযোগ তাদের নেই। বামফ্রন্ট সরকার উদ্যোগ নিয়েছিল তাদেরকে কাজ করার মত সুযোগ করে দিতে। কিন্তু আজকে সে উদ্যোগ ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে। কালকে ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন, জনস্বার্থে এটা একটা সাজ্ঘাতিক বাজেট। অন্যান্যরা যাই বলুন কিন্তু মিনিষ্টারদের বক্তৃতাকে আমরা একটু গুরুত্ব দিই। কারন তারা নির্দ্দিষ্ট আসন থেকে নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব নিয়ে বক্তৃতা দেন। গত ২ বছরে ওনারা বলছেন, ত্রিপুরা রাজ্যের হাসি ফুটিয়েছেন। স্যার যত জোতদার, মহাজন, শোষক গোষ্ঠী টাউট, বাটপার চোরাকারবারীরা ফরিয়াৎ এবং সরকারী আমলাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন। স্যার, সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদকে তারা সরকারী ক্ষমতা ও পেশা শক্তির সাহায্যে দমন করেছেন। গ্রামে আধা ফ্যাসিষ্ট রাজত্ব কায়েম করেছেন। তাদের নেতা রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁর কাছে এসব অভিযোগের কপি দেওয়া হয়েছে। এই ২ বছর ত্রিপুরার মানুষ জঙ্গলের রাজত্বে বাস করছে। এখানে এখন চলছে প্রচণ্ড ফিন্যান্সিয়েল ইনডিসিপ্লিন। রাজ্য সরকারের তহবিলে এখন একটা পয়সাও নাই। এখন এল, ও, সি, নিয়ে আরম্ভ হয়েছে আরেক বিশৃঙ্খলা। অফিসারদের সরকারী নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে হয়। কিন্তু সেটা মানতে পারছেনা বলে এখন মন্ত্রীদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হচ্ছে। কারা তার চাকুরী করেন তাদেরকে পরে জবাব দিতে হবে। স্যার, ভাবতে লজ্জা হয় যে, ওনারা কানমলা খেয়েও লজ্জা হয়না।

স্যার, লজ্জা হয় না ওদের। বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে 'কানমলা খাওয়া' লজ্জা নেই, কানমলা খেয়েও ওদের লজ্জা হয় না। একটার পর একটা কানমলা খাচ্ছে তাতে ওদের কোন লজ্জা নেই।

স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের সময় তো এইটা ছিল না। এই অবস্থায় তো পড়তে হয়নি। স্যার, বাজেটের কথা বলছেন—দুই একজন মন্ত্রী অনেক বড় বড় বক্তৃতা দিয়েছেন। আবার কেউ বলেছেন পশ্চিম বাংলার কথা। কলকাতার কথা তো কেউ বলেননি। গিয়ে দেখুন পশ্চিম বাংলা বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দিয়েছে। একটা একটা করে পত্রিকা খুলে দেখুন, দিল্লীর কাগজগুলি পড়ে দেখুন, কলকাতার কাগজগুলিতো বুর্জোয়া পেপার। বরুন সেনগুপ্ত কি লিখেছেন? উনার বর্তমান পত্রিকার এডিটোরিয়েল কলামে সংবাদ দেখুন। তিনি লিখেছেন 'অপূর্ব বাজেট'। 'এই বাজেট ভারসাম্য রক্ষা করার বাজেট।' কেন্দ্রিয়

সরকারও পারেননি এই রকম বাজেট করতে। সারা ভারতবর্ষের মানুষ যে আশা করেছিলেন কেন্দ্রিয় সরকারও তা করতে পারেননি। পশ্চিম বাংলা পারলো কেন ? কারণ সেখানে বামপন্থী বিকল্পের একটা সরকার—ওখানে বিকল্প কর্মসূচী আছে। এই বাজেট বিকল্প বাজেট। যে বাজেটে গরীবের জন্য টাকা যায়, যে বাজেট গরীবের মুখে হাসি ফোটায়, মহাজনের মুখ কালো করে, মহাজনদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে, জোতদারদের আতংক সৃষ্টি করে, কিন্তু গরীবের মুখে হাসি ফোটায় ভূমিহীনদের মুখে হাসি ফোটিয়ে তোলে, ওদের মজুরী বাড়ে। এই রকম বাজেট তার ভারসাম্য রক্ষা করে। আমরা জানি ধনতন্ত্রের মধ্যে প্রচণ্ড সংকট—সেই সংকটের মধ্যেই একটা ভারসাম্য রক্ষা করে তারা বাজেট তৈরী করেছেন।

আমাদের ত্রিপুরার অবস্থাটা কি ? আমাদের ত্রিপুরার শতকরা ৯০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। পার ক্যাপিটা ইনকাম কি ? পার ক্যাপিটা ইনকাম ১৯৭৮-৭৯ তে মাত্র ৮৬১ টাকা ছিল। আর সারা ভারতবর্ষের পার ক্যাপিটা ইনকাম হচ্ছে ১২৪৯ টাকা। প্লেনিং কমিশনের দেওয়া তথ্য। এই ৮৬১ টাকা মাত্র পার ক্যাপিটা ইনকাম। এত নীচের স্তরে পড়ে যে ত্রিপুরা অত্যন্ত অনগ্রসর রাজ্য। এখানে নেই কোন ইনফ্রাসট্রাকচার, রেল নেই, রাস্তা নেই, জলের ব্যবস্থা নেই। এইখানে একটা মিডিয়াম প্রোজেক্ট করতে গেলে-মাইনর ইরিগেশন এর কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে নিজস্ব সীডস্ তৈরী করার মত কোন ইনফ্রাসট্রাকচার নেই। এখানে বাইরে থেকে আমদানী করে সার বিতরণ করতে হয়। এবং পরিবহন খরচ এত বেশী যে প্রত্যেকটি জিনিসের দাম বেড়েছে। এই রকম একটা দুঃস্থ অনগ্রসর এই ত্রিপুরার বুকেই দীর্ঘ দশ বছর বামফ্রন্ট সরকার একটা বিকল্প বামপন্থী বিকল্প কর্মসূচী সামনে রেখে কাজ করেছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার এর বিকল্প কর্মসূচী কি ছিল ? আমি এই সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলব।

আমরা সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলাম যেটা ঐ পশ্চিম বাংলার বামপন্থী বিকল্প সরকার এই বিকল্প কর্মসূচীতে প্রথমেই বলেছেন—আমরাও এইখানে তাই বলেছিলাম। প্রথমে আগে কৃষকদের হাত—জমিটুকু শক্ত কর। যে সমস্ত অনাবাদী আবাদযোগ্য জমি পড়ে আছে সমস্ত জমি ওদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। জুমিয়া পুনর্বাসন, ভূমিহীন পুনর্বাসন সমস্ত পুনর্বাসনের স্কীম করতে হলে আগে জমিটা দাও—জমিতে শক্ত করে দাঁড়াতে দাও। তারপর বামপন্থী বিকল্প যে কর্মসূচী সেই কর্মসূচীতে পঞ্চায়েতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। ১৮ বছরের বয়সের ভোটাধিকার দিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করে দেওয়া হল। প্রত্যেকটা সদস্যকে ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। আর অপর দিকে সমবায়কে করা হল—সমবায়কে ভোটে নির্বাচিত সমবায় করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার বলেছিলেন ত্রিপুরার শতকরা ৯০ ভাগ মানুষকে যে তোমাদের জমি দেওয়া হল—

এই জমি হচ্ছে তোমাদের সম্পদ। এই জমিকে আকড়ে ধরে একটা পা তোমার রাখ পঞ্চায়েতের উপর এবং আরেকটা পা রাখ এই সমবায়ের উপর। এই দুই জায়গায় শক্ত করে দাঁড়িয়ে এস আমরা নতুন করে ত্রিপুরা গড়ে তুলি। মহাজনের বিরুদ্ধে, মিডলম্যানদের বিরুদ্ধে এই মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব। এবং আমাদের সরকার যে বিকল্প কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করব। এই কর্মসূচীকে যারা বাঁধা দেবে তাদের আটকাতে চেষ্টা করব, তাদের থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করব। জনগণকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করব। এইটাই ছিল বামপন্থীদের বিকল্প কর্মসূচী।

তার পাশাপাশি এলাইড সার্ভিসগুলি, শিল্প ও অন্যান্য এগুলি সম্পর্কেও কত বেশী সাবসিডি ও ভর্তুকী দিতে হয়েছে। যারা মাটি থেকে দাঁড়াতে পারেননা, উঠতে পারেন না এদেরকে ভর্তুকী দেওয়া যেতে পারে। তাদেরকে রিলিফ দেওয়া ছাড়াতো তোলা যায় না। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ডাবল রেশনের ব্যবস্থা চালু রেখেছিলাম এতে তাদের মন শক্ত করতে পারতাম যে, পরবর্তী সময়ে জুম ভাল হলে ডাবল রেশন না পেলে অন্তত না খেয়ে মরতে হবে না।

স্যার, এই জোট সরকার যে বাজেট তৈরী করেছেন সেটা ওদের স্বার্থে নয়। জনগণের স্বার্থে নয়। এই বাজেট কায়েমী স্বার্থের জন্য করা হয়েছে। স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি শুধু বলতে চাই, এই বাজেট নিয়ে শুধু মাত্র যে পদ্ধতিতে আলোচনা করা দরকার সেই পদ্ধতিতেই আমরা এখানে আলোচনা করছি। এই বাজেট এখানে শুধু নয়। গ্রাম পাহাড়ের ২৪ লক্ষ মানুষ এই বাজেট লক্ষ্য করছেন। গত দুই বৎসরের শাসনকে তারা দেখছেন। গত ২২শে জানুয়ারী এই বিধানসভা অভিযানে প্রায় ৩০ হাজারের বেশী গ্রাম পাহাড়ের মানুষ সেদিন বলেছিলেন এখানে থেকে সর। বামফ্রণ্টের কার্য্যসূচীগুলি রূপায়ন কর। তৈরী হচ্ছে সেই পথ, প্রতি গাঁওসভাতে গণ কনভেনসান চলছে। প্রস্তুতি নিচ্ছে আগামী ৪ঠা মের সমাবেশের জন্য। পঞ্চায়েতের, সমবায়ের এ, ডি, সি-র এবং রাজ্যের জনগণের বিরুদ্ধের যে চক্রান্ত চলছে। তার কৈফিয়ৎ আপনাদেরকে দিতে হবে। তারপর এখান থেকে টেনে নামাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পিকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী। আপনি আপনার বক্তব্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করবেন।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :—স্যার, এটা কি করে সম্ভব হবে, আমি আর একটু সময় চাইছি।

মিঃ ডেপুটি স্পিকার :— আপনাদের একজন সদস্যই দু'জনের সময় চেয়ে নিয়েছেন। সুতরাং আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :—এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে আমি পূর্ণ বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। বাজেটে যে জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, সেটা হলো—এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা চলছে। কাজেই এই বাজেটকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। গান্ধীজী বলেছিলেন—গ্রামীন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, গ্রামীন উন্নয়ন করতে হবে। এখানে আমি দেখেছি যে, গ্রামীন উন্নয়নের সবগুলিও যদি তারা চায় তাহলেও, কৃষি, সমবায়, পশু পালন, পঞ্চায়েতও উপজাতি কল্যাণ বিলে মাত্র ৯'১৪ শতাংশ। এটা দিয়ে উনারা গ্রামীণ সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন। জানাবেন কি, এটা দিয়ে কিভাবে উনারা গ্রামীণ সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন।

রাজীব গান্ধী করেছিলেন ডি, এমকে দিয়ে পঞ্চায়েতকে শাসন করানোর জন্য। এখন সেটা জলের তলে। সেই প্রস্তাবটা আর কোনদিন কার্যকর হবে না। ১৮ বছরের ভোটারদের দিয়ে নির্বাচন করিয়ে এই পঞ্চায়েতগুলি গঠন করা হয়েছিল। এবং সেই পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দিয়েছে। আর আমরা কি দেখছি এই জোট সরকারের আমলে ?

এখানে নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেই পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দিয়েছেন। আর আমরা কি দেখছি এই জোট সরকারের আমলে ? পঞ্চায়েত ভেঙ্গেছে, মিউনিসিপালিটি, ভেঙ্গেছে, ল্যাম্পস, প্যাকস্ এই সমস্ত সংস্থাগুলি কে ভেঙ্গেছে। যেখানেই গণতান্ত্রিক প্রথায় কোন সংস্থা ছিল সেটাকেই আগে ভেঙ্গেছে। ওদের গণতন্ত্রের বিশ্বাস সাংঘাতিক, ওরা যে গণতন্ত্র মানে না এটা পরিষ্কার পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কাজেই এটা পরিষ্কার বুঝতে হবে যে, সমস্ত পঞ্চায়েত ভেঙ্গেছে, এই পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে কংগ্রেসী পঞ্চায়েত ছিল, টি, ইউ, জে, এস, পঞ্চায়েত ছিল। উনারা বলেছেন দুর্নীতির দায়ে ভেঙ্গেছেন, কোথায় দুর্নীতি, কোথায় খুঁজে তো পাওয়া যাচ্ছে না দুই বছরের মধ্যে এই বিধানসভায় একটি রিপোর্ট প্লেস করতে পারেন নি। দুর্নীতি, দুর্নীতি খালি মুখে বললেই হবে না কোথায় সেই দুর্নীতি, সেই দুর্নীতি হচ্ছে ? আমি দেখছি এই শাসক দলের ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন ওদের দুর্নীতি।

বামফ্রন্ট সরকার শুধু মাত্র ঐ গ্রামের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন করেছিলেন এটা সেই পঞ্চায়েতের মধ্যে যারা প্রধান ছিলেন তাদের নিয়ে বিধানসভায় যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের নিয়ে,

এবং এ, ডি, সিতে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের নিয়ে সেখানে বি, ডি, সি গঠন করেছেন। তার মধ্যে আছে সমস্ত আমলা অফিসার যারা আছেন তাদেরও ডাকা হত বি, ডি, সি মিটিংয়ে। কেন ? গ্রামের মধ্যে যেসব উন্নয়নমূলক কাজ আছে সেগুলি যাচাই হবে ? সেখানে জবাবদিহি হবে এবং সেখানে অফিসাররা সুনির্দিষ্টভাবে, যে সব অভিযোগগুলি আসবে সেই অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে তারা একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেবে। এটা ছিল একটা গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো, কিন্তু আজকে, বি, ডি, সি নেই, এবং এটাও ঠিক এই যে বাজেট, এই বাজেটের মধ্যে কোন পরিকল্পনা নেই। বি, ডি, সিতে কি কাজ হয়, বি, ডি, ওর হাতে কি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার একটি কাগজ কংগ্রেসী বিধায়ক পান কিনা জানি না। আমি নিজে বিধায়ক, আমি বার বার দাবী করেছি যে আপনারা কোথায় কি কাজ করেছেন, যেগুলি 'অর্ডার হয়, আমাকে দেবেন ? আজ পর্যন্ত পাই নি, বি, ডি, ও জবাব দিতে পারে নি, বি, ডি, ওকে জিজ্ঞাসা করেছি আপনারা দেবেন ? বলেন যে আমার ক্ষমতা নেই, আমি কি দেব।

তাহলে কার কাছে যাবে জনগণ ? কোন গ্রামের এই জওহর রোজগার কাজ হচ্ছে কোথায়, এস, আর, পি, কাজ হচ্ছে ? এন, আর, পি কাজ কোথায় হচ্ছে ? কোথায় সয়েল কনজার্ভেশন হচ্ছে ? কার কাছে জানবে গ্রামের মানুষ ? কাজেই গ্রামের মানুষের জানার কোন সুযোগ নেই। সুযোগ হচ্ছে, ঐ উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের তারা জানাবেন। গ্রামের মানুষ কেউ জানবেন না। কাজেই এটা হচ্ছে একটা বকরা, লুট-পাট এছাড়া আর কিছুই নেই। কোথায়ও জানতে পারবে না, কাজেই এই কথাটা পরিষ্কার বুঝতে হবে যে, এইভাবে ওরা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে। গণতন্ত্র কোথায়ও নেই, কোনও কাজ নেই। আগে সমস্ত কিছু কাজ বামফ্রন্ট আমলে দেখেছি এই বি, ডি, সিকে কনসালট না করে কোন কাজ হত না। কোন কৃষক সার পাবে, বীজ ধান পাবে, কারা পশু পালন দপ্তর থেকে পশু পাবে, এই সমস্ত কাজ বি ডি সিতে কনসালট করা হত।

স্যার, আমাদের বামফ্রন্টের আমলে বি, ডি, সিকে কনসাল্ট না করে কোন কিছু করা হত না। সেখানে কোন দুঃস্থ কৃষক আছে কিনা, তার কি কি প্রয়োজন, কোন দুঃস্থ তাঁতী আছে কিনা, যার সূতার প্রয়োজন, এমন সব কিছু বিচার বিবেচনা করে, কাকে কি দিতে হবে, তা দেওয়া হত। কিন্তু এখন এসব কিছু নেই। তবুও আপনারা দাবী করছেন যে গণতন্ত্র চলছে, আপনারা আবার দাবী করছেন যে আপনারা নাকি গান্ধীবাদী, আজকে গান্ধী যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি আপনাদের ফাঁসিতে চড়াতেন। আর তাও যদি না করতে পারতেন, তাহলে নিজে না খেয়ে মরতেন। কাজেই, নিজেদের গান্ধীবাদী বলে, সেই মহাত্মা গান্ধীকে

মহাত্মাকে আপনারা আর অপমান করবেন না। এই অনুরোধ আমি আপনাদের করছি। স্যার, আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে হায়ার সেকেণ্ডারী, হাই, সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র বেসিক, ধালোয়ারী এবং অঙ্গনবাদী সব জায়গাতেই আছে, সেগুলি আছে তো ঠিকই, কিন্তু কি ধরনের আছে, সেটা কার কাছে জানাব। স্যার, আমি শুধু একটা উদাহরণই দেব, সেটা হল আমার মহকুমাতে বৈষ্ণবপুরে একটা হাইস্কুল আছে, সেই স্কুলে গড়ে প্রতিদিন তিনজনের বেশী শিক্ষক উপস্থিত থাকেন না, অন্য যারা আছেন, তারা হয় আগরতলা অথবা নিজ নিজ বাড়ীতে মাস শেষে বেতন গুনছেন। কাজেই, এখানে যে একটা সরকার আছে, তা বুঝার কোন উপায় নেই। তাই, কোথাও কিছু করার তো নেই। এটা গ্রামের মানুষ এরই মধ্যে বুঝে গিয়েছে। ট্রেজারী বেঞ্চে হেড মাষ্টারও কি নাই? আবার, হেড মাষ্টারের কথ, সেটা শিক্ষা মন্ত্রীই বলবেন, আছেন কি নাই। স্যার, তারপর আর একটা জিনিষ বলতে হয়, সেটা হল জল সেচের ব্যবস্থা সম্পর্কে, স্যার, আমাদের বামফ্রন্টের আমলে বিভিন্ন জায়গাতে জল-সেচের জন্য যে কাজগুলি প্রায় কমপ্লিট করে আনা হয়েছিল, সেগুলি আজ অবধি চালু হয় নি, সেগুলিতে শুধু ইলেকট্রিক কানেকশন দেওয়াটাই বাকী ছিল। স্যার, এই সেদিন আকাশবানী থেকে প্রচার করা হল যে, ত্রিপুরা বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা বাজেটের উপর তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু বাজেট সম্পর্কে তিনি কি বক্তব্য রেখেছেন. সেই সম্পর্কে একটি কথাও বলা হয় নি। এই হচ্ছে এই সরকারের প্রচার ব্যবস্থা। ট্রেজারী বেঞ্চ এটা তো আমাদের ব্যাপার নয়, এটা তো পি, উপেন্দ্রের ব্যাপার, উনাকে জিজ্ঞাসা করুন। জিজ্ঞাসা আবার কি করব? খবরটা যে এখান থেকেই দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই যে ১৯৯০-৯১ সালের যে বাজেট এই হাউসের সামনে রাখা হয়েছে, সেটাকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না, বরং সেটার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীগোপালচন্দ্র দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে ১৯৯০-৯১ সালের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, সমর্থন করতে পারছি না, এই কারণে যে, এই বাজেটের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে এই রাজ্যের কি চেহারা দাঁড়াবে, তার চেহারাটা কি হবে, না হবে, তার চিহ্নই এর মধ্যে ফুটে উঠে নি। স্যার, এই বাজেটের মধ্যে কোথাও কোন রকম পরিকল্পনার কথা উল্লেখ নাই, তাই এক কথায় এটাকে বলা যায় পরিকল্পনাহীন বাজেট। অন্য দিকে এটাকে বলা যায় অপব্যয়ের

বাজেট। এই রাজ্যে যে ২৪ লক্ষ মানুষ রয়েছে, এই বাজেটের দ্বারা তাদের কি ধরনের উপকার হবে, এবং যে সমস্ত বেকার রয়েছেন, যেমন গতকালই শিক্ষামন্ত্রী এক প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৭৩,৬৪৯ জন বেকার রয়েছে, সেই বেকারদের কর্মসংস্থানের কোন পরিকল্পনা এই বাজেটের মধ্যে আছে কিনা, তাও আমরা দেখতে পারছি না।

তাছাড়া আরও অন্যান্য যে সমস্ত বেকার আছে যেমন মাধ্যমিক পাশ এই রকম আরও অনেক। এমন সব বেকার আছে যারা এমপ্লোয়মেন্ট এক্‌চেনজে নাম রেজিষ্ট্রী করে হতাশ হয়েছে। কার্ড আর রিনিউ করে না। এই সব বেকারদের জন্য এই বাজেটে কিছুই বলা হয়নি। এই জোট সরকারের আমলে যে সমস্ত চাকুরী দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই অনিয়মিত ১৯৮৯-৯০ সনে ২৫৩১ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই অনিয়মিত। কংগ্রেস আমলে যারা ভিক্‌টিমাইজড হয়েছিল তাদের মধ্যে ১১২ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তারাও অনিয়মিত। অর্থাৎ ভিক্‌টিমাইজের পর ভিক্‌টিমাইজড। এই জন্য এই বাজেটকে সমর্থন করা যায় না। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্টের আমলে সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। যেমন বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা এগুলি সরকার ক্ষমতায় এসে বন্ধ করে দিয়েছে। অপর দিকে মন্ত্রীরা তাদের ভোগ বিলাসের জন্য, তাদের ঘর বাড়ী সাজানোর জন্য বাজেটের একটা বিরাট অংশ ব্যয় করছে। এই বিধবা ভাতা, ৮০ বছরের বৃদ্ধ, পঙ্গু এদের পেটে লাথি দিয়ে তারা গাড়ী বাড়ী করছে। টি, ভি, রঙ্গীন টি, বি, কিনছে। এই জোট সরকার গ্রামের পানীয় জলের কথা বলছে। এই দুই বছরে এই জোট সরকার পানীয় জলের জন্য কিছুই করে নি। অনেক টিউবওয়েল, রিংওয়েল এবং মার্ক টু টিউবওয়েল অকেজো হয়ে আছে। যে টিউবওয়েলগুলি অকেজো হয়ে আছে সেগুলির অধিকাংশই উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। এই দুর্গম এলাকায় এক মাইল দুই মাইল দূর থেকে গ্রামের মানুষকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু এই সরকার কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। সমস্ত টাকা দিয়ে নিজের সুখ সুবিধার জন্য ব্যয় করছে। আমরা লক্ষ্য করছি একটা বন দপ্তর আছে। সেখানে যারা সমাজ বিরোধী, যারা গত নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছে তারা আজকে বনে জঙ্গলে শাল কাঠ থেকে আরম্ভ করে সেগুন কাঠ এই সমস্ত মূল্যবান কাঠ কেটে বনকে ধ্বংস করছে। সেখানে এই সরকার নির্বিকার।

প্রকৃতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করা হচ্ছে। এর ফলে মানুষের মধ্যে আজকে সামাজিক সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। স্যার, আমরা ইউথোপিয়ায় কি দেখেছি? দেখেছি সেখানে বনকে ধ্বংস করার ফলে সেখানে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে জন-

জীবনে নেমে এসেছে প্রবল ধ্বংস লীলা। সেই জন্য আজকে তাঁদের অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছে। স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যকেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। আজকে মন্ত্রীদের গাড়ীতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কাঠ চোররা। উদয়পুর ডাকবাংলোতে মিটিং করা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে। যাতে করে কাঠ চুরি বন্ধ করা যায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। স্যার, এই হচ্ছে সরকারের নীতি। সরকারের মনোভাবই হচ্ছে, মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা। আর এই লক্ষ্যেই আজকে এখানে বাজেট আনা হয়েছে। স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি, বিদ্যুৎ দপ্তর সম্পর্কে এখানে অনেক বড় বড় কথা মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেছেন। বলেছেন, আগামী দিনে নাকি ত্রিপুরা রাজ্যে এত বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে যে ত্রিপুরার চাহিদা পূরণ করে দক্ষিণ ভারতেও নাকি বিদ্যুৎ সাপ্লাই করা হবে। এটা হাসির কথা। যখন ত্রিপুরা রাজ্যেই ঘাটতি দৈনিক চাহিদাই যখন মেটান সম্ভব হচ্ছে না, তখন দক্ষিণ ভারতে সাপ্লাই দেওয়ার কথা বলা কি হাসির ব্যাপার নয়? এটা তো স্যার, পাগলের প্রলাপ। স্যার, ৭ই মার্চ মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে রুখিয়াতে গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হল। এটা খুবই লজ্জার কথা যে, মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপতি সুইচ অন করা সত্বেও লাল বাতি জ্বলল না। কাজেই বিদ্যুৎ দপ্তরের কৃতিত্বের কথা আর কি বলব। স্যার, এখানে ওয়েষ্টফুল অ্যাকস্‌পেণ্ডিচার হচ্ছে। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুতের সংকট। বিদ্যুতের অভাবের জন্য জল সেচ হতে পারছে না। জল সেচ প্রকল্পই বন্ধ হয়ে গেছে। বড়মুড়ার ২য় ইউনিট চালু করার জন্য বড় বড় কথা বলেন। উনি তো ফ্রান্স গিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত কোন জবাব দেন নি। জবাব দেন নি, উনার সঙ্গে কে কে ছিল। লণ্ডনের হিতরো বিমান বন্দরে কে ছিলেন উনাকে রিসেপশান করার জন্য? আমি বলছি স্যার, সেখানে অজিত সাহা ছিলেন। যিনি গ্যাসকোর অ্যাজেন্ট ছিলেন। দুর্নীতির জন্য যার ডিলার-শিপ বাতিল করা হয়েছে। কি কারণে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন, এর জন্য কত টাকা বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করা হয়েছে তার কোন উত্তর মাননীয় মন্ত্রী দেন নি। কাজেই এই সব কারণে এই বাজেটের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজওহর সাহা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, ১২ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করতে।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই রাজ্যে অর্থ-নৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে, অর্থ-নৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে, রাজ্যের সাধারণ মানুষ, জুমিয়া, ভূমিহীন, গৃহহীন, ক্ষেতমজুর, শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে এবং আগামী দিনে যাতে তারা সাবলম্বী হতে পারে এই লক্ষ্য রেখে সীমিত অবস্থার মধ্যে থেকে মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই পবিত্র বিধানসভায় ১৯৯০-৯১ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সময়োপযোগী বাজেট এই রাজ্যের গরীব মানুষকে উপহার দেবার জন্য আমি তাঁকেও আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, কয়েকদিন আগে বিরোধী দলের তরফ থেকে বিরোধী দলের নেতা থেকে শুরু করে তাদের চামচা শরীকরা পর্যন্ত এই বাজেটকে কটাক্ষ করে যে ধরনের বক্তব্য রেখেছেন তাতে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমি ধরে নিতে বাধ্য হয়েছি তাঁদের এই করুন অবস্থা দেখে যে রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের ব্যথা তারা উপলব্দি করতে চান না। এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের ১০ বৎসরের শাসনে নির্যাতিত হয়েছিল, নিষ্পেষিত হয়েছিল। আজকে তারা এই জোট সরকারের কাছে অর্থ-নৈতিক মুক্তির আশা করছে এবং এই সরকার যখন এ রাজ্যে একটা নূতন যুগের সূচনা করতে চাইছে তখনই আমাদের বিরোধী বন্ধুদের নিকট থেকে গেল গেল রব আসছে। স্যার, একটা জনসভাতে আমি একটা গল্প শুনেছিলাম। গল্পটা বলেছিলেন আই, এন, টি, ইউ, সি নেতা শ্রীনীরোদবরণ দাস। তিনি বলছেন—"একটা চোর চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে এবং ধরা পড়ে সে দৌড়াতে গিয়ে দেখে সামনের দিক থেকে একটা মিছিল আসছে। তখন সে চট করে সেই মিছিলে ঢুকে গেল। সেটা কিসের মিছিল সে জানতো না। সেই মিছিলটা ছিল একটা মহরমের মিছিল। মার্কস-বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মিছিল নয়। সে দেখলো মিছিলের লোকেরা এই বলছে সেই বলছে, কিন্তু কি বলছে সে বুঝতে পারছে না। সুতরাং মিছিলের লোকেরা যা করছে, সে তাই করছে। আসলে মিছিলের লোকেরা বলছিল হায় হুসেন, হায় হাসান। কিন্তু ওরা কি বলছে সে বুঝতে পারেনি বলেই, ওরা যা করছে সে (চোর) তাই করছে।" ঠিক তেমনি আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টির বন্ধুরা দিল্লীতে যে পালা বদল চলছে, সেখানে যে জগা খিচুরী সরকার রয়েছে সেই সরকার যা করছে আমাদের বিরোধী বন্ধুরাও তাই করছেন। সেখানে তারা বি, জে, পির দলে ভিড়ে, মুসলিম লীগ তথাকথিত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দলগুলির যে সরকার সেখানে রয়েছে সেখানে মিশে গিয়ে উনারা (বামফ্রন্ট) তাদের দৃষ্টিভংগীটাই পাল্টে ফেলেছেন। তারা কোনটা মহরমের মিছিল, কোনটা বি, জে, পির মিছিল, কোনটা জনতা দলের মিছিল কিছুই বুঝতে পারছেন না। স্যার, এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমরা আশা করেছিলাম আমাদের বিরোধী বন্ধুরা এখানে বাজেট সম্পর্কে গঠন মূলক বক্তব্য রাখবেন। ত্রিপুরার ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতিকে আরও কিভাবে সুন্দর করা যায়, কি ভাবে সাজানো যায়, সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু তাঁরা একবারও সে সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না। তাঁদের মামা শ্রীরা দিল্লীতে বসে যে পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম কেরোসিনের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, যা প্রত্যক্ষভাবে গরীব মানুষের উপর আঘাত আসবে, সে সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। স্যার,

এ রাজ্যের পিছিয়ে পড়া গরীব মানুষের অর্থ-নৈতিক বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করতে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যা টাকা পয়সা চেয়েছিলাম, আমাদের চাহিদামত টাকা পয়সা না পাওয়াতে, আমরা এই রাজ্যটাকে স্বর্গ রাজ্যে পরিণত করতে পারছি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ নয়, ভারতবর্ষের ৮৩ কোটি গরীব মানুষের কাছে ওরা দায়ী থাকবেন। ইতিহাস ওদের কোন দিন ক্ষমা করবে না। বিরোধীদলের মাননীয় নেতা উনি বলেছেন, যারা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি করছেন তাঁরা নিরাপত্তা পাচ্ছেন না এবং এই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা এটাও উনার মনপুতঃ হচ্ছে না। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাই আপনার মাধ্যমে আমাকে বলতে হয়। এই বিধানসভায় উনারা ১০ বছর সরকারে থেকে গেছেন এবং সেই ১০ বছরের মধ্যে আমরা ৫ বছর বিরোধী আসনে বসেছিলাম, সে দিন কি আমাদের কোন নিরাপত্তা ছিল ? আমাকে তিন তিন বার খতম করার চেষ্টা হয়েছে। কারন সেখানে বি, ডি, সি, উনাদের হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া এবং রবীন্দ্র দেববর্মা মহাশয়ের উপরও আক্রমন হয়েছিল। কারন উনারা ভেবেছিলেন যে আমাদের খতম করে দিয়ে উনারা এই রাজ্য চালাবেন। কিন্তু উনাদের এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হলো না। কারন অমরপুরের মানুষ ওদের চপেটাঘাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন। উনারা প্রকাশ্য দিবালোকে এম, এল, এ, খুন করেছেন, গাঁও প্রধানকে খুন করেছেন এবং সেখানে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে মদত দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান জোট সরকার সেই সমস্ত পেটুয়া কমিউনিষ্ট পার্টির লোকদের আমরা সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এটা কি অস্বীকার করতে পারবেন ? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা উন্নয়নের কথা বলছেন, তাই আমি বলতে চাই এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে দীনেশবাবু যিনি গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তখন উনারা গ্রামের সাধারণ গরীব মানুষ যারা আছেন তাদের জন্য কি করেছিলেন এটার জবাব দিতে পারবেন কি ? সাধারণ গরীব মানুষ কিছুই পায়নি, জুমিয়ারা কিছু পায়নি। বরং এই জোট সরকার এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসায় এ, ডি, সি, নন্ এ, ডি, সি, এলাকায় আমরা তাদের জন্য এক টাকা পঁচিশ পয়সা করে রেশন সরবরাহ করেছি।

(রেড লাইট)

স্যার, আমাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দিন। আমরা ভর্ত্তুকিতে রেশন দিচ্ছি এবং শুনে আপনারা নিশ্চয়ই খুশী হবেন যে, অতি সম্প্রতি জওহর রোজগার যোজনা বাবৎ চাউল পাওনা ছিল সেই চাউলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার অনুরোধ করার পর শেষ পর্য্যন্ত উনারা

সেই পাওনা চাউল পাঠিয়েছেন। আমরা তাই প্রতিটি ব্লকে নির্দেশ দিয়েছি যে নগদ টাকার পরিবর্তে জওহর রোজগার যোজনার যে যে ম্যাণ্ডেইজ দেওয়া হবে সেটা সাড়ে ছয় কে, জি, করে চাউল সরবরাহ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা যারা যে এলাকা থেকে এসেছেন সেখানে দয়া করে খোঁজ নিয়ে দেখবেন এটা দেওয়া হচ্ছে কিনা। এই গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্পে এস, আর, ই, পির মাধ্যমে ১৯৮৯-৯০ সালে আমরা দেখলাম ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এবং তাতে আমাদের শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছিল ১৬ লক্ষ ৮৯ হাজার।

এছাড়া জওহর রোজগার যোজনাতে আমাদের এই বছর যে লক্ষ্য মাত্রা সেটা হচ্ছে ৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ২০ লক্ষ ৬৯ হাজার শ্রম দিবস আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি। গতবারে এস, আর, ই, পিতে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ ছিল। কিন্তু এবারের বাজেট সেটা হয়েছে ৫ কোটি ৩২ লক্ষ ৪২ হাজার শ্রম দিবস। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পানীয় জলের কথা তারা বলছেন। এটা ঠিক যে, তারা তাদের আমলে তাদের পেটোয়া নেতা, পেটোয়া কমরেডদের বাড়ীর সামনে রিং-ওয়েল, মার্ক-২ বসাতেন কিন্তু আমরা সেটা করিনা। কারণ আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামীন মানুষের পানীয় জলের সুযোগ করে দেওয়া। গত বছর গ্রামীন উন্নয়ন দপ্তরের তরফ থেকে চারশর অধিক গ্রামে পানীয় জলের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরে আমাদের লক্ষ্য মাত্রা হচ্ছে রাজ্যে ৬ শত মার্ক-২ টিউবওয়েল বসিয়ে গ্রামীন পানীয় জলের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। এছাড়া ডীপ-টিউবওয়েলের আরও কিছু সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রিং-ওয়েল ও টিউবওয়েল মেরামত করার জন্য যে প্রয়োজনীয় টাকার দরকার সে টাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার লিখেও আমরা পাই নাই। আমরা আশা করি এই রাজ্যের মানুষের অসুবিধার কথা চিন্তা করে এবং এই রাজ্যের দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার সহযোগিতা করবেন। আর একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সেটা হল আই, আর, ডি, পির মাধ্যমে গ্রামীন মানুষের উন্নতি করতে চাই। আমরা ৪২ হাজার পরিবারকে নূতন ভাবে আই, আর, ডি, পি, দিতে পেরেছি এবং ২য় ও ৩য় কিস্তি মিলে প্রায় আরও ৫০ হাজার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দিতে পারব। এই ২ বছরে আমাদের এই সাফল্য। যেখানে বামফ্রন্ট সরকার গত ১০ বছরে ক্ষমতায় থেকে এরকম কিছু করতে পারেনি বরং ৫০০ টাকা দিয়ে আই, আর, ডি, পি, বেনিফিশিয়ারীর সারা জীবনকে অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে বিকাশের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন আমরা ১০ হাজার টাকার নীচে কাউকে দেওয়া যাবেনা বলে দিয়েছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা আশা করি গ্রামের মানুষের কথা চিন্তা করে মানুষের অর্থ-নৈতিক বিকাশের কথা চিন্তা

করে তারা এই বাজেটকে সমর্থন করবেন। এই আশা রেখে এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা।

শ্রীবীরজিৎ সিন্‌হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিধানসভার ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে আমি পুরাপুরি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

এইবারের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সেটা পুংখানুপুংখভাবে যাচাই করে তৈরী করা হয়েছে। এই বাজেট ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থের পক্ষে একটা যুগান্তরকারী বাজেট বিশেষ করে উপজাতি কল্যাণের জন্য একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অথচ আজকে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা উপজাতিদের কল্যাণের কথা বার বার বলেন। কিন্তু তাদের সময়ে তারা উপজাতিদের কল্যাণের জন্য কি করেছেন আর আমরা কি করেছি তার দুই একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

তাদের সময়ে উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া হত ৮ হাজার টাকা ৫ বছর মেয়াদী আর আমরা এখন দিচ্ছি ২৫ হাজার টাকা করে। উপজাতিদের শিক্ষার জন্য—ত্রিপুরার বাইরে যে সব উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করতে যাবেন তাদের জন্য মেঘালয়ের রাজধানী শিলং এ আমরা একটি ছাত্রাবাস করেছি এবং দিল্লীতেও একটা ছাত্রাবাস খোলার জন্য প্রস্তাব রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ডের হার আমরা বৃদ্ধি করেছি। এবং বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে উপজাতি কল্যাণের কাজ, তাদের পুনরবাসনের কাজ অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। এবং এই বাজেটে বিরাট একটা আশার আলো তাদের দেওয়া হয়েছে যে এইবার ২৫০০ উপজাতি পরিবারকে পুনরবাসন দেওয়া হবে। তার জন্য অর্থের সংস্থান এই বাজেটে রাখা হয়েছে। কিন্তু আজকে এখানে দেখা যায় যে, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা শুধুমাত্র উস্কানীমূলক বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই রাখেননি। তাদের গঠনমূলক কোন বক্তব্য নাই।

ট্রাইবেলদের জন্য ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক যে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে, সেই ব্যাপারে আমরা জানি, ত্রিপুরার সমস্ত অংশের মানুষ জানে, ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি এই ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদ গঠন করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন। এবং প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেই ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক জেলা

পরিষদ গঠন করার অনুমোদন দিয়েছিলেন। যেদিন লোকসভাতে এই ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদ গঠন করার জন্য বিল আনা হয়, সেদিন মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দুইজন এম, পি. ছিলেন ত্রিপুরা থেকে নির্বাচিত একজন হচ্ছেন শ্রীবাজুবন রিয়াং এবং আরেকজন হচ্ছেন শ্রীঅজয় বিশ্বাস। তারা সেদিন লোকসভা বয়কট করে বেরিয়ে আসেন। উনারা সেই বিলকে সমর্থন করেননি। এমনকি তাদের সমস্ত কমিউনিষ্ট এম, পি-রা লোকসভা থেকে বেরিয়ে আসেন। আর আজকে এইখানে এরা উপজাতিদের দরদী হয়ে উপজাতিদের কল্যাণের কথা বলছেন। কিন্তু যেদিন এই ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদ গঠন করার জন্য পার্লামেণ্টে সংশোধনী বিল এসেছিল সেদিন উনারা কেন বেরিয়ে এসেছিলেন— সেটা জিজ্ঞাস্য। আজকে ট্রাইবেল উন্নয়নের কথা এরা বলে থাকেন, কিন্তু ট্রাইবেল উন্নয়নের জন্য এরা কি করেছেন।

তারপর পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজ ত্রিপুরায় যে রয়েছে এরাও আমরা বলতে পারি আদিবাসী। কারণ, ত্রিপুরাতে রাজ আমল থেকেই এইখানে মুসলমানরা পাশাপাশি বসবাস করে আসছেন। সেই মুসলিমদের জন্য বিগত বামফ্রণ্ট সরকার কি করেছেন। বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার ক্ষেত্রে। আমি বলতে পারি, বিগত কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময়বাবুর আমলে ৩০ টা মোক্তব এবং মাদ্রাসা করা হয়েছিল গ্র্যাণ্ট-ইন্-এইডের মাধ্যমে। এবং বামফ্রণ্টের দশ বছরের মধ্যে মাত্র ১টি মোক্তব তারা মঞ্জুর করেছিলেন। এবং এই বাজেটে আরো ৩৩টা মোক্তব এবং মাদ্রাসা যা মঞ্জুরী পরিকল্পনার আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। আজকে মুসলিমদের যে সব কবরখানা রয়েছে—এই নিয়ে তো আপনারা (বিরোধী পক্ষের সদস্যরা) অনেক হৈ চৈ করেছেন। কিন্তু আপনারা এই কবরখানাগুলির রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য কিছুই করেননি। আমরা এই পরিত্যক্ত কবরখানাগুলিকে সোস্যাল ফোরেষ্ট্রির মাধ্যমে সেগুলিকে রক্ষণা-বেক্ষণ করব।

আজকে পল্লী উন্নয়ন এবং গ্রামীন উন্নয়নের জন্য এই বাজেটে লক্ষ লক্ষ গ্রামীন বেকারের কর্মসংস্থানের আওতায় আনার জন্য বলা হয়েছে এবং এই ব্যাপারে ৪৯ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এবং এই সম্পর্কে আমাদের বাজেটে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। 'যদি, কিন্তু' ইত্যাদি কিছুই এখানে নাই। বিশেষ করে তুলনামূলক ভাবে আমি বলতে চাই যে, পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় বামফ্রণ্ট সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন কিছু দিন আগে। সেখানে আমরা দেখতে পাই শুধু— 'কিন্তু আর, যদি' ইত্যাদি শব্দ বাসানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেন্দ্র থেকে প্রকল্পটি মঞ্জুর হয় তাহলে আমরা এই করব, সেই করব।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে এবার দেখা যাচ্ছে যে, শুধু 'কিন্তু'

আর 'যদি'। যদি কেন্দ্রীয় সরকার দেয় তাহলে হবে, এই ধরনের বাজেট পেশ করা হয়েছে। আমাদের সরকার এই ধরনের গালভরা প্রতিশ্রুতি দেয় না। আমাদের অর্থ-মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে সুস্পষ্টভাবে এই সব কিছুরই উল্লেখ রয়েছে। এখানে ধাপ্পাবাজী মারার কোন কারণ নেই। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারনের কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় বাজেটে নেই, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে এই ব্যাপারে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বেশ চুপ:চাপই আছেন।

আজকে আর একটা কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই বাজেটে। উপজাতিদের জন্য জীবন বীমা প্রকল্প। ২০ হাজার উপজাতি পরিবারকে এর আওতাভূক্ত করা হবে। যদি কারও মৃত্যু হয় বা অঙ্গহানি হয় তাহলে এক হাজার টাকা থেকে ছয় হাজার টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া হবে। উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

আপনাদের জেলাপরিষদে এখন কি হচ্ছে? উপজাতি যুব সমিতির আন্দোলনের ফলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে জেলা পরিষদ হয়েছে। আর আজকে সেখানে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা বসে আছে। উন্নয়নের নামে সমস্ত টাকা তারা নয় ছয় করে দিচ্ছে। উন্নয়নের জন্য যে টাকা দেওয়া হয় সেগুলির কোন 'ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট' এখন আমাদের কাছে দেওয়া হয় না। সমস্ত ক্ষেত্রে উনারা এগুলি করা হচ্ছে। শিক্ষার অবস্থাতো আরও শোচনীয়। এগুলি সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অবগত আছেন। এই বাজেটে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের আশা-আকাঙ্খার একটি প্রতীক হিসাবে ধরা হয়েছে।

আজকে ও, বি, সি, সম্পর্কে আমাদের সরকার যথেষ্ট সহানুভুতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখছেন। ও, বি, সি, ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা, যারা বই কিনতে না পারে তাদের জন্য সরকার থেকে ৩০০ টাকা করে বই কেনার জন্য সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব আছে। কুমার, শীল ইত্যাদি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করার সংস্থান আমাদের এই বাজেটে রাখা হয়েছে।

কিছুক্ষণ আগে মাননীয় বিরোধী সদস্য গোপালবাবু বলেছেন, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি 'গাইড লাইন' আছে যে, প্রতি ২৫০ জন লোকের জন্য একটি মার্ক-টু টিউবওয়েল দেওয়া হবে। বিগত বামফ্রন্ট আমলে কেন্দ্রীয় সরকার এই 'গাইড লাইন' দিয়েছিলেন। সেখানে তাদের কোন প্রতিবাদ নেই। আমাদের জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পর আমি নিজে সেখানে গিয়ে বলেছিলাম, ত্রিপুরায় এমন একটা অবস্থা যে, প্রতি ২৫০ জনে ১টি করে

মার্ক-টু টিউবওয়েল দেওয়া হলে পানীয় জলের সঙ্কট মেটানো সম্ভব হবে না। প্রতি ৫০ জনে একটা করে মার্ক-টু টিউবওয়েল দিতে হবে। তারপর আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজী করাতে পেরেছি, প্রতি ৫০ জনে একটি করে অধিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম অঞ্চলে এবং প্রতি ১৫০ জনে অন্যান্য অঞ্চলে মার্ক-টু টিউবওয়েল দিতে কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। হেণ্ড পাম্প কিছু দিনের মধ্যেই নষ্ট হতে পারে বলে আমরা অর্থাৎ রাজ্য সরকার এবং ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আর হেণ্ড পাম্প বসানো হবে না। কারণ, হ্যাণ্ড পাম্প বসানোর প্রায় এক বৎসরের মধ্যে এইগুলি নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য এখন আমরা মার্ক-টু টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করছি। যেখানে পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছেনা সেখানে আমরা টেকনলজির মাধ্যমে জলের ব্যবস্থা করছি। আপনারা হয়ত খবর পেয়ে থাকতে পারেন যে, আমাদের সরকার জম্পুই-এর মতো একটি হিল এরিয়াতেও পানীয় জলের সরবরাহ করছি। ঘরে ঘরে টেঙ্ক বসানো হয়েছে। বস্তিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল নিয়ে সেখানে টেঙ্কগুলি ভরে দেওয়া হচ্ছে। সব জায়গাতেই আমরা এই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল আছি এবং যুদ্ধ কালীন ভিত্তিতে আমরা সেটা সরবরাহ করার চেষ্টা করছি।

আমরা পানীয় জলের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নই, আমরা যুদ্ধ কালীন ভিত্তিতে সেটা আমরা করেছি, বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছি। যাতে ত্রিপুরার মানুষকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কিন্তু আর একটা জিনিষ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা জানি বিগত দশ বছরে উনারা কি করে গেছেন। সারা ত্রিপুরার প্রশাসনকে তাদের পকেটস্থ করতে চেয়েছিল, দুর্নীতির পাহাড়, আমাদের কাছে রয়েছে এবং আমি আজকে বিধানসভাতে বলছি, উনারা বলে থাকেন যে আমাদের বিরুদ্ধে তারা বিভিন্ন অপপ্রচার করে থাকে। আমরা জানি মার্কসবাদীর বিরাট একটা গুণ আছে। তাদের চারটি গুণ আছে, একটা প্রবাদে আছে. সি, পি, এমের চারটি গুণ, অপপ্রচার, দলবাজী এবং গুণ্ডামী আর খুন। সুতরাং তাদের অপপ্রচার তো করবেই তদুপরি আমরা চেষ্টা করছি যে তাদের সেই দুর্নীতি, যে দুর্নীতির কথা বলেছি সেই ব্যাপারে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেণ্টের কথা বলতে পারি। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির শাসনে, যেগুলি পঞ্চায়েত প্রধান ছিল, তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ত্রাস ফুষের মাধ্যমে আমরা তদন্ত রিপোর্ট আমাদের সরকারের কাছে জমা হয়েছে। পঙ্ককালের মধ্যে ত্রিপুরার দশটি সাব-ডিভিশনের মধ্যে যত দুর্নীতিগ্রস্থ সি, পি, এম, প্রধান ছিল তাদের বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল কেইস আদালতে আমরা দাখিল করব। আদালতের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে চাই, তারা কিভাবে গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল। সুতরাং দুর্নীতির ফলে আমরা সেটা প্রমাণ করতে চাই। আমি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বলতে চাই, কয়েকদিন আগে আগরতলাতে আমার সরকারী কোয়ার্টারে গোল বাজারের একজন শীল মশায় এসেছিলেন, উনি বলেন যে নৃপেনবাবু মানে বিরোধী দল

নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, উনি নাকি মধ্যে মধ্যে সেই শীল মশায়ের দোকানে চুল কাটেন। একদিন সেই শীল মশায় দোকানে চুল কাটতে ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ শীল মশায় বলেন স্যার, এই যে বিরাশি কোটি লটারী কেলেংকারী এটা কি ব্যাপার? তখন নৃপেন বাবু নাকি ডেরা চোখে উনার দিকে তাকায়, তখন শীল মশায় ভয়ে আবার চুল কাটতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পর আবার বলেন বাবু বিরাশি কোটি লটারী কেলেংকারীটা কী? আবার তিনি রৌদ্রমুর্ত্তি ধারণ করলেন। কিছুক্ষণ পরে উনার দলবল এসে সেই শীল মশায়কে পেটানো আরম্ভ করলেন। তখন শীল মশায় বললেন স্যার, আমি উনাকে অন্য উদ্দেশ্যে বলেছিলাম। ঐ যে লটারী কেলেংকারীর বিরাশি কোটি টাকার কথা বললে পরে উনার চুলগুলি খাড়া হয়ে যায়। তখন কাটতে সুবিধ হয়। তাহলে চিন্তা করেন, তাদের প্রত্যেকের এমন একটা জিনিষ রয়েছে কথা বললে পরে তার অা শর্মা হয়ে যায়। কারণ তারা তো দুর্নীতিতে সিদ্ধ হস্ত, প্রত্যেকে যতজন মিনিষ্টার ছিল, যতজন এম, এল, এ ছিল, প্রত্যেকে তারা সিদ্ধ হস্ত। সুতরাং এক এক করে সিনেমার রিলের মত আপনাদের দুর্নীতির তথ্য আমরা বের করতে চাই এবং করবই। সুতরাং আমি বিশেষ কিছু বলব না, এইটুকু বলতে চাই যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে যে বাজেট পেশ করেছেন এটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা এবং যুগান্তকারী বাজেট এবং সেই বাজেটের ফলে ত্রিপুরার আপামর জনসাধারণের বিরাট উন্নতি সাধন হবে আমি আশা করব বিরোধীরাও আমাদের সরকারের গঠনমূলক বাজেটকে সমর্থন করবেন। আমি আমাদের এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী অরুণকুমার কর।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক উপস্থাপিত যে বাজেট সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। বিশেষ করে শিক্ষা খাতে ১৯৯০-৯১ সালের যে বরাদ্দ তা ১৯৮৭-৮৮ সাল থেকে ৫৫ কোটি টাকা বেশী। বরাদ্দজনিত স্বল্পতাহেতু আমরা আমাদের মত যে পরিকল্পনা করতে চেয়েছিলাম তা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু যেটুকু আমরা পেয়েছি তা অপটিপাইলেজশন, যাতে পাই সেই লক্ষ্যে এই বাজেট রচিত হয়েছে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে। মাননীয় সদস্য সমর বাবু ফিনানশিয়াল ডিসিপ্লিনের কথা বলেছেন। স্যার, আমি শিক্ষা বিভাগে তাদের অপদার্থতার জন্য হয়েছিল বিগত দিনে, যেটা আমি তুলে ধরতে চাই।

স্যার, ১৯৮১-৮২ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত ওরা পরিকল্পনা খাতের টাকা দিয়ে যে

নিয়োগ করেছিলেন, তার সংখ্যা হল ১০,৭৬৪ জন, যেটা করা উচিত ছিল না। কাজেই ওরা যে অনিয়ম করে গিয়েছে, সেটাকে আমাদের আজ অবধি পুষিয়ে নিতে হচ্ছে স্যার। এখানে মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস মহাশয় আমাদের আমলে নাকি শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে বলে যে অভিযোগ করেছেন, তা আদৌ ঠিক নয়। কারন আমাদের এই নতুন সরকার সব সময়ে শিক্ষার প্রসার চেয়ে এসেছেন এবং সেই সঙ্গে গুণগত মানও বাড়াতে চেয়েছেন। আমাদের এই দুই বছরের রাজত্বকালে আমরা এই পর্য্যন্ত ৪৫টি এস, বি, স্কুল, ৪টি জে, বি, স্কুল, ৪টি হাই স্কুল এবং ২২টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করতে পেরেছি। কাজেই এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরা এই রাজ্যে শিক্ষার প্রসারই ঘটিয়েছি। তারপর, মাননীয় সদস্য দীনেশ দেববর্মা মহোদয় বলেছেন যে,তাঁরা মাতৃভাষায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেটাকে জোট সরকার এসে সংকুচিত করে দিয়েছেন। স্যার, আমি জানাচ্ছি যে তাদের আমলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১০৪০টি কক-বরক ভাষায় শিক্ষার স্কুল ছিল। আর আমাদের দুই বছরের রাজত্বে আমরা সেটাকে বাড়িয়ে ১২৮৫টি করিয়েছি। অর্থাৎ আমাদের আমলে মোট ২৪৫টি কক-বরক ভাষায় স্কুল হয়েছে। কাজেই এর থেকেই প্রমান হয় যে, আমাদের আমলে উনাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসারণ ঘটেছে। স্যার, এই সময়ে শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে যে ছাত্র বৃদ্ধি হয়েছে, তা এই রকম :— প্রাইমারীর ক্ষেত্র ০·২১ পার্সেণ্ট, জুনিয়র বেসিক ৪ পার্সেণ্ট, সিনিয়র বেসিক ৭·২৪ পার্সেণ্ট, হাইতে ৭·৮৩ পার্সেণ্ট এবং হায়ার সেকেণ্ডারীতে ২১ পার্সেণ্ট। কাজেই এই জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই রাজ্যে সব দিক থেকে শিক্ষার প্রসারই ঘটেছে। স্যার তারা বিগত ১০ বছরে এই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার যে পরিকাঠামো ছিল, তাকে কি প্রশাসনিক, কি গুণগত সব দিক থেকেই এমন একটা অবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেলেছিল, যাকে শ্মশানের সঙ্গেই তুলনা করা যায়। আমরা সেই শ্মশানে বসে মৃতের জন্য শোক প্রকাশ না করে, যারা জীবিত আছে, তাদের জন্য যা কিছু করতে পেরেছি মাত্র দুই বছরের মধ্যে তাকে এভাবে দেখলে, তারা ভুল করবেন। স্যার, তাদের আমলে ১৯৮৭ সাল পর্য্যন্ত হাই এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্টেজে যে ১২২টি বিদ্যালয় আছে, যেগুলির মধ্যে ৪৫টিতে কোন হেড মাষ্টার ছিল না, আমরা ক্ষমতায় আসার পর গত দুই বছরের মধ্যে ৩৩ জন প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন স্কুলে নিয়োগ করেছি। তার, যে ৬২টি স্কুলে এ্যাসিসটেণ্ট হেড মাষ্টার ছিল না, গত দুই বছরে তার মধ্যে আমরা ৩৪ জন এ্যাসিসটেণ্ট হেড মাষ্টার দিতে পেরেছি। দুইটি ইনসপেক্টারের পদ পূরণ না করেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা করে গেছেন। ইনফ্রাস্ট্রাকচার না থাকাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে গেছে ওরা। ওরা স্যার, শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য নৈরাজ্য বলে চিৎকার করছে। আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যে দুটি ইনস-পেক্টারের পদ পূরণ করেছি। যে সমস্ত হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিল না একটা প্রশাসনিক জটিলতা ওরা সৃষ্টি করে গিয়েছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের চক্রান্তের জালে নিজেরা আটকে

পড়েছিল। সেখানে আমরা এই জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। আমরা ২১৭টি হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি ছিল। এরা ছিল ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। ওরা শিক্ষকদেরকে দিয়ে মিছিল মিটিং করিয়েছে তাদেরকে শিক্ষকতা করার সুযোগ দেয় নি। গত দশ বছরের এই ছত্রজাল পরিষ্কার করতে আমাদের একটু সময় লাগছে। স্যার, ইতিমধ্যে আমরা ২১৭টি প্রধান শিক্ষকের পদ নিয়ে যে জটিলতা ছিল সেটা কাটিয়ে উঠেছি এবং আশা করছি ১১৭টি স্কুলে প্রধান শিক্ষকই দিতে পারব। বাকী পদগুলি টি, পি, এস, সির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বরাদ্দ কম হলেও আমরা মেকসিমাম ইউটিলাইজেশন আমরা করতে পারব। মাননীয় রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় বলেছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য চলছে বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা নাকি কিছু করিনি। বিগত দশ বছর ১৯৬৫ সালের যে শিক্ষা বিধি চালু ছিল সেটাই তারা চালিয়ে ছিলেন। সরকার এবং বেসরকারী স্কুলের মধ্যে যে বৈষম্য সেটা তারা প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী দশরথবাবুকে দিয়ে কিছুই করতে পারেন নি। আমরা আশা করছি এই বৈষম্য আমরা দূর করতে পারব। উপজাতি অংশের ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়িতে পড়াশুনা করার জন্য এই সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশন পুরুলিয়া এবং আরও কয়েকটি স্কুলে সীট বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুরোপুরি সরকারী খরচে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্টাইপেণ্ডের ব্যাপারে নকুলবাবুও ছিলেন, এস, সি, কমিটি যে নর্থ ত্রিপুরাতে ভিজিট করেছে সেখানে সেই কমিটি বলেছে যে, প্রত্যেকটি হোষ্টেলে অ্যাডভান্স ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া আছে। আমি স্বীকার করছি যে, প্রস্তাব আসে সেটা আগের দোষ ত্রুটি সংশোধন করে করতে একটু বিলম্ব হয়। কিন্তু সমায়ী শিক্ষককে দিয়ে মিছিল করিয়ে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করিয়ে এই শিক্ষা ক্ষেত্রে আঘাত আনা হচ্ছে।

তাঁরা এটা করছেন যাতে করে ছাত্র অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। স্যার, ১৯৮৫-৮৬ সালে আমরা দেখেছি, ৩,৯৪,১৬৫০৬ অনুদান এসেছিল বিদ্যালয়গুলির জন্য। স্যার, ১৯৮৭-৮৮ সাল পর্যন্ত মাত্র ২০টি পাকা বিল্ডিং ছিল। আর আমরা ক্ষমতায় এসে আজ পর্যন্ত করেছি ৩৯৮টি পাকা বিল্ডিং। স্যার, এই ফিগার আরো বেশী হত, যদি এ, ডি সি শেষ সময় না জানাত যে, ওরা ৬০টি ঘর করতে পারবেন না। নাইনথ ফিন্যান্স কমিশনে আরো ৫টি ঘর করব। স্যার, ১৯৯০-৯১ সালে আমরা আরো ১০টি পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন করব। স্যার, কক-বরকের কথা বলে এখানে উনারা খুব চিৎকার করে থাকেন। তাঁদের আমি বলতে চাই, বিগত সরকার ৫ম শ্রেণীর মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ রেখেছিল। এই সরকার ২ বছরের মধ্যেই ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যান্ত করেছে এবং ক্রমে তা বাড়িয়ে মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় মেনো-

ক্রিপ্ট তৈরী হয়েছে। স্যার, জোট সরকার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে শহর অঞ্চলে কাজ করার চেষ্টা করছে। বিগত দিনে দলবাজী করা হত। আর আজকে সেই দলবাজী থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চলছে। এই বলেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৯০-৯১ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ ॥

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৯০-৯১ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমার ডিমাণ্ডের যে রিলিফ অর্থাৎ ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯ সেখানে কাউকে সমালোচনা করতে শুনি নি। স্যার, আপনারা জানেন, চাকমা শরণার্থী এখানে বেশ কয়েক বছর ধরে আছে। এটা সম্পূর্ণ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের টাকায় চলছে। এখানে ৫/৬টি ক্যাম্পে প্রায় ৬৫,৫৬৮ জন চাকমা শরণার্থী আছে। তারপর আছে আমতলী ক্যাম্প। তাদের ভরণ-পোষণের জন্য ৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার সংস্থান এখানে রাখা হয়েছে, যাতে সুষ্ঠুভাবে তাদের খাওয়াতে পারি, পরাতে পারি এবং তাদের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে পারি। এই ডিমাণ্ডের উপর কেহ সমালোচনা করেন নি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, এটা জেনারেল পলিসি। এখানে ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা হচ্ছে না। কাজেই সমর্থন করার প্রশ্ন আসে না।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) :—স্যার, ২ হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য জাতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। বিগত দিনগুলিতে আমরা দেখেছি, আরবান এলাকায় (গরিষ্ঠ অংশের মানুষ গ্রামে বাস করে) ,সেখানে চিকিৎসার কোন সুযোগই ছিল না। সেখানে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সুযোগ পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে কোন কিছুই করা হয় নি।

পাহাড় এবং গ্রামের মানুষের কাছে যাতে আমরা স্বপ্নের সুযোগ পৌছে দিতে পারি সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা বাজেট প্রস্তুত করেছি। আমরা প্রিভেনটিভ মেজার এবং কিউরেটিভ মেজারের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট রচনা করেছি। আপনারা জানেন ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন রোগের প্রকোপ বেশী, সাধারণতঃ আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। বিগত বৎসরে ৫৫ লক্ষ রোগী আউট ডোর এবং ইনডোরে চিকিৎসিত হয়েছে। তার মধ্যে ৯০ শতাংশ রোগীই হল পেট এবং চর্মরোগী। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই

আমরা এবারকার বাজেট প্রস্তুত করেছি। আমাদের স্বাস্থ্য প্রকল্পের দুইটা দিক আছে। তারমধ্যে একটা হলো সেন্ট্রাল স্পনসর্ড। এর মধ্যে শিশু, মাতৃ মঙ্গল, পরিবার কল্যাণ, জাতীয় কুষ্ঠ নিবারণী, ম্যালেরিয়া, জাতীয় যক্ষ্মা নিবারণী প্রকল্প, জাতীয় অন্ধ নিবারণী প্রকল্প, গলগণ্ড রোগ প্রভৃতি। আমাদের ষ্টেটে যে সমস্ত প্রকল্প আছে—রাজ্যের মধ্যে কিভাবে প্রিভেন্টিভ মেজার, কিউরেটিভ মেজার নিতে পারি, আমরা পি, এইচ, সি কোথায় খুলতে পারি, শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারি, এই সমস্ত। আপনারা সবাই জানেন আমরা পশ্চিম ত্রিপুরায় ১০৫ শয্যা বিশিষ্ট একটি জেলা হাসপাতাল প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। এবং অলরেডি তার কাজও শুরু হয়ে গেছে। দক্ষিণ ত্রিপুরাতেও ১০৫ শয্যার একটি জেলা হাসপাতাল প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। মহকুমা হাসপাতালগুলিতে আরও ২০টি করে শয্যা বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা রাখা হয়েছে। এবং আগামী অর্থ বছরের জন্য বাজেটে টাকা রাখা হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন এবং আজকে সকালবেলায় প্রশ্নোত্তরেও আমি বলেছি জি, বি, হাসপাতালে আমরা শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাই। কার্ডিয়লজি, নিওরোলজি, প্লাষ্টিক সার্জারী ইউনিটকে আমরা যাতে আরও বাড়াতে পারি, একটিভ করতে পারি তার জন্য বাজেটে টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। কার্ডিয়লজি বিভাগের কাজ অলরেডি চলছে। ভি, এম, হাসপাতালে একটা পেডিয়ট্রিক সার্জারী ওয়ার্ডের নির্মাণের কাজ চলছে। এইভাবে আমাদের সমস্ত প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের নিকট যাতে আমরা স্বাস্থ্যের সুযোগ এ্যাপ্রচেশান করতে পারি তার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন যে ১০টা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণ কার্য্য শেষের পথে। আরও ১০টা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কনষ্ট্রাকশানের কাজ চলছে এবং আরও ২০ টা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য এডমিনিষ্ট্রেটিভ এপ্রোভাল আমরা পেয়েছি। সেগুলির জন্য আমরা বাজেটে টাকা বরাদ্দ রেখেছি। যাতে করে আমরা সবাইকে সচেতন করতে পারি তার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্প আছে এতে শুধু সাধারণ মানুষ নয়, আমাদের মেডিক্যাল অফিসার যারা আছেন তাদের বিভিন্ন রকম নূতন ট্রেনিং অত্যাধুনিক এবং লেটেষ্ট সাইয়েন্টিফিক নলেজের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম শিক্ষার এবং কোচের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সবের জন্য আমাদের টাকার সংস্থান করতে হচ্ছে। আপনারা জানেন যে, আমরা ষ্টেট প্ল্যান এবং নন্ প্ল্যান বিভিন্নভাবে বাজেট নিয়েছি। আমরা ষ্ট্যাট প্ল্যানে ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা, নন্ প্ল্যানে ১২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা, মেডিসিন ষ্ট্যাট প্ল্যানে ২৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং নন্ প্ল্যানে ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা, ডায়েটের জন্য ১২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, প্ল্যানে এবং নন্ প্ল্যানে ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা। ইনক্লুডিং বেডিং ষ্ট্যাট প্ল্যানে রাখা হয়েছে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা এবং নন্ প্ল্যানে ২০ লক্ষ টাকা। এই ভাবে পরিকল্পনাগুলি যাতে রূপায়ন করা যায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে যাতে স্বাস্থ্যের সুযোগ পৌঁছে দিতে পারি

তার জন্যই আমাদের এইসব সংস্থান রাখতে হয়েছে। এই পরিকল্পনা এবং ইমপ্লিমেণ্টারী প্রচেষ্টাকে কি আপনারা পারফরমেন্স বাজেট বলবেন, নাকি অনিলবাবুর মতো মেণ্টেনেনস্ বাজেট বলবেন বা গোপালবাবুর মতো ওয়েষ্টফুল বাজেট বলবেন ? স্যার, উনারা তো সব সময় কনভেনশন্যাল বাজেট করেন যাতে বাজেটের টাকা বিভিন্ন ভাবে সরিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু আমরা বাজেটের টাকা স্পেসিফিক স্কীমের জন্য রেখেছি এবং স্পেসিফিক কাজের জন্যই টাকাগুলি এলট করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য অনিলবাবু বলেছেন, আমাদের বাজেট নাকি কায়েমী স্বার্থের বাজেট। কারণ উনারা সব সময়ই উল্টা কথা বলে থাকেন। উনারা শান্তি সেনা গঠন করেছিলেন শান্তির জন্য। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল অশান্তির জন্যই এই শান্তি সেনা গঠন করেছিলেন। এই শান্তি সেনা গঠন করে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মুলি বাঁশের গুড়া উনারা শেষ করে দিয়েছিলেন এটা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার আপনি ভাল করেই জানেন। তাদের কাছে সমস্ত যুক্তি সবই উল্টা। তাদের কাছে পলিটিকস্ মানে হচ্ছে পাওয়ার, তারপর পার্টি, তারপর দেশের কথা এবং ৪নং হচ্ছে উনাদের কাছে মানুষের জন্য চিন্তা করা। আমাদের বেলায় আমরা প্রথমে মানুষ, তারপর দেশ, তারপর দল এবং সর্বশেষ পাওয়ার, তাই উনাদের সঙ্গে এখানেই হচ্ছে আমাদের পার্থক্য। মাননীয় বিরোধী নেতা নৃপেনবাবু বলেছেন যে, রাজীব গান্ধীকে রিজেকটেড করেছেন বাই দি পিউপিল। কারণ এস, টি, এস, সি এবং মাইনরিটিকে তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। তাই আমিও জিজ্ঞাসা করছি মাননীয় নৃপেনবাবুকে, উনি কাউকে রক্ষা করতে পারেন নি। যার জন্য উনি ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ত্রীত্বে থাকতে পারলেন না। স্যার, মাননীয় সদস্য খগেন্দ্রবাবু নেই, তিনি গতকালকে ১০০ বার ডেমোক্রেসির কথা উচ্চারণ করেছেন, আমি বুঝতে পারছি না উনারা কি জানেন ডেমোক্রেসির ডেফিনেশ্যান কি ? উনারা যদি ডেমোক্রেসির কথা চিন্তা করতেন তাহলে আমরা যে সমস্ত কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ভালোর জন্য করছি সেগুলি নিশ্চয়ই উনারা উল্টা বুঝতেন না।

শ্রদ্ধেয় সমরবাবু বলেছেন, কানমলা খেয়েছেন। আমি আপনাদের সেই কানমলার কথা উল্লেখ করছি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেনবাবু ও স্বর্গীয় যোগেশবাবুর একটা কানমলার কথা বলছি। ১৯৭৭ সালে একজন জেল ওয়াডারের বিভিন্ন কারণে চাকুরী গিয়েছিল। ১৯৭৮ সালে যখন তারা ক্ষমতায় এলেন তখন ঐ জেল ওয়াডার নৃপেনবাবুর কাছে ও স্বর্গীয় যোগেশবাবুর কাছে গিয়েছিল। তারপরে তারা ২ জন ঐ জেল ওয়াডারের চাকুরী ও এরিয়ার দেওয়ার জন্য আই, জি, প্রিজন ও সেক্রেটারীর কাছে ৩ বার বললেন। কিন্তু ৩ বারই আই, জি, প্রিজন সেক্রেটারী নাকচ করে দিলেন। তখন টি, এ পি, বা ফায়ার সার্ভিস-এ দিয়ে দেবার জন্য আই, জি, পিকে ও সেক্রেটারীকে ২ বার করে বললেন এবং

সেই দু বারও নাকচ করে দিলেন। এভাবে মোট ৫ বার স্বর্গীয় যোগেশবাবু এবং নৃপেনবাবু কানমলা খেলেন। এখন আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা এই বাজেটকে বিরোধিতা করে আর জনগণের কাছে কানমলা খাবেন না। এই বলে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীবিমল সিনহা।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— কত মিনিট স্যার।

মিঃ স্পীকার :— ১০ মিনিট, তবে মেকসিমাম আরও ২ মিনিট হতে পারে।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার একটা কংক্রিট পিকচার আমি তুলে ধরছি। ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান অবস্থা কি, সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট উদাহরণ তুলে ধরছি। আমাদের কমলপুরের গঙ্গানগর গাঁও সভায় ১৭৭টি পরিবার বাস করে। এই ১৭৭টি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩৮টি পরিবারের ১ মাসের খোরাকী আছে কিন্তু বাকী ১৩৯টি পরিবারের কারোর ঘরে কোন খোরাকী নেই। এমনকি একটি হাঁস নেই, একটি মুরগী নেই এমন চরম অবস্থা। শুধু সি, পি, আই, (এম) না একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে আছে টি, ইউ, জে, এস, অধ্যুষিত গ্রাম। এই হচ্ছে অবস্থা। এই গ্রামের মধ্যে ২৩টি পরিবার আছে যাদের পরিবারের রোজগার করার মত কেউ নেই। ওনারা আমাদেরকে বকতে পারেন এবং এখানে গরম গরম বক্তৃতা হতে পারে কিন্তু যাদের জন্য এই বাজেট তাদের হচ্ছে এই অবস্থা। এটা কর্নমনি গাঁও সভার উদাহরণ দিলাম। এরকম আরও বলতে পারি কিন্তু এতটা সময় আমাকে এলাউ করা হবেনা। আমার কাছে এরকম ১৪টা গাঁও সভার তথ্য আছে। এই গাঁও সভাগুলির আরেকটার স্পেসিফিক চিত্র আমি দিচ্ছি।

বিনন্দ্র রোয়াজা পাড়া—টোটাল পরিবার ১০টি। এর মধ্যে ২টি পরিবারের খোরাক আছে, বাকী ৮টি পরিবারের খোরাক নাই। ১.৫০ টাকা বা ২.০০ টাকা দরে এস, টি, সি, ষ্টোনচিপস্ ভেঙ্গে যে পয়সা পায় সেটা দিয়ে তারা কোন রকমে চলছিল। কিন্তু এখন সেটাও আর পাচ্ছেনা। কারণ কনট্রাক্টররা বিল পাচ্ছেনা ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে এদের কোন পয়সা দিচ্ছেনা। ফলে তারা এখন সম্পূর্ণ বেকার। উপায় একমাত্র কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ছিল—সেখানে অর্জুন ফুলের ঝাড়ু প্রতি ২০ টায় ৪০ পয়সা দিত। বাঁশ ১২ হাত ২০ টাকা প্রতি শত। ফলে এর দ্বারা

কোন রকমে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। এই হলো ত্রিপুরা রাজ্যের আদিম অধিবাসীদের অবস্থা। এইটা কোন কংগ্রেস না, কোন কমিউনিষ্ট না, কোন জনতা দল না, এইটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের বাস্তব অবস্থা। এইখানে নীলমনি রিয়াং তাকে খুশীধন পাড়ার চেয়ারম্যান করে দিয়েছেন। কিছুদিন আগে সে আমার কাছে এসে অভিযোগ করেছে, ৫০টা কোদাল সেংকসান হলো শুনলাম, কিন্তু আমরা পেয়েছি মাত্র ৫ টা না ৬টা কোদাল। সেখানে রিহাবিলিটেশন স্কীমে কাজ হচ্ছিল। কিন্তু এখন সেখানে কোন কাজ নেই। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি বরং আগরতলায় গিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর। উনারা কি বলেন। তখন সে আমাকে বলল যে, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তো কোন লাভ নেই। উপরন্তু 'আমি যে ভাড়াটা খরচ করব সেটা দিয়ে ১ কে, জি, চাল কিনলে লাভ হবে।' এই হচ্ছে অবস্থাটা। গোটা ত্রিপুরার অবস্থাটা এই।

এই দুর্ভিক্ষজনক অবস্থার মধ্যে সেখানে তো স্কুল রয়েছে, হাই স্কুল আছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অরুণবাবু তো বলেছেন যে, সেখানে স্কুল তো দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ছেলেরা তো স্কুলে যায় না। ঠিক কথা। ছেলেরা স্কুলে যাবে কি করে। ঘরে খোরাক নাই, পাথর হেমার দিয়ে ভেঙ্গে তারপর চাল যোগাড় করতে হচ্ছে। এই অবস্থায় তাদের পক্ষে স্কুলে যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে এই অবস্থায় ত্রিপুরার প্রত্যেকটা জায়গায় বিশেষ করে এই কমলপুরে কতজন ছাত্র ড্রপ্ড্ আউট হয়েছে স্কুল থেকে? এণ্টায়ার হালাম পাড়ার অবস্থা, রিয়াং পাড়ার অবস্থা এই ভাবেই চলছে। আজকে এরা উপাসে উপাসে দিন কাটাচ্ছে। কাজেই এদের ধমনীতে তো আর আমাদের উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুদের রক্তধারা প্রমাণিত হচ্ছে না। কারণ এই সম্পর্কে বাজেটের মধ্যে কোন উল্লেখ নেই। কাজেই এই যে বাজেট—এইটা কি ধরণের বাজেট আমি অবশ্য কোন মন্ত্রীকে আঘাত করে বলেছিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৫১ পৃষ্ঠাতে আছে—Govt. of Tripura Finance Department Scheduled of works regarding P. W D. Roads buildings wing for the year 1990-91 under Item No. 34 installation and commissioning of 4 nos of Air Conditioned Rooms for Circuit House at Agartala, cost 86,322. Under Item No. 44- construction of three Secretariat buildings Air condition thereof (TV/PLD/190/86-87) costs Rs. 7 lakhs 84 thousands. Then Item No. 55 Installation of 1. 5 T. R. Air conditioner in Rooms Nos. 1, 2, 9, 10, 11, 12 of the Agartala Circuit House total cost Rs. 1 lakhs 89 thousands 796. Under Item No. 56 providing of windows and Air Conditioner cost Rs. 12 lakhs 67 thousands. Under Item No. 98

installation of Air Conditioner cost Rs 9 lakhs 97 thousand 300. তাহলে ব্যাপারটা কি, আমি এইটা সবার নজরে আনতে চাই যে, যেখানে ত্রিপুরার মানুষ পাথর ভেঙে এক মুটো ভাত পায় না, সেখানে এই বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে, মন্ত্রীদের রুমগুলি এয়ার কনডিশান করতে হবে। তাঁদের (মন্ত্রীদের) ষ্টাফদের রুম এয়ার কনডিশান করতে হবে। কাজেই এই যে, বাজেট— এই বাজেট কি ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য? স্পেসিফিক আমি এইটা জানতে চাই।

এই বইয়ের ১৫১/১৫৩ প্রতিটি আইটেম আমি পড়ে শুনাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে একজন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, বিগত সরকার ১০ বৎসরে কি করেছেন, যুক্তির খাতিরে না হয় মেনে নীলাম যে সর্বনাশ করেছিল ত্রিপুরাকে। বুঝলাম, কিন্তু এখন তো আপনারা ঠিকা নিয়েছেন ভাল করার জন্য। আজকে আপনারা বলছেন যে এ, ডি, সি কাজ করতে পারছে না। টাকা শুধু নিচ্ছে। আমি এখানে উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি :— বিভিন্ন ল্যাম্পস্, প্যাক্সকে টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে শুধু ম্যানেজেরিয়াল সাবসিডি দেওয়া হয়েছে ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। বিভিন্ন সাব-ডিভিসনে এ, আর, সি, এস-এর কাছে দেওয়া হয়েছে। এখানে সবগুলি পড়তে গেলে সময় লাগবে। আমি সবগুলি পড়ছি না। শুধু নাম্বার বলছি। টোট্যাল স্যাংশন্ অব রুপিস্ ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮০০ টাকা। ভাইড মেমো নাম্বার :— এফ-৪০ (১) এ, ডি, সি/সি, অ, পি / ৮৫ / ৪৫৯৬-৪৬০৩ তারিখ ৪-১১-৮৮ ইং। এই যে টাকাটা দেওয়া হলো, এই টাকাটার ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট আজ পর্যন্ত দেওয়া হলো না। দেওয়া হলো মোটর কিনবার জন্য, অমরপুরে একটা ট্রাইবেল কো-অপারেটিভ আছে, সেখানে গাড়ী কেনার জন্য। এ, ডি, সি থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু সেখানে হঠাৎ করে বাধা সাধলেন মাননীয় মন্ত্রী জওহর বাবু।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার। এখানে মাননীয় সদস্য যে কথাটা বললেন, উনাদের প্রাক্তন বিধায়ক-এর ভাই এবং কিছু কিছু খুনী ও মার্ডারারের নামের মধ্যে ছিল। কোন শ্রমিকের নাম এর মধ্যে ছিল না। সেটার কোন হিসেবও নেই। লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। কাজেই এটা আমি এখানে অবজেকশান দিচ্ছি।

শ্রীবিমল সিন্হা :— তা আপনি অবজেকশান দিতে পারেন। কাগজ পত্রই সেটা বলে দিবে। গ্র্যান্ট এণ্ড এইড্ দেওয়া হয়েছে ৬ লক্ষ টাকা। এটা হচ্ছে ১৮-৫-৮৯ ইং তারিখে, ফর কনষ্ট্রাকশান অব্ মিনি ষ্টোর। কোথায়? করমছড়া ল্যাম্পস্, টাকারজলা ল্যাম্পস্ এগুলিতে

তারা এক পয়সাও খরচ করল না। ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট তারা দিলেন না। এ, ডি, সি, এলাকার লক্ষ লক্ষ ট্রাইবেলদের আজকে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে আছে। স্কুল থাকলেও আজকে তারা সেখানে লেখাপড়া করতে পারে না। আজকে আপনারা আমাদের উপস্থিতিতে বা আমাদের অনুপস্থিতিতে যে কোন ট্রাইবেল গ্রামের আগের যে পাড়াগুলির নাম বললাম সেগুলিতে আপনারা তদন্ত করে দেখতে পারেন। তাদের কয়জন আজকে মুখ্যমন্ত্রীর রিলিফ ফাণ্ড থেকে সাহায্য পেয়েছেন বলতে পারবেন।

আজকে জল নেই। বালুছড়াতে বৃষ্টি হওয়ার পর জল ঘোলা হয়ে যায়। সেই চাকমা থেকে শুরু করে রুইও৷ বাজার থেকে আরম্ভ করে বিস্তীর্ণ এলাকাতে জলের জন্য একটা হাহাকার অবস্থা চলছে। নালিশ করবার জায়গাও নেই।

সেই চাকমা থেকে আরম্ভ করে রুহিদানি বাজার থেকে আরম্ভ করে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে হাহাকার. নালিশ করবার জায়গা নেই। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট। একদিকে এয়ার কণ্ডিশন আর একদিকে হচ্ছে তৃষ্ণার্ত মানুষের, উপোস্য মানুষের হাহাকার। কোন দল করে? সি, পি, এম, না কংগ্রেস সেটা বড় না, বড় হচ্ছে মানুষের জন্য এই বাজেটা গৃহীত হচ্ছে কিনা? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে পাঁচটি মিনিট সময় দিন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—আমি একটু বলছি, মাননীয় সদস্য টাইম চাইছেন নিশ্চয় দেওয়া উচিত, কারণ উনি যে সমস্ত কথা বলছেন আমাদের জবাব দিতে হয়।

শ্রীবিমল সিনহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, নেকষ্ট হচ্ছে, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে দশটি কো-অপারেটিভ বাগান. মাননীয় মন্ত্রী আছেন, আজকে জবাব দেওয়ার সময় উনার অজ্ঞানতা উনাকে নাকি ইনক্রম করা হয় নাই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের দশটি কো-অপারেটিভ বাগান, সেই দশটি কো-অপারেটিভ বাগানের মধ্যে চারটিতে সাহায্য করা হয়েছে। উনার মুখের বক্তব্য কতটা, আমরা যতটুকু জানি এক একটাতে এই দুই বৎসরের মধ্যে যেখানে ২৪ ঘণ্টা, বার মাস চারাগুলিকে বড় করার জন্য, সাহায্য সহায়তা করে চারাগুলিকে লক্ষ লক্ষ চারা শুকিয়ে যাচ্ছে, সেইগুলিকে বাঁচানোর জন্য টাইমলি জল, সার, টাইমলি সেখানের মধ্যে মালসিং এইগুলি দেওয়া দরকার। সেইখানে টাকার অভাবে বাগানগুলি শেষ। নতুন এমপ্লয়মেণ্ট, নতুন ছেলে চাকুরী পাওয়া তো দূরের কথা, এর ফলে হচ্ছে কি? আজকে বিভিন্ন বাগানগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেইখানে বন্দেমাতরম্ যারা বলে তারা কাজ করেনা; ইনক্লাব যারা বলে, তারা কাজ করে। সেটা বড়

কথা না, বড় প্রশ্ন হচ্ছে শ্রমিকরা কাজ করবে, এখানে কাজ পায় না। আজকে এই কো-অপারেটিভগুলি বন্ধ। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে কফি বাগান, বিরাট কফি বাগান। প্রায় আমার জানা মতে শুধু মাত্র তেলিয়ামুড়া এবং মনুতে এইখানে ৭৮ হেক্টর, সেখানে আরা বেশী বিরাট এমপ্লয়মেন্ট এভিনিষ্ট তৈরী হয়েছিল। কফি বোর্ড থেকে বার বার এখানে এসে কফি পরীক্ষা করে গেছেন, বললেন যে খুব ভালো কফি। এখন কফি বাগান সম্পূর্ণ বন্ধ। আজকে উনাদের ফরেষ্ট পে বলে মাষ্টার রুলে থাকতে পারবেন না। যে কোন কফি শ্রমিককে তার মজুরী দিচ্ছেন। সেই আই, এন, টি, ইউ, সি, বা টি, ইউ, জে, এস, প্রশ্ন না, শ্রমিকের সম্পূর্ণ কাজ বন্ধ। আজকে বাগান, রাবার বাগানগুলির অবস্থা এই রকম। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বাইরের বিশেষজ্ঞর বলত, মালশিয়াকে ক্রস করে যাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের রাবার। কে বলেছে কেরল তামিলনাড়ুর রাবার ভালো, ত্রিপুরা রাজ্যের রাবার সব চাইতে ভালো, এটা প্রমাণিত হয়েছে। আজকে রাবার বাগানগুলি জলছে। অধিকাংশ রাবার বাগান বন্ধ, এন, সি, পাড়া যেটা ঐ বিরাশি মাইলের এখানে সেটাতো ধুঁক ধুঁক করে জলছে। দুইশ থেকে দুইশ পঞ্চাশ জন লেবার যেখানে কাজ করত, এখন সেইখানে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন লেবার। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের এমপ্লয়মেন্টের অবস্থা। এই সমস্যার তীব্র আঘাতে শুধু মাত্র কিছু বামফ্রন্টের সমর্থক ক্ষুব্ধ তা না, গোটা ত্রিপুরাবাসী ক্ষুব্ধ। যারা কংগ্রেস করে তারাও ক্ষুব্ধ। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম বললেই তো হবে না পেটেতো কিছু দিতে হবে। দুই একজন মন্ত্রীর কাছ থেকে কিছু পেলেই তো হবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ আছে বহু বেকার আছে। মাননীয় মন্ত্রী হিসাব দিয়েছেন সকালবেলা ছয় হাজার না আট হাজার শিক্ষিত বেকারের একটা হিসাব দিলেন কর্মসংস্থানের। দুর্ভোগের বিষয় পঁয়ত্রিশ বছরের উপরে কতজন বেকার পেয়েছেন। এটার জবাব দিলেন না বা আপনিও এলাউ করলেন না দুঃখের বিষয়। এখানে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, বেকার এরা সত্যিকারের বেকার কয়জন, সক্ষম ব্যক্তি কাজের ক্ষমতা আছে, কাজ পায় না। এই অবস্থায় এরা কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে দেশটাকে। আজকে পত্র-পত্রিকায় চিৎকার উনার ট্রেজারীতে কি আছে না আছে এটা তো আমরা জানি না। ত্রিপুরা রাজ্যের একটা পত্রিকা দেখান ওদের পক্ষে লেখে বা তাদের পত্রিকা হউক, ওদের বিপক্ষে যারা লেখে তারাই হউক, একটা পত্রিকা দেখান ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বা সেই 'সান্দন' পত্রিকা বলেন, 'দৈনিক সংবাদ' বলেন, 'ত্রিপুরা দর্পন' বলেন, 'জাগরণ' বলেন, 'গণদূত' বলেন, একটা পত্রিকা বলেন যে, এটাতে একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতি দেউলিয়া না। দেউলিয়ার কথাতো আমরা জানবার কথা না। ট্রেজারীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে এটা জানার কথা না, আজকে এইগুলি হচ্ছে কেন? সমস্ত পত্র-পত্রিকা চিৎকার করছে, বিরাট গণতন্ত্রের দায়িত্ব পালন করছে

পত্রিকাগুলি। কারণ হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে যদি এই কথা না বলে, হুঁশিয়ার না করে তাহলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হোল ত্রিপুরা ষ্টেটের মধ্যে পরিহার করতে চাইছেন। বাংলাদেশের যে কোন গ্রাম ধরেন, যে কোন গ্রাম বলছি তো; আইদার মিকষ্ট ভিলেজ, ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল মিকষ্ট ভিলেজ, বাংলাদেশ থেকে কিভাবে অনুপ্রবেশ করছে. এটা শুধু ট্রাইবেলের বিপদ না, হোল ত্রিপুরার যারা বাসিন্দা আছে তাদের বিপদ। আজকে জমি থেকে পুরানো মানুষ উৎখাত হইতে বাধ্য, চাকুরী থেকে উৎখাত হইতে বাধ্য।

কক-বরক

মুইয়া চানাই, চাখীই চানাই, জিন্দাবাদ। গারিঙগ তংনাইরগ' বুইনি ভলাঅ তা ভংদি। তাবুক তাম' আংখা, কুফুরনি কলকমা খিতুং আংগাই তংখা।

বঙ্গানুবাদ: যারা বনের বাঁশের করুল খাই, ক্ষার জাতীয় তরকারী খাই, জিন্দাবাদ। যারা টংঘরে থাকেন (ট্রাইবেলদের আদি বাসগৃহ) এরা অন্যের কাছে নত স্বীকার করে থাকবেন না। কিন্তু এখন কি হয়েছে? কংগ্রেস দলের লম্বা লেজুর হয়ে আছেন।

শুধু তাই নয়, আজকে শিক্ষা বলুন আর সংস্কৃতিই বলুন, চাকমা রিফিউজিদের কথা বলে যে ভাবে চিৎকার করা হচ্ছে, কোথায় সেই চাকমা রিফিউজি? তাদের সংখ্যাই বা কত? কিন্তু অন্যদিকে যেভাবে অনুপ্রবেশ ঘটছে তার সংখ্যা কত হবে তা এখন পর্য্যন্ত নির্ধারণ করা হয় নি। সত্যি কথা কি এই রাজ্যে যে পরিমাণ অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার সংখ্যা সম্পর্কে সরকার যাই বলুন না কেন, প্রকৃত পক্ষে সেই সংখ্যা তারা যা বলবেন তার চাইতে অনেক অনেক গুণ বেশী। আজকে দ্রাউ বাবু, আপনি মন্ত্রী আছেন আবার নাও থাকতে পারেন তাতে কিছু আসে যায় না। (দ্রাউকুমার রিয়াং কক-বরকে বলুন) হ্যাঁ কক-বরকে বলছি, কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এরা যে ঘুমে অচেতন হয়ে আছেন সেই অচেতন অবস্থার মধ্যে সামান্য সচেতনা আনার জন্য আমি তাদেরকে অনুরোধ করছি এবং সেই সঙ্গে এই হাউসের সামনে যে বাজেট বরাদ্দ এসেছে, তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে ১৯৯০-৯১ আর্থিক সনের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি দুই চারটি কথা বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হয়তো এটা ঠিক যে কিছু অপচয় আমরা ক্ষমতায় আসার পর হয়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরাও কেন

এই অপচয় হল, সেটা সমর্থন করবেন। কিন্তু তার আগে সেই অপচয়টা কেন হল, সেটা আমাকে দেখাতে হবে। স্যার, ১৯৮৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী আমরা এই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছি এবং আমরা যে দিন ক্ষমতায় এসেছি, সেই দিনেরই দুই একটা দপ্তরের হিসাব, আমি এই হাউসের সামনে তুলে ধরেছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এখানে দুই একটি ডিপার্টমেন্টের হিসাব তুলে ধরছি। আমরা যখন ক্ষমতায় আসি ৫ তারিখে তখন টি, আর, টি, সিতে ১,৩৫৩৯ হাজার টাকা উনারা বাকী রেখে গেছেন এবং তার মধ্যে ৪৪.৮৫ লাখ টাকার বিল বাকী রেখে গেছেন। তাছাড়া টায়ারের বিল, স্পেয়ার পার্টসের বিল বাকী ছিল। এইগুলি করেছেন। উপরন্তু উনারা ৭০টি গাড়ী আর ১৫টি ট্রাককে কনডেমড্ ডিকলারেশন করে গেছেন। এটা খুব তাড়াতাড়ি করেছেন! যাওয়ার তিনদিন আগে। ক্যাডারদের মধ্যে বিলি করতে পারেন নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বাসের সংখ্যা ছিল ১৪৮,৮৪টিকে কনডেমড্ ডিকেলারেশন করেছে। আমার ট্রাকের সংখ্যা ছিল ৩৭, ১৪টি ট্রাক মেশিন নামিয়ে বডি ভাল, ওদের ক্যাডারদেরকে দিয়ে যেতে পারে নি। তারপর মতিবাবু সর্ব ভারতীয় পত্রিকায় ছাঁপিয়ে অকশন করে ৩০টা বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন। এই পরিস্থিতিতে আমরা ক্ষমতায় আসার পর আমরা টি, আর, টি, সির উন্নতির জন্য আমরা কি কি করেছি সেটা বলছি। আমরা কারেন্ট ইয়ারে নতুন কতকগুলি রাস্তায় বাস চালাবার ব্যবস্থা করেছি। এর মধ্যে আগরতলা-ঘোড়াকাপ্পা, আমবাসা-কৈলাসহর, আগরতলা-দশদা, আগরতলা-লালসিংমুড়া, গণ্ডাছড়া-শিলাছড়ি, চেলাগাং-বংবুম জম্পুই ইত্যাদি রাস্তায় বাস সার্ভিস দিয়েছি। আমরা আইজল, শিলচরেও বাস সার্ভিস দেব। আগামী বছর কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ সত্বেও আমরা ৫টি বিলাসবহুল বাস চালু করব। এই বৎসর ১৩৬টি নূতন পারমিট দিয়েছি। ১৪৭টি টি, আর, এল-এর পারমিট দিয়েছি। নূতন বাস সার্ভিস খোলার জন্য আমরা রোড সার্ভে করার জন্য ব্যবস্থা করছি।

নতুন আরো গাড়ীর জন্য ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টকে বলেছি, রোড সার্ভে করার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ওরা চিৎকার করছে, এই সরকার দেউলিয়া বলে। এটা আদৌ ঠিক নয়। ১৯৮৮ সালের পরে আমরা যদি নির্বাচনে জয়ী না হয়ে আসতাম, তাহলে প্রকৃতই সরকারকে দেউলিয়া হতে হত। অর্থাৎ দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাতে হত। আজকে কোটি কোটি টাকার হিসাব নেই। একমাত্র টি, আর, টি-তেই দেড় কোটি টাকার বাকী রেখে গেছেন। প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টেই তাই। একটি ডিপার্টমেন্টেও আস্থা রেখে যান নি। পি,

ডাব্ল্যু, ডি-এর রোডস অ্যাণ্ড বিল্ডিং-এর কথা ছেড়ে দিন। সেখানে ১৮ কোটি টাকার বোঝা আমরা ঘাড়ে নিয়েছি। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৫ তারিখ আমরা ক্ষমতায় আসি। আমরা পি, ডাব্ল্যু, ডি থেকে ১৯৮৯ সাল পর্য্যন্ত আমরা ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দিয়েছি। এই ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়ার পরও তাঁরা চিৎকার করছেন, আমরা টাকা দিই নি। আমার জানা নেই কি ভাবে কি করতে হয়। তবে আমি এখানে চ্যালেঞ্জ করছি। ওরা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে আমি আপনার কাছে কাগজ দেব। স্যার, ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্য্যন্ত ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দিয়েছি। ফিন্যান্স অফিসার আমাকে তা চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন। সেটা ২২-৩-৯০ ইং তারিখে দিয়েছে। স্যার, বিরোধী সদস্যরা বলেছিলেন, বিশেষ করে মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী চিৎকার করে বলেছিলেন, পি, ডাব্ল্যু, ডি, থেকে ষ্টাফ দেয় নি। আরো ২/১ জন একই ব্যাপার নিয়ে এখানে চিৎকার করছেন। আমি এখানে বলছি, কে, কে, সিন্‌হা, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার, বি, সি, ভট্টাচার্য্য অ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, আর, চক্রবর্ত্তী অ্যাসিসট্যেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, কে, সি, সোম, অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, সুনীলচন্দ্র রায়, অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, এস, আর, বিশ্বাস, অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, মানিক দেব, অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার, কানাইলাল দে, অ্যাসিটেন্ট ইঞ্জি-নীয়ার, জয় শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার, অপু চক্রবর্ত্তী, জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার, মানসকুমার দাস, জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার, সুবিনয় মজুমদার, জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার, দীনেশ দাস, জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার— এই রকম আমরা ১৫ জন ইঞ্জিনীয়ার ওদের দিয়েছি, সাব-ওভারশিয়ার দিয়েছি, ড্রাফটসমেন দিয়েছি ২ জন, হেডক্লার্ক দিয়েছি ৩ জন, ইউ, ডি, ক্লার্ক দিয়েছি ১৭ জন, এল ডি, ক্লার্ক দিয়েছি, ক্লাস ফোর ষ্টাফ দিয়েছি। আর এখানে চিৎকার করলেন, ১টি ষ্টাফও দিই নি। এতগুলি ষ্টাফ দেওয়া সত্ত্বেও বলছেন, কিছুই দিই নি। যে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দিয়েছি আজ পর্য্যন্ত একটি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট নেই। একটাও অ্যাকাউন্ট আজ পর্য্যন্ত আমাদের কাছে দেওয়া হয় নি। অথচ ওঁরা বলছেন, জোট সরকার দেউলিয়া। মন্ত্রীরা, এম, এল, এ-রা টাকা মারছে। টাকা গেল কোথায়? ফিন্যান্সিয়াল পয়েণ্ট ভিউ থেকে ওরা অভিজ্ঞ, কে চুরি করেছে ওরা খোঁজ রাখে। অডিট অবজেকশান দেবে। ওদের কাছ থেকে আমরা হিসাব পাচ্ছি না। লেজারে দেখিয়ে রেখেছি টাকা দিয়েছি। চিঠির পর চিঠি দিচ্ছি। একটি টাকাও ওরা ফেরৎ দিচ্ছে না।

(ভয়েস অব ফ্রম শ্রীসুনীল চৌধুরী :— মাত্র ২ জন অভারসিয়ার দিয়েছেন)

এতদিন ত বলছিলেন, দিচ্ছি না। একটু জ্ঞান আহরণ করুন। জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ার আমরা ৯ জন দিয়েছি। আপনারাত অভারসিয়ারদের ড্রেনে ফেলে দিয়েছিলেন। আমরা তাদেরকে ড্রেন থেকে তুলে এনে জুনিয়র ইঞ্জিনীয়ারের মর্য্যাদা দিয়েছি। জ্ঞান আহরণ করুন, জানুন, বুঝতে চেষ্টা করুন। ৫-২-৮৮ পি, ডাব্ল্যু, ডি থেকে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা

দেওয়া হয়েছিল। মারিং করেছেন। ছেড়ে দিন স্যার, অ্যাকাউন্ট যখন দেয়নি, তখন মারিং করেছে। ১৬ ৭৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন লেজার নেই। ১৬·৭৬ লক্ষ টাকার কোন হিসাব নেই। হাত সাফাই করেছেন'। আজকে ওরা এখানে চিৎকার করছেন, সরকার দেউলিয়া বলে। স্যার, সেই টাকার দেনা আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ঘাড়ে নিতে হয়েছে। আর আজকে এখানে চিৎকার করছেন, এল, ও, সি, কেন ?

এল, ও, সি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্য মহোদয়দের সঙ্গে আলোচনা করে আপনাদের সময়ে যে ফিন্যান্সিয়াল ইনডিসিপ্লিন করে গেছেন। ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষকে ঠকিয়ে যে টাকা মেরে গেছেন, নিজেরা যে জোতদার, মজুতদার হয়েছেন, সেই ফিন্যান্সিয়াল ইন্-ডিসিপ্লিনকে রোধার জন্য চালু করেছেন। আমাদের কানে ধরে কোন অফিসার আমাদের কাজ করাতে পারেনা। কিন্তু আপনাদের নেতাদের চেসেকোদের সাধারণ কনষ্টেবল শুট ডাউন করেছে গুলি দিয়ে। আপনারা পূর্ব ইউরোপের দিকে তাকিয়ে দেখুন। স্যার, আমাকে আমার এক জার্মান বন্ধু তামাক কোম্পানীতে চাকুরী করেন তার অফিস হলো বোম্বাইতে। সে আমাকে চিঠি লিখল—"আরে ভাই কি দেশে তোমরা থাক।" তোমাদের এক প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে দেখলাম বার্লিন ওয়ালের একটা ইটের টুকরা প্রেজেন্টেশান করেছে। যে জায়গার ইটের টুকরা প্রেজেন্টেশান করে সেই জায়গাটা ছিল একটা ইউরিনাল পয়েন্ট। পশ্চিম জার্মানির সংসদীয় দলের নেতারা এসে জ্যোতিবাবুকে সেই ইটের টুকরাটা দিয়ে গেছেন। আর আপনারা সেটা মাথায় নিয়ে নৃত্য করছেন। আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আপনারা ছিলেন পূর্ব জার্মানীর সমর্থক। স্যার, সার্কিট হাউসে এয়ার কনডিশানের কথা এখানে বলা হয়েছে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, পূর্তমন্ত্রী হিসাবে সার্কিট হাউসের প্রতিটি রুমে আমি এয়ার কনডিশনার দিতে পারি নি। কারণ, আমাদের এই রাজ্যে রেভিনিউ বাড়াতে হবে। আপনাদের এম, পি, চিত্ত বসু গত বছর ইলেকশানের সময় এখানে এসেছিলেন। উনাকে এয়ার কনডিশনার রুম না দেওয়ার জন্য উনি চেঁচামেচি করেছেন। আপনাদের বামফ্রন্টের এম, পি, আমাদের এম, পির নয়। উনি সেখানে গ্লাস ভেঙ্গেছেন, প্লেট ভেঙ্গেছেন কেন উনাকে এয়ার কনডিশনার রুম দেওয়া হলো না। গরীবের বন্ধু আপনারা, আপনারা আবার চিৎকার করেন। যে ডাকাতি আপনারা গত ১০ বৎসরে প্রশাসনে করে গেছেন তার জন্য সার্কিট হাউসের প্রতিটি রুমকে আমি এয়ার কনডিশনার করতে পারি নি। আমি কিছু রুম ধরেছি এবং আশা করছি আগামী বছর প্রতিটি রুমকে এয়ার কনডি-শনার করতে পারব। মাননীয় সদস্য বিমলবাবু মন্ত্রী অফিস সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর কথা বলেছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের উনার রুমে ৪টা এয়ার কনডিশনার ছিল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় এসে নির্দেশ দিলেন, শুধু মন্ত্রীদের নয়, তাদের সহকারীদের রুমেও এয়ার কনডি-

শনার দিতে হবে। এ কথা আমি ২৬ লক্ষ মানুষের উদ্দেশ্যে বড় গলায় বলছি। স্যার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের খাওয়ার ঘরে ২টা এয়ার কনডিশনার, পায়ের দিকে ২টা, মাথার দিকে ১টা যে ঘরটায় মন্ত্রী সুরজিৎ দত্ত এখন থাকেন এই ৫টা এয়ার কনডিশনার ছিল। আমরা সেটা চাই না। উনি ছিলেন ষ্টালিনের শিষ্য, চেসেকোর শিষ্য। সে মতাদর্শে উনি বিশ্বাসী। স্যার, কিছু দিন আগে পত্রিকায় আপনারা দেখেছেন, জ্যোতিবাবু পুরানো রুমকে ভেঙ্গে রিমডেলিং করার জন্য, এয়ার কনডিশনার লাগানোর জন্য। এয়ার কুলার লাগানোর জন্য ৪০ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন শুধু অফিসে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বাড়ীতে এয়ার কুলার বলে কোন জিনিষ ছিল না। আমরা নিজেরাই সেখানে যাওয়া-আসা করেছি। রাত্রি এবং সকালবেলায় সব সময়েই সেখানে থেকেছি। সেখানে কোন এয়ার কুলার মেশিন ছিল না।

মিঃ স্পীকার :— এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জ্যোতি বসুর কথা বলে তো লাভ নেই, উনার অফিস এয়ার কনডিশ্যান এবং সে জন্য পুরানো পুরানো এয়ার কুলার পালটানোর জন্য ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। উনার গাড়ীতেও এয়ার কনডিশ্যান কুলার ফিট করা। সিঁড়ি দিয়ে উনি উপরে উঠতে পারেন না শুনেছিলাম কিছুদিন আগে। কিন্তু গতকাল কি পরশু দিন আনন্দ বাজার পত্রিকায় দেখলাম উনি তর তর করে উপরে উঠছেন। সরকারী টাকায় বাড়ীতে লিফট্ লাগানো হয়েছে এই হলো উনাদের সমাজতন্ত্র।

(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ কিছু : সত্য কথা বলুন।)

আমি অসত্য বলছি নাকি সত্য বলছি, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ জনসাধারন বিচার করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী আমি আপনাকে আর সময় দিতে পারছি না আপনি সংক্ষেপ করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা জল সরবরাহ প্রকল্পের কথা বলেছেন। জল সরবরাহ প্রকল্পে পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনীয়ারে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৫০ টাকা উনারা নিয়েছেন, ফেরৎ দিয়েছেন ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। কিন্তু বাকী টাকার

হিসাব পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনীয়ার পায়নি। এ, ডি, সি-কে আমরা বার বার ৫০টি চিঠি দিয়েছি, কিন্তু একটি চিঠিরও রিপ্লাই তো দূরের কথা আজ পর্য্যন্ত কোন একনলেজমেন্ট নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ষ্টেট প্ল্যানে ওদের টাকা রিলিজ করে সেখানে কাজ করি। কাজ করার পর নিয়ম হলো সেই টাকা ফেরৎ দেওয়া। কিন্তু এই ইরেগুলার এবং আনটাইমলি টাকা আসার জন্য ঠিক মতো কাগজ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হয় না। ওদের ১০ বছরের রাজ্য শাসনের একটা নমুনা। আমি আপনাদের দিচ্ছি হাউসের বিধায়করা জানার জন্য। আমরা ক্ষমতায় এসে কাঞ্চনপুর ব্লকে ২৪-৪-৮৮ ইং তারিখ থেকে ২৬-৯-৮৮ ইং তারিখ পর্য্যন্ত জম্পুই হিলে টেঙ্কার দিয়ে জল দিয়েছি ১৮টি ব্লকে। তেলিয়ামুড়া ব্লকে ২৬-৪-৮৮ ইং থেকে ১৭-৭-৮৮ ইং পর্য্যন্ত টেঙ্কার দিয়ে এই সরকারকে জল দিতে হয়েছে। বগাফা ব্লকে ২৬-৪-৮৮ ইং থেকে ২৫-৯-৮৮ ইং পর্য্যন্ত, সাতচান্দ ব্লকে ২০-৫-৮৮ ইং থেকে ২০-৯-৮৮ ইং পর্য্যন্ত, জিরানীয়া ব্লকে ২৯-৪-৮৮ ইং থেকে ২৮-৯-৮৮ ইং পর্য্যন্ত, অমরপুর ব্লকে ১৯-৪-৮৮ ইং থেকে ১৬-৪-৮৮ ইং পর্য্যন্ত আমাদের টেঙ্কার দিয়ে জল দিতে হয়েছে। তেমনি বি. ডি, ও, জিরানীয়া, মেলাঘর, পানিসাগর, জম্পুইজলা, মোহনপুর, খুমারঘাট, কাঞ্চনপুর, লঙ্গাই টি, ডি, ব্লক, ছামনু টি, ডি, ব্লক, রাজনগর ব্লক, সাতচান্দ ব্লক এবং জম্পুইজলা সাব ব্লক ইত্যাদি ব্লকে আমাদের টেঙ্কার দিয়ে জল দিতে হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ক্ষমতায় এসেছি ১৯৮৮ সালে, আমাদের এচিভমেন্ট কি ওদের একটু শুনাচ্ছি। স্যার, এর মধ্যেই আমরা অমরপুর, সাব্রুম এবং বিলোনীয়াতে ডিপ-টিউব-ওয়েলের ব্যবস্থা করেছি পাইপের মাধ্যমে জল পাওয়ার জন্য। উদয়পুরের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করবে। তাছাড়া ধর্মনগরের কাজের জন্য টেণ্ডার কল করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অরবান সেনিটেশান-এ ১৯৮৯ সালের ২ হাজার ১ শত ১০ টার মধ্যে ১ হাজার ৫ শত ১০টা অরবান সেনিটেশানের জন্য আমরা কমপ্লিট করেছি বাকী ৫ শত ৮৭টি ৬১শ আমরা কমপ্লিট করব।

জলের কথা বলেছেন। গোপালবাবু ও বিমলবাবু বলেছেন, কিন্তু এখন বিমলবাবু চলে গেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওনারা আরেকটা কথা বলেন সেটা হল—এই সরকার নাকি দেউলিয়া হয়ে গেছে। আগরতলা জল সরবরাহের জন্য মেইন্টেনেন্সের কাজ মিউনিসিপালিটির হয়ে পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট করে। কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় ছিলেন ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত। যে টাকা কংগ্রেস সরকার মিউনিসিপালিটিকে দিয়েছিল, ১৯৬৯-৭০, ৭০-৭১, ৭১-৭২, ৭২-৭৩, ৭৩-৭৪, ৭৪-৭৫, ৭৫-৭৬, ৭৬-৭৭, ৭৭-৭৮এ সমস্ত টাকা মিউনিসিপালিটি আবার ফেরৎ দিয়েছিল, কিন্তু ওনারা যখন ক্ষমতায় এলেন ১৯৭৮ সালে, সেই ১৯৭৮-৭৯ সালে ১৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯ শত ৮৫ টাকা পি, এইচ, ই, মিউনিসিপালিটি দিয়েছিল। ১৯৮০-৮১ সালে ১০ লক্ষ ৭৭

হাজার ৪ শত ১৩ টাকা দিয়েছিল। ১৯৮১-৮২ সালে ১৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৫ শত ২১ টাকা দিয়েছিল, ১৯৮২-৮৩ সালে ১৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ৬ শত ৯৪ টাকা দিয়েছিল, ১৯৮৩-৮৪ সালে ১৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ২ শত ৫৮ টাকা দিয়েছিল। এভাবে প্রতি বছর দিতে দিতে ১৯৮৭-৮৮ সালে ২৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৩ শত ৪৮ টাকা দিয়েছিল। স্যার, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই টাকাগুলি তাদের কমিশনাররা ছাগলের মত খেয়ে ফেলেছে। একটি টাকাও পুনরায় ষ্ট্যাট গভর্ণমেণ্টকে ফেরৎ দেয়নি। এখন মিউনিসিপালিটির কাছে হিসাব চাইলে ওনারা দিতে পারেননা। বলছেন, টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে তার হিসাব আগুন লেগে পুড়ে গেছে। স্যার, আমলে যে টাকা ছিল বামফ্রণ্টের আমলে সে টাকার পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এতগুলি টাকা মেরে দিল আবার এখন চিৎকার করছে। চোরের মার বড় গলা। স্যার, কংগ্রেস আমাকে আর ৫ মিনিট সময় দিন। কারণ, ওনারা আমার আইন দপ্তর নিয়ে কথা বলছেন। আমি ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, এখানে অভিজ্ঞ পার্লামেণ্টারিয়ান সমরবাবু আছেন এবং আমার বাল্যবন্ধু অনিলবাবু আছেন। আমি ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি যে আমরা ক্ষমতায় আসার আগে ১০ বছর আপনার ক্ষমতায় ছিলেন তখন কেন্দ্রীয় সরকার না, সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাষ্টিস ৪টা চিঠি দিয়েছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইন দপ্তর সম্পর্কে উনারা বলেছেন। আমি তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই এখানে অভিজ্ঞ পার্লামেণ্টারিয়ান মাননীয় শ্রীসমরবাবুও আছেন যে, আমরা ক্ষমতায় আসার আগে আপনাদের দশ বছরের মধ্যে সুপ্রীম কোর্ট থেকে ৪টা চিঠি দেওয়া হয়েছিল— ত্রিপুরা রাজ্যের উপকারের জন্য লোক আদালত গঠন করার জন্য। কিন্তু এরা তখন কিছুই করেননি। আমরা লোক আদালত করেছি, প্রথমে করেছি গত ১২শে মে, ৮৯ ইং তারিখে। এবং আমরা আবার লোক আদালত করব। এরা কিছুই করেননি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ক্ষমতায় আসার পরেই আমাদের নেতা শ্রীরাজীব গান্ধী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পৃথক হাইকোর্ট দেবার জন্য এমেণ্ডমেণ্ট করে পার্লামেণ্টে আইন প্রনয়ন করেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, সময় তো কম, আমাকেও তো জবাব দিতে হবে। তাই আমি মনে করি হাউস আরো আধ ঘন্টা বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস, হাউসের সময় আরো আধ ঘন্টা বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মি, স্পীকার স্যার, এইভাবে হাউসের সময় বাড়ালে তো চলবে না।

আমাদের আরো অনেক বিজনেস (পার্টির) আছে। কাজেই আমরা এই সময় বাড়ানোতে সম্মত নই। হাউসের কাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— আমি তো কিছু করতে পারি না, হাউস যদি সম্মতি দেয়—তাহলে আমি কিছু করতে পারি না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন হাইকোর্টের ইনফ্রাষ্ট্রাকচার তৈরীর জন্য হাত দেই কাজে হাত দিয়েছি। যখন হাইকোর্টের বিল্ডিং তৈরীর কাজ ত্বরান্বিত করছি, যখন তাদের দশ বৎসরের শাসনকালে একজন হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার এপয়েন্ট করতে পারেননি—আমরা এখন সেটা করেছি। তখন এই নৃপেনবাবু বুড়ো বয়সে উনার ★ কমেনি, উনি দেখলেন আরে বাপরে—সুধীরবাবুর সরকার কংগ্রেস—টি, ইউ, জে, এস, সরকার সমস্ত কৃতিত্ব নিয়ে নেবে—তাই তাড়াতাড়ি কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মন্ত্রীকে একখানা চিঠি দিলেন। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে, যে মুহুর্ত্তে বিল্ডিং-এর ইনফ্রাষ্ট্রাকচারের কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে—আমরা এখানে হাইকোর্টের পার্মানেন্ট বেঞ্চ করব।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বক্তব্য রাখার সময়ে আমাদের বর্ষীয়ান নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী সম্পর্কে (যার রাজনৈতিক জীবনে বয়স ৬০ বছরেরও উপরে) বলেছেন 'বুড়ো বয়সের বাঁদরামি' এই কথটা এক্সপাঞ্জ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৮০ বছরের বুড়ো আমাদের প্রপিতামহ ভীষ্মের সমান যিনি সেই নৃপেনবাবু যদি ★ করেন তাহলে সেটা কি আমি বলব না? তাহলে আমি রুলিং চাইব যে, এই ★ শব্দটা আন্‌পার্লামেন্টারী কি না? যদি আন্‌পার্লামেন্টারী না হয় তবে এই শব্দ থাকবে।

মিঃ স্পীকার :— না, আমি 'বাঁদরামি' শব্দটা এক্সপাঞ্জড্ করলাম।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, আমরা এখানে এই সব আন্‌পার্লামেন্টারী কথা শুনতে রাজী নই। আমরা এর প্রতিবাদে ওয়াক আউট করছি।

(বিরোধী বেঞ্চের সকল সদস্য ওয়াক্ আউট করেন)

★ Expunged as ordered by the chair.

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা ত্রিপুরায় ক্ষমতায় এসে নতুন দুইটি দায়রা আদালত করেছি—একটি কমলপুরে এবং আরেকটি বিলোনীয়াতে। আমরা চাই বিচার ব্যবস্থাকে একেবারে সাধারণ মানুষের ডোর ষ্টেপে নিয়ে যেতে। তারপর উদয়পুর সোনামুড়াতে আমরা নতুন আদালত ভবন করেছি।

স্যার, ওরা বলে এই জোট সরকার নাকি দেউলিয়া সরকার। কিন্তু এই দেউলিয়াপনার মধ্যে দিয়েই আমরা আগরতলা, ধর্মনগরে, খোয়াইতে আদালত ভবন করার জন্য আমাদের জোট সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ৮৫ লক্ষ টাকা খরচের জন্য গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী সেংকসান দিয়েছেন। কাজেই এই সরকার দেউলিয়া কিনা সেটা আপনারা বিচার করবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সারা রাজ্যে আরো—এরা বলে এরা গরীবের বন্ধু কিন্তু গত দশ বছরে ওরা লিগ্যাল এইড্ কাউন্সিল রাজ্যের কোন অংশ কখনো করেছে কিনা ? কিন্তু আমরা সারা রাজ্যের দশটি মহকুমায় লিগ্যাল এইড্ কাউন্সিল করেছি যাতে করে গরীব অংশের মানুষ বিনা পয়সায় বিচার পেতে পারে। আমরা তপশিলী জাতি এবং উপজাতিদের জন্য তিনটি জেলায় তিনটি আদালত করেছি। আরো করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মহিলাদের যে সমস্ত পারিবারিক ডিসপিউট আছে সেগুলি শেষ করার জন্য আমরা ফেমিলি কোর্ট করেছি। তারপর নাগরিক সংক্রান্ত মামলাগুলিকে শেষ করার জন্য আমরা গেজেট নোটিফিকেশন করেছি এবং এডমিনিষ্ট্রেটিভ ট্রাইবুন্যাল আগামী এক মাসের মধ্যে আমরা করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তাদের অনুরোধ করব যে, ওরা যেন সারা বিশ্বের পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখেন। ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে আপনারা দেখুন। সেখানে উত্তর ভারতে দেবীলাল গদা নিয়ে বেরিয়েছেন। আর তার ছেলে চৌতালা লাঠি নিয়ে বেরিয়েছেন। আর এরা ওদের দল শিবলিঙ্গ ধরে ঝুলে আছেন স্যার, বাবা বিশ্বনাথের লিঙ্গের মাথায় এরা একদিকে ধরে আছেন, আর আরেকদিকে বি, জে, পি, ধরে আছে। কখন লিঙ্গ ধাক্কা মারে আর এরা ছিটকে পড়ে।

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, বাবা বিশ্বনাথ হলেন প্রধানমন্ত্রী। আর ওরা এখানে লাফাচ্ছে, তিড়িং তিড়িং করছে। ওদের কি আছে ? কেন্দ্রের সরকারে ওদেরকে নেওয়া হয়নি। বি, জে,

পি-র সঙ্গে ওরা যখন ঘর করে থাকেন তখন ওদের নীতিতে বাধে না। ওদের বি, জে, পি— জনতা—সি, পি, এম, এই যে একটা মিলন সেটা হল ম্যারেজ অব ক্যান্‌ভীনিয়্যান্ট। আজকে বি, জে, পি-র অটল বিহারীর সঙ্গে রাত্রে থাকবেন আবার কালকে থাকবেন বিশ্বনাথের এখানে। এই শিবলিঙ্গ বাবা বিশ্বনাথের এখানে পাবেন।

আজকে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের বিশ্বাস করেন না। আপনাদের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তাই আপনাদের আস্তাকুঁড়েই থাকতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আপনার মাধ্যমে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, সেটা ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ লোকের উন্নতির জন্য, উন্নয়নের জন্য শান্তির জন্য এবং প্রগতির জন্য। আমি এখানে সেটাকে সার্বিক ভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আমার বক্তব্য হল, আগামীকাল যেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার জবাবী ভাষণ দেন। আর আজকে যদি উনাকে বলতে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের যে সমস্ত সদস্যের নাম বাদ গিয়েছে তাদেরকেও বলতে দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— জবাব তো দিতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— তাহলে আমাদের ৩/৪ জন যারা বাদ গিয়েছেন, তাদেরকেও বলতে দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার : অনারেবল মিনিষ্টার নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সময় আমি আগেই বিরোধীদেরকে দিয়ে দিয়েছি। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র। সুতরাং আমি আর কিছু বলতে চাই না। আর উনারা আমার দপ্তর নিয়ে বিশেষ কোন সমালোচনা করেন নাই।

মিঃ স্পীকার :— সুতরাং একজন মিনিষ্টারতো দিবেন না। কাজেই চীপ্‌ মিনিষ্টার বললেই শেষ হয়ে যাবে। হয়ত আরও কম সময়ে শেষ হয়ে যাবে। বসুন আপনারা। হ্যাঁ, হাউজ্‌ ইজ্‌ এক্‌ষ্টেনডেট্‌। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় বিরোধী নেতাকে ধন্যবাদ জানাই যে, তিনি বাজেট বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমি দুঃখিত এই কারনে, তিনি দলীয় স্বার্থে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য যে বাজেট আমাদের সরকার থেকে পেশ করা হয়েছে তার কেবল সমালোচনা করে গেলেন।

(বিরোধী বেঞ্চের সদস্যদের সভা ত্যাগ)

স্যার, আমি জানি যে উনারা মনে মনে এই বাজেটকে সমর্থন করেছেন। উনিও করেছেন। কিন্তু আসলে বিরোধীতা করতে হবে বলেই বিরোধীতা করছেন। আবার সে কথাটা স্বীকার করাটাও তাদের পক্ষে মুশকিলের ব্যাপার। এবং সেই কারনেই পুরনো বস্তা পঁচা বক্তব্য ও ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার দুঃখে, যা তিনি ভুলতে পারেন নাই।

স্যার, তিনি এখানে রাজীব গান্ধীকে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাজীব গান্ধী ১৯৮৮ সালে রাজ্যে যে বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে, তাতে আর্মি পাঠিয়ে নির্বাচন করিয়েছেন।

১৯৮৮ সালে যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল, সেখানে নাকি আর্মি এসে নির্বাচন করেছে। আমি জানি না ত্রিপুরা রাজ্যের কোথায় আর্মি ছিল নির্বাচনে এইখানে সকলেই আছেন, কোথাও কোন জায়গায় আর্মি ছিল না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই রাজ্যে নির্বাচন হয়েছিল। স্যার, দুঃখের কথা এটাই তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য যে, তারা যখন হেরে যান তখন রিগিং-এর কথা বলেন, মিলেটারীর কথা বলেন, অনেক কিছু বলেন। কিন্তু জনগণের রায়কে তারা সহজ মনে গ্রহণ করতে পারে না। এটাই দুঃখের। কিন্তু আমরা জানি গণতান্ত্রিক নিয়মে যারা সত্যিকারের গণতন্ত্র তাদের জয়কে যেভাবে গ্রহণ করেন, জনগণের রায় হিসাবে মাথা পেতে নেন। পরাজয়ও জনগণের রায় হিসাবে মাথা পেতে নেন। কিন্তু তারা সেটা পারছেন না, তাই সব সময় দুঃখ যে, জনগণের রায়ে জনগণ যাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছেন, সেটা তারা মেনে নিতে পারছেন না। সেই কারনেই এই সমস্ত ক্ষোভ। যখন এই রাজ্যের মানুষ শান্তি ও সুস্থিতে একটা সরকার পেয়েছে, যে সরকার এই ব্যবস্থা আনতে সক্ষম হয়েছে, সেই সরকারের কাজকে তারা সহ্য করতে পারছেন না। তাই তাদের বিরোধীতা। স্যার, রাজীব গান্ধীর কথা বলছেন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, এই ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল, সেই সময় এই কথা ভারতবর্ষে বসে, স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতারা কোন দিন ভাবেন নি কবে দেশের স্বাধীনতা হবে, কবে তারা ক্ষমতা পাবেন। সেই চিন্তা করে কোন দিন তারা সংগ্রাম করেনি। তারা সংগ্রাম করেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য, তারা সংগ্রাম করেছেন দেশের গণতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা সেটাকে স্থাপন করার জন্য।

স্যার, সেই দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই দেশের জন্য সংবিধান দিয়েছে, গণতন্ত্রের কথা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন এবং সেই ব্যবস্থা তারা চালু করেছেন, যেখানে সমস্ত মত পথ সেই ব্যবস্থা রয়েছে। স্যার, গণতন্ত্রে যখন দেশের শাসন ব্যবস্থা রয়েছে সেই ব্যবস্থায় কখনও একটা দল ক্ষমতায় থাকবে আবার কখনও আর একটি দল ক্ষমতায় থাকবে না। ক্ষমতায় থাকা না থাকা সেটা বড় কথা নয়, ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে। ভারতবর্ষের মানুষের কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করে সেটা হচ্ছে বড় কথা। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তার নেতার, সেই নীতি, সেই আদর্শ আমরা সেটা মানি। আমরা সেটা মেনেই ১৯৭৭ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল। সেই দিন ইন্দীরা গান্ধী ভারতবর্ষের মানুষের রায়কে মাথা পেতে নিয়ে বিরোধী আসনে বসেছিল। সেই দিন ভারতবর্ষের মানুষ আবার সেই মানুষ যারা কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, আবার সেই মানুষ তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। স্যার, একই নিয়মে ১৯৮৯ সালে নভেম্বরে যে নির্বাচন হয়েছিল, সেই নির্বাচনে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দিয়েছিলেন এবং সেই নির্বাচনের ফলাফল আমরা দেখেছি। সেখানে দল হিসাবে কংগ্রেস দল সর্ববৃহৎ দল ক্ষমতায়। গণতান্ত্রিক নীতি রীতি অনুসারে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি সর্ব বৃহৎ দলকে সরকার গঠন করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এবং সেই নির্বাচনের ফলাফলে আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি যে দল হিসাবে কংগ্রেস (আই) সর্ব বৃহৎ দল হিসাবে বেরিয়ে আসলেও, সে ক্ষমতায় আসে নি। ভারতের যে সংবিধান আছে, তার নিয়মানুযায়ী ভারতের রাষ্ট্রপতিকে বৃহত্তম দলের যিনি নেতা, তাকেই সরকার গঠন করার জন্য আহ্বান করার কথা। কিন্তু আমরা সেখানে কি দেখলাম? আমরা দেখলাম, সর্ব বৃহৎ দলের নেতা হলেও রাজীব গান্ধী বললেন যে, ভারতের মানুষের রায় আমরা মাথা পেতে নিয়েছি। কিন্তু অন্য দিকে যারা দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হওয়া তো দূরের কথা, কয়েকটা দল নিয়েও সরকার গঠন করার মতো অবস্থা হয় নি। তারা, বি, জে, পি এবং বাম দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সহায়তা নিয়ে সরকার গঠন করতে চেয়েছেন। যদিও তাদের সেই অধিকার নেই। কাজেই, ওরা যখন কোথাও হেরে যান, তখন আর্মির কথা বলেন, আরও নানা রকম কথা বলেন, কারণ, এটাই হচ্ছে তাদের ধর্ম, এটাই তাদের দোষ। কাজেই তাদের কথা এখানে বলে লাভ নেই। তাদের যে পিতৃভূমি সেই পূর্ব ইউরোপ এবং রাশিয়াতে রয়েছে। তাদের আজকে কি অবস্থা সেই সব দেশের মানুষের কি বক্তব্য, আজকে আমরা সেই সব দেশগুলিতে কি দেখছি, বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়াতে। সেখানকার রাষ্ট্রপতি মিখাইল গর্বাচভ রাশিয়াতে পেরেস্ত্রৈইকার প্রচলন করেছেন, সেই পেরেসত্রাইকার অর্থ কি, না খোলামেলা— মুক্ত আকাশের মতো খোলামেলা। আজকে দেখা যাচ্ছে যে কোন আবদ্ধ আবস্থার মধ্যেই কোন কমিউনিস্টই থাকতে চায় না—

এটা আজকে তাদের মনে কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একটা দেশকে দুই ভাগ করা হয়েছে— তার একটা হল পূর্ব জার্মানী আর একটা হল পশ্চিম জার্মানী। দুটোতে দুই রকম শাসন ব্যবস্থা চলছে। পূর্ব জার্মানীতে কমিউনিষ্ট শাসন চলছে সেখান সরকার সেখানকার মানুষকে বলছে, এবার থেকে তোমাদের কমিউনিষ্ট চিন্তাধারায় চলতে হবে। আর অন্য দিকে পশ্চিম জার্মানীতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে—এখানে কমিউনিজম কি জিনিষ? তা এখানকার মানুষের মনের মধ্যে গাঁথা হয় নি। তারা মুক্ত-মুক্ত আকাশের নীচে। কিন্তু পূর্ব জার্মানীর লোকেরা তা থেকে বঞ্চিত, তারা এমন একটা আবদ্ধ অবস্থার মধ্যে বসবাস করছে, যার মধ্যে তাদের মনের কোন সায় নাই। এই যখন দুইটি দেশের লোকের মধ্যে পার্থক্য তখন পূর্ব জার্মানীকে ঘিরে একটা উচু দেওয়াল তোলা হল, আর লোকজনকে বলা হল তোমরা ঐ পশ্চিম দিকে তাকাবে না। কিন্তু তাকানো কি বন্ধ হয়েছে? মানুষের মনকে কি এভাবে আবদ্ধ রাখা যায়? তা কখনও যায় না। তাই, এই কমিউনিজম শব্দটা এখন অবলুপ্তির পথে, কিন্তু তারা তাদের কপালের লেখন পড়তে চাইছে না। স্যার, ঠিক সেভাবে ভারতের যিনি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী, রাজীব গান্ধী, তিনি কি নেতার কাজ হারিয়েছেন, না ওদের কাছে পরাজয় হয়েছেন? তিনি কিসের কাছে পরাজয় হয়েছেন, ওরা কাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন— একদিকে বি, জে, পি, অন্যদিকে জনতা দল, জনতা দলের কি নীতি, আমরা তো এখন পর্যন্ত সেটাই জানি না। শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্য একটা মাইনরিটি গভর্ণমেন্ট একটা টর্চের উপর দাঁড়িয়ে আছে, যার একটা পা ৮৬ হাত লম্বা অন্য পা ৭০ হাত লম্বা, তারা কি এই ভারতবর্ষের ৮০ কোটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন? আমরা তো অন্ততঃ সেটা বিশ্বাস করতে পারি না। তাই, আজকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে আমাদের একজন রাষ্ট্রদূতকে নেপালের মত একটা দেশে গিয়ে তার পরিচয় পত্র সেই দেশের রাজার কাছে দেওয়ার জন্য ৪ দিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। তাতে আমাদের দেশের সম্মান কি ভূ-লুণ্ঠিত হয় নি? আজকে কাশ্মীরে কি হচ্ছে, পাঞ্জাবে কি হচ্ছে, আর, এই সরকারই বা কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে?

আজকে কাশ্মীরে কি চলছে, পাঞ্জাবে কি চলছে, এই কেন্দ্রীয় সরকার কোন আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে আছে? ওদের গাটছড়া হয়েছে একদিকে সাম্প্রদায়িক দল অন্য দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি। ওরা নিজেদেরকে বামপন্থী বলছে। কিন্তু আজকে ভারতবাসী ওদেরকে কোন পন্থী হিসাবে চিহ্নিত করতে পারছে না। আজকে কাদের হাতে পাঞ্জাবের শাসন, কাশ্মীরের শাসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা দেশের সংহতি আনবে? মানুষের সামনে ওরা কোন আদর্শ স্থাপন করবে। ওরা দেশে সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিতে পারে। ওরা গত নির্বাচনে উত্তর ত্রিপুরায় গিয়ে বলেছে মুসলমানদের কাছে যে হিন্দু রাষ্ট্র হচ্ছে, আর অন্যদিকে হিন্দুদের কাছে গিয়ে বলছে

যে বাবরি মসজিদ করেছে। এই রাজ্যে ওরা এই ভাবে সাম্প্রদায়িক সুরসুরি দিয়েছে। আজকে ওদের পেছনে জনগণের কোন সমর্থন নেই। ওদের পায়ের তলায় আজকে মাটি নেই। সাম্প্রদায়িকতার সুরসুরি দিয়ে ওরা পায়ের তলায় মাটি পেতে চাইছে। এখানে বার বার এ, ভি, সির কথা বলে সুরসুরি দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই হাউসে এবং হাউসের বাহিরে গিয়ে বলছে যে, নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার হচ্ছে। এরকম অসত্য তথ্য পরিবেশন করে আবার ক্ষমতায় আসার জন্য অপকৌশল করছে। আমরা জানি এই রাজ্যের মানুষ সাড়া দেবে না। স্যার, এখানে একটা ওরা বলছে যে, এই বাজেট নাকি গরীবের জন্য করা হয় নি। এটা কায়েমী স্বার্থের বাজেট। এই বাজেট জমিদারের জন্য করা হয়েছে। ওরা আবার কালোবাজারীদের কথা বলছে। তাদের আমলে কয়টা কালোবাজারীর বিরুদ্ধে ওরা ব্যবস্থা নিয়েছিল। তাদের আমলে তো ত্রিপুরা রাজ্য কালোবাজারীদের স্বর্গ রাজ্য ছিল। স্যার, যারা শোষণ করতো সাধারণ মানুষকে, সেই সময় অসাধু ব্যবসায়ীরা ছিল তাদের সঙ্গী। গত দশ বছর ওরা এই রাজ্যে একটা অপশাসন, সন্ত্রাসের রাজত্ব এবং লুঠপাঠের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। যার ফলে অর্থ-নৈতিক একটা দুরাবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল। ওরা দিল্লী যেতো ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গিয়ে, রাজীব গান্ধীর কাছে গিয়ে বলতো টাকা দেন এবং টাকা নিয়ে এসে কি করতো? গরীবরা এ টাকা পেয়েছে? এ রাজ্যে কোন সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে?

স্যার, সেই তথ্য আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। সুতরাং এদের ১০ (দশ) বছরের রাজত্বের যে বন্ধাত্ব এসেছিল, একটা স্তব্ধ ভাব এসেছিল সেটা ২ (দুই) বছরে আমরা সবটা দূর করতে পেরেছি তা আমরা দাবী করছি না। আমরা দাবী করছি না, সমস্ত অংশের মানুষের আশা, আকাঙ্খা পূরণ করেছেন। কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, তা স্বীকার করেন না। বামফ্রন্ট সরকার শুরুতেই বলতে শুরু করলেন, ২/১ বছরে বামফ্রন্ট যা করেছে কংগ্রেসের ৪০ বছরে ত হয় নি। কি হয়েছে? খুন, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অশান্তি এছাড়া তো আর কিছু নয়। আগরতলার চারিদিকে কোন প্রশাসন ছিল? কোথাও স্কুল চলছে? কোন খামারে কাজ হয়েছে? সব জায়গায় স্তব্ধ হয়ে গেছিল। সেখানে আজ আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে। স্যার কৃষি সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, কৃষি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন স্কীম নেওয়া হয়েছিল, সেচের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু একটিও কার্য্যকরী হয়নি। টাকা কোথায় গেছে? স্যার, আমরা জানি, সেই সমস্ত বক্তব্য শোনার ধৈর্য্য তাদের নেই। তারা শুনতে চান না। আজকে কি তাদের সাহস আছে, ১৯৭৮ সালের আগে তাদের কি সম্পত্তি ছিল, আর আজ পর্য্যন্ত তাদের কত সম্পত্তি হয়েছে তা জানাতে? এই রাজ্যের মানুষ জানে, আগে তাদের কি ছিল আর ১০ (দশ) বছরের শাসনে তারা কি করেছেন। স্যার, আজকে যখন কোন খুন সন্ত্রাস নেই, সারা

রাজ্যে যখন শান্তি-শৃঙ্খলার বাতাবরণ তৈরী হয়েছে তখন আজকে নতুন করে তারা চিন্তা করতে শুরু করেছেন কি করে অশান্তির সৃষ্টি করতে পারবেন। সম্প্রীতি, পারস্পরিক আদান-প্রদানই হচ্ছে উন্নতির মূল। স্যার, আজকে আমরা সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি। এটা ওরা জানেন, আর এটা অস্বীকার করতে পারবেন না বলেই এখান থেকে চলে গেছেন। আর এটা সমর্থন করতে পারছেন না বলেই এখানে আইন অমান্য আন্দোলন করবে না বলে হুমকি দিচ্ছেন। মাননীয় সদস্য সমরবাবু বলেছেন, আগামী ৪ তারিখ উনি দেশকে লণ্ড ভণ্ড করবেন। আমিও তাকে বলে দিতে চাই, তাই রাজ্যের মানুষ অনেক রক্তের বিনিময়ে শান্তি পেয়েছে। কাজেই কোন প্রকার অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হলে তা কঠোর হস্তে দমন করব। স্যার, এ, ডি, সি-তে উনি কোন ফাণ্ড দেখতে পেলেন না। আমি জানি না, আজকে সমরবাবু এই হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই তথ্য উপস্থিত করছেন কিনা। আমার এইখানে ১৯৮৬-৮৭ ইং এবং ১৯৮৭-৮৮ ইং সালের ২টি বাজেটই আছে। আপনি ইচ্ছা করলে দেখতে পাবেন ঐ বাজেটে যে ভাবে ছিল ঠিক একই ফর্মে আমরা বাজেট পেশ করেছি। আগে যেভাবে এ, ডি, সি-এর জন্য অর্থ রাখা হত, এখনও ঠিক একইভাবে রাখা হয়েছে। উনি বলেছেন, সংবিধান মোতাবেক এ, ডি, সি-এর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।

স্যার, উনারা তো প্রায় পাঁচ বৎসর এ, ডি, সিকে শাসন করেছেন। কোন সংবিধান উনারা চালু করেছেন? এ, ডি, সিতে ভিলেজ কাউন্সিল করার কথা ছিল। আজকে উনারা প্রস্তাব পাশ করেছেন। ভিলেজ কমিটি আর ভিলেজ কাউন্সিলের মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। উনারা সংবিধানের ব্যবস্থাগুলি মেনে চলেননি। এটা করার দায়িত্বতো আমাদের নয়। এ, ডি, সি, তে কেন উনারা দায়িত্ব পালন করছেন না; সে জবাব উনারা দিন। স্যার, বিরোধী দলের জনৈক সদস্য মহোদয় এখানে বলেছেন কতগুলি বিল সরকারের কাছে জমা আছে। সেগুলি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে দেখে সেগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্যার, উনারা প্রায়ই বলেন—আমরা টাকা পয়সা দেই না, টাকা পয়সার অভাবে উনারা কাজ করতে পারছেন না। আমার কাছে এ পর্যন্ত যে হিসাব ছিল সে হিসাব আমি দিয়েছি। বিভিন্ন ট্রেজারী একাউন্ট থেকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা পি এল, একাউন্টে ছিল। এই টাকা পি, এল, একাউন্টে জমা দেওয়ার জন্য তো দেওয়া হয় নি। রাস্তাঘাট, স্কুল ঘর, শিল্পের উন্নয়ন, সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি উন্নয়ন করার জন্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলি করা হয় নি। আমরা ক্ষমতায় আসার পর এ, ডি, সির পরিচালক বর্গদের নিয়ে মিটিং করেছি এবং বলেছি এখানে সি, পি, আই (এম) বা কংগ্রেস (ই)র প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে উপজাতিদের উন্নয়ন। যার জন্য এ, ডি, সি, গঠন করা হয়েছে, ষষ্ঠ তপশিল করা হয়েছে। কোথায় কিভাবে সাহায্য করতে হবে, আমাদের বলুন আমরা প্রস্তুত। কিন্তু এ, ডি, সি-র টাকা পয়সা নিয়ে যদি কেউ ছিনিমিনি

খেলে সেটা আমরা বরদাস্ত করবো না। এ টাকা গরীব উপজাতিদের উন্নয়নের টাকা। তার জন্য আমরা বার বার বলেছি এ, ডি, সি অঞ্চলের ট্রাইবেলদের উন্নয়নের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াতে আমরা সব সময়েই প্রস্তুত। স্যার, এ, ডি সিকে কিভাবে টাকা দেওয়া হয়েছে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী মহোদয় এখানে তার একটা হিসাব আপনাকে দিয়েছেন। কিভাবে ষ্টাফ দেওয়া হয়েছে তাও বলেছেন। আর উনারা মানুষের কাছে অপপ্রচার করছেন যে এ, ডি, সিকে টাকা দেওয়া হচ্ছে না, ষ্টাফ দেওয়া হচ্ছে না। স্যার, আমি এখানে একটা তথ্য দেব—আমি একজন অফিসারকে বলেছিলাম এ, ডি, সিতে কাজ হচ্ছে না কেন, উপজাতিদের উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে কেন? উনি আমাকে বললেন—"কি বলব স্যার" ওদের এ্যাগ্‌জিকিউটিভ মেম্বার ১০ টার সময় অফিসে এসে একাউন্টস অফিসারকে ডেকে একটা বিল দিয়ে বলেন এক্ষুনি এই টাকাটা ড্র করে আমার হাতে টাকাটা দিন। তারপর বিলটা দিয়ে টাকাটা পকেটে নিয়ে চলে যান। এইভাবে টাকা লুট করার জন্য তো এ, ডি, সি গঠন করা হয় নি, এ, ডি, সির এ্যাগ্‌জিকিউটিভ মেম্বাররা টাকা পকেটে পুরে গাড়ি করে চলে যাবেন এই জন্যতো এ, ডি, সিকে টাকা দেওয়া হয় না। এই বক্তব্য একজন অফিসারের বক্তব্য, আমি তাঁর নাম বলব না। এই হচ্ছে এ, ডি, সির অবস্থা। এ, ডি, সির শিক্ষকদেরকে দিয়ে শূকর বিলি করানো হচ্ছে, শিক্ষক দেওয়া হয়েছে শূকর বিলির জন্য নয়, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য।

স্যার, সেখানে আমরা দেখেছি একটা জমজমাট ব্যবসা জমে উঠেছে, একটা কমিটির সভাপতি করা হয়েছে একজন কমরেডকে। দেখা যায় উনারা মাসের শেষে বেতন বিলির দিন আসেন এবং সে দিন সেখানে প্রেসিডেন্টকেও পাওয়া যায় অর্থাৎ ইনস্‌পেক্টর অব স্কুল অফিসে। কারণ তিনি স্বাক্ষর না করলে বিল পাওয়া যাবে না এবং উনাকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে এইভাবে টাকা পয়সা নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে কি এ, ডি, সির শিক্ষার প্রসার করা হচ্ছে? উনারা এ, ডি, সির জন্য মায়াকান্না কাঁদেন। সুতরাং এখানে উনারা যে কথা বলছেন সেই ব্যাপারে আমি বলতে পারি যে একটা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত করে ভারতবর্ষের মানুষ কংগ্রেসকে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেয় নি সেটা অপপ্রচার। নীতির খেলাপ কোথায় হয়েছিল? তাহলে বলুন উনারা সেকুলারিজম বিশ্বাস করেন না। সেকুলারিজমের আদর্শকে আকড়ে ধরে আজকে যদি পরাজিত হই সেই পরাজয় মানতে আমরা রাজী আছি। আমাদের আদর্শের জন্য পরাজয় মানতে আমরা রাজী আছি। উনাদের অবস্থা হচ্ছে মুখে সেকুলারিজম আর কাজে সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি দিয়ে ক্ষমতায় আসার অপচেষ্টা করছেন, সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে আঁতাত করে ওরা ক্ষমতায় আসতে চাইছেন আদর্শহীন ভাবে।

মিঃ স্পীকার :— আগে হাফ-এন আওয়ার এক্সটেনশ্যান করা হয়েছিল, সেই সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমার আর বেশী সময় লাগবে না, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করে ফেলব।

মিঃ স্পীকার : — হাউস আরও ৫ (পাঁচ) মিনিট এক্সটেনশ্যান করা হলো।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমরা জানি ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের নেতা রাজীব গান্ধীর যে নীতি, সেই নীতির জন্য লড়াই হচ্ছে চীনে গণতন্ত্রের জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য, ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য এবং সেই লড়াই হচ্ছে আজকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। সুতরাং সেই আদর্শের জন্য আমরা গর্ব বোধ করছি, সেই দলের যিনি নেতা তার যে আদর্শ সেই আদর্শের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং গণতন্ত্রের প্রতি উনার যে অবিচল নিষ্ঠা সেই নিষ্ঠার জন্য হাউস থেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমরা জানি আমাদের নেতার যে নীতি, সেই নীতির জয় একদিন হবেই এবং ভারতবর্ষের মানুষ আবার জাতীয় কংগ্রেসের নীতির পেছনে আসবে। নীতি হীনতার অপদর্শকে নস্যাৎ করে দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষ ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস নেতা রাজীব গান্ধীর পেছনে আবার আসবেন এই বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। কারণ গণতন্ত্রের প্রতি ওদের আস্থা নেই। তাই ক্ষমতা হারানোর বেদনাকে ওরা আকড়ে ধরে থাকতে চাইছেন। স্যার, এই বাজেট দ্বারা আমি বলছি না ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এই বাজেটের মাধ্যমে এই যে অর্থনীতির অসচ্ছলতা সেটা ঘুচে গিয়ে উন্নয়নকে সচল করা হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক বাজেটকে সকলে সমর্থন করার আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২৯শে মার্চ, ১৯৯০ ইং বৃহস্পতিবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Question :— 64 (Starred).

Name of member :— **Shri Dipak Nag**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) বর্তমানে অর্থবর্ষে রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ?

২) এর মধ্যে কেন্দ্রের ও রাজ্যের অর্থের পরিমাণ কত ?

৩) বর্তমান অর্থবর্ষে কোন কোন প্রকল্পে মোট কতজন বেকারের কর্ম সংস্থান হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থের পরিমান জানা নেই। রাজ্য প্রকল্পে ভর্তুকী বাবত টাকা ২০,০০,০০০ (কুড়ি লক্ষ) টাকা। তদুপরি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে।

২) কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অর্থের পরিমাণ জানা নেই। রাজ্য প্রকল্পে মোট টাঃ ২০,০০,০০০ (কুড়ি লক্ষ) টাকা বরাদ্দ আছে। তদুপরি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে।

৩) কেন্দ্রীয় প্রকল্পে— ৫০০ জন
রাজ্য প্রকল্পে— ১,৭০০ জন
স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ প্রকল্পে— ৩১০ জন
মোট— ২,৫১০ জন

Admitted Question :— 65 (Starred)

Name of Member :— **Shri Sunil Kr. Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department

be pleased to State.

১) বর্তমানে ত্রিপুরা জুটমিলের দৈনিক উৎপাদন কত এবং কত শ্রমিক ও কর্মচারী কাজে নিযুক্ত আছেন ?

২) উক্ত মিলে দৈনিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩) যদি জুটমিলে স্কিল শ্রমিকরা কাজে না যোগদান করে থাকে তবে সরকার তা তদন্ত করে দেখেছেন কিনা কি কি কারনে স্কিল শ্রমিকরা কাজে যোগদান করছেন না ?

৪) সেই কারণ দূর করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা জুটমিলে বর্তমান দৈনিক উৎপাদন গড়ে ৮'২৭ মেট্রিক টন এবং ১,৬২১ জন শ্রমিক ও কর্মচারী জুটমিলের কাজে নিযুক্ত আছেন।

২) জুটমিলের দৈনিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন।

ক] কাঁচামাল সংগ্রহ ;

খ] সমস্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ার পার্টস ক্রয় করে সমস্ত মেশিনগুলি চালু করা ;

গ] শ্রমিকদেরকে অধিকতর দক্ষ করে তোলা এবং দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ করা ;

ঘ] পাটের সুতলী উৎপাদন করা এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করা ;

ঙ] বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখা ;

চ] শ্রমিকদের অনুপস্থিতি হ্রাস করা।

৩) তদন্তক্রমে দেখা গিয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত অসুবিধা এবং শারীরিক অসুস্থতাহেতু কিছু সংখ্যক দক্ষ শ্রমিকরা জুটমিলে কাজে যোগদান করেন না।

৪) যেহেতু ইহা ব্যক্তিগত ও শারীরিক অসুস্থতার কারণ সেহেতু উক্ত কারণ দূরীকরনের প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question :— 163

Name of M. L. A. :— **Shri Amal Mallik**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to State :—

১) জোলাইবাড়ী হাসপাতালে Seat সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা, এবং

২) থাকলে কত সংখ্যক বাড়ানো হবে এবং কবে নাগাদ ইহার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department
Name of the Minister : Shri Kashiram Reang

১) জোলাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অতিরিক্ত শয্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 192 asked by **Shri Anil Sarkar** M. L.A. (2) **Shri Samar Choudhury**, M. L A. & (3) **Shri Amal Mallik**, M. L. A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to State :—

১) চলতি আর্থিক বছরে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে বিভিন্ন খাদ্য গোদামে কোন কোন খাদ্য সামগ্রী মোট কি পরিমাণ মজুত ছিল ; এবং তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কম না বেশী ?

২) রাজ্যে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে এবং বর্ষাকালের সঙ্কট মোকাবেলায় 'বাফার' ষ্টকের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

৩) যদি করা হয়ে থাকে তবে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

৪) এ. ডি, সি, এলাকায় ডবল রেশন দেবার কথা সরকার বিবেচনা করেছেন কিনা ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-charge of Food & Civil Suppli s Department.
Date of reply 28-3-1990.

১) চলতি আর্থিক বৎসরে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে চাউল, গম এবং লবণ মজুতের পরিমাণ সঙ্গীয় 'ক' পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।
উক্ত খাদ্য সামগ্রী প্রয়োজনের তুলনায় কমই বলা যায়।

২) বাফার ষ্টক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৩) কেন্দ্রীয় সরকার F. C. I-কে রাজ্যের প্রয়োজনীয় চাউলের বাফার ষ্টক গড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং F. C. I-ও আগরতলা ও ধর্মনগরে বাফার ষ্টক গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিয়েছেন।

৪) এ, ডি, সি, এলাকায় ডবল রেশন দেবার ব্যাপারে সরকারের পরীক্ষাধীন আছে। তবে আপাততঃ গণ্ডাছড়া মহকুমাতে দেড় গুণ হারে রেশনের চাউল দেওয়া হচ্ছে।

"ক"

Statement Showing the Godown-wise Despatch of Rice/Wheat/Salt From 1-4-89 to 28-2-90 and Closing Stock as on 28-2-90.

(Figures in M. T.)

Sl. No.	Name of Govt. Godown	Despatch w.e.f. 1-4-89 to 28-2-90			Closing stock as on 28-2-90		
		Rice	Wheat	Salt	Rice	Wheat	Salt
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Central Stores, ADN, AGT	—	—	—	2264	3·5	52·6
2.	Dharmanagar Int. Godown	—	—	--	2320	12·0	14·5
3.	Chandrapur	7999	263	832	245	12·2	2·9
4.	Kanchanpur	2947	—	316·9	447	—	9·4
5.	Damcherra	513	—	57·6	39	—	7·6
6.	Khedacherra	122	—	15·7	7	—	3·7
7.	Anandabazar	260	—	—	1	—	—
8.	Hmnpai	335	—	—	15	—	—
9.	Gournagar	3341	38	344	97	—	13·0
10.	Kumarghat	3037	...	233·9	331	—	1·9
11.	Manucrossing	4037	—	309·0	202	—	3·0
12.	Chowmanu	1131	—	99·2	121	—	12·2
13.	Kamalpur	1430	70	210·0	180	64·0	2·0
14.	Halahali	1680	20	160·0	102	21·0	—
15.	Ambassa	1620	20	200·0	111	17·0	14·0
16.	Bagafa	4520	—	460·0	583	—	10·0

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Rajnagar	1520	–	240·0	31	–	11·0
18	Belonia	2210	310	220 0	110	65·0	9·8
19.	Hrishyamukh	500	–	90·0	9	–	0·4
20.	Sabroom	3170	–	240·0	158	–	0·6
21.	Silachari	1320	–	90·0	180	–	28·3
22.	Manubazar	2020	–	120·0	69	–	–
23.	Udaipur	7850	410	870·0	545	–	0·1
24.	Amarpur	6670	70	370 0	83	11·9	–
25.	Jatanbari	2670	–	140 0	120	–	10·8
26.	Ompinagar	1290	–	150·0	73	–	15·5
27.	Gandacherra	1460	–	110·0	44	–	17·0
28.	Raishyabari	430	–	30·0	24	–	10·3
29.	Ganganagar	420	–	50·0	122	–	24·4
30.	Melagarh	2530	130	350·0	196	0·2	10·0
31.	Boxanagar	290	–	60 0	25	–	–
32.	Kathalia	1070	–	140·0	39	–	3·1
33.	Teliamura	4430	–	370·0	118	–	21·0
34.	Khowai	4840	80	460·0	77	19·8	0·2
35.	Jirania	1240	–	90·0	70	–	11·0
36.	Mohanpur	4720	90	460·0	68	7 5	–
37.	Bishalgarh	3980	–	400·0	109	–	0·7
38.	Gakulnagar	1670	–	180·0	40	–	0·3
39.	Jampaijala	1970	–	180·0	–	–	–
40.	Thalchara (Kailashahar)	97	–	2·0	–	–	–

Admitted Starred Question No. 216 asked by **Shri Sukumar Barman.**

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to State :—

১) রাজ্যে মাসিক কত মেট্রিক টন চাউলের প্রয়োজন হয়। এবং

২) বর্তমান বৎসরে প্রতি ৩ (তিন) মাসে F. C. I. থেকে গড়ে কত পরিমাণ চাউল সরবরাহ করা হয়েছে ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department.

১) রাজ্যে মাসিক চাউলের চাহিদা ১৪,৫০০ মেট্রিক টন।

২) প্রতি তিন মাসে গড়ে প্রতি মাসে ১১,২৭০,৬৬ মেট্রিক টন চাউল সরবরাহ পাওয়া গেছে।

Admitted Starred Question No. 219

Name of the Members :—
1) **Shri Matilal Sarkar**
2) **Shri Tarani Deb Barma**
3) **Shri Keshab Majumder**
4) **Shri Dhirendra Debnath**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বর্তমান সময় পর্য্যন্ত কত বেকারকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক এবং শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)।

২) এর মধ্যে Fixed pay কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

৩) এই সব নিয়োগ কোন নীতির ভিত্তিতে করা হয়েছে ?

৪) এই চাকুরী প্রাপ্তদের মধ্যে তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতির সংখ্যা কত ?

৫) যাদের অনিয়মিত ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে তাদের কত দিনের মধ্যে নিয়মিত করা হবে বলে আশা করা যায়।

Minister-in-charge of the Labour and Employment :— **Shri Arun Kr. Kar**

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted starred Question :— 222

Name of M L. A. :—Shri Sushil Kr. Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকাধীন শচীন্দ্রনগরস্থিত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পাকা দালান করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে কবে নাগাদ বাস্তবে রূপায়িত হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department.

Name of the Minister :—Shri Kashiram Reang.

১) কাঞ্চনপুর ব্লকের অধীন শচীন্দ্রনগরে কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted starred question :— 230

Name of M. L. A. :—**Shri Sunilkumar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) সাক্রম হাসপাতালে একসরে মেশিনটি কতদিন যাবত অচল অবস্থায় আছে,

২) উক্ত মেশিনটি চালু করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন,

৩) কবে নাগাদ মেশিনটি চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfar Dep rtment.

Name of the Minister :—Shri Kashiram Reang.

১) সাক্রম হাসপাতালের একসরে মেশিনটি ১৯৮৯ ইং সনের মে মাস হইতে অচল অবস্থায় আছে।

২) উক্ত মেশিনটি মেরামতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং ইঞ্জিনীয়ার পাঠানোর জন্য Siemens Ltd. কে অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

৩) একসরে ইঞ্জিনীয়ার আসিয়া মেশিনটি মেরামতির পরে চালু হইবে। তবে কাজ যাতে দ্রুত শেষ হয় সেদিকে দপ্তরের দৃষ্টি আছে।

Admitted starred question :—237

Name of the M. L. A. :— Shri Sushil Kr. Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকায় জয়শ্রীতে আয়ুর্বেদিক সাব সেন্টার ও একটি P.H.C. করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি পরিকল্পনা থাকে কবে নাগাদ কার্য্যকর করা হইবে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department.
Name of the Minister :—**Shri Kashiram Reang.**

১) কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকার জয়শ্রীতে কোন আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারী খোলার পরিকল্পনা নাই। তবে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে।

২) উক্ত প্রস্তাবিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জায়গা চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে। জায়গা পাওয়ার পর নির্মাণ কার্য্যের জন্য পূর্ত্ত দপ্তরকে অনুরোধ জানানো হইবে।

Admitted question—243 (starred).
Name of the Member :—**Shri Makhan Lal Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের তাঁত শিল্পে শ্রমিকের সংখ্যা কত ?

২। সরকার বৎসরে এপেক্স সমবায় ও হস্ততাঁত Corporation—এর মাধ্যমে ঐ শ্রমিকদের নিকট হইতে কত কাপড় ক্রয় করেন (তা জনতা শাড়ী বা অন্যান্য)। গত দুই বছরের হিসাব।

৩। ইহা কি সত্য যে হস্ততাঁত Corpn. কল্যাণপুরে একটি ক্রয় কেন্দ্র খোলার জন্য জায়গা ও বাড়ী খরিদ করেছেন ?

৪। সত্য হইলে তাহার মূল্য কত ? এবং মালিকের নাম কি ?

উত্তর

১। রাজ্যে মোট তাঁত শিল্পীর সংখ্যা ১,১৩,৪৫৪ জন যাহার মধ্যে কমার্শিয়াল তাঁতশিল্পীর সংখ্যা ২০,৯৭৬ জন। এই কমার্শিয়াল তাঁত শিল্পীদের মধ্যে ২৭০০ জন এপেক্স উইভার্স সোসাইটির আওতাভুক্ত এবং ১৫০০ জন হ্যাণ্ডলুম কর্পোরেশন আওতাভুক্ত।

২। সরকার তাঁত শিল্পীদের নিকট হইতে কোন কাপড় ক্রয় করে না। হ্যাণ্ডলুম কর্পোরেশন এবং এপেক্স উইভার্স সোসাইটি তাহাদের নিজেদের আওতাভুক্ত তাঁতশিল্পীদের নিকট হইতে কাপড় ক্রয় করিয়া থাকে। গত দুই বছরে হ্যাণ্ডলুম কর্পোরেশন ও এপেক্স উইভার্স সোসাইটি ক্রীত কাপড়ের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

কর্পোরেশন :—

১৯৮৭-৮৮— জনতা কাপড়— ১,২০,০১,৪৫৮·০৬ টাকা

অন্যান্য কাপড়—১,০০,৮৭,৯৯৮·০০ টাকা

মোট ক্রয়— ২,২০,৮৯৪৫৬ ০৬ টাকা

১৯৮৮-৮৯— জনতা কাপড়—১,৬৩,০৩,০৫৩·৬০ টাকা

অন্যান্য কাপড়—৮৭,৮৪,৫৩১·৬০ টাকা

মোট ক্রয়—২,৫০,৮৭,৫৮৫·২০ টাকা

এপেক্স সোসাইটি :—

১৯৮৭-৮৮— জনতা কাপড় নাই।

অন্যান্য কাপড় :— ৫৭,০০,০০০·০০ টাকা

১৯৮৮-৮৯— জনতা কাপড় নাই।

অন্যান্য কাপড় :— ৬৩,০০,০০০·০০ টাকা

৩। ইহা সত্য নহে।

৪। যেহেতু সত্য নহে প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted starred question :—244

Name of M. L. A. :—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare

Department be pleased to state :—

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কতটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হবে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব কবে পর্যন্ত কার্যকরী হবে, এবং

৩। উক্ত হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো ও কোয়ার্টার নির্মাণের কাজ কবে পর্য্যন্ত আরম্ভ হবে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department

Name of the Minister :— **Shri Kashiram Reang**

১। বর্তমান আর্থিক বছরে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তর করা হইবে না।

২। কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তর করা হইয়াছে।

৩। কল্যাণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ১০ শয্যা বৃদ্ধি ও কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য পূর্ত দপ্তরকে অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় এষ্টিমেট ইত্যাদি পাওয়ার পর নির্মাণকার্য্য আরম্ভ করা সম্ভব হইবে।

Admitted Question—246 (starred)

Name of Member :— **Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা তাঁত শিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে একটি

প্রতিনিধি দল মহাকরণে গিয়ে সরকারের নিকট তাদের দাবী দাওয়া উপস্থিত করেন ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তাদের দাবীগুলি কি ছিল এবং সরকার সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণের বিবেচনা করেছেন ?

উত্তর

১। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা তাঁত শিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল সরকারের নিকট কোন দাবী দাওয়া পেশ করেন নাই।

২। যেহেতু কোন দাবী দাওয়া পেশ করা হয় নাই, সেই হেতু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Starred Question No. 261 asked by **Shri Makhan Lal Chakraborty**

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে প্রতি মাসে রেশনের চাহিদা কত ? (যেমন চাউল, গম, লবণ, চিনি ও অন্যান্য)।

২। ১৯৯০ ইং সনের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী রেশন বিলি বন্টন করা হয়েছে কিনা ?

৩। হয়ে থাকলে কোন মাসে কত বিলি করা হয়েছে ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department.

১। রেশন দোকানের জন্য চাহিদা :—

ক) চাউল—রাজ্যের চাহিদা ১৪,৫০০ মেট্রিক টন বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ১২,৮৫০ মেট্রিক টন বরাদ্দ করছেন।

খ) গম— ২,৫০০ মেট্রিক্ টন

গ) লবণ— ১,৫০০ মেট্রিক টন (আয়োডিন যুক্ত)

ঘ) লেভী চিনি— রাজ্যের চাহিদা ১৫০০ মেট্রিক টন বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ১,০০০ মেট্রিক টন বরাদ্দ করছেন।

২ ও ৩ নং যোগান অনুযায়ী ১৯৯০ ইং সনের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে যে রেশন বিলি বন্টন করা হয়েছে তাহার হিসাব :—

	চাউল	গম	লবণ	লেভী চিনি
জানুয়ারী—১৯৯০	৯,৬২৯ মে: ট:	১,৮৭৯ মে: ট:	৯৫৮ মে: ট:	৯১৯ মে: ট:
ফেব্রুয়ারী—১৯৯০	১০,১০৪ মে: ট:	২৯৭ মে: ট:	৮২৮ মে: ট:	৯৮৮ মে: ট:

Admitted Starred Question :— 294

Name of member :— **Shri Subodh Das**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Welfare Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য যে দামছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এখন পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগ করা হয় নি ;

২। সত্য হয়ে থাকলে প্রয়োজনীয় কর্মচারী করে পর্য্যন্ত নিয়োগ করা হবে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department
Name of the Minister :— **Shri Kashiram Reang**

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 304 asked by **Shri Subodh Das**

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। ইহা কি ঠিক যে ধর্মনগর জুরি রিজার্ভ ফরেষ্ট গাঁও পঞ্চায়েতের জনসাধারণ ১৯৯০ ইং সনের ১লা মার্চ থেকে রেশন সপে চাউল না পাওয়ায় ধর্মনগর মহকুমা শাসকের নিকট অভিযোগ জানিয়েছেন ?

২। জানিয়ে থাকলে এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department.

১। হ্যাঁ ঠিক।

২। জুরি রিজার্ভ ফরেষ্ট গাঁও পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট রেশন সপের ডিলারকে কারণ দর্শাইবার নোটিশ দেয়া হয়েছে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 36

Name of Members :— Shri Keshab Majumder and
Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to State :—

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯০ ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন কারাগার থেকে মোট কতজন শাস্তি প্রাপ্ত কয়েদীকে শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মুক্তি দিয়েছেন।

২। ঐ সব কয়েদীদের মধ্যে কার কার বিরুদ্ধে কি অভিযোগে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

ANSWERS

Minister-in-charge :— Shri Surajit Dutta (Jail Department)

১। ৫ (পাঁচ) জনকে।

২। চুনী কলই— ৩৯৬ আই, পি, সি, এবং ২৫ (১) (ক) এবং ২৭ এর আর্মস এক্ট ।
শ্রীবিশু কলই (বিশ্ব)— ৩৯৪/৩০৭/৩৪ আই, পি, সি।
শ্রীপ্রফুল্ল দেববর্ম্মা— ৩৯৬ আই, পি, সি।
শ্রীউৎপন্ন ত্রিপুরা— ৩৯৬ আই, পি, সি।
শ্রীসোমন দেববর্ম্মা— ৩৯৪/৩০৭ আই, পি, সি।

Admitted Un-Starred Question No. 40

Name of M. L. A. :— Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State : —

১। ইহা কি সত্য সম্প্রতি ত্রিপুরার চিকিৎসকদের দুইটি প্রধান সংগঠন আই, এম, এ এবং অল ত্রিপুরা জুনিয়ার ডক্টর এসোশিয়েসন রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সরকারের নিকট কিছু সুনির্দ্দিষ্ট দাবীর তালিকা পেশ করেছেন।

২। সত্য হলে দাবীগুলিতে কি কি বিষয় তারা উল্লেখ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৩। সরকার সমস্যাগুলির সমাধানে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWERS

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department
Name of the Minister :— Shri Kashiram Reang

১। আই, এম, এ, এবং অল ত্রিপুরা জুনিয়ার ডক্টর এসোশিয়েসন-এর সুনির্দ্দিষ্ট দাবীর

তালিকা পেশের কোন তথ্য নাই।

২ ও ৩। প্রশ্ন আসে না।

Assembly Admitted Un-starred Question No. 51 asked by Shri Samar Choudhury

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to State :—

১। ১৯৯০ ইং সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে কাঞ্চনপুর, দামছড়া, খেদাছড়া, আনন্দ বাজার, মনপুই, গঙ্গানগর, ছাওমনু, থালছড়া, শিলাছড়ি, যতনবাড়ী, অম্পিনগর, গণ্ডাছড়া, রইস্যাবাড়ী, জম্পুইজলা ইত্যাদি এই সকল গুদাম থেকে কি পরিমাণ খাদ্য কতগুলি রেশন দোকানে এবং কি পরিমাণ খাদ্য "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্পগুলিতে off take হয়েছে। এবং ;

২। উক্ত এলাকাগুলিতে মোট রেশন কার্ডের সংখ্যা কত (উপজাতি ও অউপজাতি পরিবার ভিত্তিক রেশন কার্ড হোল্ডারদের হিসাব) ?

ANSWERS

Replied by the Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura, Agartala on 29th March, 1990 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker in the Chair, the Chief Minister, five Ministers, the Deputy Speaker, five State Ministers and eight Ministers of State and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৩২।

শ্রীবিল্লাল মিয়া (রাষ্ট্রমন্ত্রী) —মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সরকার আবার ডেয়ারী দুধের মূল্য বাড়ানোর কথা চিন্তা করেছেন?

২। যদি সত্য হয় তাহলে কি কি কারণে এই দর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর

১; আগরতলা দুগ্ধ সরবরাহ এবং পরিচালনার দায়িত্ব ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডকে দেওয়া হইয়াছে। তাই দুধের মূল্য ঠিক করার ব্যাপারে দায় দায়িত্ব উক্ত ইউনিয়নের।

শ্রীবাদল চৌধুরী : সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এটা ঠিক যে কোথাও কোথাও দুধ সরবরাহ এই

মিল্ক ইউনিয়ম করে থাকেন তবে দর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সরকারের অনুমোদন লাগে। কাজেই মিল্ক ইউনিয়ন দুধের দাম বৃদ্ধির জন্য সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব পঠিয়েছে কিনা? দ্বিতীয়তঃ— দুগ্ধ সরবরহে যেটা আগরতলা শহরে করা হয়, সে সরবরাহ ঠিকমত করা হয় না বলে গ্রাহকরা বলছে। আর যারা এই মিল্ক ইউনিয়নের দুধ সরবরাহ করে, তারাও দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন কারণ হাজার হাজর টাকা তারা এই মিল্ক ইউনিয়নের কাছে পাওনা। কাজেই এইটা সচল করার জন্য সরকার থেকে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবিল্লাল মিয়া (রাষ্ট্রমন্ত্রী): মিঃ স্পীকার স্যার, মিল্ক ইউনিয়ন থেকে দুধের দাম বাড়ানোর জন্য ওনারা ওনাদের সিদ্ধান্ত সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন। সরকার এখনও এটা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখেছেন। দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুসারে ১ লিটার দুধের দাম ৫ টাকা ৬০ পয়সা করার প্রস্তাব এসেছে, আর যাদের কাছ থেকে দুধ কেনা হয়, সেটাকে ৫ টাকা করে দেওয়ার জন্যও প্রস্তাব এসেছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন, যে আগরতলা শহরে ভোক্তাদের দুধ সরবরাহ অচল হয়ে গেছে এটা ঠিক না। এখানে নিয়মিত ভোক্তাদের দুধ সরবরাহ করা হয়।

শ্রীবিল্লাস মিয়া (রাষ্ট্র মন্ত্রী):—এইখানে ৮০০০ ভোক্তাকে দুধ সরবরাহ করা হয় আগরতলা শহরে। উদয়পুরে করা হয় ১৫০০ এবং জি, বি, ও ভি, এম, হাসপাতালে, পুলিশ হাসপাতালে, মিলিটারী হাসপাতালে এবং উদয়পুর হাসপাতালে দুধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

আরেকটা প্রশ্ন এইখানে সমবায়ের কথা মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। কারণ হচ্ছে সমবায়গুলিকে এই বৎসরও আমরা ১লক্ষ ৫০ হাজায় টাকা সাবসিডি মিল্ক ভিত্তিক দিয়েছি। এবং মিল্কসহ সমস্ত রকমের যেসব কমিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেগুলি সবই সরকার পালন করেছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে দুধের দাম বৃদ্ধি প্রস্তাব সরকার করেছেন সেটা কি কারণে হঠাৎ করে এই দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব মিল্ক ইউনিয়ন পাঠিয়েছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে- মিল্ক সমবায়গুলি আজকে প্রায় ২০০টি মিল্ক সমবায় বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কারণ এই মিল্ক সমবায়-গুলি মিল্ক ইউনিয়নের কাছে হাজার হাজার টাকা পাওনা বাকি পড়ে রয়েছে। এই পাওনা টাকাগুলি মিল্ক ইউনিয়ন থেকে যাতে এই সমবায়গুলিকে মিটিয়ে দেয় সেজন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি না?

শ্রীবিল্লাল মিয়া (রাষ্ট্রমন্ত্রী):—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, দুধের দাম বৃদ্ধি হয় সাধারণতঃ আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির ফলে। এইখনে দুধেত আনুষঙ্গিক জিনিস-

পত্রগুলি যেমন গড়ো দুধের দাম বৃদ্ধি, কয়লার দাম বৃদ্ধি, পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি, কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির ফলেইএই দুধের দাম বাড়ানোর জন্য মিল্ক ইউনিয়ন প্রস্তাব দিয়েছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে, এই মিল্ক সমবায়গুলি মিল্ক ইউনিয়নের কাছে টাকা পাওনা রয়েছে তার-তার কোন সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ যদি মাননীয় সদস্য দেন তাহলে সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, কোন কোন সোর্স থেকে এই মিল্ক সংগ্রহ করা হয়ে থাকে এবং তার মধ্যে গুড়ো দুধের পরিমাণ কত এবং তরল দুধের পরিমাণ কত ? স্যার, এই সমবায় সমিতিগুলি বন্ধ হয়ে যাবার ফলে মিল্ক ইউনিয়ন এখন তরল দুধ আর বেশী সংগ্রহ করতে পারছে না। ফলে একমাত্র গুড়ো দুধ দিয়েই চালানো হচ্ছে। আসলে স্যার, বাইরে থেকে গুড়ো দুধ দিয়ে চালানো হলেও ভেতরে সব একেবারে শেষ হয়ে গেছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবিমলাল সিংহ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যও তো আগে এই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। আমি আগে কি জবাব দিয়েছি তিনি সেটা লক্ষ্য করেননি। তবে এখানে তিনি যে প্রশ্ন করেছেন, সেটা আলাদাভাবে করলে তার জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, আমার একটা সাপ্লিমেন্টারী আছে।

মিঃ স্পীকার : এই ব্যাপারে ইতিমধ্যে তিনটি সাপ্লিমেন্টারী হয়ে গেছে। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি আর সাপ্লিমেন্টারী এলাউ করতে পারব না। মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিসপুর) :—স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

মিঃ স্পীকার : এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যের সিনেমা হলগুলিতে টিকিটের কালোবাজারী বন্ধ করার কোন এফেকটিভ পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং

২। যদি থাকে তবে এ ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে সিনেমা হলগুলিতে কালোবাজারী বন্ধের জন্য পুলিশ আইনের ৩৪ (খ) ধারা বলবৎ আছে।

২। সিনেমা হলগুলিতে কালোবাজারী বন্ধ করার জন্য পুলিশ আইনের ৩৪ (খ) ধারায় কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার (পাবিয়াছড়া) :—স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

মিঃ স্পীকার :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

প্রশ্ন

১। গত ৭ই নভেম্বর ৮৯ইং ফটিকরায় থানা অন্তর্গত আশ্রমপল্লী নিবাসী শ্রীমতি শুক্লা পালের বাড়ী কতিপয় সমাজ বিরোধী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়যার বিষয়ে সরকার তদন্ত করেছেন কি,

২। তদন্ত করে থাকলে ক্ষতির পরিমাণ কত এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেছেন কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৬০ হাজার টাকা। ক্ষতিগ্রস্থদের ২০০ টাকা অন্তবর্ত্তী ত্রান মঞ্জুর করা হয়েছে এবং গৃহবীমা প্রকল্প অনুসারে সাহায্যের প্রস্তাব বিবেচনা আছে।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কি উদ্দেশ্যে এই বাড়ীটা পুরানো হলো। পাঁচ মাস হয়ে গেল আসামীদের এখনও ধরা হচ্ছে না। এই সম্পর্কে কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—আগুন লাগার ফলে মোট আনুমানিক ৬০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছ। কি কারণে এটা হয়েছে এই তথ্য এখানে বলা হচ্ছে না।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :—এফ, আই, আর, দোষীদের নাম থাকা সত্বেও কেন তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না ? ৫ মাস হয়ে গেল ঘটনা ঘটেছে। এই কারণে কি প্রশাসনএর কোন রকম দুর্বলতা রয়েছে ? এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছুই জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) —স্যার, কংগ্রেস (আই) বা টি, ইউ, জে, এস, সরকার থেকে মদত দেওয়ায় কোন প্রশ্ন উঠে না। এফ, আই, আরে কোন নাম উল্লেখ না থাকার ফলে কোন ধরণের আইডেনটিফাই করা যাচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল নাম্বার শ্রী দিবাচন্দ্র রাখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) —এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪২।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে ব্যপক মাছের রোগাক্রমণ হয়েছে, এবং যার ফলে সরকারী ভাবেও মাছের রোগের মোকাবিলা করা সম্ভব হচ্ছে না ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহা হইলে উক্ত মাছের রোগ মোকাবিলা করার জন্য সরকার কি কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ? এবং

৩। ইহাও কি সত্য যে. ফিসারি এসোসিয়শনের উদ্যোগে মাছের রোগ নিমূল করার জন্য ব্যাপক অভিযান করা হয়েছে ? এবং

৪। উক্ত অভিযানের দ্বারা মাছের রোগ কি পরিমাণ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১। রাজ্যে এখনও ব্যাপকভাবে মাছের রোগক্রমণ হয় নাই, আলোচনা মারফৎ বিভিন্ন ব্লক গ্রুপ মিটিং এর মাধ্যমে প্রতিশেধক ও রোগ মিরাময়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

২। গ্রুপ মিটিং চলিতেছে, এইসব মিটিং এ রোগের প্রতিশেধক ও নিরাময়ের উপায় বলে দেওয়া হয়।

৩। একটি অভিযান করা হয়েছে।

৪। ইহা মাছের রোগ নিবারনের জন্য একটি শিক্ষামূলক অভিযান। নিশ্চয় ইহার দ্বারা কিছু উপকার হয়েছে। কিন্তু এখনও পরিমাণ নিরুপিত হয় নাই।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নিশ্চয় জানেন যে, আমাদের বিধানসভার সদস্য নকুলবাবু সব সময় মাছের ব্যাপারে দুঃখিত, তার জন্যই আমি, প্রস্তাব রাখছি যে, সরকার যাতে ব্যবস্থা নেয়। সবাই এটা জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মাছ রোগাক্রান্ত এবং তার জন্য সরকার প্রতিষেধক ব্যবস্থা বা মাছের রোগ মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এখন আমার প্রশ্ন এই যে ব্যবস্থা নিয়েছেন এটা যথেষ্ট কিনা, যাতে করে মাছের রোগ বন্ধ করা যায় বা মোকাবিলা করা যায় ? এছাড়া ফিসারী এসোসিয়েশন যে অভিযান চালিয়েছেন সেটা যদি এফেকটিভ হয় তাহলে সারা রাজ্যে সেটা কার্য্যকরী করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে গতবার মাছের রোগাক্রমণ ব্যাপক ছিল, এইবার একটু কমেছে। তবু, বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়ার পর, মৎস্য দপ্তর থেকে মাছের রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে মানুষকে অবহিত করার জন্য আমাদের বিভিন্নভাবে দপ্তর থেকে অভিযান পরিচালনা করা হয়, এটা গাঁওসভা ভিত্তিকও চালানো হয়েছে ; মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে, আমি গত বছর একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম যে এই অভিযান শুধু এই বছর থেকে শুরু করা হয় নি এটা গত বছরও আরো ব্যাপক ভাবে চালানো হয়েছিল। তবু এখনও আমরা জানিয়ে যাচ্ছি যাতে করে আর এই ব্যাপারে কোন মৎস্য চাষীর অজ্ঞতা না থাকে বা অকারণে এটা সম্পর্কে সন্দেহ না থাকে।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আমাদের রাজ্যে যে মাছের রোগ হচ্ছে এই রোগটা অন্যান্য দেশেও হচ্ছে। আমাদের যে অন্যান্য দপ্তর বা অন্যান্য যে সমস্ত রিসার্স সংগঠন আছে তারাও এই ব্যাপারে রিসার্স করেছেন। সেখানে কি কারণে এই রোগটা হয়, সেই কারণটা তারা ফাইণ্ড আউট করতে পারছেন কিনা এবং সেই রোগ প্রতিরোধ করার জন্য, প্রতিরোধ মূলক কি কি ব্যবস্থা বা কি কি ঔষধ ব্যবহার করার কথা বলেছেন, এই সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—স্যার আমাদের ভারতের মধ্যে এই ব্যাপারে যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ আছেন, তাদেরকেও আনা হয়েছে, এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরে এই মাছের রোগ সম্পর্কিত

যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ আছেন, তাদের মতামতও আনা হয়েছে, তাদের সবাই বলেছেন যে এই মাছের রোগ সম্পর্কিত ব্যাপারে কি স্পেশালিষ্ট অথবা বৈজ্ঞানিক কেউ সুনিশ্চিত হতে পারছেন না। তবে, আমরা আমাদের দপ্তর থেকে সাধারণ মানুষকে হুসিয়ার করে দিয়েছি এবং টেনসফার অব টেক্নোলজির ব্যাপক জ্ঞানটা জনগনের কাছে আমরা পৌছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

শ্রীনকুল দাস : স্যার, কি কি ঔষধ দিলে পর মাছের রোগ নিরাময় হতে পারে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে কিছুই বলতে পারেন নি। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের কল্যাণী অথবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন গভেশানায় এই মাছের রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় না হলেও কিছুটা যে নিরাময় হতে পারে, সেই সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন অথবা কি কি ঔষধ ব্যবহার করলে পরে কিছুটা নিরাময় হতে পারে, তার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পশ্চিম বঙ্গে সেই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ব্যাপক না হলেও কিছুটা ফল পাওয়া গিয়েছে। কাজেই, আমার সুপারিশ হল যে কল্যানী অথবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সব বিশেষজ্ঞদের এখানে এনে আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে যেভাবে মাছের রোগ ছড়াচ্ছে, সেটা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি বলেছি যে যেখানে যেখানে এই মাছের রোগ দেখা দিয়েছে সেখানে এই সম্পর্কে গবেষনার কাজ চলছে এবং মাছের রোগের কারণ বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু পশ্চিম বঙ্গের কল্যানীতেই এর গবেষনা চলছে, এটা ঠিক নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও বিভিন্ন দেশে এই মাছের রোগের কারণ বের করার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার কাজ চলছে, কিন্তু কোথাও এখন পর্যন্ত এর সুনিশ্চিত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আমাদের এই রাজ্যে যে মাছের রোগ হয়েছে, তার কারণ, আমাদের ভারতীয় বিশেষজ্ঞ অথবা আন্তর্জাতিক স্তরের বিশেষজ্ঞরাও এখন পর্য্যন্ত খুঁজে বের করতে পারেন নি এবং সেটা এখনও গবেষণার স্তরে রয়েছে। তবে, এটা ঠিক যে আমাদের রাজ্যের সব লোকই মাছ খায়, বিশেষ করে তার মধ্যে ট্রাইবেল আছে, তারা তো মাছের মধ্যে রোগ আছে কি নাই, তার কোন পরোয়াই করে না। কাজেই যেসব মাছের মধ্যে রোগ আছে, সেই মাছ খেলে কারো মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—স্যার, বিধানসভার গত অধিবেশনেও এই বিসয়টা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে আমরা সরকার থেকে রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করে আসছি যে মাছের মধ্যে রোগ

দেখা গেছে, সেই মাছ কারো না খাওয়াই ভাল। তবে রুগ্ন মাছ খেয়ে কারো মৃত্যু হয়েছে, এই ধরণের কোন খবর আমাদের কাছে নাই।

শ্রীঅবিনাশ সরকার : (প্রতাপগড়) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে মাছ রোগাক্রান্ত হচ্ছে, গ্রুপ মিটিং চলছে, ডিসকাশন চলছে। বিগত দুই বছরে মাছ রোগাক্রান্ত হওয়াতে মৎস্যজীবিরা বিরাট ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের এই যে বিরাট ক্ষতি সেই ক্ষতি পুরণ করার জন্য তাদেরকে রিলিফ দেওয়ার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীনরেন্দ্র জমাতিয়া : (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত বৎসরও আমি এই বিধান সভায় বলেছি যে সত্যিকারের যারা মৎস্যজীবি তাদেরকে ২০০ টাকা করে আমরা দিয়েছি আর্থিক সাহার্য্য হিসেবে। তবুও এখানে দেখছি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বার বার একই প্রশ্ন তুলছেন। গত বছর আমি মাননীয় সদস্যকে বলেছিলাম যে আমার সংগে অমরপুরে চলুন সেখানে মৎস্যজীবিদেরকে সাহার্য্য দেওয়া হবে। কিন্তু তিনি সেখানে যাননি। মেলাঘর আমি মাননীয় চীফ মিনিস্টারসহ সাহার্য্য দিয়েছি। অমরপুরে দিয়েছি। দেওয়া হয় নি এটা ঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী : (ধনপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নং ২৪২ হোম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার : (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৪২

প্রশ্ন

১। গত ২২শে নভেম্বর তারিখে রাজ্যের ক'টি ভোট কেন্দ্রে পুলিশ পিকেট স্থাপন করা হয়েছিল।

উত্তর

১। মোট ১৯৩৬ টি কেন্দ্র

প্রশ্ন

২। কতজন পুলিশ অফিসার এবং কর্মচারীকে ভোট কেন্দ্রের পিকেট অভিযোগ গ্রহণের জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল ?

উত্তর

২। কর্মরত সব পুলিশ অফিসার এবং কর্মচারীদেরকে অভিযোগ গ্রহনের আইনানুগ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন

৩। কোন মহকুমায় ক'টি ভোট কেন্দ্রের পুলিশ পিকেট থেকে কত সংখ্যক অভিযোগ গ্রহন করা হয়েছে ?

উত্তর

৩। কোন অভিযোগ পুলিশ পিকেটের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়নি।

শ্রীসমর চৌধুরী : মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এটা সত্য কিনা যে, এক একটি পুলিং ষ্টেশানে একজন হোম গার্ড ও একজন মাত্র ফরেষ্ট দেওয়া হয়েছিল ? তাদের নাম আমি বলতে পারব। ঠিক এই রকম করে ভোট কেন্দ্রে নিযুক্ত করে রাখা হয়েছিল। তাঁদের হাতে একটি লাঠি মাত্র সম্বল ছিল, আর কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিলনা। আমার সোনামুড়া সাব ডিভিশানে আমি নিজে ছিলাম। আমি দেখেছি, ১৯, ২০, ২১ ও ২২ এই চারটি আসেম্বলী কন্সটিটিউয়েন্সী যা পার্লামেন্ট ইলেকশানের সঙ্গে যুক্ত সে গুলিতে আমি মুভ করেছি। আমি নাম বলতে পারব। কুমারিয়া পুলিং ষ্টেশান, মেলাঘর পুলিং ষ্টেশান, নলছড় পুলিং ষ্টেশান, নলছড়ে একটি নয় ২টি পুলিং ষ্টেশান, জুমের ডেপা পুলিং ষ্টেশান, লক্ষ্মণ ডেপা পুলিং ষ্টেশান এমনি করে আমি আর কত নাম বলব—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সাপ্লিমেণ্টারী সংক্ষেপ করুন। আপনি কি সাপ্লিমেণ্টারী করতে চান তা জানান।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমি তাই বলছি স্যার। আমি জানতে চাই, ঐ পুলিশ ষ্টেশানে

কয়জন পুলিশ অফিসার ছিলেন? এস, আই, ছিলেন কি? অভিযোগ কে রাখছে? সোনামুড়া থানায়, মেলাঘর থানায় এফ,আই, আর, করে একটি একটি করে অভিযোগ দায়ের করতে হয়েছে এই ২২শে নভেম্বর তারিখে। এইগুলি অস্বীকার করবেন কি করে? তার কপি আছে। ইলেকশন কমিশনকে সে কপি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার : (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে তথ্য রাখলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি হিসাব দিচ্ছি। টোটাল পুলিশ আমাদের ছিল, ২, ৫৯১জন, হোমগার্ড-১, ২৬৯ জন, ফরেষ্ট গার্ড-২৪৬ জন, চৌকিদার-১৬২ জন, প্যারা মিলিটারী-৩৬৩ সেকশান। স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে তথ্য দিলেন তার সঙ্গে আদৌ সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। স্যার, আমি আগেই বলেছি, প্রত্যেকটি পোলিং ষ্টেশনে পুলিশ অফিসার ছিল, কর্ম্মী ছিল, তাদেরকে আমরা আইনানুগ ভাবে যথাযত ক্ষমতা দিয়েছি। যখন কোন কমপ্ল্যাইন আসবে তা দেখার জন্যও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ : স্যার, মিথ্যা কথা)

(গণ্ডগোল)

স্যার, হাউসে যে যা কিছু বলবে তা হতে পারেনা। ফাজলামির জায়গা হাউস নয়। ইয়র্কির জায়গা হাউস নয়। যদি রিপ্লাই শুনতে মন না চায়, চলে যেতে পারেন। এখানে ফাজলামি-ইয়ার্কি করার জন্য কেহ আসেননি। অসত্য ভাষণ হাউসে দিয়ে চলেছেন একের পর এক। যা খুশী চলছে। এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। আপনাদের শুনার ইচ্ছা না থাকলে চলে যেতে পারেন। কেহ আপনাদের আটকে রাখছে না।

মিঃ স্পীকার :—আমি বার বার আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা শান্ত হয়ে সভার কাজ চলতে দিন। মিনিষ্টার যখন রিপ্লাই দেন তখন মনোযোগ সহকারে শুনুন। প্রশ্ন করবেন কিন্তু রিপ্লাই শুনবেন না তাত হতে পারে না। আর তাছাড়া মাননীয় সদস্য একটি সাপ্লিমেণ্টারী করতে এক মিনিটের বেশী সময় নিয়েছেন। আর কাউকে সাপ্লিমেণ্টারী করতে দেওয়া হবে না এই প্রশ্নের উপর। আপনারা এখন শান্ত হয়ে রিপ্লাই কি দিচ্ছেন শুনুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—স্যার, আমি ভেবেছি, রিপ্লাই দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আপনি রিপ্লাই দেওয়া শেষ করুন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি এখানে আগেই বলেছি, আমাদের স্টাফ কম থাকায় ২৪৬ জন ফরেষ্ট গার্ডকে আমাদের ইলেকশান কাজের জন্য ব্যবহার করতে হয়েছে। এখানে আমি বলেছি ২৪৬জন ফরেষ্ট গার্ডকে দেওয়া হয়েছিল যেহেতু আমাদের কর্মীর সংখ্যা কম ছিল। যে সব জায়গা সেনসিটিভ ছিল সেগুলিতে এডিকোয়েট পুলিশ দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা আমি অস্বীকার করতে পারবনা কোন কোন জায়গায় হয়তো ফোর্স এডিকোয়েটন হতে পারে, কিন্তু কমপ্লেন করার মতো অফিসার ছিল না সেটা আমি মানতে পারছিনা। কোথায়ও কোন্ অফিসারকে ডিউটিতে দেওা হয়নি সেটা আমি স্বীকার করতে পারছি না। স্যার, আমরা কি অবস্থায় ইলেকশান করেছি, সে সময় ৭টা সি, আর, পি, এফ কোম্পানীকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। যার জন্য আমরা ফরেষ্ট গার্ডও দিয়েছি এবং তাদেরকে কমপ্লেন নেওয়ার পাওয়ারত দেওয়া হয়েছে। যদিও মাননীয় সদস্য মহোদয়রা কেউ পোলিং ষ্টেশনে-এ কমপ্লেন করেন নি, কিন্তু ডিফারেণ্ট টাইপস অব কমপ্লেন করেছেন। ৮৪টা কমপ্লেন পাওয়া গিয়েছে যার উপর ভিত্তি করে ৮২ জন লোককে এরেষ্ট করা হয়েছে। ডিষ্ট্রিকট ওয়াইজ যে কমপ্লেন পাওয়া গেছে আমি এখানে তার হিসাব দিচ্ছি-ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিকট-এ ৩৪টা কমপ্লেন করা হয়েছে, ২৫ জনকে এরেষ্ট করা হয়েছে। নর্থ ডিষ্ট্রিক্ট-এ ৩৮টা কমপ্লেন করা হয়েছে, ২০ জনকে এরেষ্ট করা হয়েছে। সাউথ ডিষ্ট্রিক্ট-এ ১২টা কমপ্লেন করা হয়েছে, ৩৭ জনকে এরেষ্ট করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত কমিশনার এবং সেক্রেটারীকে ষ্টেট অবজারভার নিযুক্ত করা হায়ছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা অস্বীকার করতে পারবে না, তাঁরা বিভিন্ন পোলিং ষ্টেশন ঘুরে ঘুরে যে নোট দিয়েছেন যে পোলিং ষ্টেশনগুলিতে কোন অফিসার নেই, কোন পুলিশ প্রোটেকশান ছিল না, সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। এই অভিযোগ তারা করেছিলেন। পোলিং ষ্টেশনের ভিতরে যে পুলিং এজেন্টরা ছিল তারা ইনরিকিউরড অবস্থায় ছিল। পুলিশের সাহায্য নিয়ে ডি,জি, এস, পি, এস, ডি, পি, ও বিভিন্ন সাবডিভিশানগুলিতে এসকর্ট নিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে বিভিন্ন পোলিং ষ্টেশন থেকে তাদের লাইড সেড করে বেলা সাড়ে তিনটার সময় তাদের তুলে আনতে হয়েছে। এ তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার : (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, কোন অবজারভার কি রিপোর্ট দিয়েছেন সেটা আমার জানা নেই। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এবং উনারা সবাই জানেন যে, উনাদের সময়ে যে ইলেকশ্যান করেছিলেন সেখানে কোন রকম ইলেকশ্যান হয়েছে কিনা, কিছু হত কিনা? আমি এই টুকু বলতে চাই যে, আইন মন্ত্রী এই সভায় একটা চিঠি পড়েছেন চীফ ইলেকশ্যান কমিশনার অব্ ইণ্ডিয়া এপ্রিসিয়েশ্যান দিয়েছেন প্রপারলি যে ইলেকশ্যান হয়েছে

সেই ইলেকশ্যান হয়েছে এবং সেই সমস্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন অবজারভার যারা থাকে বিভিন্ন ইলেকশ্যান কমিশনের তাদের একটা রির্পোটের প্রশ্ন উঠে যারা ইলেকশ্যান পরিচালনা করেন প্রিসাইডিং অফিসার তাদেরও রিপোর্ট থাকে, সেই সমস্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সেটা হয়---

(গণ্ডগোল)

চীফ ইলেকশ্যান অফিসার সেটা নিয়ম, এটা ঠিকই আছে। স্যার, এখানে যে কমপ্লেইন বলেছেন তাদের এজেন্টদের কোন নিরাপত্তা ছিল না, তারা চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। এখানে আমাদের একটা প্রশ্ন আছে স্যার, দেখা গেল ঠিক শেষ বেলায় এক কেন্দ্র হতে পারে, পারটিকুলারলি এক দুটা কেন্দ্র হতে পারে কিন্তু তা না করে সারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন এটা ঘটনা স্যার, এটার কারণ হচ্ছে স্যার, আগের থেকেই একটা গ্রাউণ্ড তৈরী করেছেন যে নৃপেনবাবু একটা করে চিঠি লিখতেন যে এই হচ্ছে, সেই হচ্ছে। আমি প্রত্যেকটা পুংখানুপুংখ ভাবে তদন্ত করেছি। স্যার, আমি বলব সেটা ইচছাকৃত ভাবে ইলেকশ্যান সম্পর্কে একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার,—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : -- আর সাপ্লিমেণ্টারী নয়, এখনও অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী : – স্যার, আমাকে সাপ্লিমেণ্টারী করার অধিকার দেবেন না. প্রতি বারই এই রকম করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আপনি অধিকারের কথা বার বার বলছেন, অধিকার বলতে কি বুঝাতে চাইছেন।

(ভয়েসস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যাঞ্চ-আমাদের সাপ্লিমেণ্টারী করতে দিন।

মিঃ স্পীকার : তিনটার বেশী এলাউ করা যায় না।

শ্রীরসিকলাল রায় : (সোনামুড়া) :— স্যার, আমাদের টেবিল থেকে তো সাপ্লিমেণ্টারী করা হয়নি, উনারাই তো করেছেন। এখন আমাদের সুযোগ দিন।

গণ্ডগোল

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী সোনামুড়ার ৪টা কনস্টিটিউয়েন্সি উল্লেখ করেছেন অথচ একটা কনস্টিটিউয়েন্সির বাহিরের আর কোন গ্রামের কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। কাজেই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা যে তিনি যে ভোট কেন্দ্রগুলির কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে কোন পুলিশ স্টাফ ছিলনা, ফরেষ্টের স্টাফকে পুলিশের পাওয়ার দেওয়া হয়েছিল সুতরাং সেখানে কোন হতাহতের খবর আছে কিনা? সেখানে সুষ্টুভাবে ভোট হয়েছে কিনা, নাকি বিশৃঙ্খলা হয়েছে? এখানকার ভোটের অবজারভার কোন রিপোর্ট আমাদের সরকারের কাছে দিয়েছিল কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ফরেষ্টের স্টাফ দেওয়া হউক বা পুলিশ দেওয়া হউক বা হোমগার্ড দেওয়া হউক সবাইকেই পাওয়ার দেওয়া হয়েছিল। যে কোন ফোর্স সে রাজ্য সরকারের হউক বা প্যারামিলিটারি হউক বা ফরেষ্টের হউক ওদেরকে ইলেকশন কমিশনের আণ্ডারে থাকতে হয় এবং ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ মত নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হয়। তখন তারা স্ট্যাট গভার্ণমেন্টের আণ্ডারে থাকেনা। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে সেখানকার ব্যাপারে কোন অভিযোগ আছে কিনা। আমাদের কাছে এমন কোন অভিযোগ নেই।

Mr Speaker : Please listen to me, here is an announcement regarding asking of Supplementary Question to Starred Question for oral answer.

Any Member allowed by the Speaker may put a supplementary question for the purpose of further elucidating any matter of fact regarding which an answer has been given, but the total number of supplementary questions should not be more than three on a single question unless the Speaker otherwise decides.

Provided that precedence in the matter of asking supplementary questions shall be given to the member who has tabled the question and to those others whose names appear on that question.

কাজেই, যে প্রশ্নকর্তা তাকেই কেবলমাত্র সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান দেবার অধিকার রয়েছে এবং তাও কেবলমাত্র তিনটি। আর আমি যে এখানে আপনাদের সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্ন করতে এলাউ করি, সেটা শুধু জনসাধারণের স্বার্থে বিষয়টা প্রকাশিত হোক—এই জন্যই আপনাদের এলাউ করি।

কাজেই এই ব্যাপারে আপনারা বা কোন মেমবারই অভিযোগ আনতে পারেন না।

শ্রীবিমল সিনহা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন যে. তিনি কোন রকমের অভিযোগ পাননি। ভাল কথা। কিন্তু কথা হচ্ছে যে তিনি এখানকার নির্বাচন অফিসারকে বলে দিয়েছেন যে, এই ধরণের কোন অভিযোগ পেলে যেন সেটা গ্রহণ করা না হয়। না হলে সেই ছামনুতে যে ইলেকশন হলো সেখানে এতসব ঘটনা ঘটে গেলো, কিন্তু পুলিশ সেখানে চোখে ঠুলি পরে ছিল, তারা সেটা দেখতে পায়নি। পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের চিফ ইলেকশন অফিসারকে খারিজ করে দিয়েছেন কেন্দ্রের ইলেকশন কমিশনার। কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত হলে পরে এবং সেটা প্রমাণিত হলে পরে তাকে খারিজ করলেন কেন্দ্রের ইলেকসন কমিশনার-। সেটা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে খারিজের কোন প্রশ্নই উঠে না। এটা হচ্ছে কাকে চিফ্ ইলেকশন অফিসার করা হবে সেটা. নির্ভর করে—স্যাপ, টু, দ্যা ইলেকশন কমিশনার। এইটা সম্পর্ণভাবে ইলেকশন কমিশনের ব্যাপার।

আর এখানে কোন অভিযোগ কোন সেন্টারেই করা হয়নি। এমন কোন অভিযোগ মাননীয় সদস্যরাও করেননি; আপনিও (মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা) করেননি যে, আমরা অমুক সেণ্টারে কমপ্লেইন দিতে গেছি এবং সেখানে আমাদের কমপ্লেইন গ্রহণ করা হয়নি। আপনি কথাটা স্পেসিফিক করেন। অমুক জায়গাতে অমুক সম্পর্কে, এভাবে করেছেন কেন ? তারপর বলুন যে অভিযোগ গ্রহণ করা হয় নাই। এগুলি হচ্ছে ফেক্ট। ফলে এগুলির জবাব দেওয়া যায় না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেট কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬২।

শ্রীবিল্লাল মিয়া (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬২।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে, সংখ্যা কত, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে নতুন পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত আছে কিনা,

৩। থাকিলে কোথায় কোথায়, এবং

৪। কল্যাণপুর পশু চিকিৎসা কেন্দ্রটিকে পশু হাসপাতাল উন্নিত করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা ২১৩টি। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

পশ্চিম ত্রিপুরা	দক্ষিণ ত্রিপুরা	উত্তর ত্রিপুরা
ক) সদর—৪৫টি	ক) উদয়পুর—১৭টি	ক) কৈলাশহর—২৪টি
খ) খোয়াই—২৭টি	খ] অমরপুর—৯টি	খ) ধর্মনগর—১৯টি
গ) সোনামুড়া—১৮টি	গ) গণ্ডাছড়া -৩টি	গ) কমলপুর—১৩টি
	ঘ) বিলোনীয়া—২৫টি	
	ঙ) সাব্রুম —১৩টি	
মোট ৯০টি	৬৭টি	৫৭টি

২। বর্ত্তমান আর্থিক বছরের প্রকল্পে ১৩টি প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার অনুমোদন আছে।

৩। স্থান নির্বাচন বিবেচনাধীন আছে এবং কল্যানপুরে কোন প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র নাই। যাহা আছে তাহার নাম পশু চিকিৎসালয় নয়। উক্ত চিকিৎসালয়টিকে পশু হাসপাতালে উন্নিত করার কোন পরিকল্পনা নাই।

মিঃ স্পীকার : - কোয়েশ্চান আউয়ার ইজ ওভার। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারক চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE "A" & "B"

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ—নাউ রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট হইতে একটি রেফারেন্স নোটিশ পাইয়াছি। সেই নোটিশটি বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উহাকে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিসয়বস্তু হলো :—"গত ২৮-৩-৯০ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত" র‍্যাগিং সম্পর্কে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের "২য় ও ৩য় বর্ষের ছাত্রদের বক্তব্য সম্পর্কে।" আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়কে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি পড়ার জন্য অহ্বান করিতেছি।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"গত ২৮-৩-৯০ ইং তারিখে "দৈনিক সংবাদ পত্রিকায়" প্রকাশিত র‍্যাগিং সম্পর্কে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের ২য় ও ৩য়বর্ষের ছাত্রদের বক্তব্য সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, এই বিষয়বস্তুর উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীঅরুণকুমার কর (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই নোটিশটির উপর আমি আগামী ২-৪-৯০ ইং তারিখে আমি আমার বক্তব্য এই হাউসে পেশ করব।

মিঃ স্পীকার :—আমি পরবর্তী রেফারেন্স নোটিশটি পাইয়াছি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের নিকট হইতে। সেই নোটিশটির বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উহার গুরুত্ব অনুসারে আমি উহাকে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ ইং তারিখে সোনামুড়া শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি যদুলাল চৌধুরীর বাড়ীতে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের আক্রমন, বাড়ীর লোকদের আহত করা, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে দাঁড়িয়ে উনার নোটিশটি পড়ার জন্য আহ্বান করিতেছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে :—"গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী১৯৯০ ই তারিখে সোনামুড়া শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি যদুলাল চৌধুরীর বাড়ীতে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের আক্রমন বাড়ীতে লোকদের আহত করা, ভাংচুর করা ও লুটপাটের ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই নোটিশটির উপর আমি আগামী ৩রা এপ্রিল ১৯৯০ ইং তারিখে আমার বক্তব্য এই হাউসে পেশ করব।

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি আজকে একটি নোটিশ নিম্নোক্ত সদস্যের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যের নাম শ্রীবাদল চৌধুরী। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয়কে ওনার নোটিশটি উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ- "গত ২৪শে মার্চ "স্যন্দন পত্রিকায়" সেনাবাহিনীর জন্য তেরশ একর জমি অধিগ্রহনের জন্য রিপোর্ট পেশ" এই শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার ঃ- আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য আহবান করছি। যদি তিনি এখন বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তাহলে সময় চাইতে পারেন যেদিন তিনি বক্তব্য রাখতে পারবেন।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই প্রশ্নের জবাব আগামী ৩-৪-৯০ইং তারিখ দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ আজকের কার্য্যসূচীতে উল্লেখ্য পর্বে একটি উল্লেখ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে উহা গত ২৭-৩-৯০ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর উপর স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বায়ত্ব শাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো ঃ- "বিগত ২৩শে মার্চ, ১৯৯০ ইং আগরতলা পৌর কর্মচারীদের উপর কতিপয় দুর্বৃত্তের হামলা সংঘটিত করা করা সম্পর্কে।"

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী)-ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৩শে মার্চ্চ, আনুমানিক সকাল নয় ঘটিকায় আগরতলার পৌরসভার কর্মীরা আগরতলার মহারাজগঞ্জ বাজারে রাস্তার নিকটবর্তী জলাশয়টা, সেখানের আবর্জনা পরিস্কার করার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় কিছু লোকদ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে যে সকল বচসা এবং কথা কাটাকাটির পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার জনৈক লোক দ্বারা পৌর সভার একজন কর্মী আক্রান্ত হন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আগরতলার পৌরসভার পক্ষ থেকে পূর্ব কতোয়ালীতে এই সম্পর্কে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পৌরসভার কর্মীগণ কলম ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। পরবর্তী পর্য্যায়ে অর্থাৎ

২৪ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এবং সেখানে রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে পৌরসভার কর্মীদের সাথে আলোচনা করে দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিরোধের নিষ্পত্তি এবং সমাপ্তি হয়।।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগড়) :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, গত ২৩ তারিখ মহারাজগঞ্জ বাজারের লালমাটিতে আবর্জনা পরিষ্কার করতে গিয়ে পৌর কর্মী সুনীল রায় আক্রান্ত হন এবং সেখানে আক্রমনকারীরা দুইজনের নামে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। নূর মিঞা এবং সুভাষ সরকার এবং সুনীল রায়কে এমনভাবে আক্রমন করা হয়েছে, যে তার নাক ফেটে যায় এই খবর শুনে পৌর কর্মীরা কলম ধর্মঘট করে। শুধু সেইদিনকার ঘটনা নয় এর আগে ২১ তারিখ পৌর সভার যে রাজবাড়ী অফিসের নির্বাহী অফিসার প্রল্লবদেববর্মা, তাকে জনৈক ডি, আর, ডব্লিউ, ওয়াকার বিষ্ণু দেববর্মা দুইসালি দিয়ে আক্রমন করে বলে যে, আমি মাধ্যমিক ফেল করেছি আমাকে ক্লাশ ণী করে দিতে হবে। আবার ২২ তারিখ দেখা যায় যে ইন্দিরা মার্কেট গজিয়ে উঠেছে। সেই শিশু উদ্যান, এর কাঁচা পায়খানা ভাঙ্গতে গিয়ে সেখানে হেলথ অফিসার এন, সি, দত্ত চৌধুরী এবং তাকেও সেখানকার ইন্দিরা মার্কেটের সাথে যুক্ত। আমরা কিছুদিন আগে দেখছি আগরতলায় নগর পরিষ্কার করার নামে বহু হকার'কে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এমন কি বুলডজার পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। আজকে আবার দেখছি তুলসীবতীর সামনে কে বা কারা ইন্দিরা মার্কেটের সেড গড়ে তুলেছে, যাই হউক সেখানে কাঁচা পায়খানা ভাঙ্গতে গিয়ে হেলথ্ অফিসার এন, সি, দত্তচৌধুরী আক্রান্ত হন। এর পর ২৩ তারিখ হল সুনীল রায়ের উপর আক্রমণ। একটার পর একটা এইভাবে বিভিন্ন অফিসে, সেই ফায়ার সার্ভিস অফিসে, এগ্রিকালচার অফিসে, পি, ডাব্লিও অফিসে এইভাবে হামলাবাজী হচ্ছে। সেই যখন তখন প্রবেশ করে মার ধোর ইত্যাদি অর্থাৎ সেই অফিসের যে কাজ কর্মের ধারা এর বাইরে থেকে, বাইরের একটা শক্তি, যে শক্তিকে শাসক শ্রেণী রক্ষাকরছেন পালন করছেন। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী তারাই গিয়ে এইগুলি করছেন। এইজন্য দিনের পর দিন সেই নিজেদের ইন-সিকিউরিটির জন্য তাদের কর্মক্ষেত্র তাদের কোন সিকিউরিটি নেই।সেইজন্য অগারতলায় পৌর কর্মীদের চারটা অর্গানাইজশন তারা কলম ধর্মঘটে যায়। আমি এখানে জানতে চাই এই ধরণের যে আক্রমণ দিনের পর দিন হচ্ছে এইগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ নুরমী এবং সুভাষ সরকারের নামে থানায় যে এজাহার করা হলো তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :- স্যার, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, আগরতলা পৌরসভার কর্মীরা যখনই আগরতলা শহরের উপর পড়ে থাকা বামফ্রন্টের আমলের জঞ্জাল অপসারণ করতে

গিয়েছে, তখনই বিভিন্ন জায়গাতে তাদের উপর আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সমর্থনপুষ্ট বলে যে কথা বলেছেন, তাও সত্যি নয়। বরং আমি এই আগরতলা পৌরসভার কর্মচারী এবং আগরতলা শহরের সুধী নাগরিকবৃন্দকে এই জন্য অভিনন্দন জানাব যে, তারা এই সরকারের সংগে সহযোগিতা করে চলেছেন। কিন্তু সেই সংগে আমরা এটাও দেখেছি যে, বিগত বামফ্রন্টের আমলে যেসব কর্মচারী তাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছেন, তাদের অনেককেই খুন হতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের এই সরকারের আমলে যেসব পৌর কর্মচারী তাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোন রকম হামলার সর্ম্মুখীন হবেন, তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা গ্রহন করব এবং এই ব্যাপ্যারে আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করছি। স্যার, এটা সত্য যে, পৌরসভার এ্যাক্‌সজিকিউটিভ অফিসারকে আক্রমন করা হয়েছে এবং যারা এই আক্রমণের সংগে জড়িত রয়েছে, নুর মিঞা এবং সুভায সরকার, তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন, সেকথা আমি আগেই বলেছি। বর্তমানে তারা পলাতক আছে, আমরা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছি যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যেন অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া, আমাদের কাছে এখন অভিযোগ রয়েছে যে বামফ্রন্টের আমলের প্রাক্তন কমিশনার যিনি, তিনি নাকি এখন অভিযুক্তদের আশ্রয় দিয়েছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :-স্যার, আজকাল আগরতলা শহরের উপর নানাবিধ আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে, এটা সবাই জানেন। আর, এখানে যে নুর মিঞা এবং সুভাষ সরকারের কথা বলা হয়েছে তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহপুষ্ট অমিত ঘোষেরই লোক। স্যার, এভাবে গত বছরও জগহরিমুড়ায় দুইজন পৌর কর্মী আক্রান্ত হয়েছিল। এছাড়া, মাত্র কয়েকদিন আগেও খোদ সচিবালয়ে মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সুরজিত দত্তের স্নেহপুষ্ট ভোলা সাহার উপর হামলা হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনায় থেকে আগরতলা শহরের জনজীবনের উপর একটা আতঙ্ক হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য বাদল বাবু যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন, সেগুলির একটিও ঠিক নয়। কাজেই, সেগুলি এ্যাক্সপার করার জন্য আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীজহরলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :- স্যার, মাননীয় সদস্য বাদল বাবু এখানে যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন, সেগুলি সর্বত্তো অসত্য। উনি এখানে যাদের কথা বলছেন, তাদের রাজনৈতিক কোন আইডেনটিটি নাই, তিনি শুধু একটা উস্‌কানির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যই সাজিয়ে এসব অভিযোগগুলি করছেন।

শ্রীঅনিল সরকার (প্রতাপগড়) :—পয়েন্ট অব ক্যলারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করেছেন যে, পৌরসভা অফিসার একজিকিউটিভ অফিসার এবং হেলথ অফিসার আক্রান্ত হয়েছেন এটা আংশিক সত্য। যদি আংশিক সত্য হয় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? এবং বিশ্ব দেববর্মা এবং এন, সি, দত্তচৌধুরীকে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত ব্যাপারে এখন পুলিশ তদন্ত চলছে। কাজেই তদনত্ রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোন কিছু বলা যাবে না।

CALLING ATTENTION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই হাউসে উথাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—গত ২৪ শে মার্চ, ১৯৯০ ইং খোয়াই মহকুমার শাসককে একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক তার অফিস কক্ষে আক্রমণ করা এবং অফিসে ভাংচুর করার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে পরবর্তী একটি তারিখ তিনি আমাকে জানাতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩-৪-৯০ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই হাউসে উথাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি হল—"গত ১০ই মার্চ, ১৯৯০ ই বিলোনীয়া মহকুমার ঋষ্যমুখে বাম-ফ্রন্টের ডাকা কনভেনশন থেকে বাড়ী ফেরার পথে হরিপুর নামক স্থানে ফুলমালা ত্রিপুরার, বিমল ত্রিপুরা ইত্যাদি উপজাতি মহিলাদের একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক আক্রমণ করে গুরুতর আহত করা সম্পর্কে।" আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তা হলে পরবর্তী একটি তারিখ জানাতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি আগামী ৩-৪-৯০ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- আজকে আমি নিম্ন লিখিত একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির গুরুত্ব বিবেচনা করে উৎথাপনের অনুমতি আমি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য উপস্থিত আছেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো- "কোর্টে ইংজেংশান অর্ডার অগ্রাহ্য করে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ ইং উদয়পুরের মহকুমা শাসকের নির্দেশে পুলিশ ও সি, আর, পি, কর্তৃক বগাবাসা গ্রামের শ্রীমতী তরুবালা দে স্বামী শ্রীহরিমোহন দের ১৩৪ নং জোত খতিয়ানের ১২৮৬ ও ১২৮৭ নং দাগের বসতবাটী জোর পূর্বক ভাঙ্গচুর, লুটতরাজ ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে আমাকে পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, আমি ৩-৪-৯০ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩-৪-৯০ ইং বিবৃতি দেবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :- আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর খাদ্য ও জনসংবরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় খাদ্য ও জনসংবরণ মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিনহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :- "ত্রিপুরার বাইরে থেকে সংগৃহীত চাল পরিবহনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটরস এসোসিয়েশান এবং মহাবীর ট্র্যান্সপোর্ট এজেন্সির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার ফলে ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটরস এসোসিয়েশান-এর গাড়ী নিয়োগ না করায় ত্রিপুরায় ভয়াবহ খাদ্য সংকট সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার বাহির থেকে সংগৃহীত চাল পরিবহনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটাস এসোসিয়েশান এবং মহাবীর ট্র্যান্সপোর্ট এজেন্সির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হাওয়ার ফলে ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটাস' এসোসিয়েশান-এর গাড়ী নিয়োগ না করায় ত্রিপুরায় ভয়াবহ খাদ্য সংকট সৃস্টি হওয়া সম্পর্কে।"

মাননীয় বিধায়ক শ্রীবিমল সিনহা আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের বিষয় সম্পর্কে রাজ্য সরকারের খাদ্য ও ও জনসংবরণ দপ্তর সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন ছিলেন।

চোরাইবাড়ী এবং ধর্মনগরে ভারতীয় খাদ্য নিগমের খাতে প্রেরিত খাদ্য শষ্য (যথা চাউল, গম, চিনি) রেল ওয়াগান হইতে খালাস ও পরিবহন করিবার নিমিত্ত ভারতীয় খাদ্য নিগম কর্তৃক মেসার্স মহাবীর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি নিযুক্ত হইয়াছিল।

মেসার্স ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটার্স এসোসিয়েশান (টি, টি, ও, এ) (রাজ্যের একটি বে-সরকারী পরিবহন সংস্থা) ধর্মনগর ও চোরাইবাড়ী হইতে মাল পরিবহনের জন্য মূল ঠিকাদারের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। মূলতঃ পরিবহনের হার (ট্রান্সপোর্ট রেট) নিয়াই মূল ঠিকাদার এবং উপ-ঠিকাদারের মধ্যে বিরোধের উৎপত্তি হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। যদিও ভারতীয় খাদ্য নিগমই ত্রিপুরায় তাহাদের ডিপোতে মাল গোদাম জাত করিবার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী। তবুও রাজ্য সরকার রাজ্যের স্বার্থ চিন্তা করিয়া সমস্ত আবশ্যক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাতে রাজ্যের জন্য আম-দানীকৃত চাউল, গম ও চিনির ওয়াগন রাজ্যান্তরে ভিন্নমুখী না করা হয়। এই বিষয়ে রাজ্য সরকার ভারত সরকারের খাদ্য ও জনসংভরণ মন্ত্রক, ভারতীয় খাদ্য নিগম, ন্তুন দিল্লী, জেনারেল ম্যানেজার, এন, এফ রেলওয়ে মালীগাঁও এবং ভারতীয় খাদ্য নিগমের শিলংস্থিত সিনিয়র রিজিওন্যাল ম্যানেজারের সঙ্গে যথারীতি যোগাযোগ করেছিলেন এবং এই ব্যাপারে তাদের নিকট হইতে আশ্বাসও আদায় করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে (২ তারিখ হইতে ৭ তারিখের মধ্যে) চোরাইবাড়ী এবং ধর্মনগরে বেশ কিছু সংখ্যক খাদ্যবাহী ওয়াগন আসিয়া পৌছয় এবং মেসার্স মহাবীর ট্র্যান্সপোর্ট কর্তৃক ওয়াগন হইতে দ্রুত মাল খালাসের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। ফলে রেলকর্তৃপক্ষ রাস্তায় অপেক্ষমান ওয়াগন উক্ত ষ্টেশনে সমূহে আরও অধিক সংখ্যায় পাঠাইতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। কিন্তু মহাবীর ট্র্যান্সপোর্ট এজেন্সি এবং ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটার্স এসোসিয়েশনের মধ্যে পরিবহনের হার (ট্র্যান্সপোর্ট রেট) নিয়া উদ্ভূত বিরোধের ফলে মার্চ মাসের ৯ তারিখ পর্য্যন্ত অত্যন্ত মন্থর গতিতে মাল খালাস ও পরিবহন হইতেছিল। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনেন এবং উক্ত ষ্টেশন সমূহের রেল ওয়াগন হইতে মাল খালাস এবং আগরতলা পর্যন্ত পরিবহনের বিবিধ ব্যবস্থা সরকার খাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যদি মেসার্স মহাবীর ট্র্যান্সপোর্ট এজেন্সী ৯-৩-৯০ তারিখের মধ্যে উপরোক্ত মাল খালাস ও পরিবহমের পুরাপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হয়। এতদ্ ব্যাপারে উক্ত ঠিকাদারকে "চরম পত্র"ও দেওয়া হয়। খাদ্য দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের একদল উচ্চ পদস্থ অফিসারকে চোরাইবাড়ীতে ঘটনাবলীর উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়। উক্ত দলটি ১০ই মার্চ থেকে ১২ই মার্চ পর্যন্ত চোরাইবাড়ীতে অবস্থান করেন।

৪) ভারতীয় খাদ্য নিগমের ঠিকাদারকে চরম পত্র দেওয়ার ফলে সুফল পাওয়া গিয়াছে। বিগত ১০ই মার্চ তারিখেই চোরাইবাড়ী এবং ধর্মনগরে খালাসের নিমিত্ত অপেক্ষমান ওয়াগন হইতে মাল

খালাস করিয়া যথাক্রমে ৪১টি এবং ২৮টি ট্রাক বোঝাই চাউল আগরতলায় প্রেরণ করা হয়। তাহার পর হইতে মাল পরিবহনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে চলিতে থাকে। বস্তুতঃ রাজ্য সরকার ঠিকাদারের বিরোধজনিত ঘটনায় চাউল সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন রকম অসুবিধার সম্মুখীন হন নাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমস্যাটি মূলতঃ ভারতীয় খাদ্য নিগম এবং তাহাদের নিযুক্ত ঠিকাদার এবং উপ ঠিকাদারের মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছিল। রাজ্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হইয়াও সমস্ত প্রাসঙ্গিক সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহন করিয়া উদ্ভূত সমস্যাটিকে সাফল্যের সহিত অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে।

শ্রীবিমল সিনহা (কমলপুর) :- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে পরিস্থিতি ওভার কাম করেছেন। আমরা দেখেছি ত্রিপুরার ট্রাক অপরেটরস এসোসিয়েশান এবং ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট সম্মিলিত ভাবে প্রায় ১২০০ গাড়ী নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে মাল পরিবহন করে থাকে। ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের মুখে ওরা খাদ্য যোগান দিচ্ছে। প্রতিটি গাড়ীর সঙ্গে যদি দুইজন করে লোক—একজন ড্রাইভার এবং একজন এসিষ্ট্যান্ট থাকে তাহলে ২৪০০ পরিবার ওদের উপর নির্ভর করত। কিন্তু এখন তারা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়েছে নুতন গজিয়ে উঠা মহাবীর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সিকে দিয়ে মাল পরিবহন করানোর ফলে। এখন দেখা যাচ্ছে যেখানে প্রতিদিন ৬০ টা গাড়ী মাল নিয়ে আসে, সেখানে ১২ তারিখে দেখলাম ২২টা গাড়ি এসেছে, ১৩ তারিখে দেখলাম ২৯ টা গাড়ী, ৪ তারিখে দেখলাম ৫ টা গাড়ী এবং ৯ তারিখে দেখলাম ৫ টা গাড়ী এসেছে। এই ভাবে গাড়ী আসলে কি বাফার ষ্টক গড়ে তোলা যাবে ? অন্য দিকে ত্রিপুরার বাইরে রেজিষ্ট্রেশান করা গাড়ীগুলিকে এখানে স্থান দেওয়া হচ্ছে। যেম-এ,এস,সি, ইত্যাদি। আমি এখানে পরিষ্কার-ভাবে বলতে চাই No. F1 (1-1)/Misc/DTC/89/778-80 Dated Agartala the 7th March, 90 এই চিঠিতে পরিষ্কারভাবে Deputy ট্র্যান্সপোর্ট কমিশনার, এন, কে, পাল, জানিয়েছেন বাইরের গাড়ীগুলিকে ব্যবহার করো না, ওরা ত্রিপুরা রাজ্যে রোড ট্যাকস দেয় না'। যদিও সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে ওদের পারমিশান আছে, কিন্তু যেহেতু এ রাজ্যে ওরা ট্যাক্স দেয় না, তাই এ রাজ্যে ওদের পারমিশান নেই। আজকে ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটরস এসোসিয়েশানকে সম্পূর্ণ ঘুমে রেখে, তাদেরকে বঞ্চিত করে খাদ্য পরিস্থিতির ক্ষেত্রে একটা জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এখানে বলে-ছেন যে, ত্রিপুরার ট্রাকস ওনার্স এসোসিয়েশান সোসাইটিকে এটা ঠিক উনাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল

মহাবীর ট্রান্সপোর্ট। মহাবীর ট্রান্সপোর্টের যে টেণ্ডার এটা রাজ্য সরকারের নয়, এটা এফ, সি, আই. করে থাকেন। এফ, সি, আইয়ের মাল গুদামজাত করার জন্যই মহাবীর ট্রান্সপোর্ট টেণ্ডার দিয়েছিলেন। তারপর মহাবীর ট্রান্সপোর্ট-এর সঙ্গে ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। সেই অনুযায়ী রাজ্যে সঠিক ভাবে মাল সরবরাহ করা হয়েছিল। মার্চ্চ, মাসের প্রথম সাপ্তাহে আমি বলেছি আমার উত্তরে সেই রকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল. কেন এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেটা আমি বলছি—মহাবীর ট্রান্সপোর্টের স্বার্থে ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশনের বিরোধ বাধে যার ফলে ওরা সঠিক ভাবে মাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এফ, সি, আইয়ের জেনারেল ম্যানেজারের সাথে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য দপ্তর দিল্লীর সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি। এই ভাবে বিরোধ যদি চলতে থাকে তাহলে ত্রিপুয়া রাজ্যে খাদ্য সংকট দেখা দিবে, অবশ্যই দেখা দিবে। যে ট্রেনগুলির ওয়াগনগুলি আমাদের রাজ্যে এসে অপেক্ষা করছে সেগুলি খালাস যদি না করা হয় তাহলে পরবর্তী ওয়াগনগুলি সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না এবং অন্য রাজ্যে সেগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে সেই রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর আমরা এফ, সি, আইকে নির্দেশ দিয়েছি অতি সত্বর সেটা মেটানোর জন্য এবং আগরতলা থেকে কয়েকজন অফিসার চোরাইবাড়ী এবং ধর্মনগর পাঠিয়েছি। মাননীয় সদস্য বলেছেন আগে যে হারে ট্রাক আসত এখন ঠিক সেই হারে ট্রাক আসছে না, উনি ঠিকই বলেছেন। তিন তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত ২। ৪টা করে ট্রাক এসেছে যার জন্য আমরা চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেটা অভার কাম হয়েছে। তার একটা অভিযোগ এনেছেন মাননীয় সদস্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত টি, আর, এল ট্রাকগুলি আছে সেগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মাল পরিবহন করে থাকে, ভিন্ন রাজ্যের কোন ট্রাক ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতরে মাল পরিবহন করতে পারে না সে জন্য সরকার এবং ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রীকে জানানো হয়েছে উনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শ্রীদীপককুমার রায় (বড়জলা) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, এই যে ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশ্যান এটা সি, টু, সমর্থিত মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন দ্বারা পরিচালিত বিশুবাবু এবং মানিকবাবু তাদের দ্বারা। স্যার, এটা একটা বিরাট, রহস্য, আমি বলছি এই বিশুবাবু এখন ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে এবং মানিকবাবুকে সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে, যে সিকিউরিটিকে তিনি খুন করেছেন। যখন এই সরকার ক্ষমতায় আসল তখন তাদের নেতারা তো পালিয়ে গেছে, সিণ্ডিকেটকে রক্ষা করবে কে? সিণ্ডিকেট একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সেখানে দল মত নির্বিশেষে সর্ব স্তরের ব্যবসায়ীরাই নিযুক্ত থাকে। কিন্তু সেখানে কায়দা করে কিছু কিছু ব্যবসায়ীকে দিয়ে একটা কমিটি গঠন করিয়েছে প্রকারান্তরে সেটা পরিচালনা করছেন বিমলবাবু তাদের মত কিছু

লোক। মহাবীর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সীর সঙ্গে একটা যুক্তি ছিল এটা সত্য কথা যে মাল টানবে এই এই রেটে এই রেটের বাইরে যাবেনা। ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের রেইট বাড়াতে হবে। রেইট না বাড়ালে তারা বলবে আমরা মাল টানব না। মহাবীর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি বলছে তাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট হয়েছে এবং যে রেইট মত তাদের মাল টানতে হবে। যথারীতি ট্রাক ওনার্স একটা চিঠি দিয়েছে এবং এই চিঠি দেওয়ার পর ট্রাক ওনার্স ও মহাবীর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী বলছে, আই, এন, টি, ইউ.সি, বলছে যে আমরা মাল টানব। যথারীতি তারা মাল টানতে আরম্ভ করেছে। রাজ্যে খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। চোরাইবাড়ীতে গাড়ীর সামনে শুয়ে পড়ল এবং এভাবে শুয়ে চেষ্টা করল মাল টানা বন্ধ করে কিভাবে রাজ্যে খাদ্য সমস্যা সৃষ্টি করা যায়। এভাবে গাড়ীগুলিকে অবরোধ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যাতে রাজ্যে খাদ্য না আসতে পারে। সেখানে আই, এন, টি, ইউ, সি-র শ্রমিকরা এবং মালিকরা সেটা প্রতিরোধ করে। এখন ওয়াগন খালি। এখন আই, এন, টি, ইউ, সি-র মালিকরা তাদের নিজেদের গাড়ী নিজেরা পরিষ্কার করছেন। কাজেই তাদের ঐ দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হয়েছে। এসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, উনি জানতে চেয়েছেন ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন যেটা সেটা সি, আই, টি, ইউ-র অন্তর্ভুক্ত কিনা। আমি আগেই বলেছি যে এটা রাজ্য সরকারের টেণ্ডার না। এটা এফ, সি, আই-র টেণ্ডার এবং এই এফ, সি, আই-র সঙ্গে মহাবীর ট্রান্সপোর্টের টেণ্ডার হয়েছে। এটা ওনাদের আমলে হয়েছে। এই মহাবীর ট্রেন্সপোর্ট এজেন্সিকে ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন একটা সাব-কনট্রাক্ট দিয়েছেন। এটা আমাদের ব্যাপার না। তবে তাদের মধ্যে বিরোধের এলে য়াগন থেকে মাল খালাস করার ক্ষেত্রে একটা বিরাট প্রব্লেম হয়েছিল। আমরা সব সময়ে এফ, সি' আই-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যাতে মালগুলি তাডাতাডি খালাস হয়। ৩ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত সীমিত মাল এসেছে। কিভাবে বিরোধ মিটেছে সেটা আমাদের ব্যাপার নয়। আমরা চেয়েছিলাম কিভাবে মালটা তাড়াতাড়ি খালাস হয়। ১০ তারিখ থেকে যে ওয়াগনগুলি আটকিয়েছিল সেগুলি এখন খালাস হয়েছে। এর মধ্যে অন্য কোন ট্রেন্সপোর্ট আছে কিনা সেটা আমার জানা নাই। এটা আমাদের জানার কথাও নয়। ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন সি, আই, টি, ইউ অন্তর্ভুক্ত কিনা-

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর সময় নষ্ট করবেন না কারণ আজকে অনেক বিজনেস আছে।

গণ্ডগোল

শ্রীবিমল সিনহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, ২২শে মার্চ পত্রিকায় বেরিয়েছে রাজ্যে চাউল বাড়ন্ত। এটা একটা গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। জনৈক নেতা পেয়েছেন দেড় লাখ, জনৈক মন্ত্রী পেয়েছেন এক লাখ তারপর সমস্ত চাউল ধর্মনগরে আটক করে দেওয়া হলো। এই সমস্ত চাল মতিবাবু আনার চেষ্টা করেছেন। দুইটা গাড়ী আটক করা হয়েছিল ধর্মনগরে—আটক করা হয়েছিল

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—নট্ এলাউড, নট্ এলাউড।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : – মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য তাঁর যে ক্ষোভ সেটাই প্রকাশ করেছেন। তবে এই প্রশ্নের উত্তরে আমি জানাচ্ছি যে, বহিঃরাজ্যের নাম্বার প্লেট ওয়ালা কোন গাড়ীকে এই রাজ্যে মাল পরিবহন করতে দেওয়া হচ্ছেনা। যদি এই রাজ্যে বহিঃ-রাজ্যের নাম্বার প্লেটওয়ালা কোন গাড়ী এই রাজ্যে মাল পরিবহন করে থাকে তবে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এখানে মাননীয় আইনমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে যে, বহিঃ রাজ্যের নাম্বারওয়ালা কোন গাড়ী যেন এই রাজ্যের ভেতরে মাল নিয়ে চলাচল করতে না পারে। এই নির্দেশের কপি আমরাও পেয়েছি আপনারাও পেয়েছেন। কাজেই বহিঃরাজ্যের নাম্বারওয়ালা কোন গাড়ীই এই রাজ্যের ভেতরে চলাচল করতে পারবে না। তবে ন্যাশন্যাল পারমিট যেসব গাড়ীর রয়েছে সেগুলি চলাচল করতে পারবে। তাদের কথা আমি এখানে বলছি না।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় পরিবহনমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় পরিবহনমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—২৫-৩-৯০ইং তারিখের 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় মন্ত্রীর জেদে রাজ্য সড়ক পরিবহণ সংস্থায় জটিলতা "শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—"২৫-৩-৯০ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায়" মন্ত্রীর জেদে রাজ্য সড়ক পরিবহন সংস্থায় জটিলতা "শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীঅক্ষয় কুমার শর্মা ৯ ৪-৭৪ইং তারিখে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমে আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসাবে যোগদান করেন। ২০-১১-৭৮ইং তারিখে ব্যক্তিগত সহকারীর পদে নিযুক্তির জন্য এক সিলেক্‌শন কমিটির মিটিং হয়। কিন্তু তদানীন্তন চেয়ারম্যান টি, আর, টি, সি (পরিবহন মন্ত্রী) শ্রীশর্মার নিযুক্তির ব্যাপারে অনুমোদন করেন নি, তথাপিও শ্রীশর্মা এম, ডি-র ব্যক্তিগত সহকারীর কাজ চালিয়ে যান। এরপর তিনবার টি, আর, টি, সি-র বোর্ড মিটিং-এ শ্রীশর্মার বিষয়টি উত্থাপন করা সত্বেও বোর্ড শুধু ৫০ টাকা বিশেষ ভাতা মঞ্জুর করা ছাড়া ঐ পদে শ্রীশর্মার নিযুক্তির অনুমোদন দেননি। ১৯৮ ইং এ রিক্রুটমেণ্ট রুল অনুযায়ী স্টেনোগ্রাফার থেকে এম, ডি-র ব্যক্তিগত সহকারীর পদ পুরনের জন্য ৭-১২-৮৭ইং তারিখেএক ডি, পি, সি মিটিং হয়। উক্ত ডি, পি, সি শ্রীশর্মার ব্যক্তিগত সহকারীর পদে নিযুক্তির বিষয়টি অনুমোদন না করে শ্রীবি, আর, চৌধুরীকে (টি, আর, টি, সি-র এক ষ্টেনো টাইপিষ্ট) ব্যক্তিগত সহকারীর পদে প্রমোশন দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

টি, আর, টি, সিতে ব্যক্তিগত সহকারীর যে একটি মাত্র অনুমোদিত পদ ছিল তাহা শ্রীচৌধুরীকে দিয়ে পূরণ করা হয়। রিক্রুটমেণ্ট রুল অনুযায়ী স্টেনোগ্রাফার থেকে পি, এর পদে নিযুক্তির প্রথা। তথাপিও শ্রীশর্মা এম, ডির ব্যক্তিগত সহকারীর কাজ করে চলেছেন।

উপরে উল্লিখিত ঘটনার পর গত ১৯৮৮ ইং সালের ৩১শে মে রাজ্য সরকারের নিকট প্রস্তাব রাখে যে টি, আর, টি, সির পরিচালন পর্ষদ ২টি ব্যক্তিগত সহকারীর পদ সৃষ্টি করার অনুমোদন দিয়েছে। শ্রীঅক্ষয় শর্মা (হেড ক্লার্ক ৬, ১১, ৮৬ ইং থেকে) যিনি এম, ডির ব্যক্তিগত সহকারীর পদে নিযুক্ত না হওয়া সত্বেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে টি, আর, টি, সির চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সহকারী পদে ১৯৮৮ইং সালের ২৮শে মে তারিখে এম, ডি, টি, আর, টি, সি সরকারের অনুমোদন ছাড়া নিযুক্তি পত্র দেয়। তাছাড়া ১৯৮৮ইং সালের ৫ই মে তারিখে এম, ডি, টি, আর, টি, সির ভাইস চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সহকারী নিযুক্তির প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং ত্রিপুরা সরকারের অনুমোদন ছাড়াই চীফ একাউণ্টস্ অফিসারের স্টেনোগ্রাফার শ্রীনিত্যগোপাল কর্মকারকে ভাইস-চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সহকারীর পদে নিযুক্তির জন্য সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৮৮ইং সালের ২৮শে মে এম, ডি, টি, আর, টি, সি শ্রী কর্মকারকে এই পদে নিযুক্তি পত্র দেন। এই উভয় পদে স স্থা এড্ হক্ এপয়েন্টমেন্ট দেন। এই পদ দুটি সৃষ্টির জন্য সংস্থা ৩১শে মে সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠায়। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবহন দপ্তর ১৯৮৮ইং সালের ২৫শে জুন অর্থ দপ্তরের মেমো নং এফ, ১০ (৩১) ফিন্ (বি)/৭২-এল-৩ মূলে টি, আর, টি, সির, এম, ডিকে জানায় যে সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোন প্রকার পদ সৃষ্টি করার বোর্ডের কোন ক্ষমতা নেই। তাছাড়া কোন ব্যক্তিকে কোন সৃষ্ট পদ ছাড়া নিযুক্ত করা যায় না। কোন সৃষ্ট পদ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূত কাজ।

যেহেতু কোন সৃষ্ট পদ ছাড়াই উক্ত পদগুলোতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেছে তাই সরকার তাদের এড্-হক্ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বাতিল করার জন্য ১৯৮৮ইং সালের ২৫শে জুন নির্দেশ দেন। সরকার পর পর তাগিদ দেওয়া সত্বেও যখন ঐ নিযুক্তি পত্র বাতিল করা হয়নি তখনই বিষয়টি দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হয়। পরিবহন দপ্তর তখন অ্যাপয়েন্ট এণ্ড সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট, ল ডিপার্টমেন্ট এবং চীফ সেক্রেটারী ও চীফ মিনিষ্টারের মতামত গ্রহণ করেন। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনরায় ৪-৩-৯০ইং এবং ৫-৩-৯০ইং এবং ৮-৩-৯০ইং তারিখে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এম, ডি, টি আর, টি, সিকে উক্ত নিয়োগ পত্র বাতিলের নির্দেশ দেন এবং ঐ সমস্ত নির্দেশ কার্যকরী করা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বলা হয়। এ ব্যাপারে এম, ডি, টি, আর, টি, সি ৮-৩-৯০ইং তারিখের চিঠির মূলে পরিবহন দপ্তর পুনরায় ২১-৩-৯০ইং তারিখের চিঠিতে এম, ডি,-টি, আর, টি, সিকে উক্ত নিয়োগপত্র বাতিলের বিষয়টি টি, আর, টি, সিকে পরামর্শ দেন। যেহেতু বোর্ড সরকারের নির্দেশের বাহিরে চলিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে উক্ত নিয়োগপত্র বাতিলের প্রসঙ্গ বর্তমান পরিবহন মন্ত্রী, পরিবহন দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণ করার অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। সুতরাং বর্তমান পরিবহন মন্ত্রী পরিবহন দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার পর এই নিযুক্তি পত্র বাতিলের ব্যাপারে তৎপর হবার সংবাদ সর্বৈব সত্য। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ থাকে যে ফাইল থেকে কাগজ উধাও কথাটিও সর্বৈব অসত্য।

শ্রীদীপককুমার রায় : —পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে গত ২৩শে এপ্রিল ১৯৭৭ইং তারিখে জেনারেল ম্যানেজার টি, আর, টি, সি, অমল কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅক্ষয় শর্মাকে অর্ডার নাম্বার : F.7/3-TRTC/HSH/P-74/488-91 মূলে P.A. to General, Manager-এর দায়িত্ব নিতে নির্দেশ দেন। এবং ২০শে জুন ১৯৭৮ইং সনে ৫৪নং বোর্ডের মিটিং-এ এজেণ্ডা নং ৯-এ বোর্ডের সিদ্ধান্ত নিয়ে যে কোন গ্রেজুয়েট এক্সপার্ট রিক্রুটমেন্ট রুলস, কোন গ্রেজুয়েট, যারা পাঁচ বছরের কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজের অভিজ্ঞতা আছে এমন ষ্টেনোগ্রাফি এবং টাইপিষ্ট হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা আছে এবং যারা শর্ট হ্যাণ্ডে যথাক্রমে ১২০ এবং টাইপ রাইটিং-এ ৪০ শব্দ লিখিবার মত ক্ষমতা আছে সেই রকম ব্যক্তিদের নাম এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেইঞ্জ হইতে আনিয়া সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য। সেই অনুযায়ী সে, টি, আর, টি, সির চিটি এফ, ৪-১৭-টি, আর, টি, সি। পি, এইচ, এস,। ৭৮/৭২৭৭ ডেটেড ১০, ১১, ৭৮নং এ ইনটারভিউ পায়, থ্রো এমপ্লয়মেন্ট একসচেইঞ্জ। ইন্টারভিউর তারিখ ছিল ২০-১১-৭৮ইং। তারপর সেখ একমাত্র ব্যক্তি যাকে সিলেকশন কমিটি উক্ত পদে সিলেকশন করে, এস পার ইন্টারভিউ। সিলেকশন কমিটির সিলেকশন অনুযায়ী সে বিগত টি, আর,টি, সি বোর্ডের মিটিং ৮৩তে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, যে চিঠি উনারা করে গেছেন, বন্ধুরা, ক্ষমতায় আসার পর ৮৩ বোর্ডের মিটিং।

যেহেতু তারা সেই গ্রেট রিক্রুটমেন্ট রুল অনুযায়ী আছে. ইনটারভিউ হয়েছে, আমরা ইনকোয়ারী করেছি, সিলেকশন কমিটিতে সিলেকশন হয়েছে, এই পেপার ডকুমেন্টস আমার কাছে আছে। সেই অনুযায়ী আমরা তাকে নিযুক্ত করার জন্য বোর্ডের সিদ্ধান্ত নেই। এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বি, এ, টু, এম, ডি; সিমিলার পোস্ট পি, এ, টু, চেয়ারম্যান। যেহেতু চেয়ারম্যানের কোন পোস্ট নেই, পাশাপাশি পোস্ট ক্রিয়েটের জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন জানাই। তারা অবশ্য কাজের জন্য তাকে চেয়ারম্যানের পি. এ, হিসাবে এপয়েনমেন্ট দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তী সময়ে পোস্ট ক্রিয়েট সেংকশনের জন্য সরকারের কাছে পাঠায়। এবার আসি ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট কারেসপণ্ডেন্স।

ডেপুটি সেক্রেটারী ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট, চিঠি নং এফ, ৬।৬ ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট ৮৮, ডেটেড ১৮-১১-৮৮ ইং এক চিঠি মুলে জানিয়েছেন যে, টি, আর, টি, সি, পি, এ, টু, চেয়ারম্যান পোস্ট ক্রিয়েশনের জন্য একটি সেলফ কনটেইন নোট পাঠানোর জন্য। সেই অনুযায়ী আমরা টি, আর, টি, সির ফাইল নং এফ, ৭/১০টি আর, টি, সি/ই, এইচ, এস/ পি-৭৪ ইউ, ও নং ৯১-এম, ডি,-আর, টি, সি,/৮৯ ডেটেড ১৭-৮-৮৯ বলে টি, আর, টি, সির এম, ডি কর্তৃক একখানি সেলফ কনটেন নোট চেয়ারম্যান টি, আর, টি, সি, বোর্ড এম, ও, এস, টি, চীপ মিনিষ্টারের অনুমোদন ক্রমে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেণ্টে পাঠানো হয়। আজ পর্যন্ত সেই ফাইল ফেরত আসে নাই এবং কোন উত্তর আসে নাই।

মিঃ স্পীকার :- মিনিষ্টারের কাছে ক্লেরিফিকেশন চাইছেন, কিন্তু চাইছেন কি?

দীপককুমার রায় :- আমি বলব স্যার, শেষ হয়ে গেছে। ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের লেটার নং এফ, ৬/৬ ট্রেন্সপোর্ট ৮৮, ডেটেড ৫-৩-৯০ইং দুইটিতে চিঠিতে বারটার ভিতরে এপয়েন্টমেন্ট কেনসেল করার জন্য, কেনসেল করে জানাবার জন্য, ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেনসেল হয় নাই। এই চিঠিতে কি কারণে কেনসেল করা হবে, তার কোন কারণ দর্শানো হয় নাই। তাছাড়া যে ফাইলে পাঠানো হয়েছে, সেই ফাইলে কিছু নেই। যে ফাইলটি এখান থেকে যায়, সেই ফাইলও অফিসে আসে নাই। পরবর্তী সময়ে চেয়ারম্যান (যেহেতু বিষয়টি বোর্ডের ব্যাপারে) এই ব্যাপারে একটি চিঠি দেন যে, এটা কি করতে হবে, এটা বোর্ডে পাঠানো হয়েছে। বোর্ড সিদ্ধান্ত নেবে কিভাবে করতে হবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ও কেনসেল হয় নাই। গত ২১-৩-৯০ ইং তারিখে টি, আর, টি, সির কাছে ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট একটি চিঠি পাঠায়।

সেক্রেটারী ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট এফ, নং ৬১৬ ট্রেন্সপোর্ট ৮৮ যে বোর্ডের কি সিদ্ধান্ত তুমি এটা জানাও। এখনও যোগাযোগ হচ্ছে, কি সিদ্ধান্ত জানাও। সেই অনুসারে বিষয়টির উপর পূর্বের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন এবং যাহা এফ, ১১৭।টি, আর, টি, সি, এইচ, এস, এইচ, ৮৩, তারিখ ২৮-৩-৯০ ইং এই চিঠি মূলে ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টকে পাঠানো হয়। সুতরাং এই প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার অনুরোধ, এইসব তথ্য আপনাদের অবগত করলাম এই কারণে যে সমস্ত বিষয়টি যেহেতু অনেক অনেক ব্যাপার এখানে জড়িত বহুদিনের ব্যাপার, সেই ব্যাপারটি পুর্ণবিবেচনা করে রিভিউ করবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (অনারেবল মিনিষ্টার) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার ষ্টেটমেন্টে পরিষ্কার বলেছি, যেহেতু ষ্টেট গভর্ণমেন্ট কোন পোষ্ট ক্রিয়েট করেনি, সেহেতু এম, ডি, উইথ আউট জুরি-ডিকশান হি ইজ এক্টেড। আর, টি, আর, টি, সির যে সংস্থা, বোর্ড অ্যাপয়েনটেড বাই দা গভর্ণমেন্ট। গভর্ণমেন্ট মিনস ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট। ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে আমি আসার আগেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমি আসার পর, আমি হিউমেনটেরিয়ার পয়েণ্ট অব্ ভিউ, আমি এটা পাঠিয়েছি ল সেক্রেটারীর কাছে। যে ইন ভিউ অব দি ফ্যাক্ট যে একটা এডহক্ অ্যাপয়েনমেনট হয়ে গেছে, এটা কনসিডারেশান করা যায় কিনা ?
ল ডিপার্টমেণ্ট টার্ন ডাউন করেছে। তারপর আমি অ্যাপয়নমেনটেনডেন্ট সার্ভিস ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়েছি। তারাও ট্রান ডাউন করেছে। ইট ইজ হাইলি ইলিগেল বলেছে। তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি চীফ্ সেক্রেটারীর কাছে পাঠিয়েছি। চীফ্ সেক্রেটারী লেখেছেন যে, বোর্ড মে বি ইনফরমড, বোর্ড কেন নট অভার রাইড অব দি ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট। বোর্ডকে ইনফরমড, করা যায়, বোর্ডকে আমরা ইনফরমড করেছি। বোর্ড কিংবা, টি, আর. টি, সির, এম, ডি, যেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য সমরবাবু উদ্দেশ্য করে একটু বলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীও এই গত ১৩-৩-৮৯ইং তারিখে চীফ সেক্রেটারী যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, সেই সিদ্ধান্ত মেনে ওদের ওখান থেকে সরানোর জন্য বলেছেন। এবং এটা আমি আসার পর, আমি ওর ভালো করতে গিয়ে আমি ল সেক্রেটারীকে বলেছি যে, লোকটা দুই-তিন বছর যাবৎ আছে। তাই এটা রি-কনসিডারেশন করা যায় কিনা ? ল ডিপার্টমেনুট বলল যে স্টেনোগ্রাফারস রুলস্ কিংবা টি, আর, টি. সির যে রুলস্ আছে, সেই রুলস্ অনুযায়ী সে কাভার করে না। দেয়ার ইজ নো পোষ্ট। কোন ক্রিয়েটেড পোষ্টও নেই। ফিনান্স ডিপার্টমেনুট ট্রান ডাউন। আমি ফিনান্সের মেমো নাম্বার দিয়েছি। ফিনান্স ডিপার্ট-মেনুট ফ্রম ফিনান্স প্রিনুট ভিউ থেকে ট্রান ডাউন করেছে। আমি জানিনা যে, এরপর আমার করার কি আছে ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা আমি আপনাকে জানাচ্ছি, কারণ, গভর্ণমেনুট-এর বোর্ড

নয়। বোর্ড ইজ বিং অ্যাপয়নটেড বাই দি গভর্ণমেন্ট। কাজেই, বোর্ড গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য। সেখানে বোর্ডের করার কিছু নেই।

শ্রীদীপক রায় :—স্যার, এখানে কর্পোরেশনের রিক্রুটমেন্ট রুলসে যা আছে তার ১৪ নং রুলের ২ (এ) তে আছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) : - চেয়ারম্যান আমাকে কখনও কিছু বলেন নাই। আই ডু নট নো হোয়াই দি ডিলে। আমার মনে হয়, ন্যুকন এম, ডি, আতাতে একটু দেরী হচ্ছে। ইন দি মিন টাইং কিছু ফাই বোধ হয় পুট আপ করা হয়েছে। আই ডু নট নো হাউ দি চেয়ারম্যান ইজ কামিং ইন দি লিকচার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আমি এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্যান্ত মুলতবি ঘোষণা করিলাম।

AFTER RECESS AT 2-P.M

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো:—গত ২৫-৩-৯০ইং রাতে বড়দোয়ালী এলাকায় (বাঁধারঘাট) চন্দন শীলের বাড়ীতে ডাকাতি সম্পর্কে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, গত ২৫-৩-৯০ইং রাত্রে বড়দোয়ালী এলাকায় (বাঁধারঘাট) চন্দন শীলের বাড়ীতে ডাকাতি সম্পর্কে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২৪/২৫-৩-৯০ইং তারিখ রাত অনুমান ২ ঘটিকার সময় পশ্চিম আগরতলা থানাধীন টাউন বড়দোয়ালীস্থিত শ্রীচন্দন শীলের বাড়ীতে অপরিচিত ৪ জন দুষ্কৃতকারী দা ও ডেগার সহকারে ঘরে প্রবেশ করে ও শ্রীচন্দন শীল ও তাহার স্ত্রী শ্রীমতী অসীমা শীলের নিকট আলমারী চাবি দিতে বলে। তাহারা ভয়ে আলমারীর চাবি দুষ্কৃতকারীদের নিকট দিলে দুষ্কৃতকারীরা আমলারী খুলে নগদ ৪০/৪৫ হাজার টাকা ও ১৪।১৫ ভরি স্বর্ণের অলংকার ডাকাতি করে নিয়ে যায়।

এই ঘটনাটি শ্রীচন্দন শীলের স্ত্রী শ্রীমতী অসীমা শীলের অভিযোগমূলে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারায় মোকদ্দমা নং ২৩ (৩) ৯০ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

তদন্তকালে পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৬-৩-৯০ইং চন্দ্রপুরস্থিত শ্রীবারেক মিঞাকে ঘটনার জড়িত থাকার সংশ্রবে গ্রেপ্তার করে ও জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় আসামীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাহার বাড়ীর রান্নাঘরে মাটির নীচ থেকে লুণ্ঠিত মালামালের মধ্যে নগদ ১০ হাজার ও ১২ ভরি স্বর্ণের অলংকার উদ্ধার করে। ধৃত আসামী বারেক মিঞাকে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করে ও তদন্ত সাপেক্ষে অন্যান্য মালামাল উদ্ধার ও অপর আসামীদের সনাক্ত করনের জন্য পুলিশ তাহাকে রিমাণ্ডের জন্য মাননীয় আদালতে আবেদন করিলে মাননীয় আদালত রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন নাই। আসামী বারেক মিঞা বর্তমানে জেল হাজতে আছে।

অন্যান্য আসামী ও লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধারের জন্য তল্লাসী অভিযান অব্যাহত আছে। ঘটনাটির তদন্ত চলছে।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :—স্যার, গত ২৪।২৫ তারিখ রাত্র অনুমান ২-১০ মিনিটের সময় ৪ জন ডাকাত চন্দন শীল, সান অব অজিত শীল, তার বাড়ীতে ঢুকে এবং বাইরেও আরো কয়েক জন লোক ছিল। এই ৪ জন ডাকাতের তখন মুখ বাধা ছিল না। তারা প্রথমেই চন্দন শীলের হাত বেধে ফেলে। চন্দন শীল ২ জনকে চিনতে পেরেছেন। অবশ্য নাম জানেন না। মুখ দেখলেই চিনতে পারবেন বলে জানিয়েছেন। তারপর ডাকাতরা চন্দন শীলের স্ত্রীকে ছুরি দেখিয়ে তার কাছ থেকে আলমারীর চাবি নেয়। আলমারীতে মোট ৪৭ হাজার টাকা ও ১৩/১৪ ভরির স্বর্ণালঙ্কার ছিল। পুলিশী তৎপরতায় আসামী বারেক মিঞা ধরা পরে তার কাছ থেকে পুলিশ নগদ ১০ হাজার টাকা ও ১০।১২ ভরি স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার করে। সেই বারেক মিঞা তার পরনের লুঙ্গির খোচ্ছায় করে এই সমস্ত টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার বেধে চন্দন শীলের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসে। বেড়িয়ে আসার সময় চন্দন শীল চিৎকার করে ডাকাতদের বলে, আমাকে কিছু টাকা দিয়ে যাও, নতুবা আমাকে না খেয়ে মরতে হবে। একথা শুনে বারেক মিঞা তখন মুঠোয় করে এক মুঠো টাকা ফেলে দেয়। গুনে দেখা যায়, প্রায় ৪০০টাকার মত হবে। পুলিশী তৎপরতায় আসামী বারেক মিঞার ট্রেস পাওয়া যায়। আমরা আশা করি, চন্দন শীলের বাকী টাকা উদ্ধার করতে পুলিশ আরো তৎপর হবে। কেন না, চন্দন শীল ১৪ হাজার টাকার বেকার লোন নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেছিল। সে ১৪ হাজার টাকা বেকার লোন নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল এবং তার আমদানীকৃত টাকা, যে টাকা হচ্ছে এখানে যে বাপী লাহিড়ী অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং তাতে যে সে কাঠ দিয়েছিল

সে কাঠের ২৭ হাজার টাকা সে কয়েকদিন আগে পেয়েছিল। ডাকাতরা ইনফরমেশান পেয়েই তার ঘরে ডাকাতি করতে এসেছিল। কারণ ওরা ডাকাতি করতে এসে বলেছে আমরা ইনফরমেশান পেয়ে এসেছি। সুতরাং টাকা দিয়ে দাও না হলে তোমাদেরকে মেরে ফেলব। তাই মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব পুলিশ যেটুকু আদায় করেছে আর বাকী টাকাটা আদায় করে তাকে হস্তান্তরিত করা হবে কিনা, না হলে তার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—স্যার, আমি এখানে বলেছি ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে ২৫ তারিখ রাত্রি বেলায়, সেদিন আবার ঝড় বৃষ্টি ছিল। আমার মনে হয় সে রাত্রির অবস্থার সুযোগ নিয়েই তারা ডাকাতি করতে এসেছে। দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন ওরা খবরাখবর নিয়েই ডাকাতি করতে এসেছে। তাতে বুঝা যাচ্ছে এটা পরিকল্পিত এবং ওরা সব সময়েই এই কাজ করে থাকে। সেই জন্য পুলিশকে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে কোন ভাবেই হউক ডাকাতদের খুঁজে বার করতে হবে। যে সমস্ত পুলিশ অফিসার অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে এই কাজ করেছেন তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং তারা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন। এবং তারা আমাকে বলেছেন সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা তারা করবেন এবং সরকারের তরফ থেকেও এই ব্যাপারে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীবিমল সিন্হা:—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, গত কয়েক দিনে, যেমন—২২ তারিখে রেডিও সেন্টারের কাছে রবীন্দ্র মজুমদারের বাড়ীতে, তারপর গৌর দেব নামে একজন স্কুল ইনসপেক্টারের বাড়ীতে, তারপর রামনগর ৩ নম্বরে, চন্দন শীলের কথাতো এখানে বলাই হয়েছে, জয় নগরে, গোপাল করের বাড়ীতে, চৌধুরী জুয়েলার্স-এর বাড়ীতে, উকিল অরুন দেবনাথের বাড়ীতে, এই ভাবে শহরে কয়েকটি বাড়ীতে পর পর ১৫টি ডাকাতি হয়ে গেল, যার জন্য শহরের মানুষ আজকে সন্ত্রস্ত। এই সমস্ত ডাকাতির ঘটনা প্রতিরোধ করতে পুলিশ সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং কিভাবে ব্যর্থ হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):—স্যার, ব্যর্থ হাওয়ার কোন প্রশ্ন নাই। পুলিশ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে এই সমস্ত ঘটনাগুলি প্রতিরোধ করেছে। আমি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব পুলিশকে এই সমস্ত ঘটনাগুলি প্রতিরোধ করতে পুলিশকে উৎসাহিত করবেন। ব্যর্থতার কোন পরিচয় পুলিশ এখানে দেয়নি। যে কোন চুরি হোক, ডাকাতি হোক তার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। আমরা দেখেছি বিগত দিনে

বহু ডাকাতি হয়েছে, বহু চুরি হয়েছে, তখন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে এই কথা বলছি না যে, ঘটনা ঘটছে না, এটা কোন সরকার এই কথা বলে না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে ঘটনাগুলি কেন ঘটছে? স্যার, আমি বলেছি অপরাধীদের ধরার জন্য সকলকে সহায়তা করতে। এই হাউসে আমি তথ্য দিয়েছি যে, প্রাক্তন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যখন বলতেন ডাকাতি হবে না তখন আর ডাকাতি হতো না, ডাকাতি বন্ধ হয়ে যেত। সেই কারনে আমি বলব পুলিশ অনেক বেশী কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করছে তাই কোন ব্যর্থতার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরসিকলাল রায় :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, ১৯৮৫-৮৬ সালে আগরতলায় হররোজ ডাকাতি হত এবং সেই সময়ে প্রত্যেক দিন রাত্রে শহরের মানুষের চিৎকার শোনা যেত চোর চোর বলে। কিন্তু যে দিন নৃপেন বাবু বলতেন আজ আর ডাকাতি হবে না সে দিন আর ডাকাতি হত না। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি যে, পূর্বেকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী নৃপেন বাবুকে কি ডাকাতি বন্ধ করার জন্য রিকোয়েষ্ট করবেন নাকি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) :—আমি সকলকে অনুরোধ করেছি যে. এই ব্যাপারে সকলে সহযোগিতা করার জন্য, মানুষের মাল, ধন, সম্পত্তি, জীবন রক্ষার দায়িত্বে, সম্মান রক্ষার দায়িত্বে সকলে সহযোগিতা করবেন। এই আশা আমি রাখছি।

QUESTION OF PRIVILEGE

Mr. Speaker :- I have receiveg a notice of Breach of Privilede raised by Shri Rasiklal Roy, on 20-3-90 alleging that Shri Keshab Majumder, M. L. A. during his deliberation in the House on 20-3-90 on "The Indian forest (Tripura third amendment) Bill. 1990" tore the bill and threw the same. It has been contended that the action of Shri Majumder amounts to Breach of Privilege and contempt of the House.

Under (Rule 193 of the rules of Procedure and Conduct of Business in Tripura Legislative Assembly) refer the case to the Committee on Privileges for examination investigation and report acquaint the House thereof.

(গণ্ডগোল)

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :—স্যার, আপনি যদি এই রকম প্রিভিলেজ গ্রহণ করেন তাহলে দিনে এই রকম কয়টা গ্রহন করতে পারবেন—

মিঃ স্পীকারঃ—এটা আপনাদের অধিকার রক্ষা করার জন্যই করা হয়েছে।
(ভয়েসেস্ ফ্রম দি অপজিশ্যান ব্যক্তি আমাদের কণ্ঠকে স্তব্দ করার জন্য আমাদেণ উগ্রপন্থী সৃষ্টি করা হচ্ছে)।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকারঃ— প্রিভিলেজ পাবলিকে জন্য আপনাদের (মাননীয় সদস্যদের) জন্যই এটা করা হয়েছে।

LAYING OF REPLIES TO POSTPONED QUESTION

মিঃ স্পীকার :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো ঃ—"Laying of replies to the Postponed Question" বিধানসভার গত অধিবেশনে পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।
এখন আমি মাননীয় পূর্ত্ত' দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২-এর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২-এর উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল সরকারী বিল উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় রাজস্ব বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি —"The Tripura profession. Trades Calling & Employment Taxation (2nd Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 3 of 1990" বিলটিকে উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মোভ করতে।

শ্রীকালিদাস দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Profession Trades, Calling & Employment Taxation

(2nd Amendment) Bill, 1990 (Tripura Bill No. 3 of 1990)"

মিঃ স্পীকার :-আমি এখন মাননীয় রাজস্ব দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"The Tripura Profession, Trades. Calling and Employment Taxation (2nd Amendment) Bill, 1990, (Tripura Bill No. 3 of 1990). বিবেচনা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় এবং বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্যাসূচী হলো: —"The Tripura Purchase Tax Bill, 1990 (Tripura Bill No.10 of 1990) আমি এখন মাননীয় রাজস্ব দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মোভ করতে।

Shri Kalidas Datta (Minister of State) :—I beg to move for leave to introduce. "The Tripura purchase Tax Bill, 1990 (Tripura Bill No. 10 of 1990)

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় রাজস্ব দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো : | The Tripura Purchase Tax Bill 1990 (Tripura Bill No. 10 of 1990). বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় এবং বিলটি সভায় উৎথাপিত হয়)।

মিঃ স্পীকার: :···সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—"The Tripura Additiohal sales Tax Bill, 1990 (Tripura Bill No. 1107 1990) আমি এখন মাননীয় রাজস্ব দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মোভ করতে।

SHRI KALIDAS DATTA (Minister of State) :—I beg to more for leave to introduce "The Tripuva Additional sales Tax Bill, 1990 (Tripura Bill No. 11 of 1990).

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় রাজস্ব দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"The Tripura Additional Sales Tax Bill 1990 (Tripura Bill No. 11 of 1090) বিবেচনা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় এবং বিলটি সভায় উংথাপিত হয়) ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করিতেছি যে, আজকের সভায় পেশ করা পেপারগুলির কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য ।

DISCUSSION ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR 1990-91

মিঃ স্পীকার : —সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, ১৯৯০-৯১ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহন ।

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ২২টি ব্যয় বরাদ্দে দাবী রয়েছে । এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহন হবে ।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোও (কাট মোশান) পেয়েছেন । আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট' মোশান) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উথাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো । এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এব ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশানস) এর উপর আলোচনা শুরু হবে । আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কোট মোশান্স্) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব ।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব । আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহন করবেন, তাদের নামের একটি তালিকা আমায় দেওয়ার জন্য । আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়কে উনার কর্তৃক বিভিন্ন ব্যয় বরাদ্দের উপর আনীত কাট মোশানগুলির উপর আলোচনা শুরু করতে অনুরোধ করছি ।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ডিমাণ্ডের উপর যে বরাদ্দ রেখেছেন সেই ডিমাণ্ডগুলিকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা । এবং আমাদের বিরোধী পক্ষের মেম্বাররা যে কাট মোশান এনেছেন আমি সেই সমস্ত কাট মোশানকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি ।

স্যার, পুলিশের জন্য ৪৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। রাজ্য চালাতে হলে পুলিশের দরকার আছে এবং সেইজন্য টাকা চাইতে হয়। কিন্তু এই পুলিশকে কোন কাজে ব্যবহার করা হবে। আজকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে তথ্য দিয়েছেন একটা আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫ এর জবাবে। এর মধ্যে একটা তথ্য দিয়েছেন সেই তথ্য আমি হিসেব করে দেখলাম যে, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর চলতি বছরের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এইখানে খুন হয়েছে-২৮২টি। অর্থাৎ প্রতি দুই দিনে একটি করে। আগুনের ঘটনা ঘটেছে-৫৯৮টি। অর্থাৎ দিনে প্রায় ১টি করে। বে-আইনী ভাবে প্রবেশ করে মারধোর-এর ঘটনা-১৩২০টি, অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ২টি করে। অপহরণ-১৩১টি-প্রতি ৮দিনে ১টি করে। ধর্ষণ-১৬৬টি প্রতি ৫ দিনে ১টি করে। ডাকাতি ৬১৮টি প্রতিদিনে ১টি করে। এই হচ্ছে স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দেওয়া তথ্য। এই অবস্থায় পুলিশ ফোর্সকে যে কাজে—জনগণের প্রোটেকশনের কাজে না লাগিয়ে অন্য কাজে লাগানো -চ্ছে। এমন কি এই পুলিশকে দিয়ে খুনের আসামীকে গ্রেপ্তার করতেও দেওয়া হচ্ছে না। এবং পুলিশকে সাধারণতঃ একটা কনস্টিটিউশন্যাল এবং আরেকটা আন্-কনস্টিটিউশন্যালী ব্যবহার করা যায়। এবং এখানে আন্-কনস্টিটিউশন্যালী পুলিশকে এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যে, এখানকার থানাগুলি হচ্ছে যেন কংগ্রেসের অফিস।

১৬৬টি ধর্ষণের ঘটনা। এসব কথা বললেই উনারা ক্ষেপে উঠেন। সহ্য হয় না, কিন্তু বাস্তবে কয়টা আসামীকে এরেষ্ট করা হয়েছে। স্যার, দুই আড়াই বৎসরে ওদের সময়ে এখানে বিভিন্ন ধরনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। কগনিজ্যাবল অফেন্স-এর সংখ্যা হচ্ছে ১১৬০৪ এবং নন কগনিজ্যাবল অফেন্স ১৩৮০৮। মোট হচ্ছে ২৫৪১৩টি মামলা। কগনিজ্যাবল অফেন্স এ পুলিশ যাদেরকে ধরতে চাচ্ছে তার সংখ্যা ১৫৪২৮ এবং নন কগনিজ্যাবল হচ্ছে ১৪৪৭৯ জন, মন্ত্রী তথ্য দিয়েছেন। মোট ২৯৮৮৭ জনকে পুলিশ ধরতে যাচ্ছে কিন্তু ধরতে পারছেন না। একটা রাজ্যে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ওনারা কি করছেন? আসলে কি পুলিশকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না? হচ্ছে না। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ঘটনা। এর মধ্যে স্যার ঊজান ময়দান, সেখানে সবচেয়ে বেশী নারী ধর্ষণ হয়েছে। সিদ্ধাপাড়ার সমস্ত ঘটনাগুলিকে লুকানোর একটা চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এখন সুপ্রীম কোর্ট থেকে রাজ্য সরকারকে বলে দেওয়া হচ্ছে এইসব কর। আর না হলে কান মলে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হবে। সুপ্রীম কোর্টের নোটিশ এসেছে। স্যার. আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, সুপ্রীম কোর্টের নোটিশ আসার পর এই সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? সেখানে কমিশন করা হয়েছে। কমিশনের রিপোর্ট সেখানে কি দিয়েছে। ঐ মহিলাদের কোন রকম সাহায্য করা হয়েছে কিনা? আজকে মা-বোনদের নিরাপত্তা এখানে নেই। আজকে রাত্রের বেলাতো দূরের কথা দিনের বেলাতেও মা-বোনেরা ঘড় থেকে বের হতে পারেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই নির্বাচনে কংগ্রেসের লোকেরা গিয়েছিলেন মা-বোনদের বোঝাতে, যে দেখুন, বামফ্রন্টের আমলে আইন-শৃঙ্খলা ছিল না। ছেলে-মেয়েরা বাইরে যেতে পারত না। এখন আমরা আইন-শৃঙ্খলা এনে দিয়েছি। ছেলে-ময়েরা বাইরে যেতে পারে। কাজেই মা-মাসীরা আমাদেরকে ভোট দেবেন। আর মা-মাসীরা কি বলছিলেন তখন বাবা, বামফ্রন্টের আমলে ছেলে-মেয়েরা বাইরে বেরোতে পারতনা ঠিক কথা, তোমাদের আমলে ঘড়ের মধ্যে আমাদের ছেলে-মেয়েরা থাকতে পারেনা। ঘড়ে থাকা নিরাপদ নয়। এটাই হচ্ছে স্যার, ডিফারেন্স বিটুইন দ্যা ল্যাফট্ ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট এণ্ড দ্যা প্রেজেন্ট কোয়ালিসন গভর্ণমেনট।

স্যার, থানার ভিতরে নির্যাতন। এই ধরনের ঘটনা কোন সভ্য দেশে হতে পারে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের বিশালগড়ে, বিলোনীয়া এবং বাইখোড়াতে যে সমস্ত থানা আছে সেই থানাগুলিকে থানা হিসেবে ব্যবহৃত না করে নির্যাতনের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সন্তোষ বিশ্বাস, সাংবাদিক ও পার্টির নেতা মানিক ঘোষ আমাদের কমিটি সদস্য। সুজন ভট্টাচার্য আমাদের পার্টির নেতা। তিনজনকে সেখানে আহত করা হয়েছে। হাই-কোর্টে মামলা করা হয়েছে এই ব্যাপারে।

আমাদের নেতা, কর্মীকে থানা লকআপে নির্যাতন করেছেন। স্যার, বলুন ওরা কি অন্যায় করেছে, যদি করে থাকে সভ্য দেশে বিচার হবে। আইন বিচার করবে। কিন্তু পুলিশকে কে এই ক্ষমতা দিয়েছে স্যার। কাজেই পুলিশের পোষাক পরিয়ে, ওরা পুলিশ না ঐ পুলিশের পোষাক পরিয়ে কংগ্রেস আজকে এই সমস্ত কাজ তারা ক্যাডার দিয়ে করাচ্ছে। থানা আজকে থানার হাতে নেই সম্পূর্ণ কংগ্রেসের হাতে পরিণত করা হয়েছে। সেই কংগ্রেসের পার্টি অফিস চলছে থানায়। স্যার, এরপর টাকা দেব কার জন্য মানুষকে পেটানোর জন্য থানা লকআপে, নির্যাতনের জন্য নারী ধর্ষন করার জন্য। এই জন্য টাকা দেব সাজানো মামলা করার জন্য? স্যার, এই তর্কের মধ্য দিয়ে আর একটা জিনিষ বেরিয়ে আসছে এই যে ২৯,৮৮৫টা মামলা গত দুই বছরে হয়েছে। আমাদের এর আগের মামলা-গুলি দেখেছি। গত দুই বছরে কত প্রায় পনের হাজারের মত মামলা তুলনামুলক ভাবে পনর হাজার মামলা বেড়েছে। এই পনের হাজার মামলা কাদের বিরুদ্ধে? এই পনের হাজার মামলা আজকে ২৯ হাজার আসামী খুজে পায় না। ধরতে পারেন না কেন পারেন না? সমস্ত সাজানো মামলা পুলিশ ভালো ভাবে জানে ওরা নির্দোষ। কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে প্রচুর সাজানো দেওয়া হয়েছে। একজনের বিরুদ্ধে পাঁচটি ছয়টি সাতটি করে মামলা দেওয়া হয়েছে। ঘর ছাড়া করা হয়েছে, বাড়ী ছাড়া করা হয়েছে, আজকে বারশর মত কর্মী ঘর ছাড়া। সাত আট হাজারের বেশী মিথ্যা মামলা তাদের বিরুদ্ধে

লাগানো হয়েছে। গণতন্ত্র ? একটা পার্টির অফিস আমরা রাখতে পারিনা। একটা গণসংগঠনের অফিস রাখতে পারি না। আমাদের সমস্ত অফিস যখন উৎখাত করার জন্য চেষ্টা করছে। পুলিশকে কারা ব্যবহার করছে, কিভাবে ব্যবহার করছে এরপরে বাজেট বরাদ্ধ কার জন্যে গণতন্ত্রকে ধ্বংশ করার জন্য ? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার পুলিশের বেনিফিডের কথা বলছে, এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ-চেয়েছেন। পুলিশদের কি বেনিফিড দাসত্ব ক্রীতদাস ঐ পুলিশ কর্মচারীদেরকে যাতে ওরা সমাজের মধ্যে সেই সভ্য জীবন যাপন করতে পারেন, সভ্য মানুষ হিসাবে বাঁচতে পারেন, সমাজের বুকে একজন সুষ্ঠ নাগরিক হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেন, তারজন্য বামফ্রন্ট সরকার ওদের ডেমোক্রেটিক রায় দিয়েছিল, গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছিল। আজকে তার সমস্ত অধিকারকে কাটিল করে নতুন করে আর্দালি প্রথা চালু করা হচ্ছে। ওদের দিয়ে বাসাতে কাপড় ধোওয়ানো, ঐ বাসাতে বাজার করানো ঐ সমস্ত কাজ চালু করা হয়েছে। কল্যানমূলক কোন কাজ আছে ? আর সেই বড় অফিসার, আমরা আগেও নাম বলেছি, সেই অফিসারদের নেতৃত্ব এখানে ওদের কল্যাণের নামে সেই দাস বানানোর জন্য সমস্ত চক্রান্ত হচ্ছে। ওয়েল ফেয়ারেব লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানে নয় ছয় করা হয়েছে। যার ইতিহাস আমরা এইখানে দিয়েছি। এর পরে সেখানে ওয়েল ফেয়ারের জন্য একটি টাকা এবং একটি পয়সাও যদি পুলিশের জন্য যেত। তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় সমর্থন করতাম। একটা পয়সাও পুলিশের কল্যাণের জন্য ব্যবহার হবে না, সমস্ত পুলিশকে বঞ্চিত করার জন্য ব্যবহার করবে। এই জন্য সমর্থন করতে পারছি না। আমি আর দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। হোমগার্ড বর্ডার উয়িংস, হোমগার্ড বি, এস, এফ এর সঙ্গে বর্ডারের মধ্যে থেকে ওরা যে কাজটা করেন, বি, এস, এফ যে কাজ করেন 'একই কাজকরে জীবনের সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন। সেই জায়গার মধ্যে ওদের কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্বেও আজ পর্যন্ত রেগুলার করা হচ্ছে না। ছাঁটাই করা হচ্ছে, ওদের কাজ দেওয়া হচ্ছেনা। জীবনের সমস্ত ঝুঁকি নিয়েও যারা এই সমস্ত কাজ করেন, কার জন্য টাকা দেব ? কাজেই ঐ এম, টি, পুল ২নং বেটারী কেনার জন্য, ৩নং পেট্রোল কেনার জন্য, রায় বর্মণ এণ্টার প্রাইজ থেকে। আর সেই এণ্টার প্রাইজের নামে সমস্ত বেআইনী ভাবে কোটি কোটি টাকা সেখানে তছনছ করার জন্য, নয়ছয় করার জন্য আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করব ? কাজেই পুলিশের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে এটা পুলিশের কল্যাণে আসবেনা। পুলিশকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এটা রাজ্যের কল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে না, জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করা হচ্ছে না। এটা সমাজদ্রোহীদের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে, সম্পূর্ণ কংগ্রেসের দলীয়ভাবে এখানে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই জন্যই সেই ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। স্যার, আর একটা কথা আপনার দৃষ্টিতে আনতে চাই। এখানে জাষ্টিজ টাষ্টিজ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন এখানে স্পেশাল কোর্ট করবেন।

কাজেই সেখানের মধ্যে ডিমাণ্ড নং, এই যে এটা করা হয়েছে। কয়টা কোর্ট আপনারা করেছেন, এবার স্পেশাল আদালত করবেন। একটা হরিজন কর্মচারী আন্দোলন করে, তাই তাকে অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন বিনা বিচারে আটক করা হলো। আজকে সাসপেণ্ড অবস্থায় আছে। একটা হরিজন চাকুরী করে, সহ্য হয় না।

স্যার, রামদাস, একজন হরিজন, প্রতাপগড়ে তার সামান্য জায়গা আছে, সেই জায়গাটাও বে-আইনীভবে পরাজিত এম, এল, এ মধুদাসের নেতৃত্বে জোর করে দখল করে নেওয়া হয়েছে। এরকম, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে চলছে সিডিউল্ড কাস্ট আর সিডিউল্ড ট্রাইবসের নাম করে, তাদের লিগ্যাল এ্যাইড দেওয়ার জন্য অনেকগুলি কমিটি তৈরী করা হয়েছে। বিভিন্ন মহকুমাগুলিতে, সেই আমাদের বামফ্রন্টের আমলে করা হয়েছিল। কিন্তু এখন সেইসব লিগ্যাল এইড কমিটির কোন অস্তিত্ব নেই অথচ তাদের কল্যাণের নামে আজকে লুটপাট করা হচ্ছে। এক একজন পি, পি, অথবা এ, পি, পি, ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা প্রতি মাসে রোজগার করছে। তারা যদিও সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছে। তবু তারা সাধারণ মানুষের স্বার্থ না দেখে; ঐ মন্ত্রী থেকে শুরু করে গ্রামে গঞ্জে কংগ্রেস দলের যে পেটুয়া নেতা আছে, তাদের স্বার্থই রক্ষা করছে। এমম কি, তারা সরকারকেও ডিফেণ্ড করছে না। মাননীয় মন্ত্রী সমীর বর্মণ এবং বিভু দেবীর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে তাদেরই স্বার্থ দেখার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ এই দুইজন মন্ত্রীকেই সেই সব সরকারী উকিলরা ডিফেণ্ড করছে, সরকারকে ডিফেণ্ড করছে না। কাজেই, জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে, যে সরকার তাদের মন্ত্রী ও পেটুয়া দালালদের স্বার্থ রক্ষা করছে, সেই সরকারের যে ব্যয় বরাদ্ধ সেটাকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারিনা বরং তার বিরোধিতা করেই আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

দেববর্মা (মান্দাই বাজার):—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় মন্ত্রীরা বিভিন্ন দপ্তরের জন্য যে ব্যয় বরাদ্ধ চেয়েছেন, আমি তাদের সেইসব ব্যয় বরাদ্ধকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারছি না। অন্যদিকে আমাদের বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা এবস ব্যয় বরাদ্দের উপর যেসব ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন, সেগুলিকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এখানে এগ্রিকালচারের উপর ডিমাণ্ড নং ৩৫ এর যে পরিমাণ টাকা চাওয়া হয়েছে, তার সম্পর্কে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী অনেক বক্তব্যই রেখেছেন। কিন্তু আমি মনে করি যে, এই ব্যয় বরাদ্দের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ২৪ লক্ষ মানুষ রয়েছে, তাদের কোন উপকারই হবেনা। স্যার, আমাদের বাম ফ্রন্টের আমলে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষির উন্নতির জন্য যে প্রথম শর্ত ছিল, সেটা ছিল জল সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। কিন্তু সেই জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ না করে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের বঞ্চিত

করা হয়েছে। কারণ আমরা দেখছি যে, এই সরকার দুই বছর হল সরকারে এসেছে। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত একটা সিজন্যাল বাঁধ ও করতে পারে নি। এবং আমাদের বামফ্রন্টের আমলে যে সমস্ত লিফ্‌ট ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যেটাতে শুধু ইলেকট্রিক কানেকশন দেওয়ার বাকী ছিল এবং সেগুলিতে একজন করে অপারেটার দেওয়া বাকী ছিল। এই দুই বছরের মধ্যে তারা সেগুলির কিছুই করতে পারেনি। শুধু কি তাই, স্যার, কৃষকদের বীজধান, আলু এবং নানা রকমের উৎপাদিত সব্‌জি রাখার জন্য বিলোনীয়ার জোলাইবাড়ীতে যে একটা কোল্ড স্টোরেজ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তৈরী হয়েছিল, সেটা এখনও এই সরকার চালু করতে পারেনি। তাহলে স্যার, আমরা কেন ওদের টাকা দেব ? এই টাকা দিয়ে মধ্যবিত্ত, মন্ত্রী এবং তাদের দলের যে সমস্ত টাউট আছে, তাদেরই কাজে লাগানো হবে। কাজেই আমরা এই টাকা দিতে পারিনা। কৃষকদের জন্য যে টাকা, সেটা যদি কৃষকদের জন্য খরচ না করা হয়, তাহলে এই টাকা আমরা কখনও দিতে পারি না। এই এসেম্বলীতে নাকি একটা কমিটি করা হয়েছে ত্রিপুরার জন্য কিন্তু আমি আদৌ জানিনা। বামফ্রন্ট আমলে কয়েকটা লিফ্‌ট ইরিগেশন করা হয়েছিল গোবিন্দ ঠাকুর পাড়া, জম্পুইজলা কংবই ইছড়াতে সেখানে ঘরটর আছে কিন্তু মেশিন পার্টস নেই। একটা অপেরেটার দিয়ে এগুলি চালু করা যেতে পারে। কিন্তু তারা সেটা করছে না। জিরানীয়া ব্লক এলাকায় ধলাই নদীতে বাঁধ হয়েছে। সেখানে পাকা চ্যানেল করলে আরও ৪/৫ শো একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারে। সেখানে সেই জল মিস ইউজ হচ্ছে। কাজে লাগছে না। টাকা আমরা দিতে রাজী কিন্তু এভাবে কাজ করলে তারা কি করে উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। এখানে খাদ্য সংভরণ হবে বলে চিৎকার দিচ্ছে। জিরানীয়া এলাকায় রাইমার্শর্মাতে একটা বড় ছড়া সেখানে বাঁধ দেওয়ার জন্য ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। অল্প সামান্য বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। সেটা ভেঙ্গে গেছে। টাকাটা নষ্ট হয়ে গেল। এখানে ৭/৮ টা সিজনেল বাঁধ দেওয়া যেতে পারে। কাজেই শুধু টাকা চাইলে হবে না। আর মন্ত্রীদের বাড়ী গাড়ী করলেই জনগণের উপকার হবে না। এই জন্য আমি ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করতে পারছি না। বিরোধীপক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশন এসেছে আমি সেগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :- শ্রীজিতেন্দ্র সরকার।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে সরকার পক্ষ থেকে তার বিরোধিতা করছি এবং যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব বিরোধী পক্ষ থেকে আনা হয়েছে এবং আমিও কিছু এনেছি, সেইগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, তারা বাজেট বরাদ্দে টাকা চেয়ে আরও শক্ত মজবুত হয়ে সম্পদ

বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা করছেন এবং রাজ্যে একটা অরাজকতা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করছেন। এখানে গালভরা বক্তব্য রাখছেন যে মানব কল্যাণে কাকে আরও সুন্দর করে তুলছেন। বন দপ্তরের একটা চিত্র আমি তুলে ধরেছি। কিছু কংগ্রেস গুণ্ডা বনের সমস্ত কাঠ কেটে বেআইনিভাবে পাচার করছে। অথচ তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সেখানে যারা বাধা দিচ্ছে তাদেরকে নির্যাতন করছে। স্যার, গত ১২ই মার্চ খোয়াইতে এস,ডি,ও সাহেব এই বেআইনী কাঠ পাচার রোধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩শে মার্চ দীপঙ্কর বিশ্বাসের নেতৃত্বে কং (ই) গুণ্ডারা এস,ডি,ও অফিস ভাঙ্গচুর করে। দীপঙ্কর শর্মা কং (ই) নেতা এস,ডি,ও কে বলেন যে, এই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিতে নতুবা জীবন সংশয় হয়ে যাবে। স্যার, মন্ত্রীরা এই সব নেতাদের সাহায্য করছেন। কাজেই আজকে এস,ডি,ও,-এর পর্যন্ত জীবনের নিরাপত্তা নেই। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট কিছু কাঠ অকশন করার জন্য আনেন। কিন্তু তেলিয়ামুড়া রেঞ্জ অফিসের লাইনে সেই কাঠ আনা হল না। তেলিয়ামুড়ার রাজদূত ক্লাব (যাকে আমরা যমদূত ক্লাব বলি) যার নেতৃত্বে রয়েছেন অশোক বৈদ্য, সেই ক্লাব হুমকি দিয়েছে যে, অকশনের জন্য কাঠ আনতে পারবেন না। স্যার, এই সমস্ত হচ্ছে আজকে। স্যার, এখানে পুলিশের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে আর বলার কিছু নেই। কি নির্মম ব্যবস্থা আজ পুলিশের মধ্যে দেখেছি। স্যার, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শ্রীমতী বিভু কুমারী দেবী (উনি এখন এখানে উপস্থিত নেই) তেলিয়ামুড়া সফরে গিয়েছিলেন। পথে তিনি মোটর কর্মী সমিতির অফিসে লাল ঝাণ্ডা উড়তে দেখে, খেপে গিয়ে বললেন, কি স্পর্ধা, এখনও এই পতাকা উড়ছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে প্রটেকশান দিল। তখন মোটর কর্মী সমিতিতে বেশী লোক ছিল না। সেখানে গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়া হল। সুবোধ দাস বলে একজন কর্মীকে আক্রমণ করা হল। সে দৌড়ে একটি বাড়ীতে ঢুকে জীবন রক্ষা করে। নতুবা তার প্রাণ সংশয় ছিল। সেখানে লেনিন, মার্কসের ছবি ছিল তা ছিড়ে ফেলা হয়। কত বড় জঘন্য ঘটনা। স্যার, পুলিশ প্রটেকশান দিল। সেখানে রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন ছিল তা দখল করে নেয়। বাস্তুকার ইউনিয়ন অফিস ছিল তা দখল করে নেয়। স্যার, বামফ্রন্টের সময়ে তেলিয়ামুড়া বাজার উন্নয়নের জন্য কাজ করা হয়েছিল। যে-সব ব্যবসায়ী লাইনে ব্যবসা করতে তাদের জন্য বামফ্রন্ট কিছু করার চেষ্টা করেছেন। তাদের জায়গা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। স্যার, আমি জানি, বামফ্রন্টের আমলে ১২-১৪ লক্ষ টাকা দিয়ে জমি কেনা হয়েছিল। স্যার, আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৪ লক্ষ টাকা দিয়ে জায়গা কেনা হয়েছিল নিউ মার্কেট করার জন্য। রাস্তার দুইধারে যে সমস্ত ব্যবসায়ী ছিলেন এই জোট মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত নিয়ে হাইকোর্টের রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে কমিউনিষ্টপার্টির সমর্থন বলে।

কি নির্মম হতে পারে ওরা। ব্যবসায়ী ব্যবসায়ীই, কিন্তু সেখানে বেছে বেছে কামিউনিষ্টপার্টির সমর্থক-দেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। উচ্ছেদ যদি করতে হয় তাহলে সবাইকে উচ্ছেদ করতে হবে। কিন্তু রামকৃষ্ণ পোদ্দার কং (ই) সমর্থক তার নামে কোন অর্ডার যায়নি। বেছে বেছে বিকাশ বণিক, মনোরঞ্জন রায়, সতীশ সাহাকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে হাইকোর্টের রায়কে ভায়োলেট করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। স্যার, বামফ্রন্ট সরকারে থাকাকালিন সময়ে তেলিয়ামুড়া বাজারটি পুড়ে যায়। সেখানে ৭৯ জন ব্যবসায়ী ছিলেন। তখন তেলিয়ামুড়া বাজারটির উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সে বাজার উন্নয়নের নামে যে ষ্টল দেওয়া হয়েছিল, সেখানে যাদের দোকান পুড়ে গেছে সেই ব্যবসায়ীদেরকে অগ্রাধিকার দেবার কথা। ইতিমধ্যে বামফ্রন্ট সরকার চলে যায় এবং সেখানে একটা মার্কেটিং কমিটি হয়, যদিও সেটার আইনেয়অনুমোদন ছিল না, সেই কমিটির চেয়ারম্যান হলো পরাজিত প্রার্থী অশোক বৈদ্য। যাদের পুড়েছে তাদেরকে ঠাঁই না দিয়ে ঐ যারা নাকি রাজদূত ক্লাবের সদস্য, তার পেয়ারের লোক, বন্ধু বান্ধব, কংগ্রেসের সমর্থক তাদেরকে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। যারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করছে, পরিবার পতিপালন করছে, যাদের দোকান আগুনে পুড়ে গেছে তাদেরকে সেখানে ঠাঁই দেওয়া হলোনা। এই হচ্ছে ঘটনা। তারপর স্যার, পুলিশকে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা বলছি। গত বিধান-সভাতে আমি কিছু কিছু উল্লেখ করেছি, তবুও বলতে চাই—১৯৮৮ইং সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর সেখানে একটা বন্ধ হয়েছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। পার্টি অফিস থেকে বন্ধের সমর্থনে আমাদের একটা মিছিল যায় এবং এই মিছিলটাকে প্রটেকশান দেবার জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে তেলিয়ামুড়া থানার ও, সিকে বলি। কিছু সি, আর, পি, এফ, মিছিলকে প্রটেকশান দেবার জন্য বলি। কিন্তু পুলিশ দেওয়া হলো। তারপর আমি মিছিলটাকে লীড করে ফলের দোকান পর্যন্ত যাই এবং সেই জায়গা থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজদূত ক্লাব থেকে ৭০/৮০ জন কং (ই) গুণ্ডা রাম দা, বল্লম, রড নিয়ে তেড়ে আসে। ইতিমধ্যে জীবন রক্ষার জন্য আমি পার্টি অফিসে যেতে পারিনি। পাশেই একটা হোটেলে ঢুকি। হোটেলের মধ্যে থাকাকালীন থানার সেকেণ্ড অফিসার লাঠি দিয়ে হোটেলের দরজা ভাঙ্গে। আমার দুইজন সিকিউরিটিও চিৎকার করে বলে—স্যার বাঁচান, আমাদের সঙ্গে এম, এল, এ, আছেন, আমরা আছি। আমাদের জীবন সংশয়। কং (ই) গুণ্ডারা পুলিশের সামনেই আমাকে নির্মমভাবে প্রহার করে। আমি যখন সেন্সলেস হয়ে পড়ে যাই, তখন বাজারে রটিয়ে দেওয়া হয় যে, জীতেন সরকার রিভলভার দিয়ে গুলি করেছে। কাজেই তাকে মারা হবে এবং মারা হয়েছে। ইতিমধ্যে ওরা মনে করেছে জিতেন সরকার মরে গেছেন। তারপর আমি যখন হসপিটালাইসড, তখন পুলিশ দিয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এভাবে ব্লু-প্রিন্ট তৈরী করা হয়েছিল। এই তো পুলিশ, সেই পুলিশের জন্য এখানে টাকা রাখা হয়েছে। সেটা আমাদের অনুমোদন করতে হবে।

এই জনোই তার বিরোধিতা করতে হয়। স্যার, শুধু এটা নয়। এখানে অনেক কাজকর্ম যেগুলি হচ্ছে যেমনই তপশিলীদের উন্নয়নের নামে এখানে অনেক টাকা রাখা হয়েছে কিন্তু এই উন্ননের নামে সেখানে আমরা কি দেখছি? দেখা যাচ্ছে এই উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য যে টাকা নেওয়া হয়েছে সেই টাকা দিয়ে তপশিলী জাতীদের জন্য উন্নতি না করে নিজেরা ফুলে ফেপে উঠছেন।

মিঃ ডেপটি স্পীকার : —মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ আপনি বসুন।

শ্রীজীবেন সরকার :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সমস্ত কারণে বিরোধী পক্ষ থেকে ডিমাণ্ডের উপর যে ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে সেই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণ মোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা (ছামনু):—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার,, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে এই হাউসে যে বিল পেশ করেছেন সেই বিলের বিরোধিতা করে এবং এই বিলের উপর আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগণ যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন সেই ছাঁটাই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমেই আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই এগ্রিকালচারের মাধ্যমে ট্রাইবেলদের জন্য যে সমস্ত কাজ করা হচ্ছে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি—সেটা হলো ছামনু ব্লকে রাঙ্গাপানি ছড়াতে একটা কলোনী হয়েছিল এবং সেখানে ঠিক হয়েছিল ৩৫ হাজার টাকার কাজ হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল দৈনিক ১৪ টাকা করে সপ্তাহে এক দিন কি দুই দিন কাজ হয় এবং এই কাজের তদারকি করেন সেই দপ্তরের লোকরাই কারণ তাদের তো এখন ক্ষমতা আছে তাই তাদের যেভাবে খুশী সেইভাবে কাজ হবে। মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের মন্ত্রী এবং সদস্যরা সবাই চিৎকার করে ট্রাইবেলদের জন্য দরদ দেখিয়ে বলছেন কিন্তু আসল যে কাজ ট্রাইবেলদের জন্য করা তার কিছুই করা হচ্ছে না। যেমন ধরুন ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য সেখানে এগ্রিকালচার ফার্ম করা হয়েছে। সেই ফার্মে মাত্র ৩০টি লেবুর চারা, ১০টা নারিকেলের চারা এইভাবে অল্প সংখ্যক চারা নিয়ে ফার্ম খোলা হচ্ছে। কিন্তু এই ফার্ম দ্বারা কি ট্রাইবেলদের কোন উপকার হবে? এটা তো আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই এভাবে তারা ১০টা, ২/৩/৪টা ট্রাইবেলের জন্য তারা বিরাট ধরণের জুমচাষ প্রকল্প প্রতিরোধ করার জন্য একটা প্রজেক্ট নিয়েছে। কিন্তু সেটা বাস্তবে করলে ভাল হত। এই ট্রাইবেলদের স্বার্থে বামফ্রন্টের আমলে এখানে টি, আর, পি, সি, পি, জি, পি প্রভৃতি করা হয়েছে। আজকে আমাদের পি, জি, পি, মন্ত্রী বলেছেন যে ৪/৫ হাজার বাগান করা হয়েছে। কিন্তু আমরা একটাও দেখছি না।

আজকে আমাদের বনমন্ত্রী কি করছেন ? ঐ তেছগুতে তারই সম্প্রদায়ের কিছু লোক ৫০।৬০ বছর ধরে সেখানে বাস করছে সেখানে গ্রুপিং করা হল। সেখানে ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হল কিন্তু ঐ ৫০।৬০ পরিবারকে অভুক্ত রাখা হল, তাদেরকে কোন সাহায্য করা হল না। তাদের সবাইকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে এক জায়গায় নিয়ে রাখা হল। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে জনগণ চিৎকার করছে। এবকম একটা জায়গা হল কালাটিলা, সেখানে কি করুণ অবস্থা। সেখানকার মানুষে কোন কাজ পায় না। আজকে আমরা দেখছি শাসক গোষ্ঠীর মন্ত্রী, এম, এল, এ,-রা ট্রাইবেল-দের কথা বলে চিৎকার করেন কিন্তু তাদের লোকদের কাজ করতে গেলে কোন কোদাল লাগেনা. টুকরি লাগেনা। যে কাজ করার জন্য আপনারা এখানে বাজেট করছেন্ সে বাজেটের টাকার কোন কাজ হচ্ছে না। আজকে আপনারা এখানে এটা করবেন, সেটা করবেন বলে চিৎকার করছেন। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না কারণ এটা আপনাদের কোন দোষ না, এটা হচ্ছে নীতির দোষ। এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে না, সারা ভারতবর্ষে যেখানে কংগ্রেস শাসন করছে, সেখানেই এই করুন অবস্থা। আমাদের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী কালকে বাজেট ভাষণে বললেন যে গভঃ অব. ইণ্ডিয়ার প্রোগ্রাম অনুসারে প্রতি গ্রামে প্রতি ৫০ পরিবারের জন্য একটা করে মার্ক-২ টিউব-ওয়েল করা হবে কিন্তু আপনারা একবার দেখুন ত সেটা কোথায় হয়েছে ? হয়ত কোন কংগ্রেস নেতার বা টি. ইউ, জে, এস, নেতার বাড়ীর কাছে হয়েছে। কাজেই আমরা দেখছি যে, এই জিনিষটা সারা ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরার গরীব কৃষকদের ও ভূমিহীদের এই অবস্থা। কাজেই বাজেট আপনারা করতে পারেন কিন্তু গরীবদের জন্য কিছুই হবেনা। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য কত কোটি টাকা ধরেছেন ? আজকে আপনারা কোটি কোটি টাকা পেয়েছেন গরীব মানুষের জন্য কিন্তু আপনারা তাদের জন্য কোন কাজই করতে পারেন নি। এইজন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলি স্কীম রয়েছে যেমন এগ্রিকালচারের উপর যে স্কীম রয়েছে-তারপর বর্ডার প্রজেক্ট এরিয়া-যেটা আমরা লড়াই করে এনেছিলাম। সেখানে আজকে আমরা কি দেখছি—এই স্কীমে জাউরা গাছের পালার উপর টিন দেওয়া হচ্ছে—যেটা তিন দিনও চলবে না। তারপর আবার যেখানে ২৮টা টিন দেওয়া হচ্ছে সেখানে গুনে দেখা যায় মাত্র ২২টা টিন দেওয়া হয়েছে। তারপর এই বর্ডার প্রোজেক্টের যে এক কোটি টাকা পাওয়া গেছে রাস্তাঘাট করার জন্য সেটা সবটাই আপনারা লুটে পুটে খাচ্ছেন। এই বর্ডার প্রোজেক্ট এরিয়াতে যেখানে দশটি গাঁওসভা রয়েছে সেই গাঁওসভাগুলির রাস্তা-ঘাট এই পরিকল্পনায় হচ্ছে কি না, বা এই স্কীমগুলি বাবদ যে কোটি কোটি টাকা এসেছে সেটা সঠিক ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কি না, তার সাকসেস কতটুকু হয়েছে এইটা আপনারা তদন্ত করে দেখবেন। তাছাড়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য যেসমস্ত স্কীমগুলি চালু রয়েছে সেগুলি সঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা সেটা আপনারা দেখবেন কারণ সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের জন্য এই স্কীমগুলি করা হয়েছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—অনারেবল রাষ্ট্রমন্ত্রী—বিল্লাল মিঞা।

শ্রীবিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে এইখানে যে ডিমাণ্ড নাম্বার-৩৬, মেজর হেড-২৪০৪, সাব-আইটেম-১৭,তে যে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে মটর গাড়ী ক্রয়ের জন্য-১.৫ লক্ষ টাকা প্ল্যানে এবং নন-প্লেনে-আট হাজার টাকা। পেট্রোলের জন্য প্লেনে ৫০০০ টাকা এবং নন্-প্ল্যানে-৮ হাজার টাকা। গাড়ী সারাইয়ের জন্য ৭ হাজার টাকা। এই সব আইটেমের উপর যে কাট মোশান আনা হয়েছে আমি সে কাট মোশানের সম্পূণভাবে বিরোধীতা করছি এবং এই সাব-আইটেম এবং মূল ডিমাণ্ডগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

এই সাব-আইটেমে রয়েছে ডেয়ারী উন্নয়ন পরিকল্পনা। এই ডেয়ারী উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিভিন্ন স্কীমের মধ্য দিয়ে রাজ্যের জনসাধারণের সেবার এই দপ্তর নিয়োজিত থাকবেন। বিশেষ করে দুধ সরবরাহ,দুধ উৎপাদন, ইত্যাদি। এই মেজর হেডের মধ্যে যে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা শুধু ডেয়ারীর উপরই, ডেয়ারী উন্নয়নের জন্যই চাওয়া হয়েছে। এই ডায়রীর দুধ বিশেষ করে আগরতলা শহরের শিশু-বৃদ্ধ সহ সকলেরই প্রয়োজনে আসে। আজকে প্রতিটি হাসপাতালে রোগীদের জন্য, রাজ্যে কর্মরত ভারতীয় জোয়ানদের আধা-সামরিক বাহিনীর সব ধরনের জোয়ানদের আমরা দুধ সাপ্লাই কর। ইহা ছাড়াও আরও আমাদের অনেক স্কীম রয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে, রাজ্যের প্রয়োজনে এই স্কীমগুলিকে রূপায়ন করতে আরও টাকার দরকার। সেই কারনে এই বরাদ্দ। গাড়ী ক্রয় করতে হবে। মেসিন ক্রয় করতে হবে। বিভিন্ন স্কীম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেগুলি রূপায়ন করতে হবে। রাজ্য সরকারের বাজেটে-এর মধ্য দিনে আমরা এই সমস্ত আইটেম এখনে রেখেছি। এই ব্যয় বরাদ্দের উপর একটি কাঠ-মোশান এানছেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। উনি ব্যপারটি আরও গুরুত্ব সহকারে দেখলে পর আজকে এই আইটেমের উপর উনি কাঠ-মোশান আনতেন না বলেই আমার ধারনা। আজকে হাসপাতালের মত একটি জায়গাতে ডেয়ারী থেকে দুধ সরবরাহ করা হচ্ছে, জি,বি, এযং ভি, এম, হাসপাতালে। রাজ্যের শিশুরা এই ডেয়ারীর দুধ খাচ্ছে। এই দুধ পুষ্টিকর। সুতরাং সবাই দুধ নিচ্ছেন খাওয়ার জন্য। আজকের শিশুইতো আগামীকালের দেশের ভবিষ্যৎ। কাজেই, আজকে এখানে সকলের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই এই ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সেই কারনে আমি এই কাট মোশানকে বিরোধিতা করে মূল বাজেটটিকে সমর্থন করছি। আমার দপ্তরের এনিমেল হাজব্যাণ্ড্রী ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬। মেজর হেড ২৪০৩। এখানে যে ডিমাণ্ড করা হয়েছে, এই ডিমাণ্ডের যে ব্যয় বরাদ্দ আমরা পশু পালন দপ্তর থেকে ৪৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এই ৪৩৫ লক্ষ টাকার যে বাজেট আনা হয়েছে, এই বাজেটের মধ্যে বিভিন্ন স্কীমে বিভিন্ন ভাবে জনস্বার্থে সবার কাছে লাগার জন্য এই খানে বাজেট আনা হয়েছে। অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যের জনস্বার্থে

এই ডিমাণ্ড করা হয়েছে। ডিমাণ্ডে চিকিৎসা খাতে রয়েছে একশ তের লক্ষ, এই একশ তের লক্ষ টাকা এই জন্য রাখা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে পশু পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই কারণে এই রাজ্যের পশু পালন বিশেষ করে গবাদি যেসব কৃষকদের কাজে লাগে, তখন তার সবটাই কৃষকের কাজে নিযুক্ত হয়। রাজ্যের ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে খাদ্যের সমস্যার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে কৃষকের বলদের প্রয়োজন। সেখানে আমাদের বলদ যে শ্রম দেয়. কাজ করছে সেখানে তার ভূমিকা থাকে অপরিসীম। সেই অপরিসীম ভূমিকার মধ্যে যদি কোন গবাদি পশু তার চাষের পূর্বে মারা যায় তাহলে ঐ কৃষকের বৎসরের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হয়ে যায়। রাজ্যের জনগণের সেবায়, সেখানে গবাদি পশু লাগতে পারে। রাজ্যের এই সমস্যা সমাধানের জন্য তারা যেন এগিয়ে যেতে পারে, আর অন্যদিকে পাহাড়ে যেসব উপজাতি ভাইয়েরা রয়েছেন. উনারা শুকর পালন করেন, সেখানেও দেখা যায় রোগে আক্রান্ত হয়। ছোট ছোট কৃষকরা তাদের পলট্রি ডেকারী বিভিন্ন চাষ করে থাকেন। সেই পলট্রি ডেকারীর উপরেও চিকিৎসার সম্পূর্ণ কাজে লাগে। তারজন্য এইখানে একশ তের লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। নির্মাণ কার্য্যের জন্য রাখা হয়েছে একশ চৌদ্দ লক্ষ টাকা। এক বৎসরে ছয়টি পশু চিকিৎসালয়, বারটি প্রাথমিক পশু চিকিৎসালয় খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ১৯৯০-৯১ ইং তে আরও রয়েছে কৃত্রিম প্রজনন পরিকল্পনা রয়েছে এবং শুকর পালনের প্রতি সেখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অতএব এই পশু পালন দপ্তরের কথা উনারা যদি বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করে থাকেন, বিরাধীদের বিরোধিতা করতে হবে তার জন্য করছেন, করে থাকছেন। একদিকে একশ টাকার যে কাট মোশান, অন্যদিকে উনারা যে বাজেটের বিরোধিতা করছেন, অন্যদিকে উনারা বলছেন রাজ্যের সমস্যা রয়েছে। রাজ্যের উন্নতি সাধন হতে হবে, রাজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য সরকার কিছু করছেন না। সরকার যদি করতে হয় তাতে টাকার প্রয়োজন আছে, বাজেটের প্রয়োজন আছে. প্ল্যানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এখানে বিরোধী সদস্যরা যে আলোচনা করেজেন। একজন সদস্যও কাট মোশান মোটিবেশনের বক্তব্য রাখতে গিয়ে, বা প্ল্যানের বক্তব্য রাখতে গিয়ে একজনও বক্তব্য রাখেন নাই। উনারা শুধু বিরোধীর জন্য বিরোধিতা করলেন। উনারা কিন্তু সেখানে উপদেশ দিতে পারতেন। আমি প্রথম দিনে বলেছিলাম, জেনারেল ডিসকাশনে দুইশ একানব্বই কোটি টাকা চাওয়া হলো দেওয়া হলো দুইশ কোটি টাকা। আপনাদের লেজুর সরকারে রয়েছে উনাদের বলুন রাজ্যের উন্নতির স্বার্থে টাকার প্রয়োজন আছে। সেই কথা আপনারা বলুন,, কিন্তু সেই কথা না বলে, রাজ্যে কথা চিন্তা না করে, একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে জনগণের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে, অন্যদিকে আপনারাও এই বিরোধী বেঞ্চে থেকে রাজ্যের জনগণের প্রতি সেই বিশ্বাসঘাতক রূপ ধারণ করে আপনারাও বিশ্বাসঘাতক রূপে ভূমিকা নিচ্ছেন। তাই আজকে আমি অনুরোধ রাখবো এই কাট মোশানের বিরোধিতা করে, মূল বাজেটকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :—স্যার, এই হাউসের সামনে আজকে ২২টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রাখা হয়েছে, বিভিন্ন দপ্তরের এবং সেগুলির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। তাঁরা টাকা তো চাইলেন ঠিকই, কিন্তু যার জন্য এই টাকা চাওয়া, তা কি সত্যিই বাস্তব রূপায়িত হবে, এই হল আমাদের সন্দেহ। কেন না, মুখ্যমন্ত্রী যখন এই বাজেট এই হাউসের সামনে পেশ করেন, তখন গণতান্ত্রিক কথা বলে পেশ করেছিলেন, কিন্তু আমরা যা দেখছি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যা দেখছে, তাতে এই ত্রিপুরা রাজ্যে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, না কি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে, এটা জানার অধিকার নিশ্চয় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আছে। কাজেই, এই ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্র সচেতন মানুষ এটাই জানে যে এই বাজেটের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য যে টাকা চাওয়া হয়েছে,; সেই টাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য যে সমস্ত কাজ করার কথা, সেগুলি কোন দিন বাস্তবে রূপায়িত হবে না। স্যার, এই রাজ্যকে যদি সত্যিই এগিয়ে নিতে হয়, তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এই সরকার কি করতে চান? এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত দুই বছরে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে আমরা দেখছি যে বামফ্রন্টের আমলে যে ভাবে কৃষকদের বীজ ধান, বীজের আলু এবং অন্যান্য বীজ অথবা তাদের জমি চাষ করার জন্য যে পাওয়ার টিলার দিয়েছিল, সেই সব আর এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেওয়া হয় না, অথচ এই কৃষকদের নামে যা কিছু বরাদ্দ সবই এই সরকারের লোকজন সে মন্ত্রী থেকে শুরু করে তাদের দলের টাউটেরা লুটপাট করে নিচ্ছে। স্যার, এই রাজ্যের শিল্পায়নের জন্য যে পরিমাণ রাস্তার প্রয়োজন, সেই রাস্তা কি আছে. শুধু আসাম আগরতলা রাস্তা ছাড়া, যেটা দিয়ে আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত যাওয়া যায়। অন্য যে সব মহকুমাগুলি রয়েছে সেগুলিতেই বা কতটা রাস্তা আছে? স্থায়ী রাস্তার কথা বলতে কিছুই নাই। সাধারণ মানুষের উদ্যোগে আগরতলা থেকে খোয়াই, কমলপুর এবং কৈলাশহর হয়ে যে রাস্তাটা ধর্মনগর পর্যন্ত গিয়েছে, সেটা আছে ঠিকই, কিন্তু বামফ্রন্টের আমলে সেই রাস্তার যে পরিমাণ পীজ হয়েছিল, তার বেশী এক কিলো মিটার রাস্তার পীজও আজ অবধি হয়নি। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, সেই রাস্তার উপর খোয়াই এর কাছে পহরমুড়ায় যে একটা ব্রীজ হওয়ার কথা ছিল, সেটা কি আজও হয়েছে? আর, আমার খোয়াই শহরের আশ পাশ এলাকায় বামফ্রন্টের আমলে যেটুকু রাস্তার পীজ হয়েছে, সেটুকু এখনও আছে। এর বেশী কিছু আর এই আমলে হয়নি। কাজেই আমাদের বামফ্রন্টের আমলে যে রাস্তাগুলি হয়েছে সেগুলিই এখনও আছে। নূতন করে এই আমলে আর কোন রাস্তা হয়নি। স্যার, আমাদেরশিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এই বিধানসভা শুরু হওয়ার আগে সারা রাজ্যে একটা

টুল দিলেন। তিনি খোয়াই গেলেন, তারপর রাত্রির অন্ধকারে সেখান থেকে কমলপুর গেলেন। সেখানে গিয়ে এক হেড্ মাষ্টারকে বললেন—"কি ব্যাপার-আমাদের জন্য খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হল না।" সঙ্গে সঙ্গে পাঠা কেটে বড় মাছের ব্যবস্থা করে একটা বড় ভোজের ব্যবস্থা করা হল। —মন্ত্রী বলে কথা। মন্ত্রী মহোদয় সেখানে উপস্থিত একজন মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন— "কি ব্যাপার, আপনি নাকি স্কুলে যান না। উত্তরে ঐ মাষ্টার মশাই বললেন—"স্যার, কি করব বামফ্রণ্টের আমলে স্কুলটা ছিল সিনিয়র বেসিক, আপনারা এসে সেটাকে হাইস্কুল করলেন। কিন্তু মাষ্টারতো একজনও দেননি।" যেখানে যা কিছু রান্নাবান্না হয়েছিল, মন্ত্রী মশাইয়ের পেয়াদারা ভাবছিল সেগুলি সবই উঠিয়ে নিয়ে আসবেন। কিন্তু সেটা আর হলনা। ওরা সব মিলে ঠেঙ্গিয়ে ওদের তাড়িয়ে দিল। তারপর শিল্প যে আপনারা করবেন সেটা তো বিশ্বাসই করা যায় না। কারণ, আমাদের বামফ্রণ্টের আমলে যে সমস্ত শিল্প সেণ্টার হয়েছিল বিভন্ন জায়গাতে সেগুলিই এখন আছে। এরপর ন্ূতন করে কিছু হয়নি। খাদির কয়েকটা সেণ্টার বন্ধ আছে। কেন বন্ধ আছে? এই যে বিদ্যুৎ ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামে লাইন দিয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ আসে না। এখানে বিদ্যুত মন্ত্রী শুনছি একবার জাপান ফ্রান্স আরও কোথায় ঘুরে এসেছেন কিন্তু আমাদের গ্রামে বিদ্যুতের কোন উন্নতি হয় না। এখানে বিদ্যুতের কারখানা নাকি খোলা হচ্ছে। বফর্সের যে কেলেংকারী চলছে তার সঙ্গে এই বিদ্যুত মন্ত্রী জড়িত আছে কিনা কে জানে? একটা তার কিনলে সেটা পরীক্ষা করে কিনতে হয়। আমরা যখন কিনি তখন ফুঁ দিয়ে দেখি ঠিক আছে কিনা। তারা এটাও করে না। সেই জন্য হঠাৎ আগুন লেগে যায়। এইভবে দৈনিক ১৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে। এদিকে শিল্প, খাদি এবং মৎস্য দপ্তর আছে। কোনটার কথা বলব। মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্রবাবু নাকি শ্বশুড় বাড়ীতে কচ্ছপের চাষ নাকি করছেন। আমি উনাকে প্রশ্ন করছিলাম মাছে তো রোগ দেখা দিয়েছে। কচ্ছপের মধ্যে কি কোন রোগ দেখা দিয়েছে না কি। কোন উত্তর নাই। এই দিকে মন্ত্রী মহোদয় বিভা নাথ, উনার স্বামীকে নাকি ত্রিপুরার সমস্ত বন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। খোয়াই-এর দীপংকর নাথ শর্মা, বাবুল বিশ্বাস এই কয়জনই এস, ডি, ওকে ঘেরাও করেছিল। এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা এই সরকার এখনও নিলনা। কারণ ওরা ধ্বংসাত্মক কাজ ছাড়া আর কিছুই জানে না। গত দুই বছর ওরা এত কোটি কোটি টাকা পেল এই টাকা দিয়ে কি করেছে, গুণ্ডা পোষেছে, নিজেদের সম্পদ বানিয়েছে, গাড়ী করেছেন। দুর্নীতির মধ্যে দিয়ে ওরা সরকারে এসেছে। ওরা বাজারে সব্জির মত আবার বিক্রি হয়ে যাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনারা বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—স্যার, শেষ করছি। কাজেই, সেই দিক থেকে আজকে তঁদের চেহারা দেখুন। দেখবেন, লাউ-কুমড়ার মত হয়ে গেছেন। পাকা পাকা লাল টুকটুকে টম্যাটো। তাঁরা বলছিলেন, টি. ইউ, জে, এস, হলেও র্তারা লালও নন সাদাও নন। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, এখন আপনারা কার লেজ ধরে আছেন? স্যার, পশু পালন দপ্তর সম্পর্কেও একই কথা। আমার গ্রামের মধ্যে কোন পশু চিকিৎসালয় নেই। এমনকি আমার বাড়ী বেহালাবাড়ীতে পশুর জন্য কোন ঘরও নেই। কাজেই, আমি এখানে সরকার পক্ষ থেকে আজকে যে ২২টি ডিমাণ্ডের উপর অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার সম্পুর্ণ বিরোধিতা করে বিরোধী পক্ষ থেকে আনীত ২৫টি কাট মোশান আনা হয়েছে তার সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ;—অনারেবল রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে যে ২৫টি কাট মোশান আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে এবং মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এখানে আমার ডিমাণ্ড নং ঃ—১৩ এর উপর ৫টি কাট মোশান বিরোধী পক্ষ থেকে আনা হয়েছে। মেজর হেড হচ্ছে, ২৪ ২৫, ২৪ ২৫, ২৪ ২৫, ২৪ ২৫ এবং ২৪ ২৫ এর উপর। এনেছেন শ্রীমতিলাল সরকার, শ্রীকেশব মজুমদার, শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী, শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী, শ্রীসুকুমার বর্মান কিন্তু আলোচনা কালে কেহই তার উপর বক্তব্য রাখেননি। তাছাড়া, যারা যারা কাট মোশান এনেছেন তাঁদের মধ্যে একজনও নেই। একজন ছিলেন,—মতিলালবাবু, তিনিও এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন। যারা আনেননি তাঁরাই এখানে উপস্থিত আছেন। তবু আমি বলছি, তারা এখানে সমবায় আন্দোলনের কথা বলেছেন। জেনারেল ডিসকাশনে উল্লেখ করেছিলেন। স্যার, আমি তাঁদের বলছি, গত ৩০ বছরে এই সমবায় আন্দোলনকে তাঁরা ক্যাডার ভিত্তিক করে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা বলছেন, এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সমবায়ে কোন নির্বাচন হয়নি। স্যার, তাঁদের আমলের সমবায়ের ইতিহাস (যা তাঁরা সৃষ্টি করে গেছেন) এই অল্প সময়ের মধ্যে বলে শেষ করতে পারবনা। রামায়ণ-মহাভারতের ইতিহাসের শেষ আছে কিন্তু কাঁদের আমলের ইতিহাসের শেষ নেই। ওরা বলছেন, বে-আইনী ভাবে করা হয়েছে। আমি তাঁদের বলতে চাই, আইনের ৮৬ ধারা অনুযায়ী আমরা তদন্ত করেছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ল্যাম্পস ও প্যাকসগুলিকে ৮৬-নাম্বার ধারায় তদন্ত করেছি। তদন্ত করার পর আমরা দেখলাম সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ল্যাম্পস এবং প্যাকস এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁচেছে যে উনাদের আমলে ৩৩৮টা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেগুলিকে পুনর্জীবিত করে তোলার জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি।

সেগুলিকে পুনর্জীবিত করে তোলার আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। সেগুলিকে পুনর্জীবিত করে তুলতে হলে টাকার প্রয়োজন আছে, সেখানে তো আপনাদের বিরোধিতার কোন কারণ নেই। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কমপক্ষে ৫৫টি ল্যাম্পস এবং ২১২টি প্যাকস আছে। কমপক্ষে কোন ল্যাম্পস বা প্যাকস-এর বিরুদ্ধে নীচে ৩ লক্ষ টাকার নয় ছয়ের অভিযোগ আছে। উপরে ১৯ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত আছে। এর পরেও কি আপমারা বলছেন যে আপনাদের আমলে লাম্প এবং প্যাকসগুলি ভালভাবে চলছিল? স্যার, কো-অপারেটড সোসাইটি এ্যাকট-এর ৭৪ ধারা মোতাবেক আমরা এডমিনিষ্ট্রেটিভ বোর্ড বসাতে বাধ্য হয়েছি। নিয়মানুযায়ী ল্যাম্পস-এর ৩ বছর এবং প্যাকসগুলির ২ বছর অন্তর অন্তর নির্বাচন করতে হয়। কিন্তু সেই ৭৮ সাল থেকে আরম্ভ করে উনাদের মৃত্যু বছর ৮৮ইং সাল পর্যন্ত উনারা কোন নির্বাচন করেন নাই। সেগুলিকে উনারা বে-আইনীভবে এতদিন চালিয়েছিলেন। কাজেই, সেগুলির নির্বাচনের আগে বাধ্য হয়েই আমাদেরকে এডমিনিষ্ট্রেটিভ বোর্ড বসাতে হয়েছে? আমাদের বর্ত্তমান বিধানসভার মেয়াদ ১৯৯২ইং সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী শেষ হবে। সেখানে যদি এই বিধানসভাকে ৯৩ইং সাল পর্য্যন্ত রেখে দেওয়া হয় তাহলে কি সেটা অবৈধ হবে না? কাজেই, এই লাম্পস এবং প্যাকসগুলির নির্বাচনের মেয়াদতো অনেক বছর আগেই পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেগুলির নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা উনারা করেননি। কাজেই, সেখানে কো-অপারেটিভ সোসাইটি এ্যাকট-এর ৭৪ ধারা মতে এডমিনিষ্ট্রেটিভ বোর্ড বসিয়ে আমরা কোন বে-আইনী কাজ করিনি, আইন অনুযায়ী কাজই করেছি। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কো-অপারেটিভ সোসাইটি মাধ্যমে আমরা বাইরে থেকে চাউল এনে ভোক্তাদের মধ্যে বিলি করে চাউলের বাজার দর ডাউনে রাখতে চেষ্টা করেছি। এমনিতেই ত্রিপুরা রাজ্যে চৈত্র-বৈশাখ মাসে চাউলের দাম বেড়ে যায়। এই সুযোগে ব্যবসায়ীরা বাজারে চাউলের দাম বাড়িয়ে দেয়। তাই আমরা এখন পর্যন্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে ১২ হাজার মেঃ টঃ চাউল ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত বিক্রি করেছি। এটা শুধু আগরতলা শহরেই নয় রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমাগুলিতেও আমরা চাউল বিক্রি করেছি। যার ফলে মহজনরা আজকে চাউলের দাম বাড়াতে পারছেন না। আমরা আইতরমার মাধ্যমেও চাউল বিক্রির ব্যবস্থা করেছি। যার ফলে আজকে উনারা আইতরমার বিরুদ্ধেও নানা অজুহাত তুলছেন। স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উনারা এক কে, জি, আলুও ক্রয় করেন নি কো-অপারেটিভের মাধ্যমে। আমি শুধু এই বছরের হিসাব দিচ্ছি, এখন পর্য্যন্ত আমরা ৫৫০ মেঃ টঃ আলু কিনে কোল্ড ষ্টোরেজে রেখেছি এবং আরও কেনা চলছে। আলুর যখন ড্রাই সিজন যখন নাকি আলুর সিজন চলে যায় তখন মার্কেটে আলুর দাম হয় ৫ টাকা থেকে ৬ টাকা। আলুর দাম যাতে উর্ধমুখী হতে না পারে যারা গ্রোসারস্‌, অর্থাৎ যারা আলুর উৎপাদন করেন সেই সমস্ত কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্য পায় সেই জন্য কৃষি দপ্তরের সঙ্গে কো-অপারেশন করে এক সঙ্গে মিলে একটা সুনির্দিষ্ট দাম দিয়ে আমরা আলু কিনেছি।

কিন্তু আপনাদের আমলে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে আলু কেনেন নি তার কারনে যখন তখন মার্কেটে আলুর দাম এক টাকা, দেড় টাকা করে কে,জি হয়। সেই আলু পুঁজিপতিরা এবং ব্যবসায়ীরা মার্কেটে নিয়ে বিক্রি করেন তখন সেই আলু ৬ টাকা ৭ টাকা করে বিক্রি হয় এই ভাবে এটা আপনাদের আমলে ছিল কিন্তু আমরা সেটা বন্ধ করেছি। ফুলঝাড়ু এটাকে ইংরাজীতে বলে" অজুন 'ফ্লাওয়ার"। সেই ফুল ঝাড়ু ক্রয় হত লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে। বিক্রি করার পর দেখা যেত স্যার, এটা ব্যক্তিগত মহাজন, অমুক কনট্রাকটার, অমুক কনট্রাকটার, অমুক কনট্রাকটার তাদেরকে দেওয়া হতো ব্যক্তিগত মহাজনদের হাতে সেটা যেত, সেখানে যাওয়ার পর কি হয়েছে স্যার ? লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি বছর আমি দেখেছি ১৯৮৭ সালের শেষ অবধি পর্যন্ত প্রতি বছর তিন লক্ষ চা র লক্ষ নীচে নেই ক্ষতি যে হতো। সেই জায়গায় আমাদের গভর্ণমেণ্ট ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা দায়িত্ব গ্রহন করেছি কিন্তু এই ফুলঝাড়ুর কালেকশ্যান শেষ হয় মার্চ মাসের ২৫ তারিখ নতুবা মার্চ মাসের ভিতরে, প্রথম বছর সরকারে আসার পর আমরা ৭ লক্ষ টাকার মতো লাভ করেছি। লাভটা বড় কথা নয়, যে জুমিয়া যারা নাকি এটা উৎপাদন করে, ফরেষ্টকে আমরা রয়েলিটি দিচ্ছি দেড় লক্ষ থেকে ২ লক্ষ। আর যারা গরীব শ্রেণীর মানুষেরা যারা ফুলঝাড়ু কালেকশ্যান করে জঙ্গলের মধ্য থেকে তারা মহাজনের কাছে অল্প পয়সায় বিক্রি করে সেই জায়গায় আমরা যখন সেখানে ক্রয় শুরু করলাম আমরা তাদের বামফ্রন্ট্র সরকারের আমলে যে রেট ছিল তার থেকে ৫ পয়সা করে বাড়িয়ে দিয়েছি. আগামী বার আরও বাড়িয়ে দেওয়ার আমাদের পরিকল্পনা আছে। তারপর আপনাদের আমলের গ্যাস গো-ডাউন সম্পর্কে এখানে আমরা দেখেছি গ্যাস নিয়ে সব সময় একটা কালোবাজারী চলতো তাই আমরা চিন্তা করলাম এটা একটা কোঅপারেশ্যানে নিয়ে যাওয়া দরকার তখন আমরা সেই নার্ভা, এন, সি. ডি, সির যোগাযোগ করলাম. তখন তারা আমাদেরকে লাইসেন্স দিলেন। আমাদের গো-ডাউন এখানে কমপ্লিট হয়ে গেছে। কো-অপারেটিভের মাধ্যমে এখন আমরা গ্যাস কালেকশান করব এবং এপেকস্ মার্কেটিং-এর লাইসেন্স আমরা পেয়ে গেছি। এপেকস্ মার্কেটিং-এর থ্রোতে আমরা প্রথম তিন হাজার কনজিউমারস্কে দিতে পারব। আমরা দেখছি অনেকে এখন গ্যাসের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছেন কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে গ্যাস চট্ করে পাওয়া যায় না কিন্তু পেছনের দরজা দিয়ে চড়া দামে গ্যাস বিক্রি হয় এইগুলি আমরা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে দেখেছি। তাই আমরা গ্যাসের উদ্যোগ নিয়েছি। অতএব সেখানে আমাদের পয়সার দরকার হয়ে আছে। সেই কারনে আমরা মনে করি এই ডিমাণ্ড পাশ হওয়া দরকার এবং আপনাদের কাট মোশানের এখানে কোন অর্থ থাকে না। তারপরে আপনারা সব সময়ে বলেন যে এখানে এখন কিছু লোকের এডমিনিস্ট্রেশন চলছে। আপনাদের আমলে আপনারা ল্যাম্পস এবং প্যাকস্কে সেই ক্যাডার

পোষণের লক্ষ নিয়ে করেছিলেন। আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে ক্যাডার পোষণ আর জন সাধারণ পোষণ এক না। আমরা চাইছি জন-সাধারণের সাহায্যে কিভাবে কো-অপারেটিভ করা যায়। আপনাদের আমলে সেই বিদ্যাবাবুর নামে গাড়ী অভিরামবাবুর নামে গাড়ী অভিরামবাবুর ছেলের নামে গাড়ী, মধুসুদনের নামে ইটের ভাট,টা। আমরা সেটা করছি না। আপনাদের ক্যাডারদের কাছে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা পাওনা কিন্তু এখন আপনাদের সে সব ক্যাডারদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা। কেউ পশ্চিমবঙ্গে বা কেউ বিহারে এখন হারিয়ে গেছে। বিদ্যাবাবু বলেছেন যে আমরা নাকি ডুবন্ত নৌকায় বসে আছি। কিন্তু আমরা তা দেখছি যে সি.পি.আই (এম) এখন ডুবন্ত নৌকায় বসে আছে। তাই আজকে আমাদেরকে বলছে চলে আসুন। যখন আপনারা ট্রেজারি ব্যাঞ্চে ছিলেন তখন আপনাদের পুলিশ দিয়ে আমার চোখে ৫০০ পাওয়ারের লাইট দিয়ে আমার চোখ নষ্ট করে দিয়ে আমাকে উগ্রপন্থী বলে চিৎকার করেছিলেন। কাজেই নৃপেনবাবুর যদি কোন লজ্জা বোধ থাকে তাহলে নিশ্চয়ই উপজাতি যুব সমিতিকে এভাবে ডাকতে পারেন না। আপনারা এখন ডুবে গেছেন তাই জনতা, সি.এফ,ডি, ভি.পি, দেবীলাল মামা ধরেও.কিছু হচ্ছেনা, এখন দিশে হারা। গতকালের পত্রিকায় দেখলাম পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভাতে যখন বিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনা চলছিল তখন বিদ্যুৎ চলে গেছে। স্পীকারকে ৩০ মিনিট হাউজ এডজোর্ণ রাখতে হয়েছিল এই বিদ্যুতের জন্য। আপনারা বলছেন ত্রিপুরার বিদ্যুতে আগুন লেগে গেছে। তৃষ্ণা বিদ্যুৎ দপ্তরের না। সেটা হচ্ছে ও,এন,জি. সির প্রজেকট। আমাদের গ্যাস থার্মাল রিগে হউক বা বড়মুড়াতে হউক কোথায়ও কোন আগুন লাগেনি। কাজেই এটা ওনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার কারণ ওনারা কিছুই চিনেনও না বা বুঝেনও না। তবে এখন আমরা বলতে পারি যে বামফ্রন্টের আমলের চাইতে এখন বিদ্যুতের অবস্থা অনেক ভাল। তবুও এখন পর্যন্ত আমরা লোড-শেডি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করতে পারিনি। কাজেই ওনারা যে সমস্ত কাট-মোশান এখানে এনেছেন সেগুলির বিরোধিতা করে বিভিন্ন দপ্তর থেকে যেসব ম,ল ডিমাণ্ড এসেছে সেগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ,

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা মাননীয় অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে সমর্থন করছি। এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন আমি সেগুলিকে সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে বিরোধিতা করছি কারণ তারা এই কাট মোশানসগুলি অজ্ঞানে ঘুমিয়ে থেকে এনেছেন। কাজেই সেই কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মাননীয় জীতেনবাবু একটা কাট মোশান এনেছেন ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৭, মেজর হেড-২৪০৬, ফরেষ্ট অব. ওয়াইলড. লাইফ-ত্রিপুরাতে বনজ সম্পদ ধ্বংস করে দেবার নীতি সম্পর্কে। উনারা এইখানে এসে বলেছেন যে, ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা কাজ পাচ্ছেনা, জঙ্গলের আলু খেয়ে তারা মৃত্যুর দিকে সময়ে সময়ে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু আমরা যেখানে এই বনায়নের মাধ্যমে উপজাতিদের কাজ এবং অন্নের সংস্থানের ব্যবস্থা করছি, উনারা এইটার বিরুদ্ধে কাট মোশান এনেছেন।

তারপর মাননীয় পূর্ণবাবু বলেছেন যে, পাহাড়ে নাই. নাই. ? পরক্ষণে আবার বলছেন উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকদের কাছে এই টিউব-ওয়েল বসানো হয়েছে, এই মার্ক-২ টিউব-ওয়েল বসানো হয়েছে। এইটা বুঝলাম না। এখানে আমাদের মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেছেন যে আগে কি ছিল-কিছুই ছিল না, সুবিধাবাদী নীতি ওদের। আজকে তাদের সময়ে বন বলতে কিছুই ছিল না। ১৯৭৭ সাল থেকেই তারা বন ধ্বংস করেছেন। আজকে অবশ্য বিমলবাবু থেকে শুরু করে নকুলবাবু পর্যান্ত রব তুলেছেন, যে বন রক্ষা করতে হবে. প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে, ইকোলজীর ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে--তা না হলে মানুষের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। এতসব জ্ঞান যদি তারা বিগত দশ বছরে মানুষকে দিতেন তাহলে আর এই রকম হতোনা। কি করেছেন গত দশ বছরে? আগে যেখানে ন্যাচারাল ফরেষ্ট ছিল, বড় বড় গাছ ছিল, সেই গামাইর গাছ, করই গাছ ছিল—সেখানে তারা কি করেছেন ? জুমিয়াদের জমি এলোটমেন্ট দিয়েছেন। যেখানে চাষ-আবাদ করা যেত সেখানে জুমিয়াদের পুনর্বাসন না দিয়ে যেখানে চাষ-আবাদ হবে না, যেখানে ন্যাচার‍্যাল ফরেষ্ট আছে সেখানে তাদের পুনর্বাসন দিয়েছেন এবং এইভাবে তারা সেখানে বন ধ্বংস করেছেন। আজকে বামপন্থী এম, এল, এ,-রা যেখানে রয়েছেন বন ধ্বংস হয়েছে সেখানেই বেশী। এই দশরথবাবু, বিদ্যাবাবু, সমরবাবুর দুধপুর এলাকা থেকে কাঠ বাংলাদেশ পাচার হচ্ছে। আর বিমলবাবুর কথা তো বলে লাভ নেই। তিনি আঠারমুড়ায় ঘুরেন আর গাছ কাটার জন্য উৎসাহ দেন। বলেন, তোমরা সাফ কর এই বন। আবার তিনি বলছেন, এই মানেকা গান্ধীকে ভয় করে। জনতা দলের সঙ্গে যদি মন রক্ষা না করে চলি তাহলে তো তার চাকুরী থাকবেনা।

আজকে তারা লিবিয়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে গাছের অভাবে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। চীনে কি হয়েছে—সেখানে এসিড বৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে এসিড বৃষ্টি হয়েছে। তারপর আবার তিনি বলছেন ত্রিপুরাতেও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই খুব সাবধান। আর ঐ আঠারমুড়াতে বলছেন—'তোমরা বন সাফ কর। বন বড় না মানুষ বড়। মানুষ বাঁচলেই বন। এই নীতি তারা ধরেছেন

পাহাড়া থাকবেন। বন সৃষ্টি হবে। আমরা ২৫টি স্কীমে ১৮ মুড়াতে ১৫০ পরিবারকে পুনর্বাসন দিচ্ছি। তাদেরকে দিয়ে শাল বাগান করার চেষ্টা করছি। তাদেরকে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ করব। পুনর্বাসনের মাধ্যমে আমরা সেখানে বিদ্যালয়, স্বাস্থ্য বিদ্যুৎ, ভি, এল, ডবলিউ ইত্যাদি পৌঁছে দেব। এবং তাদেরকে দিয়ে শাল বাগান করার ব্যবস্থা করব। আর আপনার রক্ষা হবে। মানুষের জীবনের রক্ষা হবে। আজকে উনারা জানিনা কর ভয়ে এখানে ভাল ভাল কথা বলছেন যে বন রক্ষা করতে হবে। মানুষের ভয়ে নাকি ত্রিপুরার জনগণের ভয়ে। উনারা এখানে বলছেন যে কংগ্রেসের লোকেরা নাকি গাছ কাটতে গিয়ে ঘেরাও করে। আমি এটা বিশ্বাস করি না। তবে ১৯৭৮ সালে যে সমস্ত কমরেড, আমাদের হয়ে হোক্, বা সুবিধা পাওয়ার জন্য হোক্ লোভ আর সামলাতে পারছেন না। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখেছি যে তারা জনতার সঙ্গে সরকার গঠন করেছে, আবার কেন্দ্র বি, জে, পির, সহায়তায় সরকার গঠন করতে জনতা পার্টিকে মদত জোগাচ্ছে। আগে ভি. পি, সিংহের বিরুদ্ধে কত সমালোচনা করা হত। তিনি নাকি কায়েমী স্বার্থের ধারক-বাহক। আর আজকে বলছে. উদ্ধার কর্তা ভি, পি, সিং। দেবীলাল কি ? হরিয়ানার বিরাট জমিদার। হাজার হাজার একর জমির মালিক তিনি। আজকে তারা বলছেন যে সর্বহারার এটাই প্রতিনিধিত্ব কেন্দ্রীয় সরকার। আজকে দেবীলাল নাকি তাদের কাছে অমৃত সমান। এটা এখন তাদের কাছে ঋষি বাক্য হয়ে গেছে। আজকে সমর বাবুর কথা কি বলব ! উনি একজন বামফ্রন্টের দায়ীত্বশীল ব্যক্তি। উনি এখানে বলছেন যে বাজেটে নাকি ষষ্ঠ তফশিলের নামই নেই। আমি দেখেছি পাতায় পাতায় ষষ্ঠ তফশিলের নাম লেখা আছে। উনি একজন মান্যগন্য সদস্য-অভিজ্ঞ এবং সি, পি, এমের একজন কট্টর সমর্থক। গরীব মানুষের হয়ে কথা বলতে চান তিনি, গরীবদের হয়ে কাজ করতে চান তিনি, গরীবদের হয়ে প্রাণ দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। যাক; জনগণকে বিভ্রান্ত এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি এখানে বলছেন যে তফশিলের ব্যাপারে নাকি কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। তিনি বোধ হয় কাঠের চশমা পড়েছেন। নাকি তিনি দেবীলালের চশমা পড়েছেন ? নাকি তিনি চীনের চশমা পড়েছেন ? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা দেখতে পাচ্ছি যে, উনারা ভারতের চশমা পড়ে ঠিকভাবে দেখতে পাননা।

বন আইন কি ছিল। জঙ্গল কাটা ও বন পরিস্কার করে সাফ করা। সেই সঙ্গে উপজাতিদের মিছিলে আনা। কারণ পেটে ক্ষুদা না থাকলে মিছিলে আনা যায় না। কাজেই আমি বলছি যে, আপনাদের সমস্ত চরিত্র পরিবর্তন করা দরকার।

মাননীয় স্পীকার স্যার কংগ্রেসের একটা কালচার আছে, যুবসমিতির একটা কালচার আছে। ঠিক তেমনি তাদেরও একটা কালচার আছে। তাদের সেই কালচারটা কি ? মিথ্যা কথা বলে প্রতারণা করা। জ্যোতি বসু ও চীন বলবে যে কমিউনিস্ট ছাড়া আর উপায় নাই।

আর আজকে যখন চেসেস্কুর পতন হল তখন তিনি বললেন যে, কমিউনিষ্ট দেশে যে এত দুর্নীতি ছিল সেটা আগে জানতাম না। জ্যোতি বাবুর মত লোক কমিউনিষ্ট কাণ্ট্রিতে কি হচ্ছে আর না হচ্ছে সেটা জানতে পারেন না! এই জায়গাতেও পারেন না। তিনি গরীবের নেতা। তাঁর ছেলে চন্দন বসু ধনীর নেতা। এক ঘরে থাকে। এক টেবিলে খায়। আর আমাদের বলছেন যে আমরা গরীবের বন্ধু'। 'গরীবের জন্য আমরা এই বাজেট করেছি'। আর উনার ছেলে চন্দন বসুকে 'বলছেন'—ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়ে কনট্রাকটারী করে পয়সা আন। কাজেই তাদের চরিত্র হচ্ছে এটাই।

এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন যে, 'কায়েমী স্বার্থ।' কায়েমী স্বার্থ কারা? এটা তিনি কাকে বলে বুঝাতে চাইলেন বুঝতে পারলাম না।

আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বন উন্নয়নের জন্য কিছু কাজ করছি। কিছু ট্রাইবেলকে কাজ দেওয়া। এবং টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করা। আপনি তো কাজ করবেন না। করলে বুঝাতে পারতাম যে, মতিবাবুকে কিছু টাকা দিয়েছি। মতিবাবু গরীবের বন্ধু। তারা পয়সার ধার-ধারেন না। তিনি মাষ্টারী করেন। সেখান থেকে ৩ হাজার টাকা করে পেয়ে থাকেন। এম, এল এ, হিসাবে তিনি ৩ হাজার টাকা নিয়ে থাকেন। আর গরীবের বন্ধু হিসাবেও চাকুরী করেও তিনি ৩ হাজার টাকা নেন।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমার পরিবারের কেউ যদি চাকুরী করে এবং সেটা যদি মাননীয় মন্ত্রী প্রমাণ করতে পারেন,না তাহলে এই কথা উইড্রো করতে হবে, তা না হলে এক্সপঞ্জ করতে হবে। এইসব অসত্য কথা বলার জন্য বিধানসভা ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) : —এটা হচ্ছে তাদের কালচার, আমি সেটাই বলতে চাইছি। যাই হোক এই টাকাগুলি কোথায় ? এই বাজেটের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, এই বাজেটের মধ্যে কৃষকের কাজে বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষি কাজে জোর দেওয়া হয়েছে। এবং গ্রাম উন্নয়নের জন্য বেশী বরাদ্দ করা হয়েছে। ট্রাইবেল উন্নয়নের জন্য বেশী টাকা ধরা হয়েছে। গ্রামে কারা বাস করে ? আশি শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে সেই) গ্রামের উন্নয়নে যদি বেশী বাজেট করা হয় তাহলে কি সেই টাকা আপনার পকেটে যাচ্ছে, না মহাজনের পকেটে যাবে ? টাকাতো যাবে গ্রামে। আপনারা তো বলেন শতকরা আশিজন কৃষক ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করে। এখানে টাকা কৃষি কাজে আমরা বেশী টাকা খরচ করি। এখন টাকা নকুলবাবুর হাতে যাবে না। ঐ দশ বছরের আগে তথ্য, আপনি তো তথ্য সমবায়ের চেয়ারম্যান ছিলেন, আপনার কাছে টাকা যেত এখন আর যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখন পাহাড়ে যাবে টাকা ঐ জুমিয়াদের হাতে, কৃষকদের হাতে টাকা যাবে। আপনার পকেটে আর যাবে

না। সেই জন্য আপনারা বলছেন কায়েমী স্বার্থ, তাহলে কৃষকরা কি কায়েমী স্বার্থ, জুমিয়ারা কি কায়েমী স্বার্থ ? কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সেই জন্য আমি বলেছি যে ট্রাইবেলের উন্নয়নের জন্য আমরা যে সমস্ত ব্যবস্থা করেছি, যে সমস্ত কিছুই আলাপ আলোচনা করলে, বিরোধী দল নেতা সেটা বলছেন কায়েমী স্বার্থ লক্ষ্যহীন। হ্যাঁ বাজেটের লক্ষ্য হচ্ছে অধিকাংশ টাকাগুলি গ্রামে নিয়ে যাওয়া। কৃষকদের হাতে দেওয়া, জুমিয়াদের হাতে দেওয়া, শিক্ষাখাতে ব্যবহার করা। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে আপনাদের মত না। এটা হতাশা হওয়ার কোন কারণ নেই। এই টাকাগুলি যদি গ্রামে ব্যয় করতে আপনাদের হাতে যদি একশ টাকা যায় তাহলে ভালো, মাছ মাংস কিনতে পারবেন। এই টাকাগুলি যদি কৃষকদের হাতে হাতে যায়, তাহলে তাদের উন্নতি হবে। কাজেই এই টাকাগুলি বড় বড় মহাজনের কাছে পৌঁছে না, নকুলবাবুর কাছে পৌঁছবে না, সুনীলবাবুর কাছে পৌঁছবে না, নৃপেনবাবুর কাছে তো পৌঁছবেই না। কাজেই এই বাজেটে হতাশার প্রশ্ন নয়, আশাবাদী এবং জনগণের উন্নতির জন্য বাজেট করা হয়েছে, জনগণের উন্নতির জন্য ডিমাণ্ড প্লেস করা হয়েছে। এবং যারা এর বিরোধিতা করেছেন কাট মোশান এনেছেন আমি অনুরোধ করবো তারা যাতে উইড্রো করে নেন। তা না হলে সেসেস্কুর যে ব্যবস্থা হয়েছে, আপনাদেরও তার অবস্থা হবে। আপনাদের জানের প্রতি আঘাত করে বলছি, আসুন আমরা সবাই মিলে এই বাজেটকে সমর্থন করি। গ্রামের মানুষের উন্নতি করি, কৃষকদের উন্নতি করি, শিক্ষার উন্নতি করি, ট্রাইবেলদের উন্নতি করি, শুধু কথায় কিছু হবে না। কাজেই আমি তাদের কাছে অনুরোধ রেখেই, তাদের শুভ বুদ্ধির কাছে আমার শেষ অনুরোধ রেখেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি, এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি। কাট মোশানকে অস্বীকার করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে আজকে দেখলাম যে, কৃষি দপ্তরে উপর যে সমস্ত আর্থিক সংস্থান চাওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে চার পাঁচটি কাট মোশান তারা এনেছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি সাধারণতঃ এই সমস্ত মোশানগুলিতে খুবই মনোযোগ দিয়ে থাকি, বিশেষ করে বিরোধীদের দিকে তাকিয়ে থাকি। যদি এই প্রশাসন আরো সুন্দরভাবে চালানোর জন্য আমাদের দোষ ত্রুটি, বিচ্যুতি উনাদের মুখ থেকে শুনব। আমাদের কাজ কিভাবে চলছে এবং আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে যদি-কোন ত্রুটি থাকে, আরো সংযোজনের দরকার থাকে, নতুনত্ব আরো তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়, এই আশায় এখানে বসে থাকি। আমি দেখলাম ঠিক সেই দিকে মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য মহোদয়রা সম্ভবত এই দায়িত্বটা উনারা নিতে

পারছেন না আমি মনে করি যে, আজকে যারা বিরোধী দলে আছেন তাদেরও নিজেদের সমীক্ষা, আত্ম-সমীক্ষা দরকার আছে। যে কেন তারা এই শাসক দল থেকে বিরোধী দলে গেলেন, কেন জনগণ তাদেরকে এই দিকে নিয়ে গেলেন, এটা সমীক্ষা করে এই বিধানসভায় তাদের ভূমিকা পালন করা উচিত। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, এই রাজ্যের কৃষকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, আমরা নাকি শুধুমাত্র বিশালগড়ের মত জায়গাতে অর্থাৎ যে-সব অঞ্চল প্রপারে আছে, সেই অঞ্চলে কৃষির জন্য কাজ করছি এবং আনরা ট্রাইবেল বা দুর্গম অঞ্চলে সেটা করতে চাই না। আমি ভাবলাম, হয়তো তিনি আরও বিভিন্ন জায়গার নাম বলবেন যেখানে আমরা কৃষির জন্য রানাবিধ কাজ করছি অথবা এমন সব জায়গার নাম বলবেন যেখাসে আমাদের কৃষির কাজ করার প্রয়োজন আছে। আর একজনও সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন আমি শুধু কঁকড়া ছড়ায় যাই সুটকি নিয়ে যাই, অন্যত্র যে দুর্গম অঞ্চল আছে সেই সব জায়গাতে যাই না। স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্গম অঞ্চল ভিন্ন কয়টা সমতল অঞ্চল বা প্রপার অঞ্চল আছে, আমার জানা নাই। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, ত্রিপুরা রাজ্যের সবটাই দুর্গম অঞ্চল। কাজেই এই দুর্গম অঞ্চল সম্পর্কে আমি আর কি বলব, আমরা যারা এখানে মন্ত্রী হয়ে এসেছি। আমরা সবাই দুর্গম অঞ্চল থেকেই এসেছি, বিশেষ করে দ্রাউবাবু যে গ্রাম থেকে এসেছেন, সেখানে তো এখনও জঙ্গল রয়েছে, আধুনিক সভ্যতার কোন আলোই সেখানে এখনও পৌঁছায় নি। কাজেই, আমরা যেসব দুর্গম অঞ্চল থেকে এসেছি, সেগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি সবসময় আছে। আর কাঁকড়া ছড়ার সুটকি নিয়ে যাই কেন. সেটা যদি জানতে চান, তাহলে আমাকে বলতে হয় যে আমি একবার সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানকার আমার ট্রাইবেল ভাই বোন যারা আছেন, তারা আমাকে বললেন যে আমরা কিন্তু ১০ বছর ধরে সুটকি কি জিনিষ সেটা খাওয়া তো দূরের কথা চোখেও দেখিনী। আর এ,ডি,সিও আমাদের এখন পর্যন্ত একটু সুটকিও দেয় নি। কাজেই, আপনি যদি আবার কখনও আমাদের এখানে আসেন, তাহলে আমাদের জন্য সুটকি নিয়ে আসবেন। তাছাড়া আমরা যারা পাহাড়ী, আমাদের সুটকি খাওয়ার একটা রেওয়াজ আছে. সেটা খেতে পেলে আমরা একটা আনন্দ অনুভব করি। এছাড়া বিগত ১০ বছরে সেই অঞ্চলে পাহাড়ীদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার একটা প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং সুটকি খেতে পেলে সেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপটা কিছু কমে যায়, এটা পাহাড়ীদের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা। কাজেই এই অবস্থায় আমি যখন সেই কাঁকড়াছড়াতে যাই তখন তাদের জন্য কিছু সুটকি নিয়ে যাই. এবং এই সুটকি খেয়ে তারা যে একটা স্বর্গ সুখ অনুভব করে, তা আমি এই গ্রাম প্রত্যক্ষ করলাম। আর, এই কৃষির ক্ষেত্রে আমাদের সে মূল লক্ষ্য সেটা হল এই রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলা এবং ৮ম পরিকল্পনার মধ্যে সেজন্য আমাদের আরও ২ লক্ষ মেট্রিক টন

খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। আমি, আরও জানাচ্ছি যে আমাদের কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে এবার একটা নতুনত্ব আছে, সেটা হল ভেজিটেব্যল কমপ্লেক্স তৈরী করা। যেমন এরই মধ্যে আমরা এই রাজ্যের ৪৫টি পকেটে এই ব্যবস্থা চালু করেছি এবং ১০টি পকেটকে এর আওতায় আনা হবে। আমাদের এই রাজ্যে ৪ ভাগের ১ ভাগ মাত্র সমতল. বাকীটা সবই পাহাড় বা টিলা ভুমি। এই টিলা ভুমিতেও চাষ করা যেতে পারে, কারণ, আমাদের এই রাজ্যে ৮০ থেকে ৯০ ইঞ্চির মত বৃষ্টিপাত হয়, অর্থাৎ প্রায় ২০০০ মিলি মিটার বৃষ্টি যেখানে হয় সেখানে অন্ততঃ রেইনি সীজনে আমরা যথেষ্ট পরিমানে চাষাবাদ করতে পারি। আর তারই জন্য আবার আমরা এখন একটা পরিকল্পনা নিয়েছি যাতে ১৪ লক্ষ টাকার মত ধার্য্য করা হয়েছে, এটা আমাদের এই রাজ্যের জন্য একটা নতুন পরিকল্পনা। দ্বিতীয়তঃ দেওয়ান ছড়াতে সেখানে খুব উঁচু থেকে ডাইর্ভাট করে পাইপ দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখানে কতকগুলি মলছম গ্রাম আছে তারা পানীয় জল হিসাবে পেয়ে গেছে। এরপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলছমদের জমি ছিল সেখানে তারা ইরিগেশনের সুযোগ নিয়ে গেছে। তাঁদেরকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আমি বড়মুড়ার এই রাস্তা দিয়ে পার হয়ে অমরপুর যেতাম উদয়পুর দিয়ে। তখন আমি দেখছি এই সময়টাতে শীতের সীজনে ড্রাই সীজনে কোন চাষ হতো না। ফাষ্ট' এই বার দেখলাম সবুজ হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা বীজ ধান কোথা থেকে পেলেন? কালো যে গভর্ণমেন্ট থেকে দিয়েছে। ভাল কথা। ভালভাবে চাষ করতে হবে। মোটামুটি জল পাওয়া গেছে। আমি খবর নিলাম কাকড়া ছড়ার মত জায়গায়, দেওয়ান ছড়ার মত জায়গায় মলছম বেলড. জুমিয়া কোট, রিয়াং কোট এলাকায় বা দূর অবস্থা জল। কালো যে মোটামুটি সোফ. সাপোর্টের দিকে এগিয়েছে, আত্ম বিশ্বাস ফিয়ে এসেছে। ফেলার ইরিগেশন গতবার আমরা একটা উদ্বোধন করেছি এবং এই বার তিনটা। মাননীয় স্পীকার স্যার, পূর্ব বাছাই বাড়ীতে আমি খবর নিলাম সেখানে একটা ফলোর ইরিগেশনের সম্ভাবনা আছে। আমি নিজে গেলাম। ঠিকই খুব সুন্দর। সেখানে জেলাপরিষদের চীফ একজিকিউটিভ মেম্বার শ্রীঅঘোর দেববর্মা, ওর বাড়ীটা দেখলাম। উনার বাবা ফুলকপি বাধাকপি ইত্যাদির বাগান করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনারা এ,ডি,সি, থেকে কি পাচ্ছেন? তিনি বললেন যে আমরা এ.ডি.সি, থেকে কিছুই পাই নি। তবে শুনেছি যে, তাদের মূল খরচের সিংহ ভাগই নাকি গাড়ীভাড়া, পেট্রোল খরচ, একজিকিউটিভ মেম্বারদের বেতন এবং স্ফূর্তি উৎসবে চলে যায়। আর টাকা থাকে না। মিঃ স্পীকার স্যার, গতবার ফিসারীকে আমরা এক কোটি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছি এই বার আমরা দিয়েছি দুই কোটি চার লক্ষ পাচাত্তর হাজার টাকা। দুটো টীলার মধ্যে যে লুঙ্গা থাকে সেখানে যদি বাঁধ দেওয়া হয় সেখানে মাছের চাষ হতে পারে। তাছাড়া ইরিগেশন যেটা হয়, যে ঝাল পড়ে সেটাও বন্ধ করা যায়। কেন এগুলি দেওয়া হয় না এ, ডি, সি, থেকে? উত্তরে বলে যে

আমাদের গাড়ী ভাড়া খরচ, পেট্রোল খরচ এবং ফুর্তিতে সব টাকা খরচ হয়ে যায়। আমরা এ,ডি,সি, থেকে আর কি আশা করব। মিঃ স্পীকার স্যার,মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা হচ্ছেন; বিরোধী দলের একজন বয়স্ক কর্মী এবং ট্রাইবেলের স্তম্ভও তাঁকে বলা যায়। তিনি এখানে বলেছেন, ফিসারীর মধ্যে আমরা যে কাছিম চাষের পবিকল্পনা নিচ্ছি তা আমার শ্বশুর বাড়ীতে নাকি হবে। এই বাজেটে এর জন্য আমরা ৩৭, ৪০,০০০ টাকা ধরেছি। এখনও পাশ হয়নি। আশা করছি, বিকেলের মধ্যে হয়ে যাবে তখন বলতে পারব, এটা আমার শ্বশুর বাড়ীতে হবে কিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমাদের চাষের জন্য ক্রপ প্যাটার্ণ পাল্টানো দরকার। কেন না, আমাদের কতগুলি চাষ আছে কম জলে হয়, কিছু বেশী জলে হয়। কাজেই, এই ক্রপ প্যাটার্ণ চেঞ্জ করার দবকার আছে। আমরা ক্ষমতায় এসে এদিকে নজর দিয়েছি। আগে এ দিকটি সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল। যেখানে সব্জী চাষ ভাল হবে সেখানে সব্জী চাষ, যেখানে ধান চাষ ভাল হবে সেখানে ধান চাষ করা হবে। ধান চাষের মধ্যে আবার যেটা কম সময়ে হবে সেটাই করা হবে। যাতে আমরা ৩টি চাষ করতে পারি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা শস্য বিন্যাসের উপর জোর দিয়েছি এর আগে তা ছিল না। মিঃ স্পীকার স্যার, ২য় কথা হচ্ছে, আমরা এখানে একটি নূতন আইটেম এড করেছি। যা বামফ্রন্ট কোন চিন্তা করতে পারেনি। আজকে কৃষকদের (সারা ভারতের) ত্রিপুরায় নিমন্ত্রণ করা এবং ত্রিপুরার কৃষকদের ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পাঠান হবে। এটার নাম জাতীয় উৎসব। স্যার, এটার উপর একটা কাট মোশান মাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয় এনেছেন। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই- ত্রিপুরার কৃষকদের কি অজানাকে জানার স্পৃহা নেই? আপনারা কি মনে করছেন, তাদের জানার দরকার নেই? কেন দরকার থাকবে না। মিঃ স্পীকার স্যার, মন্ত্রীরা দিল্লীতে মাসে কতবার যান? একবারও কি ভেবেছেন, দিল্লীর চাক চীক্কের কথা শুনে তাদের মনে সাধ জাগতে পারে দিল্লী দেখার, ভারতবর্ষ দেখার, সমুদ্র দেখার? স্যার, আমরা ২৬শে জানুয়ারী প্রচুর মহিলা সহ জাতি উপজাতি সবাইকে নিয়ে জাতীয় উৎসব করি। স্যার, তাদের নিজেদের সুযোগ নেই। তাদের আর্থিক অবস্থা এত ভাল নয় যে, তারা নিজেদের পয়সায় ঘুরতে পারবে। সবচেয়ে বেশী সুযোগ কর্মচারীদের। মন্ত্রী-এম-এল.এ দের তো কথাই নেই। আমরা কৃষকদের এইবার আরো বেশী করে নেব। মিঃ স্পীকার স্যার, এইবার আমাদের কৃষকদের আমরা উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে চাই। আর এই উন্নতি করতে হলে দরকার, ষ্টোর ফেসিলিটিসের। আমরা যে সারটা, বীজটা, ঔষধটা নিয়ে যাব সেটা রাখব কোথায়। ষ্টোর ফেসিলিটিজ কোথায়? গত ১০ বৎসরে উনাদের প্রত্যেকটি অফিস দালান হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ টাকার অট্টালিকা উনারা তৈরী করেছেন, কিন্তু একটা ভি, এল, ডাবলিউ, অফিসও উনারা পাকা করতে পারেননি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমরা সরকারী টাকা দিয়ে পার্টি অফিস করেছি, যে কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, সেটা উনাকে প্রমাণ করতে হবে। উনাকে হিসাব দিতে হবে, না হয় সেটাকে উনাকে উইথড্র করতে হবে। উনার এই বক্তব্য সঠিক নয়।

মিঃ স্পীকার : এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। পয়েন্ট অব অর্ডার সম্পর্কে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নিকট আমি আবেদন রাখছি যে, পয়েন্ট অব অর্ডার সম্পর্কে আপনারা একটা ওয়াকিবহাল হউন। সব ব্যাপারেই পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) : একটা ভি, এল, ডবলিউতে ষ্টোরেজ করা হলো না, অথচ উনাদের পার্টি অফিসগুলি বিল্ডিং হয়ে গেল। আপনারাই বলুন না আপনাদের পার্টি অফিসগুলি বিল্ডিং হয়েছে কিনা ? আগরতলার পার্টি অফিস বিল্ডিং হয়েছে কিনা ? আজকে আমি ভি, এল, ডাবলিউ দেবীপুরের ভি, এল, ডাবলিউর অবস্থা কি ? আপনারা আজ সমীক্ষা করুন, কেন আপনাদেরকে আজকে শাসক দল থেকে বিরোধী আসনে গিয়ে বসতে হয়েছে। আপনারা নিজেদেরকে ট্রাইবেল দরদী বলে জাহির করেন। এর আগেও আমি প্রশ্নোত্তরে বলেছি যে পাওয়ার টিলার হায়ারিং সেণ্টার তখন ১০০ টার উপরে ছিল এবং পাওয়ার টিলার ছিল ৩০০ মত। কিন্তু ট্রাইবেল এলাকাতে একটাও ছিল না। আমরা ক্ষমতায় এসে ৩৮টা করেছি। স্যার, একটা ভি, এল, ডাবলিউ, ষ্টোরেজ ট্রাইবেল এলাকাতে হয়নি। যেখানে নন-ট্রাইবেল এরিয়াতে আমাদের ডিপার্টমেন্টের পলিসী ছিল দুটো গাঁওসভা মিলে একটা হবে। কিন্তু আজকে নন-ট্রাইবেল এরিয়াতে দুটোর মধ্যে একটা নয়, প্রায় একটা পঞ্চায়েতে একটা হয়ে গিয়েছে। বিশালগড়, সোনামূড়া প্রভৃতি এলাকাতে একটা গাঁওসভাতে একটা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ট্রাইবেল এলাকাতে পাঁচটা গাঁওসভা মিলে একটাও হয়নি। এই হচ্ছে অবস্থা। আর গো-ডাউনের টাকা কোথায় গিয়েছে ? স্যার, ওঁরা বছরে ৫০০ মেঃ টঃ সিমেন্ট খরচ করতে পারেনি। আর আমরা ১০ হাজার মেঃ টঃ সিমেন্ট খরচ করেও কুলাতে পারছি না, এত কাজ। কাজেই, এগুলি শুনতে আপনাদের ভাল লাগবে না, দেখতে ভাল লাগবে না। কৃষকদের স্বার্থে আমরা কাজ করবই। স্যার, আমি আরও সংক্ষেপ করছি। আমরা যাতে পর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে পারি তার জন্য পটেটো সীড ফার্ম, বেনানা সীড ফার্ম, বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছি। কটন ফার্ম বামাপুরে হতে যাচ্ছে। প্যাড়ি সীড ফার্ম ত্রিপুরা রাজ্যে আরও হবে।

কোল্ড স্টোরেজ আরও হবে এবং ট্রাইবেল এলাকাতে হবে। শুধু ধান, পাট বা গম নয় ব্যাঙের ছাতা ট্রাইবেলদের প্রিয় খাদ্য. এগুলির উপরেও আমরা রিসার্চ শুরু করেছি। এ সমস্ত খাদ্য যাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করা যায় এর জন্য আমাদের স্কীম আছে। শস্য বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে

আমাদের বিরাট সাফল্য এবং আরও আমরা করতে যাচ্ছি টিলাতে, সমতলে সব জায়গায়। তারপর আমরা পেঁয়াজ করব। আলুর বীজের ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন এখানে পটেটো সীড বলে যেটার জন্য দেবীলাল নিজে আপনাদের বিরোধিতা সত্বও ১ কোটি টাকা তাকে স্যাংশ্যান করতে হয়েছে মাত্র এক বছরের জন্য। এই ট্রু পটেটো সীড উৎপাদন সেটা যদি আমরা বাড়াতে পারি স্কীম নিতে পারি যেটা আমরা নিয়েছি তাহলে পর এটার বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। কারণ. এখানে এক কানি জমিতে আলু ফসল করার জন্য প্রায় ৬ থেকে ৭ মন আলু আনতে হয় এবং সবটাই বাইরে থেকে আনতে হয় বর্ধমান থেকে আনতে হয়, শিলং থেকে আনতে হয়, তাইওয়ান থেকে আনতে হয় ইত্যাদি জায়গা থেকে আনতে হয় এবং তাতে কেরিং কষ্ট পড়ে বেশী, পচে যায় নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই যে ট্রু পটেটো সীড এটা শস্যের বীজের মত মাননীয় সদস্য নকুলবাবুকে আমি অনুরোধ করব যে মাঝে মাঝে একবার নাগিছড়াতে গিয়ে দেখুন কৃষকদের কথা যদি কিছু বলতে চান, যদি কিছু খবর রাখতে চান তাহলে নাগিছড়াতে গিয়ে রাখতে পারেন। এই সীডের কোন পরিবহন খরচ নেই, নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এই জন্যই বলছি কৃষকদের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আসবে এবং তাদের মধ্যে একটা বিরাট আশা উদ্দীপনার জোয়ার আসছে। কৃষক বলতে শুধু বাঙ্গালী কৃষক নয় ট্রাইবেল কৃষকদেরও সমানভাবে হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের প্রশাসন দুই সমাজকেইআমরা হাতে ধরে টেনে তুলেছি। এতএব এই সরকারের কৃষি খাতের ব্যয় বরাদ্দ এবং মৎস্য চাষের ব্যয় বরাদ্দ এইগুলির উপর বিরোধিতা করা আপনাদের সাজে না, কারোর করা সাছে না। তাই আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করছি এখনও সময় আছে আপনারা এই কাট মোশান-গুলিকে তুলে নিয়ে এই ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করবেন এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমার দপ্তরের বিভিন্ন ডিমাণ্ডগুলি এবং আমার সহকর্মীদের দপ্তরের বিভিন্ন ডিমাণ্ড যেগুলি আজকে এই সভায় উৎথাপিত হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন করার জন্য আবেদন রেখে এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যদের যে কাট মোশান এসেছে সেগুলিকে তুলে নেবার জন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য রাখছি। আমি খুব সংক্ষেপে বলব। মাননীয় সদস্য নকুবাবু এখানে একদিকে বলছেন কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আবার আর একদিকে বলছেন মিথ্যা মামলা তাহলে উনি কোনটা গ্রহণ করবেন ? যে সমস্ত মামলার তথ্য আমি হাউসে দিয়েছি সবগুলিই সত্যি কোন কিছু চাপিয়ে রাখিনি। গ্রেপ্তার হয়েছে কিছু, কিছু গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। কেন সম্ভব হয়নি সেটার জবাব উনারা দেবেন কারণ উনাদের সেই সমস্ত

রত্নরা এই সমস্ত কাজ করে কোথায় চলে যান কেউ বাংলাদেশে থাকেন, কেউ পশ্চিমবঙ্গে থাকেন কি করে এরেস্ট করা যাবে ? সেজন্য এরেস্ট করা যাচ্ছে না। আমি ওনাদেরকে অনুরোধ করব যে ওনাদের রত্নগুলিকে পুলিশের কাছে না দেয় তাতে কোন ক্ষতি নাই কিন্তু কোর্টে যেন তাদেরকে জমা দেন যাতে এখানে আইনের শাসন চলে। মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র সরকার কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, কে গুণ্ডা বলতে শুরু করেছেন কিন্তু আমরা জানি উনার বিরুদ্ধে মার্ডার কেইস আছে। নৃপেনবাবুর সময়ে ওনার কেইসের চার্জ-শীট হয়েছে। আর উনি বলছেন কংগ্রেসী গুণ্ডা। স্যার, আমি ওনাকে ৭৮-৭৯ সালের অতীতটা একটু খুঁজতে বলছি। উনিই ত সেদিন রামদা নিয়ে কপালে সিঁদুর দিয়ে নৃপেনবাবুকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আর রসিরামবাবু মান্দাইর একজন বিশ্ব বিখ্যাত নায়ক। এই দেশের ইতিহাসে বা ভারতের রক্তাক্ত ইতিহাসে এমন নাই যেটা উনি করেছেন। ওনারা ওনাদের শিক্ষককে খুন করেছেন। মাননীয় সদস্য বাদলবাবু রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলছেন। তিনিও ত ১৯৭৮ সালের মার্ডার কেইসের আসামী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, উনি আমাকে মার্ডার কেইসের আসামী বলেছেন। যদি আমার বিরুদ্ধে এই ধরণের কোন কেইস আছে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি সদস্য পদ থেকে রিজাইন করব, আর যদি না করতে পারে তাহলে ওনাকে রিজাইন করতে হবে। স্যার, এটা এক্সপাঞ্জ করতে হবে।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :—প্রসিডিউর অনুসারে মান্য হবে। আন-পার্লামেণ্টারি হলে বাদ যাবে।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :—আমি আগেও বলেছি যে যদি কেউ মিথ্যা ভাষণ দেন তাহলে নোটিশ দিয়ে ব্রিচ অব প্রিভিলাইজ আনতে পারেন।

গণ্ডগোল

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—সুতরাং এই রাজ্যে যখন শান্তি ফিরে এসেছে, সুস্থিতি ফিরে এসেছে, এটাই তাদের সহ্য হচ্ছে না। তাই পুলিশকে ডিমরেলাজইড্ করার জন্য, প্রশাসনকে ডিমোরেলাইজড করার জন্য এইটা তারা করছে।

গণ্ডগোল

শ্রীবাদল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আমরা এই সভার সদস্য এবং উনি এই সভার নেতা। তিনি এই সভার একজন সদস্য সম্পর্কে যা খুশী তাই বলবেন এটা হতে পারেনা। এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রমাণ করতে পারবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—আপনারা পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর জানেন না। আপনারা এই সম্পর্কে আগে নোটিশ দিন।

গণ্ডগোল

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আজকে আমরা দেখতে পাই এই-যে এখানে যাতে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা যায় তারা উস্কানী দিচ্ছেন ? উনারা অস্ত্র হাতে নেবার উস্কানী দিচ্ছেন, খুন করার উস্কানী দিচ্ছেন। আমি তাদের কাছে আবেদন রাখব যে, এই রাজ্যের শান্তি শৃংখলা যদি থাকে তবে সেটা শুধু কংগ্রেসের জন্য নয়, শুধু উপজাতি যুব সমিতির জন্য নয়, সেটা আপনাদেরও প্রয়োজন। সুতরাং আপনারা সহযোগিতা করুন—উস্কানী দেবেন না, এই রাজ্যের শান্তি শৃংখলা রক্ষা করতে আমরা বদ্ধ পরিকর। এই বলে আমি আমার সমস্ত ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং তার উপর বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে আমি তাদের সে সব কাট মোশানগুলি প্রত্যাহার করে নেবার জন্য অনুরোধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ১৯৯০-৯১ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশান) উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৯০-৯১ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান) ভোটে দেব। তারপর মূল্য ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি করে ভোটে দেব।

Mr- SPEAKER :—Now I am putting the Cut Motions on Demand No. 2 to votes. There are two Cut Motion on the Demand.

1. Now the question before the House is the Cut Motions moved by Honourable Member Shri Matilal Sarkar on Demand No. 2, Major Head-2015.

"That' the amount of the Demnad be reduced to Rs, 1/- torepresent disapproval of the policy underlying the demand viz :-
Failure to stop extravagance."

(The Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. SPEAKER :—Now the question before the Houes is the Cut Motion moved by Honourable Member Shri Keshab Majumder. and Shri Sunil Kumar Choudhury on Demand No. 2, Major Head 2015.

"That the amount of the Demand by reduced bs Rs. 100/- to ventifate the specific griovance that : --Failure to control wasteful expenditure."

(The Motion was put to Voice Vote and Lost)

Mr. SPEAKER :—Now I am putting the Demand No. 2. to vote.
The question before the House is the Demand No. 2 moved by the Honourable Chief Minister who is also the member in-charge of the Council Affairs Department—that a sum not exceeding Rs. 94,23,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 33,79,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation Vote on Account Bill 1990, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st, March, 1991 in respect of Demand No. 2 under the following Major Heads :—

2014—Council of Ministers. Rs. 94,23,000/-.

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

Mr. SPEAKER :—Now the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 7. Major Head-2070, moved by the Honourable Members Shri Keshab Majumder, and Shri Sunil Kumar Choudhury.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—Failure to control misuse of public money.

(The Motion was put to Voice Vote and lost)

Mr. SPEAKER :—Now I am putting the Demand No. 7 to vote. The question before the House is the Demand No. 7 moved by the Honourable Chief Minister who is also Ministers-incharge-of the Administrative Services Department that a sum not exceeding Rs. 21,66,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedu!e to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st, March, 1991 in respect of Demand No. 7 under the following Major Head 2070- Other Administrative Services. 21,66.000/-

(The Demand was put to Voice Vote and Passed)

Mr. SPEAKER :—Now, Demand for Grant No. 7. There is one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote, first, and then the main motion.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'blc members Sarvasree Keshab Majumdar & Sunil Kr. Chowdhury that "the amount of the demand under Major head 2070 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that 'Failure to control misuse of public money,"

(The Motion was put to Voice Vote and Lost)

Now, the question before the House is themotion moved by the Hon'ble Chief Minister.that "a sum not exceeding Rs. 21,66,000/- Ienclusivc of the

sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990/. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1991, in respect of Demand No. 7 under the following Major head :—2070- Other Administrative Services. Rs. 21.66.000/-,"

(The Demand was put to Voice Vote and passed).

Next, Demand for Grant No. 11. There are as many as 4 (four) cut motions on this demand. So, I am putting the cut motion to vote one by one, first, and then the main motion.

I) Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble members Sarvasree Jitendra Sarkar. Keshab Majumdar and Matilal Sarker that the amount of the demand under Major head 2055 be reduced to Re.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "As the Police are used as an instrument of repression,"

(The Motion was put to Voice Vote and lost).

II) Next, question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Sunil Kr. Chowdhury that the amount of the demand under Major Head 2055 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় ও নারী নির্যাতনে পুলিশের ব্যবহার সম্পর্কে,"

(The Motion was put to Voice Vote and lost)

III) Next, question before the House is the eut motion moved by Hon'ble member Shri Matilal Sarkar that the amount of the demand under Major head-2055 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy

underlying the demand viz. থানা লক-আপে নির্য্যাতনের ঘটনাবলী অব্যাহত রাখা সম্পর্কে,"

(The Motion was put to Voice Vote and lost)

iv) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Matilal Sarkar that the amount of the demand under Major head 2055 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. "পুলিশকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা সম্পর্কে,"

(The Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that :'a sum not exceeding Rs. 45,35,42,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 11 under the following Major heads :—

2055—Poliee	Rs. 34.66,11:000/-
2070—Other Administrative Services (Fire Services)	Rs. 2.37,83,000/-
2070—Other Administrative Services (Civil Defence)	Rs. 16,50,000/-
2070—Other Administrative Services (Home Guard)	Rs. 5,75,43.000/-
3275—Other Communication Services (Wireless Planning & Coordination)	Rs. 2,75,55,000/-

(The Demand put to voice vote and Passed)

Next, Demand for Grant No. 13. There are a many as 5 (five) cut motions on this demand, So, I am putting the cut motions to vote one after another, first. and then the main motion.

i) Now, the question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Sarvasree Matilal Sarkar and Sukumar Barma that the amount of

the demand under Major head—2425 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. 'সমবায় সমিতিগুলিতে নির্বাচিত কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে দলীয় লোকদের নিয়ে মনোনীত কমিটির হাতে অর্পন এবং ল্যাম্পস, প্যাক্স ইত্যাদিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে সরকারী নীতি গ্রহণ না করা সম্পর্কে"

(The Motion was put to voice vote and lost)

ii) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Keshab Majumder that the amount of the demand under Major head—2425 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that 'Failure to extent financial assistance to the Rural Co-operative Societies."

(The Motion was put to voice vote and lost).

iii) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Sunil Kr. Chowdhury that the amount of the demand under Major head-2425 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that গ্রামীণ সমবায় সমিতিতে অব্যবস্থা সম্পর্কে".

(The Motion was put to voice vote and lost)

iv) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Makhanlal Chakraborty that the amount of the demand under Major head-2425 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that 'গয়াপ্রসাদপুর প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচিত বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে মনোনীত কমিটি দিয়ে সমিতির পরিচালনা করা সম্পর্কে'

(The Motion was put to voice vote and lost.)

v) The question before the House is the cut Motion moved by Hon'ble member Shri Sukumar Barma that the amount of the demand under Major head-2425 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific

grievance that 'মেলাঘর রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু ফিসারম্যান সমবায় সমিতি লিঃ এর পরিচালক মণ্ডলির নির্বাচন করা সম্পর্কে',

(The Motion was put to voice vote and lost)

New, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 8,75,86,000/- inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1090/ be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March 1991 In respect of Demand No. 13 under the following Major heads :—

2425 Cooperation	Rs. 5,12,86,000/-
4425—Capital Outlay on Cooperation	Rs. 2,27,00,000/-
6425—Loans for Co-operation	Rs. 1,36.00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 25, There is no cut motion on this demand, So, I am putting the main moti n to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 33,28,000/ inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1990/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 25 under the following Major heads—

2070—Other Administrative Services	Rs. 10,000/-
2235—Social Security & Welfare	Rs 30,26,000/-
2252—Other Social & Community Services	Rs. 2.92,000/-

(Thr Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 9, There are 3 cut motions on this demand I am putting the cut motions to vote, first, and then the main motion.

i) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Sarvasree Keshab Majumdar and Sunil kumar Chowdhury that the amount of the demand under Major head— 2052 be reduced by Rs.100/- to ventilate the specific grievance that 'Failure to control wasteful expenditure",

(The Motion was put to voice vote and lost.)

ii) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Sarvasree Keshab Majumdar and Sunil kr. Chowdhury that the amount of the demand under Major head – 3451 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that "Failure to elominate wasteful expenditure,"

(The Motion was put to voice vote and lost)

iii) The question before the House is the cut motion moved by Ho'ble member Shri Matilal Sarkar that the amount of the demand under Major head—2052 be reduced to Rs.1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz "Failure to control extravagance in the expenditure of Chief Minister's Secretariat and also failure to minimise the exceeding use of motor vehicles,'

(The Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that "a sum not exceeding Rs. 4,47,14,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropratiion

(vote on Account) bill, 1990/be granted to defray the charges which will come in course of payment during year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No.9 under the following Major heads :—

2052—Secretariat General Services	Rs.	3,87,01,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs.	53,06,000/-
3451—Secretariat Economic Service	Rs.	7,07,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 32. There is no cut motion on this Demand. I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 8,12,46,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1990/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March 1991 in respect of Demand No. 32 under the following Major heads :—

2230—Labour & Employment	Rs.	48,25,000/-
2407—Plantation	Rs.	70,00,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	12,50,000/-
2851—Village & Small Industries	Rs.	4,70,96,000/
2875—Industries	Rs.	2,10,75,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 33. There is no cut motion on this Demand. So, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 79,44,000/- inclusive of the

sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1990/, be granted to defray the charge which will come in course of payment during the yeary ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 33 under the following Major heads :—

4216—Capital Outlay on Housing Rs. 3,44,000/-
5465—Investment in General Financial & Trading Institution Rs 76,00,00/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 34, There is no cut motion on this demand, So, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 7,36, 000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1990/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 34 under the following Major heads—

4860—Capital Outlay on Consumers Industries Rs. 20,00,000/-
4885—Capital Outlay on Industry & Minerals Rs. 7,04,00.000/
6851—Loans for village & Small Industries Rs. 12,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next Demand for Grant No. 40, There is also no cut motion on this demand. So, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs 54,55,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1990/-, be granted to defray the charges which will come

in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 40 under the following Major heads :—

2515—Other Rural Development Programme Rs. 54,55,000/-,

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 45. There is also no cut motion on this demand, Therefore, I am putting the main motion to vote. The question before, the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 26,18,70,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1990/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31 March, 1991 in respect of Demand No, 45 under the following Major heads :—

2047—Other Fiscal Services	Rs.	15,56,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs.	15.17,00,0000/-
2071.. Pension on Benefits	Rs.	10,72,64,000/-
2075 Msic. General Services	Rs.	13,50,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No 46, There is no cut motion on this demand, Therefore, I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 1,24,75,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1990/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 46 under the following Major heads ;—

5465—Investment in General Financial and Trading Institution	Rs.	3,75,000/-
7610—Loans to Govt. servants etc.	Rs.	121,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 52, There is also no cut motion on this demand. So, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 5,21,07,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, No. 1990/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of demand No. 52 under the following Major heads —

2552—North Estern Areas	Rs.	6.25,000/-
2851—Villages & Small Industries	Rs.	4,48.48,000/-
4425—Capital Outlay on Cooperation	Rs.	28,00,000/-
5465—Investment in General Financial & Trading Institution	Rs.	37,00,000/-
6851—Loans for Village & Small Industries	Rs.	1,34,000/-,"

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 35. There are as many as 6 (six) cut motions on this demand. So, I am putting the cut motions to vote one by one, first. and then the main motion.

i) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Makhanlal Chakraborty that the amount of the demand under Major head—2401 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the

policy underlying the demand viz 'কৃষি কার্মে অবৈধ ছাঁটাই সম্পর্কে'

(The Demand was put to Voice Vote and lost).

ii) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Makhanlal Chakraborty that the amount of the demand under Major head—2401 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. 'কৃষক ট্রেনিং এর নামে নিছক দলবাজী করা সম্পর্কে',

(The Motion was put to Voice Vote and Lost)

iii) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Makhanlal Chakraborty that the amount of the demand under Major head—2401 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy undrlying the demand viz. 'সময় মত সার, ঔষধ ইত্যাদি না দেওয়ার নীতি সম্পর্কে'

(The Motion was put to Voice Vote and Lost)

iv) The question before the House is the cut mntion moved by Hon'ble member Shri Makhanlal Chakraborty that the amount of the demand under Major head—2401 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz, ' প্রয়োজনীয় বীজ যথাসময়ে সরবরাহ না করা সম্পকে',

(The Motion was put to Voice Vote and lost)

v) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Jitendra Sarker that the amount of the demand under Major head—2435 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. 'কৃষক জনগণ, সর্বসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে তেলিয়ামুড়া বাজার উন্নয়নের ব্যর্থতা সম্পকে'

(The Motion was put to Voice Vote and Lost)

vi) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Jitendra Sarkar that the amount of the demand under Major head—2245 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the grievance that 'Failure to coutrol wasteful expenditure,' was put to voice vote and lost.

(The Motion was put to Voice Vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture etc. Department that a sum not exceeding Rs. 29,80,66,000/-/inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1990/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect to Demand No. 35 under the following Major heads :—

2401—Crop. Husbandry	Rs. 18,93,66,000/-
2408—Food, Storage & Ware Housing	Rs. 1,80,00,000/-
2415—Agri. Research & Training	Rs. 30,00,000/-
2435—Other Agr. Programme	Rs. 1.90,00,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs. 62,00,000-/
4401—Capital Outlay on Crop Husbandry	Rs. 6,25,00,000/-,"

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Next, Demand for Grant No. 49. There is no cut motion on this demand. So, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture etc. Department that 'a sum not exceeding Rs, 11,75,91,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990/, be granted

to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 49 under the following Major heads :—

2401—Crop Husbandry	Rs. 5.57,03,000/-
2402—Soil & Water Conservation	4.57,98,000/-
2435—Other Agri. Programme	20,00,000/-
2552—North Eastern Areas	90,90,000/-
4401—Capital Outlay on Crop Husbandry	50,00,000/-,"

(The Demand was put to vo'ce vote and Passed)

Next, Demand for Grant No. 30. There is also not cut motion on this demand. Therefore, I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture etc. Department that .a sum not exceeding Rs. 7,67,10,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 30 under the following Major heads :—

2450—Eisheries	Rs. 6,96,70,000/-,
2405—Fisheries	Rs. 6,96,70,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs. 70,40.000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 26. There is one cut motion on this demand. So, I am putting the cut motion to vote first, and then the main motion.

i) The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Dinesh Deb Barma that the amount of the demand under

Major head—2225 be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that 'Failure to stop wasteful expenditure".

(The Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Forest, Tribal Welfare & Welfare of Scheduled Castes etc. Department that "a sum not exceeding Rs. 39,88,28,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 26 under the following Major heads :—

2225—Welfare of Sch. Castes & Sch. Tribes and other Backward Class	Rs. 33,62,92,000/-
2236—Nutrition	2,32,36,000/-
3604—Compensation & Assignments	3,93,00,000/-,"

(The Demand was put to voice vote and passed).

Next, Demand for Grant No. 37. There is also one cut motion on this demand. I am putting the cut motion to vote, first, and then the main motion.

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Jitendra Sarkar that the amount of the demand under Major head—2406 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz. ত্রিপুরা রাজ্যের বনজ সম্পদ ধ্বংস করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা সম্পর্কে',

(The Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble

Minister-in-charge of the Forest, Welfare of Sch. Tribes & Welfare Sch. Castes etc. Departments that "a sum not exceeding Rs. 17,10.75,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March. 1991 in respect of Demand No. 37 under the following Major heads :—

2402—Soil & Water Conservation	Rs. 2,75.27,000/-
2496—Forestry & Wild Life	13,71,73,000/-
2552—North Eastern Areas	13,75,000/-
5465—Investment in General Financial & Trading Institution	50,00,000/-,"

(The Demand was put to Voice Vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 47. There is no cut motion on this demand. Therefore, I am putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest, Welfare of Sch. Tribes & Sch. Castes etc. Department that 'a sum exceeding Rs, 1,67,00,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 47 under the following Major heads : —

3425—Other Research	Rs. 87,00,000/-
4810—Capital Outlay on Non-Conventional Energy	Rs. 80,00,000/-,'

(The Demand was put to voice vote and Passed)

Next, Demand for Grant No. 36. There is one cut motion on this

demand. I am putting the cut motion to vote, first, and then the main motion."

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble Member Shri Khagendar. Jamatia that the amount of the demand under Major head —2404 be reduced by Rs.100/- to ventilate the specific grievance that 'Failure to control wasteful expenditure".

(The Motion was put to voice vote and lost)

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry & Flood Control etc. Department that "a sum not exceeding Rs. 8,40,81,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1990/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 36 under the following Major heads :—

2403—Animal Husbandry	Rs. 7,49,56,000/-
2404—Dairy Development	Rs. 89,00,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs. 2,25,000/-"

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next Demand for Grant No. 28, There is no cut motion on this demand, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charges of the Food & Industries etc. Department that 'a sum not exceeding Rs. 59. 97,04,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill,1990/-, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 28

under the following Major heads—

2408—Food Storage & Ware-housing	Rs. 2,20,13,000/-,
3456—Civil Supplies	80,41,000/-
4408—Capital Outlay on Food Storage and Ware-housing	Rs. 56,96,50,000/-,

(The Demand was put to voice vote and passed)

Next, Demand for Grant No. 27. There is also no cut motion on this demand, So. 1 am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Welfare of Scheduled Tribes & Castes etc. Department that 'a sum not exceeding Rs 5,33,45,000/- inclusive of the sum specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1990/, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1991 in respect of Demand No. 27 under the following Major heads .—

2225—Welfare of Sch. Castes, Tribes and other backward classes	Rs. 5,33,45,000/

(The Demand was put to voice vote and passed)

The House is adjourned till 11 A. M. of to-morrow, Friday, the 30th March, 1990.

— 0 —

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No.—53.

Name of the M. L. A,—Sri Dipak Nag

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be Pleased to state

QUESTION ।

১। বর্ত্তমানে রাজ্যের গো প্রজনন কেন্দ্রের সংখ্যা কত, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। প্রতিটি গো-প্রজনন কেন্দ্র থেকে গো খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আছে কিনা ?

ANSWER MINISTER OF STATE SHRI BILLAL MIA

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে মোট গো-প্রজনন কেন্দ্রের সংখ্যা ১১২টি। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

জিলা	বিভাগ ভিত্তিক হিসাব
১) পশ্চিম ত্রিপুরা	ক) সদর—৩০টি
	খ) খোয়াই—৮টি
	গ) সোনামুড়া—১০টি
	মোট—৪৮টি
২) দক্ষিণ ত্রিপুরা	ক) উদয়পুর—১২টি
	খ) অমরপুর—৩টি
	গ) বিলোনীয়া—১৩টি
	ঘ) সাব্রুম—৪টি
	মোট—৩২টি
৩) উত্তর ত্রিপুরা	ক) কৈলাশহর—১১টি
	খ) ধর্মনগর— ১৪টি
	গ) কমলপুর— ৭টি
	মোট— ৩২টি

২। বর্ত্তমানে প্রতিটি গো-প্রজনন কেন্দ্র থেকে গো-খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা নাই।

Admitted Starred Question No—56.

Name of the M. L. A : Sri Dipak Nag

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be Pleased to state

QUESTION :

১। সারা ত্রিপুরায় বর্তমানে কতটি পোলট্রি ফার্ম আছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৮৯ ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৯০ ইং ৩১ জানুয়ারী পর্য্যন্ত ঐ ফার্মগুলিতে কি পরিমান ডিম প্রোডাক্‌শন হয়েছে। (পোলট্রি ফার্ম ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER : MINISTER OF STATE SHRI BILLAL MIA

১। সারা ত্রিপুরায় ৩ (তিন টি পোলট্রি ফার্ম আছে। তন্মধ্যে ১(এক)টি ষ্টেট ফার্ম ও ২ (দুই টি জিলা পোলট্রি ফার্ম।

ব্লক ভিত্তিক অবস্থিতির হিসাব নিম্নরূপ :-

ক) ষ্টেট পোলট্রি ফার্ম—গান্ধীগ্রাম (মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত)

খ) জিলা পোলট্রি ফার্ম—(উদয়পুর মাতাবাড়ী অন্তর্গত)

গ) জিলা পোলট্রি ফার্ম পানিসাগর (পানিসাগর ব্লক অন্তর্গত)

২। ১৯৮৯ ইং ১লা জানুয়ারী, হইতে ১৯৯০ ইং এবং ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত ঐ ফার্মগুলিতে মোট ৪,৭৬.৪২১টি ডিম উৎপাদিত হইয়াছে।

পোলট্রি ফার্ম ভিত্তিক ডিম উৎপাদনের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) স্টেট পোলট্রিফার্ম গান্ধীগ্রাম ৩,১২,৩১৭,টি

খ) জিলা পোলট্রি ফ্রার্ম, উদয়পুর—৬৩,০৭৭,টি

গ) জিলা পোলট্রি ফার্ম, পানিসাগর—৮১,০২৭টি

মোট—৪,৭৬,৪২১টি

Admitted Starred Question No.—86
Name of Member :—Shri Bidhu Bhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister in-charge for Agriculture be pleased to state :—

১। পাবিয়াছড়া এলাকায় এগ্রিকালচার রেগুলেটেড মার্কেট নির্মাণ করার জন্য বাজেটের টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কাজ না হবার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia)

প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহনে কিছু বিলম্বের জন্য কাজ আরম্ভ করা যায় নি।

Admitted Starred Question No. 114.

Name of the M.L.A. :—Shri Dhirendra Debnath.

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state ;—

QUESTION :

১। সিধাই থানার অন্তর্গত নোয়াগাঁও সভায় একটি পশু হাসপাতাল স্থাপনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে তবে বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে তাহা হবে কিনা এবং

৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

ANSWER :—MINISTER OF STATE SHRI BILLAL MIA.

১। সিধাই থানার অন্তর্গত নোয়াগাঁও সভায় পশু হাসপাতাল স্থাপনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। সিধাই থানার অন্তর্গত নোয়াগাঁও সভার প্রায় ৩ কিঃ মিঃ এর মধ্যে মোহনপুর ভেটেনারী ডিস্পেনসারী অবস্থিত এবং ঐ গাঁও সভার প্রায় ৩ কিঃ মিঃ এর মধ্যে বড়কাঁঠাল ভেটেনারী ফার্ষ্ট এইড্ সেণ্টারটিও অবস্থিত। তাই নোয়াগাঁও-এ নূতন কোনও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিবেচনা করা হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 117.

Name of Member : Shri Dhirendra Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। সিধাই থানার অন্তর্গত কলাগাছিয়া বাজারে শেড্ তৈরীর কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি.

২। যদি থেকে থাকে তবে কবে পর্যান্ত আসা করা যায়,

৩। যদি না করা হয় তবে তার কারণ কি ?

A N S W E R

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia)

উত্তর :—

১। হ্যাঁ, আছে।

২। নির্মানের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। আগামী ১৯৯০-৯১ সনে কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 132.

Name of the M.L.A. :—Shri Dhirendra Debnath.

Will the Minister-in-charge of Animal Husbandry Department be pleased to State.

Question :

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কতটি পশু হাসপাতাল আছে,

২। বর্তমান আর্থিক বর্ষে মোহনপুরব্লকের অন্তর্গত দিগালিয়া বাজারে পশু হাসপাতাল স্থাপনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা,

৩। যদি থেকে থাকে তবে কবে তাহা স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER —MINISTER OF STATE SHRI BILLAL MIA

১। ত্রিপুরা রাজ্য বর্তমানে ৯ (নয়)টি পশু হাসপাতাল আছে।

২। বর্তমান আর্থিক বর্ষে মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত দিঘালিয়াতে একটি প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৩। অনুমোদন পাওয়ার পর কেন্দ্রটি খোলার তারিখ ধার্য্য হইবে।

Admitted Starred Question No.— .93.

Name of Member—Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর জে, সি, আই-এর মাধ্যমে রাজ্য সরকার ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯-৯০ অর্থবর্ষে কি পরিমান পাট ক্রয় করেছেন (দুই অর্থ বর্ষের পৃথক হিসাব)

২। জে, সি, আই, ছাড়া আর কি কি সংস্থার মাধ্যমে রাজ্য সরকার উপরোক্ত সময়ে পাট ক্রয় করেছেন এবং এর পরিমাণ কত,

৩। প্রকৃত পাট উৎপাদকের কাছ থেকে পাট ক্রয়ের প্রয়োজনে উৎপাদকগণকে 'জুট-কার্ড' দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি না,

৪। না থাকলে তার কারন কি ?

ANSWER

Minister-in-Charge of Agriculture (Sri Negendra Jamatia)

১। রাজ্য সরকার কর্তৃক সরাসরি বা কোন সংস্থার মাধ্যমে পাট ক্রয় করা হয় না,

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না,

৩। আছে.

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 203.

Name of Member : Shri Diba Chandra Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be Pleased to state

প্রশ্ন ১। ইহা কি সত্য যে বীরচন্দ্রমনুর খুনের ঘটনার তদন্তে রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত আলী কমিশনের রিপোর্ট রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর হ্যাঁ।

প্রশ্ন ২। সত্য হলে ঐ রিপোর্ট সরকার প্রকাশ করবেন কি ?

উত্তর উপযুক্ত সময়ে সরকার পরীক্ষা নিরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন

প্রশ্ন ৩। রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহন করছেন কি ?

উত্তর ২য় প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 271

Name of Member :- Shri Brajamohan Jamatia.

১নং অংশ :— বিলোনীয়া মহকুমার একিনপুরে হর্টিকালচার ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশন এর কোন ফলের বাগান আছে কি ?

২নং অংশ :— যদি থাকে তাহা হইলে কতটুকু এলাকা নিয়ে বাগানটি গড়ে উঠেছে।

৩নং অংশ :— বর্তমানে কত শ্রমিক সেখানে কর্মরত আছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia)

১নং অংশ :— না

২নং অংশ :— প্রশ্ন উঠে না।

৩নং অংশ :— প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—289

Name of Member :—Shri Brajamohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Election Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১। স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

১। জেলা পরিষদের ভোটার লিষ্ট তৈরীর কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে রাজ্য সরকার আশা করেছেন ?

উত্তর : —

১। স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

২। জেলা পরিষদের ভোটার লিষ্ট তৈরীর কাজ উপযুক্ত সময়ে করা হইবে।

Admitted Starred Question No, 305.

Name of Member :—Shri Subodh Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge for Agriculture be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগরের গঙ্গানগরে এগ্রিঃ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে ?

২। সত্য হইলে অফিস কবে পর্য্যন্ত স্থাপন করা হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

ANSWER

Minister-in-charge of Agriculture (Shri Nagendra Jamatia)

উত্তর :—

১। হ্যাঁ, প্রস্তাব ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে অফিসটি গঙ্গানগরের এবং পরিবর্তে ধর্মনগরে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহনের

২। প্রশাসনিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Starred Question No.—29.

Name of Member Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। গত ১লা নভেম্বর ১৯৮৯ থেকে ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৯ পর্য্যন্ত রাজ্যের কোন থানায় কয়টি অভিযোগ লিপিবদ্ধ হয়েছে,

২। সেই সকাল অভিযোগের মধ্যে Social Cognijable Offence কোন থানা ঃ কয়টি ছিল.

৩। কোন থানায় কয়টি অপরাধীর অভিযোগ কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura..

১নং, ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল :—

থানার মান	থানার লিপিবদ্ধ মোট অভিযোগের সংখ্যা	থানায় লিপিবদ্ধ মোট অভিযোগের মধ্যে police cognizable offence এ অভিযোগের সংখ্যা	Cognizable offence এ গ্রেপ্তারের সংখ্যা	থানায় লিপিবদ্ধ মোট অভিযোগের মধ্যে-Non-cognizable offence এ অভিযোগের সংখ্যা	Non-cognizable এ গ্রেপ্তারের সংখ্যা	মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পূর্ব আগরতলা	৫১	২৯	১৩	২২	—	১৩
পশ্চিম আগরতলা	৫৫	৩২	২৬	২৩	১৪	৪০
জিরানীয়া	৩১	২৫	৭	৬	—	৭
বিশালগড়	৫২	৩৫	৩১	১৭	—	৩৩
আমতলী	১৪	১৪	১৩	—	—	১৩
টাকারজলা	৫	১	২	৩	—	২
সিধাই	১৩	১০	৮	৩	—	৮
এয়ারপোর্ট	৫	৫	—	—	—	—
খোয়াই	৩২	৪১	৫০	১১	—	৫০
তেলিয়ামুড়া	৯	৫	৮	৪	—	৮
কল্যানপুর	১৭	১০	১৬	৭	—	১৬
সোনামুড়া	১৭	১১	৪	৮	—	৪
মেলাঘর	১৬	১১	১০	১৫	—	১০
যাত্রাপুর	৩	২	২	১	৩	৫
কলমচোড়া	৭	৪	—	৩	—	—
রাধাকিশোর পুর	৭৩	৩৮	৪১	৩৫	—	৪১
কিল্লা	৩	১	—	২	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বিলোনীয়া	৬৪	১৮	১৫	৪৬	—	১৫
পি, আর, বাড়ী	১২	১০	২০	২	—	২০
শান্তিরবাজার	১৭	৮	২৪	৯	—	২৪
সাব্রুম	১১	৮	১৭	৩	—	১৭
বাইকোরা	৮	৩	২	৫	—	২
মনুবাজার	১০	৬	৫	৪	—	৫
অমরপুর	১৩	৯	৪৩	৪৭	—	৪৩
নূতনবাজার	৬	৪	৫	২	—	৫
অম্পি	৫	৪	৩	১	—	৩
তৈদু	১	১	২	—	—	২
গণ্ডাছড়া	৫	৫	১৩	—	—	১৩
রৈস্যাবাড়ী	১	—	—	১	—	—
গঙ্গানগর	—	—	—	—	—	—
কৈলাশহর	৬৫	২৮	৩৯	৩৭	১৫	৫৪
ফটিকরায়	২৯	১৫	৬৬	৪	—	৬৬
মনু	১৭	১৭	১০৫	—	—	২০৫
ছামনু	৪	৪	—	—	—	—
ধর্মনগর	৪৫	৮	৮	৩৭	—	৮
চোরাইবাড়ী	৬	৬	৬	—	—	৬
পানিসাগর	২২	১৯	১৪	৩	—	১৪
দামছড়া	৯	৭	৩৩	২	—	৩৩
কাঞ্চনপুর	৬	৬	৮	—	—	৮
পেচারথল	৫	৫	৪	—	—	৪
ভাংমনু	—	—	—	—	—	—
কমলপুর	৩৬	২৬	৩০	১০	২	৩২
আমবাসা	১১	১১	২০	—	—	২০

Admitted Un-Starred Question No. 31.

Name of the Member :—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। ১৯৮৮ ইং সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন থানায় মোট কতটি মামলা নথিভূক্ত করা হয়েছে ?

২। এইসব মামলায় আসামীর সংখ্যা কত ?

৩। কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং কতজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি ?

ANSWER

Name of Minister :—Shri Sudhir Ranjan Majumdar,

Chief Minister, Tripura.

১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর :—

১৯৮৮ ইং সনের ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০ ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন থানায় মামলা নথিভূক্তের হিসাব, আসামীর সংখ্যা গ্রেপ্তারকৃত এবং এখন পর্য্যন্ত যাহাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই তাদের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক্রমিক নং	থানার নাম	মোট মামলা নথিভূক্ত	আসামীর সংখ্যা	গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা	যাহাদেরকে এখনও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই তাদের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	পূর্ব আগরতলা	৮০০	৬৭৪	৫৬০	১১৪

১	২	৩	৪	৫	৬
২।	পশ্চিম আগরতলা	৩৬৪	৫৫৩	৪৫১	১০২
৩।	জিরানীয়া	৩৭৬	৬৪৫	২৮২	৩৬৩
৪।	বিশালগড়	৭৩৩	৯৫৯	৪১৫	৫৪৪
৫।	আমতলী	৩১৪	৩৮৭	২১৫	১৭২
৬।	টাকারজলা	১০৮	২৬৮	১৩৭	১৩১
৭।	মেলাঘর	২৫	৪০	৮	৩২
৮।	যাত্রাপুর	১৩৫	২৮৫	৭১২	৭৩
৯।	এয়ারপোর্ট	৫০	৯০	৭৪৬	৪৪
১০।	সিধাই	১২১	১৯০	৭৫	১১৫
১১।	তেলিয়ামুড়া	৩৭৯	৫০৯	১৬৬	৩৪৩
১২।	খোয়াই	৫৪৮	৮৯৫	৬৮৬	২০৯
১৩।	কল্যাণপুর	২০৪	৪৮৩	৪৭১	১২
১৪।	সোনামুড়া	৫১৮	৯২১	৩০১	৬২০
১৫।	কলমছড়া	১৫৬	৪৪৯	৩৪৭	১০২
১৬।	কৈলাসহর	৬৫৩	১১৯৫	৬৯৫	৫০০
১৭।	ফটিকরায়	৩২৫	৭২২	৫২৮	১৯৪
১৮।	মনু	২১৬	৫৪৯	৩৪৯	২০০
১৯।	ছামনু	৪৯	১৫১	৮৯	৬২
২০।	ধর্মনগর	৪৩৮	৯১৮	৬৯৩	২২৫
২১।	চুড়াইবাড়ী	২৩১	৩৫৪	৩১১	৪৩
২২।	পানিসাগর	১৯২	৬৪৩	৩৫৮	২৮৫
২৩।	দামছড়া	৬৫	১৩৪	১১৯	১৫
২৪।	কাঞ্চনপুর	২৪৩	৫৪১	৩৮৭	১৫৪
২৫।	পেচারথল	৪৪	৮৬	৫২	৩৪
২৬।	ভাংমুন	১২	৯	৮	১
২৭।	কমলপুর	৪৭৮	৯১৬	৫৯৪	৩২১
২৮।	আমবাসা	১৭৩	২৪০	১৭৬	৬৪

১	২	৩	৪	৫	৬
২৯।	গঙ্গানগর	৭	১০	৬	১
৩০।	রাধাকিশোরপুর	৭১০	১৬০২	৯০০	৭০২
৩১।	কিল্লা	৪৪	১০৩	৬০	৪৩
৩২।	পুরান রাজবাড়ী	১৭০	৫৩০	২৮৭	২৪৩
৩৩।	বিলোনীয়া	৫৫৮	৭৮৭	৬৩৪	১৫৩
৩৪।	অমরপুর	১৮৭	৩০০	২১৯	৮১
৩৫।	শান্তির বাজার	৬৭	১০৬	৮৩	৪৩
৩৬।	অম্পি	৮১	১১১	১০৩	৮
৩৭।	তৈদু	৩৯	১২১	১০১	২০
৩৮।	নূতনবাজার	১২৭	২১৯	১৯৮	২১
৩৯।	সাব্রুম	১৮৮	২৮০	২৫৪	২৬
৪০।	মনুবাজার	১৫৬	২২৬	২১২	১৪
৪১।	বাইখোরা	১১৫	২৭৪	২০২	৭২
৪২।	গণ্ডাছড়া	৯০	১৭৮	১৫৫	২৩
৪৩।	রৈশ্যাবাড়ী	১৩	২৬	১১	১৫

Admitted Starred Question No.—34

Name of Member :—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the law Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১। রাজ্যের কোন্ শ্রেণীর কোর্টে কয়টি খুন, নারী ধর্ষণ, গৃহে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অপরাধের অভিযোগে কত সংখ্যক মামলা ১৯৯০ ইং জানুয়ারী শেষে বিচারাধীন রয়েছে ?

২। ১৯৮৮ ইং ফেব্রুয়ারী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কত সংখ্যক এইসব অপরাধের মামলা রাজ্য সরকার প্রত্যাহার করে নেবার ফলে বিচারের নথি তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে,

৩। অপরাধগুলির মহকুমা ভিত্তিক মামলার পৃথক পরিচয়?

উত্তর :—

১।
২। } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩।

Un-Starred Question No—48

Name of the Member :—Shri Dipak Nag

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন ন.—১ ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কোন কোন ব্লকে কতটি মিনি ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে;

প্রশ্ন নং—২ এর মধ্যে কোন ব্লকের কতটি নির্মাণ কার্য্য ১৯৮৯ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর এর মধ্যে শেষ হয়েছে; এবং

প্রশ্ন নং—৩ বাকীগুলির কাজ শেষ হতে আর কত দিন সময় লাগবে বলে আসা করা যায়?

—: উত্তর :—

ANSWER

উত্তর :—১

ক) মাতাবাড়ী — ৭৬টি
খ) বগাফা — ৮টি
গ) রাজনগর — ১৪টি

ঘ) কুমারঘাট — ৪০টি
ঙ) ছাওমনু — ১২টি
চ) অমরপুর — ১৫টি
ছ) ডম্বুরনগর — ৭টি
জ) মোহনপুর — ১৫টি
ঝ) বিশালগড় — ১১টি
ঞ) জিরানীয়া — ১১টি
ট) টাকারজলা — ৮টি
ঠ) মেলাঘর — ২৪টি
ড) পানিসাগর — ৪৮টি
ঢ) কাঞ্চনপুর — ১৩টি
ণ) সাতচাঁদ — ২০টি
ত) সালেমা — ৭৯টি
থ) খোয়াই — ১৪টি
দ) তেলিয়ামুড়া —১০টি

উত্তর—২

ক) মাতাবাড়ী — ১০টি
খ) বগাফা — ৪টি
গ) রাজনগর — ৭টি
ঘ) অমরপুর — ১৭টি

উত্তর —৩

আসা করা যায় বর্ত্তমান অর্থবর্ষের মধ্যে বাকীগুলির কাজ শেষ হতে পারে।

Unstarred Question No.—54.

Name of the Member—Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। রাজ্যের কোন কোন থানার অধীনে গত এক বছরে (১৯৮৯-৯০) কয়টি ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ?

২। এই সকল ডাকাতির অপরাধে যুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ঘটনা কয়টি আছে ;

৩। কতজন আসামীকে পুলিশ এখন পয্যন্ত গ্রেপ্তার করে কোর্টে প্রেরণ করেছে ;

৪। কতজন আসামীকে কোর্টের নির্দ্দেশে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ অনুসন্ধানে নিযুক্ত রয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura..

১নং, ২নং, ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল :—

থানার নাম	নথিভুক্ত ডাকাতির সংখ্যা	আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের হিসাব	গ্রেপ্তারকৃত ও কোর্টে প্রেরিত আসামীর সংখ্যা	কোর্টের নির্দ্দেশে পুলিশ কর্তৃক অনুসন্ধানকৃত আসামীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১। কৈলাশহর	২	—	৬	--
২। ছামনু	৩	২	২	—
৩। ফটিকরায়	১	১	—	—
৪। ধর্মনগর	১	—	২	—
৫। পানিসাগর	৬	১	১২	—
৬। দামছড়া	৩	১	৪	—
৭। কাঞ্চনপুর	২	১	৪	—
৮। পেচারথল	৩	৩	৭	—
৯। কমলপুর	১	—	২	—
১০। আমবাসা	১	১	২	—
১১। রাধাকিশোরপুর	৬	১	৬	—

১	২	৩	৪	৫
১২। কিল্লা	২	২	২	—
১৩। বিলোনীয়া	৩	—	১	—
১৪। পুরান রাজবাড়ী	৭	—	১৪	—
১৫। শান্তিরবাজার	১	১	..	—
১৬। সাব্রুম	১	—	৬	—
১৭। বাইকোড়া	২	১	৭	—
১৮। অমরপুর	৩	১	৯	—
১৯। নূতনবাজার	৪	৪	১৯	—
২০। রৈস্যাবাড়ী	২	১	৯	—
২১। জিরানীয়া	৬	২	২	—
২২। সিধাই	৬	—	—	—
২৩। আমতলী	৩	—	১	—
২৪। কলমছড়া	৩	১	৮	—
২৫। সোনামুড়া	৭	৩	১৩	—
২৬। বিশালগড়	৬	—	১৫	—
২৭। খোয়াই	২	১	৭	—
২৮। যাত্রাপুর	৩	—	—	—
২৯। কল্যানপুর	১	১	৭	—
৩০। টাকারজলা	১	—	৩	—
৩১। মেলাঘর	১	—	—	—

Admitted Un-Starred Question No.—55.

Name of the Members— 1) Shri Samar Choudhury
2) Shri Subodh Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১। গত ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৯০, ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সময়ে রাজ্যের কোন থানায় কয়টি Cognigible offence এবং কয়টি Non-Cognigible offence case নথিভূক্ত করা হয়েছে ?

২। এই সকল offence সমূহের কোন শ্রেণীর কতগুলি case কোন কোন থানায় অন্তর্গত (থানাভিত্তিক হিসাব) এবং কত সংখ্যক আসামী police wanted.

৩। এই সকল Offence এর মধ্যে --

১। খুন ২। ঘরে আগুন দেওয়া ৩। বে-আইনী-ঘরে প্রবেশ করে আক্রমন ৪। অপহরণ ৫। নারী ধর্ষণ ৬। ডাকাতি ৭। ধারালো অস্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ ইত্যাদির ঘটনার সংখ্যা কত ?

৪। কোন থানা থেকে কতজনকে বিভিন্ন আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়েছে এবং কতজন মৃতকে Postmortom করা হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Sudhir Ranjan Majumder,
Chief Minister, Tripura..

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল : -

থানার নাম	Cognigible Offence এ নথিভূক্ত Case এর সংখ্যা	No-Cognigible Offence এ নথিভূক্ত Case এর সংখ্যা	Cognigible Offence–এ পুলিশ কর্তৃক অনুসন্ধানকৃত আসামীর সংখ্যা	Non Cognigible Offence-এ পুলিশ কর্তৃক অনুসন্ধানকৃত আসামীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
পূর্ব আগরতলা—	৭৬৮	১৫১৯	১৬৮২	১৬৬৬
পশ্চিম আগরতলা—	৮৬১	৭৬৬	৭০৬	২৫৩
জিরানীয়া	৪৬৯	—	—	—

১	২	৩	৪	৫
বিশালগড়	৭৫৪	৮৮২	৯	—
আমতলী	৩১২	৫১৫	২	—
টাকারজলা	২১২	৩৪৪	৩	২২৬
সিধাই	২৮৭	৪৩২	৫৩২	৮২১
এয়ারপোর্ট	২৪৮	—	১৩	—
তেলিয়ামুড়া	৩৭৬	৫৫৪	৪৩১	৭৬৮
কল্যাণপুর	২০৫	৫২৩	—	—
সোনামুড়া	৫১৫	২৪৯	১০০৫	৬৪৫
মেলাঘর	৭১	১১৯	—	—
যাত্রাপুর	১৩৬	১০১	৫১	—
কলমছড়া	১৫৮	২৯৯	—	৮৩৭
খোয়াই	৫৪৯	৪১৮	১০৩৪	৭২৯
কৈলাশহর	৬৫৩	২৪৪	৮৭৯	২৯৭
ফটিকরায়	৩২৫	৭১১	৫৩০	১৬০
মনু	২১৬	৪০৫	৬৪৮	৫৫১
ছামনু	৫০	২৩	১১৭	৪৮
ধর্মনগর	৪৩০	৮৩২	১০৯৫	১৩৩৪
চুড়াইবাড়ী	২৩৯	২৪৬	৪১৪	৩৪৫
পানিসাগর	১৯২	৪৭৯	৪২২	৬০৬
দামছড়া	৬৮	৬১	৮	—
কাঞ্চনপুর	২৪৩	৬১	৮৯১	২৯
ভাঙ্গমুন	১২	১	—	—
কমলপুর	৪৭৮	২৭২	৫০	—
আমবাসা	১৭০	—	১৫৭	—
পেচারথল	৪৪	৩৪	১	—
রাধাকিশোরপুর	৭১১	১৬৮৬	১৬০২	১৮০৯

১	২	৩	৪	৫
কিল্লা	৪৭	১০৯	১০৩	১২৭
বিলোনীয়া	৫০৩	৫৫৮	৭৭৭	৮৬১
পি-আর বাড়ী	১৭০	১৮৩	৫২৯	১৯৭
শান্তির বাজার	৬৫	২৫	১০৬	৩৭
সাব্রুম	১৮৫	১০০	২৭৭	১`৩
মনুবাজার	১৬১	২১০	২২৬	২৩৭
খাইখোরা	১৯৭	১৮১	১২৭	৫১৭
অমরপুর	১৯১	১০৬	৩২৪	১৫৩
নূতনবাজার	১২৭	৩৭৩	২২৪	৪১৩
অম্পি	৮১	৭৬	১১১	১০৮
তৈদু	৬০	৬৪	১২১	৮৩
গণ্ডাছড়া	৯০	৬২	১৭৮	১৪১
রৈশ্যাবাড়ী	১৩	২	২৬	৫
গঙ্গানগর	৭	১১	১০	১৫
মোট	১১,৬০৪	১৩,৮০৯	১৫,৪১৮	১৪,৪২৯

৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে তালিকা আকারে দেওয়া গেল ।—

থানার নাম	খুন	ঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনার সংখ্যা	বে-আইনী ঘরে প্রবেশ করে আক্রমণ করার ঘটনার সংখ্যা	অপহরণ	নারী ধর্ষণ	ডাকাতি	ধারালো অস্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমনের ঘটনার সংখ্যা	হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতের সংখ্যা	post-mortom কৃত মৃত ব্যক্তির সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
পূঃ আগরতলা	২২	১৭	১০৬	১০	৫	২	৫৪	১৯৭	২২
পঃ আগরতলা	৯	১৮	৮৩	৭	৩	—	৬৬	৯৩	৯
জিরানীয়া	১৯	৩৫	৫২	৫	১	১২	১০	৩২	১৭

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বিশালগড়	১৩	—	৫২	৬	২	১৬	—	২৪	১৩
আমতলী	৭	১০	৩৭	৫	—	৩	—	—	২
টাকারজলা	৩	২০	১২	৪	৩	৩	৮	৫১	৪
সিধাই	১৭	১২	৭২	৫	৪	১২	৭	৭৭	১৮
এয়ারপোর্ট	১	৫	৩২	৩	—	—	১৪	১	১
তেলিয়ামুড়া	৮	৩২	৩০	৪	৯	—	৫২	১৯	৮
কল্যাণপুর	১৩	৫	—	—	—	২	—	৫২	১২
সোনামুড়া	৮	১২	১০২	১২	৫	১২	২৮	৮৮	৮
মেলাঘর	৩	৭	৩	—	—	১	৭	২৪	১২
যাত্রাপুর	৩	৮	৩৬	৪	২	২	৩৫	৯৫	৩
কলমছড়া	[illegible]	৫	—	৫	১	৫	৪৬	৬১	—
খোয়াই	১১	৪৯	১৪৮	১১	৫	৪	১৫	১৮৫	১১
কৈলাসহর	১৪	৩০	৬০	১৩	১২	৬	১২	১৩৯	১৮
ফটিকরায়	১৩	৩৬	৪৫	[illegible]	১	৫	৯	১৪৮	১৫
মনু	১০	৯	১৯	১	২	২	৩	২৬	১০
ছামনু	—	১	৭	—	২১	৩	[illegible]	৬১	—
ধর্মনগর	৯	১৪	৩৫	১০	৪	৩	৮	১৬২	১০
চুড়াইবাড়ী	৫	১৩	২১	৯	৫	—	৩	৪৫	৫
পানিসাগর	৩	৯	২৭	২	২	৭	৪	১৫৮	৩
দামছড়া	১	৫	১০	১	—	৪	—	২২	১
কাঞ্চনপুর	৬	৯	১৭	৫	৫	৭	২	৩৮	৮
ভাংমুন	—	—	—	—	—	—	—	—	—
কমলপুর	১০	৪৪	৩০	১০	১১	৩	৯	১৭২	১০
আমবাসা	৭	৮	৯	৫	১	১	৪	২৩	৭
পেচারথল	৪	—	৩	—	১	১	২	৭	৪
রাধাকিশোর পুর	১৬	৪৩	৯৮	৬	৮	৭	৪০	২৫৯	১৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কিল্লা	৩	৩	২	—	—	৩	৪১	১০	৬
বিলোনীয়া	১৩	৫৮	৪৯	৯	৬	১২	২৯	৫৩৮	২৮
পি,-আর বাড়ী	৫	১৬	৪০	২	১	১০	১[illegible]	২৭	৬
শক্তির বাজার	১	৪	৪	১	১	১	৭	৮	১
সাব্রুম	৮	৪	১৯	—	—	৫	১৭	২৭	৮
মনুবাজার	৩	২১	২[illegible]		২	১	১০	৬০	৪
বাইখোরা	৫	৬	—	১	২	৩	১	৫২	৫
অমরপুর	১	১০	৫	৪	৩	৩	৬	৭	১
ন,তনবাজার	২	৬	১৪	২	১	৩	[illegible]৮	[illegible]৮	৫
অম্পি	৩	৮	১	—	—		৫	১৬	৩
তৈদু	১	২	৭	২	—	—	৩	১২	১
গণ্ডাছড়া	১	২	১৩	—	২	—	৮	১৮	—
রৈশ্যাবাড়ী	—	২	—	—	—	২	—	—	—
গঙ্গানগর	—	—	—	১	—	—	—	৪	—
মোট :—	[illegible]৮২	৫৯৮	১৩[illegible]৭	১৬৭	১০১	১৬৬	৬১৮	[illegible]০৭৮	[illegible]১৫

ANNEXURE—"C"

Postponed Un-Starred Question No --12

Name of M. L. A. :—Shri Dipak Nag.

১) প্রশ্ন :—বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কতটি ফুট ব্রীজ এবং এস, পি, টি, ব্রীজ নির্মানের জন্য-- কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

১) উত্তর : -- বর্ত্তমান অর্থিক বর্ষে ফুট ব্রীজ এবং এস, পি, টি, ব্রীজ নির্মানের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম।	ফুট ব্রীজ।	এস, পি, টি, ব্রীজ।	বর্ত্তমান বর্ষের টাকার পরিমাণ।
১) পানিসাগর ব্লক।	,,	২টি	৬০,০০০,০০
২) কাঞ্চনপুর ,,	—	—	—
৩) কুমারঘাট ,,	১টি	১২টি	৫,৬৫,০০০,০০
৪) ছামনু ,,	১টি	৩টি	৭,০০,০০০,০০
৫) সেলেমা ,,	৪টি	৩৭টি	৪,৯০,০০০,০০
৬) ডম্বুর ,,	—	৮টি	৪,৩০,০০০,০০
৭) খোয়াই ,,	—	২টি	৪,৭০,০০০,০০
৮) তেলিয়ামুড়া ,,	—	১০টি	১১,৯৩,৬৩৫,০০
৯) অমরপুর ,,	—	৮টি	১২,৪৬,৮৬১,০০
১০) মাতাবাড়ী ,,	১টি	৩টি	২৩,৫৫,৬৫০,০০
১১) বগাফা ,,	—	৯টি	২১,৮৭,৬১১,০০
১২) সাতচাঁন্দ ,,	--	১টি	৩,৪৩,০০০,০০

২) প্রশ্ন :—পূর্ত্ত বিভাগ কর্তৃক উক্ত সেতু নির্মানের কাজের জন্য কি কি পদ্ধতি বা নিয়মনীতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে ?

২) উত্তর : - এ্যাষ্টিমেট অনুমোদিত হওয়ার পর টেণ্ডার-এর মাধ্যমে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে।

—: o :—